সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ষড়্‌বিংশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

—০—

109800

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন।)

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৬

Printed by—R. C. Mittra a. the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকগণের বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ বার আনা।
মফস্বলে ৩।৶০ তিন টাকা ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা

বৌদ্ধ-গান ও দোহা

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—২৷৷০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৷৷০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

গোরক্ষ-বিজয়

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর সি আই ই মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন বঙ্গভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ৷৷০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ৷৷৵০ এবং সাধারণপক্ষে ৸০ আনা।

বিদ্যাপতির পদাবলী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এই গ্রন্থ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৬টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২; মূল্য ৪৲ চারি টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲ তিন টাকা।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ষড়্‌বিংশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৬

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৴ বার আনা।

মফস্বলে ৩।৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা [illegible] সংবাদ দিবেন।

পদক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বড়্‌বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্ম নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক প্রবন্ধের বিষয়

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়।

৪। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—৺ অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" কাব্য সমালোচনা।

৫। শশিপদ রৌপ্য পদক—জাতীয় জীবনে চরিত্রের প্রভাব।

৬। ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্য পদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সু-নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৭। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য পদক—৺ নবীনচন্দ্র সেনের সুভদ্রা-চরিত্র।

পুরস্কার

৮। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব।

৯। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—সেণ্ট অগষ্টিনের জীবন-চরিত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্র-সভ্যগণের জন্য এবং ৭ম বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ বিষয়ের জন্য প্রবন্ধ আগামী ১৩২৭ সালের ২রা বৈশাখ তারিখের মধ্যে এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ ১৩২৬ সালের ৩০শে পৌষ তারিখের মধ্যে পরিষদের সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
১০ই ভাদ্র, ১৩২৬।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

ষড়্বিংশ ভাগ] [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক [illegible] কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

১। বৌদ্ধগান ও দোহা—ইহাতে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহা-কোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থের স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

২। বাঙ্গালা-ভাষা—শব্দ-কোষ—ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পরম উপাদেয় গ্রন্থ। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর সম্পাদিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩৸৴০, সাধারণের পক্ষে—৫॥০।

৩। জ্যোতিষ-দর্পণ—জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ। শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্যপক্ষে মূল্য ১৲, সাধারণের পক্ষে ১।০।

৪। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম—সঙ্গীতশাস্ত্রের এই বহুমূল্য গ্রন্থ কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই বৃহদায়তন গ্রন্থ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্যগণের পক্ষে মূল্য ২৫৲ এবং সাধারণের পক্ষে মূল্য ৩০৲।

৫। চণ্ডীদাসের পদাবলী—অমর কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীযুত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ। সদস্যপক্ষে মূল্য ২৲ এবং সাধারণের পক্ষে ৩৲।

৬। বিদ্যাপতির পদাবলী—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় বিদ্যাপতির পদাবলী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবির জীবনী, পাঠনির্ণয়, কালনির্ণয়, পদ-নির্ব্বাচন, আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণার মীমাংসা এই বৃহৎ গ্রন্থে রহিয়াছে। সদস্যপক্ষে মূল্য ৩৲ ও সাধারণের পক্ষে ৪৲।

৭। ন্যায়দর্শন (বাৎস্যায়ন ভাষ্য)—গ্রন্থ-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি, বহু বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য সদস্যপক্ষে ১॥০, সাধারণ পক্ষে ২॥০।

৮। গোরক্ষ-বিজয়—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং লালগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য সদস্যপক্ষে ॥০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥৴০ এবং সাধারণপক্ষে ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা।

ষড়্‌বিংশ ভাগ] [চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্ম পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সমতটের পূর্ব্বে*

(শ্রীহট্ট-কাছাড় অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে লিখিত)

চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়নচুয়াং ভারত-ভ্রমণে আসিয়া নানা দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক সমতট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সমতটের পূর্ব্ব দিকে তিনি যান নাই। না গেলেও সমতটে অবস্থান-সময়ে তৎপূর্ব্বদিকে ছয়টি প্রদেশের নাম তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল; তিনি যথাক্রমে সেই-গুলির নাম ও দিক্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ;—

১। শিহ্-লি-চ-ট-লো—সমতটের উত্তর-পূর্ব্বে, পর্ব্বত-মধ্যে, সমুদ্র-পার্শ্বে।

২। ক-মো-লং-ক—শিহ্-লি-চ-টলের দক্ষিণ-পূর্ব্বে সমুদ্রের শাখার উপরে।

৩। তো-লো-পো-তি—কমোলঙ্কের পূর্ব্বে।

৪। ই-শং-ন-পু-লো—তো-লো-পোতির পূর্ব্বে।

৫। মো-হ-চন্-পো—ই-শং-ন-পুলোর পূর্ব্বে।

৬। ইয়েন্-মো-ন-চৌ—মো-হ-চন্-পোর দক্ষিণ-পশ্চিমে।

এই সকল দেশ কোথায়, ইহা লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক মহোদয়গণ বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং নানা মত প্রচার করিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

য়ুয়নচুয়াংএর ভারত-ভ্রমণ বিবরণের যত সটীক অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বর্গীয় টমাস্ ওয়াটার্স কৃত অনুবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-তত্ত্ববিৎ ডাঃ রীস্ ডেভিড্স্ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে ওয়াটার্স সাহেবের উক্ত অনুবাদ প্রকাশ উপলক্ষে লিখিয়াছেন ;—

"As Mr. Watters probably knew more about Chinese Buddhist Literature than any other European scholar and had at the same time a very

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† প্রবন্ধান্তরে (শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস সমালোচনা, ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩২২) অবান্তর ভাবে এতদ্বিষয়ে সামান্য আলোচনা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই গুরুতর ব্যাপারের বিস্তারিত আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক, তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

fair knowledge both of Pali and Sanskrit, he was the very person most qualified to correct those mistakes (made by Mr. Beal) and to write an authentic work on the interpretation of Yuan Chwang's most interesting and valuable records."*

বিশেষতঃ ওয়াটার্স্ সাহেবের ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন-কারিগণের অগ্রণী, সুপ্রসিদ্ধ ভিন্সেণ্ট্ এ. স্মিথ সাহেব কতিপয় মূল্যবান্ টীকা সংযোজিত করিয়া ইহার সারবত্তা আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান প্রবন্ধে ওয়াটার্স্ সাহেবের গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়াই মদীয় বক্তব্য লিখিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সমতটের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে। চীন পর্য্যটক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০লি (৫লি=১ মাইল) পূর্ব্বদিকে গিয়া, করতোয়া পার হইয়া, কামরূপ রাজ্যে উপস্থিত হন এবং কামরূপ হইতে দক্ষিণে ১২০০ কি ১৩০০ লি চলিয়া সমতটে পৌছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, তখন করতোয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগ কামরূপের অন্তর্গত ছিল। অতএব ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি লইয়া বর্ত্তমান ঢাকা-বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ ও সুন্দরবন লইয়া 'সমতট' রাজ্য অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট এ. স্মিথ্ সাহেব তদীয় টীকার সঙ্গে ওয়াটার্স সাহেবের গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে যে একটি মানচিত্রে চীন পর্য্যটকের ভারত-ভ্রমণের প্রদেশ-গুলি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সমতট বোধ হয়, বিশুদ্ধ ভাবেই দেখান হইয়াছে। এই সমতট হইতে য়ুয়ন্-চুয়াং ফিরিয়া পশ্চিম অভিমুখে ৯০০ লি গিয়া, তান্-মো-লিহ্-তি বা তাম্রলিপ্তি (বর্ত্তমান তমলুক) প্রাপ্ত হন, তাহাতেও সমতটের অবস্থান প্রাগুক্তানুরূপ বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

এখন সমতটের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে "শিহ্-লি-চ-ট-লো" রাজ্যটি কি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। বিশুদ্ধ সংস্কৃতে ইহা পরিবর্ত্তিত করিলে "শ্রীক্ষত্র" দাঁড়ায়। এতৎসম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বলিয়াছি ;—

In fact what the people whom Yuan Chwang consulted said was "Srihatta" which the pilgrim heard as 'Srikshatra' and reproduced in his defective Chinese tongue as 'Shihli Chatalo'†

অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত দেশটির নাম লোকে বলিয়াছিল "শ্রীহট্ট",—পর্য্যটকের কাণে তাহা "শ্রীক্ষত্র"রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল ; তাহাই বিকৃত চীন-ভাষায় শিহ্লি-চ-ট-লো হইয়া পড়িয়াছে। "এই বিষয়ে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বাঞ্চলে--সমতট ইত্যাদিতে উচ্চারণের যে একটা বিশেষত্ব ছিল, তাহার চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান। অধুনা অসমীয়া ভাষায় পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন উচ্চারণের ধারার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। "স"-কারের "হ"

---

* Preface to Watter's Yuan Chwang Vol i,

† Epigraphia Indica Vol XII, P. 67.

উচ্চারণ তন্মধ্যে একটি ; এবং "হ"-কারের উচ্চারণ অনেকটা "খ"এর মতই শুনায়। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে চৈনিক পরিব্রাজকেরও সেই ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। এই শ্রীক্ষত্র বা শ্রীক্ষেত্রকে কেহ কেহ ব্রহ্মদেশের "থারেখেত্তর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং "বাঙ্গালার ইতিহাস"-লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত অবলম্বন করিয়া ইহা "বর্ত্তমান প্রোম" বলিয়াছেন।* কিন্তু যাঁহারা "থারেখেত্তর"কে (শ্রীক্ষত্র) যুয়ন্-চুয়াংএর 'শিহ্লি-চ-ট-লো' মনে করেন, তাঁহারা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। জেনারেল ফেয়ার-প্রণীত "হিস্টরি অব্ বর্ম্মা" (ব্রহ্মদেশের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "থারেখেত্তর" রাজ্য ৯৫ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বিগ্রহে বিধ্বস্ত হইয়া যায়।† তাহা হইলে ইহার প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরে যুয়ন্-চুয়াং আসিয়া ঐ রাজ্যের সংবাদ কিরূপে পাইলেন, অথবা কি জন্য ইহা উল্লেখ-যোগ্য মনে করিলেন, বুঝা গেল না। তাঁহারা আরও একটি কথা ভুলিয়া যান যে, শিহ্লি-চ-ট-লো রাজ্যটি (near the sea) সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত বলিয়া যুয়নচুয়াং বলিয়াছেন। থারেখেত্তর (বা প্রোম) এবং সমুদ্রের মধ্যে অনেক ব্যবধান এবং সমুদ্র হইতে প্রোম যাইতে হইলে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়। ফলতঃ শিহ্লি-চ-ট-লো বা "শ্রীক্ষত্র" শ্রীহট্টই বটে—"থারেখেত্তর" নহে।‡

এই শিহ্-লি-চ-ট-লোর অপর এক দাবিদার সম্প্রতি হাজির হইয়াছেন। চট্টগ্রামের কোনও কোনও দেশবৎসল ব্যক্তি জেলাটির প্রাচীনত্ব সূচনার্থ ইহাকেই চীন পর্য্যটকের কথিত দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বলেন যে, "শিহ্-লি-চ-ট-লো" "শ্রীচট্টল" নামের চীন সংস্করণ। আপাততঃ ইহা বেশ সমীচীন দেখায় বটে; বোধ হয় যেন, ইহাই সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে কয়েকটি গুরুতর আপত্তির কারণ পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ "চট্টল" শব্দটি আধুনিক কোনও কোনও তন্ত্রে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা চাটিগ্রাম শব্দের সংস্কৃতীকরণ বলিয়াই বোধ হয়। "চট্টগ্রামের বিবরণী" নামক

* বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ, ৯৫ পৃঃ।

† Vide General Phayre's History of Burma P. 18.

‡ "থারে-খেত্তর" শ্রীক্ষেত্র কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। তৎসম্বন্ধে জেনারেল ফেয়ার বলেন,—

"Thare Khattara is interpreted by Lassan as representing "Srikshetra", the field of fortune. 'Khattara' is also the Burmanized form of 'Kshatriya' and the name has been interpreted as referring to the race from which the kings of Burma claim to have descended." P. 11 (foot-note) History of Burma.

আবার শ্রীহট্টের নামও 'শ্রীক্ষেত্র'রূপে তন্ত্রাদিতে উল্লেখ থাকা বিচিত্র নহে। কেন না, শ্রীহট্টের মহাপীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী—তাঁহারই নামে ইহা 'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মীর "হট্ট" বলিয়া পরিচিত। সেই কারণে ইহা শ্রীর ক্ষেত্র অর্থাৎ স্থান বলিয়া উল্লেখিত হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। "শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ" এই শ্লোকাংশ তন্ত্রান্তরে নাকি "শ্রীক্ষেত্রে হাটকেশ্বরঃ" এইরূপ আছে। তাহা হইলে "শ্রীহট্ট" ও "শ্রীক্ষেত্র" একার্থবাচক বলিয়াই প্রতীত হইবে।

ক্রমশঃ-প্রকাশিত একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতেও ঐ দেশ 'চাটিগাঁ' বলিয়াই বৌদ্ধ-জগতে খ্যাত ছিল; এ কথা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতত্ত্বাভিজ্ঞ চট্টগ্রামবাসী রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই বলিয়াছেন।* খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চট্টল বা চট্টগ্রাম নামক কোনও রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, এমন কথা চট্টগ্রামের বিবরণীতে পাওয়া যায় না।† সম্ভবতঃ ইহা তখন 'মগ'দের অধীন ছিল। তারপর যদিও তর্কস্থলে বলা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতেও "চট্টল" নামেই ইহা স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল, তথাপি "শ্রীচট্টল" এই নামের "শ্রী" কিরূপে আসিয়া চট্টলের মাথায় বসিল? এটা নামের অংশ না হইলে চীন পরিব্রাজক এত কষ্ট করিয়া ইহা লিখিতেন না এবং তৎ-পশ্চাদাগত ইচিংও তাহা অব্যাহত রাখিতেন না। ফল কথা, "শিহ্-লি-চ-ট-লো" "শ্রীচট্টল" নহে, "শ্রীহট্ট"ই বটে।

ওয়াটার্স স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সমতটের উত্তর-পূর্ব্বভাগে শিহ্-লি-চ-ট-লোর অবস্থান; 'থারেখেত্তর' (বা চট্টল) হইতে হইলে "দক্ষিণ-পূর্ব্বে" হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াও তিনি পাঠ "উত্তর-পূর্ব্ব"ই পাইয়াছেন। তাই তিনি ইহা "ত্রিপুরা জেলা" অনুমান করিয়াছেন এবং তাঁহার টীকা-লেখক ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট এ. স্মিথ সাহেবও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা নিকটে গিয়াছেন মাত্র, ঠিক্ স্থানে পৌছিতে পারেন নাই। তবে ত্রিপুরা জেলার এক বিশিষ্ট অংশ (সরাইল পরগণা) সে দিনও শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার শ্রীহট্টের মধ্যে যে মহাল 'সতর খণ্ডল' (সরাইল) সপ্তদশ শতাব্দীতেও ছিল, তাহা আইন আকবরি হইতেই প্রমাণিত হয়।

এখন শিহ্-লি-চ-ট-লো ত শ্রীহট্ট হইল,--য়ুয়ন্-চুয়াঙের বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া একবার দেখা উচিত। ইহা সমতটের পূর্ব্বোত্তরে, পর্ব্বতের মধ্যেও বটে; কেন না, ইহার প্রায় তিন দিকেই পর্ব্বত—খাসিয়া, জয়ন্তীয়া শ্রেণী হইতে ডান দিকে ঘুরিয়া, দক্ষিণ দিকে রঘুনন্দন পাহাড় পর্য্যন্ত একটা পর্ব্বতের বেষ্টনী শ্রীহট্টের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ ঘেরিয়া চলিয়াছে। ইহা সমুদ্রের পার্শ্বে (near the sea) প্রমাণিত করা আবশ্যক।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, ভাটেরায় দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়; তাহা এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে‡ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাঠ করেন। শাসন-প্রদত্ত ভূমি যে শ্রীহট্ট-প্রদেশেরই, তাহা শাসনে "শ্রীহট্টনাথ" শিবের উল্লেখেই বুঝা গিয়াছে। তাহার একটিতে

---

* চট্টগ্রামের বিবরণী, ভৌগোলিক ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৬ পৃষ্ঠা।

† এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীহট্ট এত প্রাচীন কি না? তদুত্তরে যাহা বক্তব্য, তাহা ইতঃপূর্ব্বে ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন সমালোচনা স্থলে বলিয়াছি—ইপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১২শ খণ্ড, ১৩ সংখ্যক প্রবন্ধ (৭৭পৃঃ), অথবা বিজয়া, আষাঢ়, ১৩২০, অথবা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৯ দ্রষ্টব্য। তদুপলক্ষে প্রমাণিত করিয়াছি যে, 'শ্রীহট্ট' তখনও স্বনামখ্যাত জনপদরূপে বিরাজমান ছিল।

‡ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, No. VIII. August 1880.

জায়গাবিশেষের পরিচয়ে "সাগরপশ্চিমে"* শব্দটি রহিয়াছে এবং অপরটিতে† "নৌবাটক" শব্দের বারম্বার উল্লেখ আছে। ডাঃ মিত্র তাহার অর্থ করিয়াছেন, "war boat"।

এই শাসনগুলি খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর বলিয়া লিপি দ্বারা অনুমিত হয়, যদিও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন। যাহাই হউক, ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের স্থানবিশেষের নিকটে সাগর ছিল এবং নৌবল পরিরক্ষিত হইত, ইহার স্পষ্ট নিদর্শন এই শাসনদ্বয় হইতে পাওয়া যাইতেছে।

এই সাগর মহাসমুদ্রের অংশবিশেষ না হইতেও পারে; কিন্তু এ ক্ষণেও শ্রীহট্টের মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে হাওর সংজ্ঞক যে সকল বিশাল হ্রদ বিদ্যমান আছে, প্রবল বর্ষাকালে, বিশেষতঃ যে বৎসর হঠাৎ জলপ্লাবন হইয়া শস্যাদি নষ্ট হইয়া যায়, সেই বৎসরে, ইহাদের আকৃতি দেখিলে, চৈনিক পরিব্রাজকের কথা যে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে।‡ বর্ত্তমান কালে, দেড় শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, যখন (১৭৭৮ খৃঃ) মিঃ লিণ্ডসে শ্রীহট্টের গবর্ণর হইয়া বর্ষাকালে ঢাকা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন,—

I shall not be disbelieved when I say that in pointing my boat towards Sylhet, I had recourse to my compass, the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent ¶

প্রতি বৎসরে বর্ষার পলি পড়িয়া অনেক নিম্ন স্থান উচ্চ হইতেছে। আমরা বাল্যকালে, মাত্র ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে, যে সকল প্রান্তর অতল-স্পর্শ দেখিয়াছি, তাহা আজ শস্যক্ষেত্রে

---

* প্রথম শাসন, ৩৮শ পংক্তি।

† দ্বিতীয় শাসন (১) ১৩-১৫ পংক্তি—

নিঃসীমনৌবাটকপত্তিরাজিপ্রতিভয়দত্তাবলসৈন্যসম্পৎ।
স রাজরাজঃ কুমুদাবদাতৈর্যশোভিরুর্ব্বীং বিমলীচকার।

(২) ২১-২২ পংক্তি,—

যত্রাস্তনৌবাটককেলিপাতবাতোচ্ছলদ্বারিভিরগ্রবেশৈঃ।
রথ্যান্তরৈরভিসম্পতদ্ভিঃ সন্তাপশান্তিঃ সুতরামলম্ভি।

‡ এক দিন যে সমগ্র শ্রীহট্ট সমুদ্র-প্লাবিত ছিল, তদ্বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন,—The conformation of some of the sandy hillocks and the presence of marine shells at the foot of the hills along the northern boundary indicate that the sea flowed at the base of the hills at a (geologically speaking) comparatively recent period. (Statistical Accounts of Assam. Vol. II, p. 263)।

¶ Extracts from "The Lives of the Lindsay's Appendix to Hunter's Statistical Accounts of Assam. Vol. II. P. 346.

পরিণত হইয়াছে। তাই তের শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টরাজ্য চীন পরিব্রাজকের নিকট সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ দেখা যায় না।*

অতএব দেখা গেল যে, শিহ্-লি-চ-ট-লো যে শ্রীহট্ট, তাহা চীন পর্য্যটকের উচ্চারিত নাম-সাদৃশ্যে, তথা তৎকথিত লক্ষণাদিতে, স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমটির সংস্থান সম্বন্ধে যদি আমরা স্থিরনিশ্চয় হইতে পারি, তবেই অন্য পাঁচটির সংস্থান-বিষয় আলোচনা করার সুবিধা হয়। তাই শিহ্-লি-চ-ট-লো লইয়া এত বিতর্ক করিতে হইয়াছে।†

২। অতঃপর শিহ্-লি-চ-ট-লো-র দক্ষিণ-পূর্ব্বে "ক-মো-লংক"; ইহা সমুদ্রের এক কাঁড়ির উপর অবস্থিত বলিয়া কথিত।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মিঃ ওয়াটার্স্ (এবং মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্) শিহ্-লি-চ-ট-লোকে ত্রিপুরা অঞ্চলে আনিয়াছেন; কিন্তু কমোলংক সম্বন্ধে পূর্ব্বতন সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিয়া লিখিয়াছেন,—"It is said to be Pegu and the Delta of the Irawadi," অর্থাৎ ইহা পেগু এবং ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্! য়ুয়ন্‌চুয়াং পর পর রাজ্য-গুলির নাম লিখিয়া গিয়াছেন—'ক-মো-লংক' শিহ্-লি-চ-ট-লোর অব্যবহিত দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা শিহ্-লি-চ-ট-লোকে "প্রোম্" বলেন, তাঁহারা অবশ্যই ক-মো-লংককে পেগু বলিতে পারেন,—কিন্তু শিহ্-লি-চ-ট-লোর বেলায় ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া, ক-মো-লংকে

---

* য়ুয়ন্‌চুয়াং যে কোন্ সময়ে সমতট পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, ঠিক্ জানা যায় না। অন্তত আমরা এইটুকু অনুমান করিয়া নিতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি বর্ষাকালে সমতট হইতে উত্তর-পূর্ব্বভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অপার জলরাশি দর্শনে তদন্তপার্শ্বস্থ জনপদ পরিভ্রমণে হতাশ হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ফলতঃ বর্ষাকাল ভ্রমণোপযোগী সময়ও নহে; বিশেষতঃ বৌদ্ধ পর্য্যটকগণ মঠাশ্রয়ে বর্ষাকাল যাপন করিতেন। (Vide Watters' Yuan Chwang Vol. I, P 145)

† এ স্থলে অপর চীন পরিব্রাজক ইচিংএর উক্তি উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। য়ুয়ান্‌চুয়াঙের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ইচিং ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি নলন্দা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ৫০০ যোজন চলিয়া পূর্ব্বসীমান্ত প্রদেশে যান। ঐ প্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বৃহৎ কৃষ্ণ (Great Black) পর্ব্বতকে তুফন (অর্থাৎ তিব্বত) দেশের দক্ষিণ সীমা বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত চীনদেশের স্‌চুয়ান (Szuchuan) প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় এক মাসের পথ ব্যবহিত বলিয়া তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে সাগর-তীরের সন্নিকটে "শ্রীক্ষত্র" নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন [Vide P 9. of Dr. Toka: kasu Itsing]। ইহা যে 'শ্রীহট্ট', তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। "বৃহৎ কৃষ্ণ" পর্ব্বত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-সীমাস্থিত ভোটানের পাহাড় বলিয়াই স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া, আসাম ও খাসিয়া পাহাড় পার হইয়া, তদানীং সমুদ্র বলিয়া প্রতীত অম্বুরাশির প্রান্তবর্ত্তী শ্রীহট্ট রাজ্যেই তিনি পৌঁছিয়াছিলেন। ইচিং অবশ্যই তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পরিব্রাজক য়ুয়নচুয়াঙের ভ্রমণবিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন এবং বোধ হয়, তিনি শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে যাইতে পারেন নাই বলিয়াই ইচিং ঐ অঞ্চলে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া, বরাবর সমতট দিয়া গেলে "সমুদ্র" পথে পড়িবে, এই আশঙ্কায় ভোটান পাহাড় ইত্যাদি দীর্ঘ ও দুর্গমতর পথ ঘুরিয়া শ্রীহট্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্থলে সাবেক রায় বহাল রাখা নিতান্তই অনুচিত এবং এটা তথ্যান্বেষীর পক্ষে বোঝাবহ। ফলতঃ 'কমোলংক' পেগু নহে, শ্রীহট্টের সংলগ্ন "কমলাঙ্ক", বর্ত্তমানে কোমিল্লায় যাহা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই জনপদের অপর নামও ছিল—"কর্ম্মান্ত";* বোধ হয়, ইহা কমলাঙ্কেরই দ্বিতীয় নাম—যেমন 'ওড্র' ও 'উৎকল'। যাহা হউক, কমলাঙ্কের নাম অধুনা প্রামাণিক গ্রন্থবিশেষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং এই কমলাঙ্ক যে এতদঞ্চলেরই নাম, তাহাও তদ্দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। পশ্চাৎ এই রাজ্য ত্রিপুরার অধীন হইয়া উহার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল।†

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত কবি ভবানীদাসের "ময়নামতীর গানে" নিম্নলিখিত দুইটি পংক্তি আছে,—

"বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৈরর (গৌড়র) সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি যাবেক কামলাক নগড় ॥"—(৬পৃঃ, ১স্তম্ভ)

এই "কামলাক" যে "কমলাঙ্ক", তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।‡ গৈর বা গৌড় অনতিদূরবর্ত্তী শ্রীহট্টের তৎকালীন নামান্তর; বিখ্যাত শাহ জালাল কর্ত্তৃক ঐ রাজ্যের ধ্বংস-সাধন হইয়াছিল।

এই ময়নামতীর নামে কোমিল্লা সহরের পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী "লালমাই" পাহাড়ের নাম আজিও "ময়নামতীর পাহাড়" বলিয়া সংজ্ঞিত হইতেছে। ময়নামতী এই অঞ্চলেই লীলা-খেলা করিয়া গিয়াছেন এবং তদীয় উক্তিতে যে কমলাঙ্কের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পেগু হওয়া অসম্ভব।¶ বরং যাহা 'কর্ম্মান্ত' বলিয়া অষ্টম শতাব্দীতে§ পরিচিত হইয়াছিল এবং যাহা

---

* "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ" শীর্ষক প্রবন্ধ (শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী-লিখিত) দ্রষ্টব্য—প্রতিভা, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র, ১৩২০)।

† কমলাঙ্কের কিয়দংশ পালরাজগণের সময় সমতটের সামিল হওয়ার প্রমাণও পাওয়া যায়। ত্রিপুরার অন্তর্গত বাঘাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত লিপিতে সমতটের রাজা প্রথম মহীপালদেবের নাম লিখিত রহিয়াছে। Vide Plate X facing P. 18 of Vol. XI, No 1. 1915. J. A. S. Bengal.

‡ ওয়াটার্স্ ও বীল উভয়েই "কমোলাংক"কে "কামলঙ্কা" বলিয়াছেন; "কাম্‌লাক" এই অপভ্রংশদ্বারা "কামলঙ্ক"ই প্রকৃত নাম বলিয়া অধিকতর সম্ভাব্য হইলেও 'কমলাঙ্ক' নামটি শোভনতর এবং বাঙ্গালী লেখকবর্গ (এমন কি, 'পেগু'বাদীরাও) একবাক্যে 'কমলাঙ্ক' নামটিই গ্রহণ করিয়াছেন—এই প্রবন্ধেও তাহাই গৃহীত হইল।

¶ ব্রহ্মদেশের ইতিহাস পড়িলে কুত্রাপি কমলাঙ্ক নামে কোনও নগর বা জনপদ ছিল, এমন কিছু পাওয়া যায় না। অথবা কল্পনাবলে এতাদৃশ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যে স্থানটিকে কমলাঙ্ক (বা কামলঙ্কা) বলিয়া ধরা হয়, সেই রাজ্যের প্রাচীন নাম ছিল সুবর্ণভূমি এবং রাজধানীর নাম ছিল হংসবতী। (Vide Phayre's History of Burma. P. 19 & P. 290) চীন পরিব্রাজকের এই অঞ্চলের উল্লেখ অভিপ্রেত হইলে, তিনি ঐ সকল নামই বলিতেন।

§ ইতঃপূর্ব্বে পাদটীকায় "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহাতে যে তাম্রশাসনদ্বয়ের কথা আছে, ঐগুলি নাকি অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া লিপিবিচারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচীনতর

বর্ত্তমানে "কোমিল্লায়" পরিণত হইয়াছে—"কমলাঙ্ক" তাহাই বটে। ত্রিপুরার ইতিহাস-লেখক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় নিঃসন্দেহে কোমিল্লা অঞ্চলকেই কমলাঙ্ক বলিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালার প্রথম মৌলিক গবেষণামূলক ইতিহাস-লেখক ৺রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাহাই বলিয়াছেন, যদিও ইঁহারা কেহই যুক্তি-তর্ক দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন করেন নাই। যাহা হউক, কমলাঙ্ক সম্বন্ধে সমধিক আলোচনা বাহুল্যমাত্র।

পরন্তু এই "ক-মো-লং-ক" সমুদ্রের কাঁড়ির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে। বর্ষার জল-প্লাবনের সময়ে মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী স্থান জলমগ্ন হইয়া সমুদ্রাকার ধারণ করে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের খাত অধুনা ভৈরববাজারের নিকটে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সীমান্তে আসিয়া মেঘনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তের শত বৎসর পূর্ব্বে এ স্থান সমুদ্রের কাঁড়িই ছিল, এটা অনুমান করা যাইতে পারে। অধুনা নদী বাহিত ও বর্ষার জল-বিধৌত পলিমাটি পড়িয়া বহু স্থানে চর ভরাট হইয়া পড়িয়াছে।

৩। যুয়নচুয়াং-কথিত তৃতীয় রাজ্যের নাম তো-লো-পো-তি; ইহা কমলাঙ্কের পূর্ব্বে। এই তো-লো-পো-তি সম্বন্ধে মিঃ ওয়াটার্স্ বলেন,—

"Tolopoti is the city with this name to which Shan-tsai went in order to consult Mahadeva its patron god ... Our pilgrim's Tolopoti has been restored as Darapati and as Dwarapati or Dwaravati 'the Sanskrit name for Ayuthya or Ayudhya the ancient capital of Siam'; but the characters seem to stand for Talapati i-e. Mahadeva.*"

ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী সুরিগণের মত প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে অযোধ্যার সংস্কৃত নাম বলিয়া "দ্বারাবতী" নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অযোধ্যা কোন্ সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল, সেটা তলাইয়া দেখিবারও অবসর পান নাই।

It is stated in the History of Siam that king Phra Ramathebodi founded the Capital Ayudhia in A. D. 1350 (vide Bowering's 'Siam' vol. I, P. 43) [Quoted from Phayre's History of Burma, P. 66-foot-note] অর্থাৎ যুয়নচুয়াংএর লেখার ৭০০ বৎসর পরে যে নগরের আবির্ভাব, তাহাই তৎকথিত "তো-লো-পো-তি" দ্বারা এই সকল পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিতেছেন।† পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে,

---

শাসনখানিতে প্রদাতার পিতৃপিতামহের নাম থাকাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শাসনদাতাদের বংশীয়েরা অবশ্যই শতাব্দীকাল পূর্ব্ব হইতেই তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। ফলকথা, যুয়নচুয়াঙের সময়ে এই রাজ্য যে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

* Watter's Yuan Chwang, Vol ii P. 189.

† শ্যামদেশের প্রাচীন নাম 'চম্পা' ছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিক টসীন্ কো মহোদয় অনুমান করেন। (vide N. B. Gazetteer, vol. I Part I, P. 205) কর্ণেল সেক্সপীয়ার তাহাই বলেন। (vide Col. L. W. Shakspear's History of Upper Assam, Upper Burma &c. P. 8) অতএব 'দ্বারাবতী' বলিয়া

থারেখেত্তর চীন পরিব্রাজকের পরিভ্রমণে আসিবার প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহাই শিহ্-লি-চ-ট-লো দ্বারা সূচিত বলিয়া ইহারা নির্দ্দেশিত করিতেছেন। ফলতঃ এতাদৃশ পণ্ডিতগণের ঈদৃশ অসম্যগ্‌দর্শিতা বড়ই বিস্ময়জনক।

মোট কথা, তো-লো-পো-তি ঐ দিকে নহে—কমলাঙ্কের পূর্ব্বদিকে সোজা দৃষ্টিপাত করিলেই যাহা দেখা যাইবে; সেই "ত্রিপুরা" বা "ত্রিপুরাপতির" রাজ্যই এই "তো-লো-পো তি" দ্বারা সূচিত হইতেছে। *

কথা হইতেছে, ত্রিপুরা কি এত প্রাচীন? উত্তর, ত্রিপুরা ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর। ত্রিপুরায় একটি অব্দ প্রচলিত আছে; সম্প্রতি উহার ১৩২৮ অব্দ চলিতেছে। ১৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৯০ খৃষ্টাব্দে য়ুয়নচুয়াং ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিবার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে এই অব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। ত্রৈপুর নরপতি দ্বিতীয় বীররাজ ৫১২ শকাব্দে দিগ্বিজয়-ক্রমে "গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া" তৎস্মৃতি সংরক্ষণার্থে এই অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন,—

"The State of Hill Tipperah has a chronological era peculiar to itself. The Dewan reports that it was adopted by Raja Biraraja from whom the present Raja is 92nd in descent. Raja Biraraja is said to have extended his conquest across the Ganges and in commemoration of that event to have established a new era dating from his victory."

P. 470, Hunter's Statistical Account of Hill Tipperah.

এই বীররাজেরও পূর্ব্বে বহু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার নামে ঐ রাজ্য সংজ্ঞিত হইয়াছে, সেই "ত্রিপুর" নৃপতি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলিয়া রাজমালায় কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বীররাজ ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৪৩শ পুরুষ।

অতএব চীন পরিব্রাজকের নিকটে এই সুপ্রাচীন † প্রভাবশালী রাজ্যের নামই কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

এ স্থলে শ্যামদেশকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এ ছাড়া অপর "দ্বারাবতী"র নামও ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। পেগু প্রদেশের উত্তরে তৌঙ্গ রাজ্যে এক দ্বারাবতী দুর্গ ছিল; তাহা বোধ হয়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কি তাহারও অল্প পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল (Vide P 89, Phayre's History of Burma)।

* ত্রিপুরার অন্য নামও ছিল—মগেরা ইহাকে থুব্রুন বলিত।—(৺কৈলাসচন্দ্র সিংহের "রাজমালা", ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তো-লো-পো-তি দ্বারা 'জলবতী'ও বুঝাইতে পারে; কেন না, শ্রীহট্ট ও কমলাঙ্ক জলবহুল থাকায় জলময় পার্ব্বত্য ত্রিপুরার এই নাম বা উপনাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

† ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ-প্রণীত রাজমালায় আছে (২য় ভাগ, ১ম অধ্যায়, ৮ পৃষ্ঠায়) যে, "সমুদ্রগুপ্তের লাট-প্রস্তরলিপির দ্বাবিংশ পংক্তিতে নেপাল, কামরূপ, সমতটের সঙ্গে "ত্রিপুরা" রাজ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতেও ত্রিপুরা [illegible] উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল।" [এ স্থলে বলা উচিত যে, ঐ লিপিতে "নেপালকর্ত্তৃপুরাদি" আছে—অনেকে ইহা "নেপাল ও কর্ত্তৃপুরাদি" মনে করেন। আমরা মূল লিপি দেখিবার অবসর পাই নাই—অতএব উভয় ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইলাম।]

এই ত্রিপুরা-রাজ্য ত্রিপুরারি মহাদেবের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্কিত। মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুর নিহত হইলে পুত্রহীনা রাজ-মহিষী বংশ-রক্ষার্থে মহাদেবের আরাধনা করেন; সংস্কৃত রাজমালায় আছে,—

"শিবলিঙ্গনতা ধ্যানাৎ সা বভূব সুগর্ভিণী।"

—(৺কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা)।

'তোলোপোতি' বা তারাপতি দ্বারা মহাদেব সূচিত হইলে, এই রাজ্যেরই অধিষ্ঠাতৃদেবের নির্দ্দেশ হইয়া থাকিবে। ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হইয়াছিল, দেবী ত্রিপুরা এবং ভৈরব ত্রিপুরেশ অনাদি দেবতারূপে পূজিত। ত্রিপুরা-রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কৈলাসহরের নিকটে ঊনকোটি নামক তীর্থে আজিও অতি প্রাচীন বিরাট্ মহাদেব-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। হিতবাদীর সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেই স্থানে গিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

"ঊনকোটি শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে প্রস্তরে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। × × × ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য;—এটি মহাদেবের মূর্ত্তি, উহা অতি প্রকাণ্ড; দুইটি কর্ণ দুইখানি কপাটের ন্যায়; দুইখানি ঢালের ন্যায় দুইটি কুণ্ডল তাহাতে শোভা পাইতেছে। গোঁপের এক দিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক দিকে এক হাত, কি দেড় হাত পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। হাতে ত্রিশূল, সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বৃষ। × × × × × × শৃঙ্গাগ্রে প্রস্তর ও ইষ্টকরাশি প্রকীর্ণাবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোনও কালে ঐ স্থানে যে প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির ছিল, তাহা বেশ অনুমিত হয়।"—শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর পরিভ্রমণ, ১৫-১৬ পৃঃ।

এই স্থানের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্রাচীন হস্ত-লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে আছে,—

"বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভূতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।
দক্ষিণস্যাং নদস্যাস্য পুণ্যা মনুনদী স্মৃতা॥
অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটিগিরির্ম্মহান্।
তত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ॥
তত্র বৈ কাপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।
লিঙ্গঞ্চ কাপিলং তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥

অতএব এই রাজ্যের অধিষ্ঠাতা মহাদেব ও তল্লিঙ্গ বহু প্রাচীন এবং চীন পরিব্রাজক এই ত্রিপুরারাজ্যের কথা শুনিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই বিশাল প্রস্তর-নির্ম্মিত মহাদেব-মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায়ও প্রাচীনত্বের অমোঘ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

৪। 'তো-লো-পো-তি'র পূর্ব্বে যুয়নচুয়াং ই-শং-ন-পু-লো রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। "ই-শং-ন-পু-লো" দ্বারা "ঈশানপুর" বুঝাইতেছে বলিয়া সকলেই অনুমান করিতেছেন। যেহেতু

তো-লো-পো-তি দ্বারা শ্যামদেশকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, "ঈশানপুর" দ্বারা তৎপূর্ব্বদিকৃস্থিত কাম্বোডিয়া ধরা হইয়া থাকে।

ই-শং-ন-পু-লো কি, বলিবার পূর্ব্বে তো-লো-পো-তি দ্বারা যে রাজ্য নির্দ্দেশিত হইয়াছিল, সেই ত্রিপুরা-রাজ্যের তৎকালীন বিস্তৃতিবিষয়ে ইহা বলা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ, কাছাড়ের পশ্চিমার্দ্ধ এবং লুশাই পাহাড় ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। ইহার পূর্ব্বভাগে ই-শং-ন-পু-লো দ্বারা কি সূচিত হইয়াছিল, এখন তাহার বিচার আবশ্যক।

"ঈশানপুর" অর্থ মহাদেবাধ্যুষিত নগর; ইহা কাম্বোডিয়া অঞ্চলে হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার সময়ে সর্ব্বাদৌ দেখা আবশ্যক, ঐ অঞ্চলে শৈব ধর্ম্ম ভূরিশঃ প্রচলিত ছিল কি না? এ সম্বন্ধে কাম্বোডিয়ার ইতিহাসে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সংস্কৃত নাম কম্বোজ, এইমাত্র জানা যায়। এমত অবস্থায় কাম্বোডিয়া অঞ্চল কিরূপে ঈশানপুর হইতে পারে?*

ফলকথা, সে দিকে দৃষ্টিপাত নিরর্থক। ত্রিপুরা-রাজ্যের পূর্ব্বভাগে—ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশের শান রাজ্যের মধ্যে যে জনপদ অবস্থিত, "ইশংনপুলো" দ্বারা তাহাই সূচিত হইয়াছে। ভুবন পাহাড়স্থিত ভুবনেশ্বর তীর্থ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তত্রত্য প্রস্তর-নির্ম্মিত ভগ্নাবয়ব দেবমূর্ত্তিগুলি এবং পাহাড়ের গায়ে খনিত গুহাগুলি† দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা একটা সভ্য জনপদ-মধ্যস্থিত দেবতা-স্থান ছিল, যে স্থানে ঋষিকল্প সাধকগণ আসিয়া, দেবতা-দর্শনান্তে গুহামধ্যে বসিয়া, ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই ভুবন পাহাড়ের মূর্ত্তিগুলি দেখিলে সুপ্রাচীন বলিয়া ধারণা জন্মিবে। উনকোটি তীর্থের মূর্ত্তিবিশেষের সামান্য বর্ণনা ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে—ভুবন পাহাড়ের মূর্ত্তিগুলিও প্রায় তাদৃশ। আজ

---

* ওয়াটাস সাহেব ত নিঃসন্দেহে ইশংনপুলোকে 'ঈশানপুর' করিয়া, কাম্বোডিয়া বলিয়া প্রচার করিলেন। ফেয়ার সাহেবকৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে (৩২ পৃষ্ঠা) যুয়ন্‌চুয়াং-কথিত এই সকল রাজ্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা আছে। ইশংনপুলো ও কাম্বোডিয়া সম্বন্ধে লিখিত আছে,—Beyond that (Tolopati) still east Tsanapura (T=I?) is not recognizable but still further east Mahachampa mentioned by the pilgrim represents beyond doubt the ancient kingdom of Cambodia. See paper by Mr. James Furgusson in the Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. vi, N. S. 1873.

আমরাও মনে করি যে, ইশংনপুলো এ যাবৎ নির্ণীত হয় নাই। কাম্বোডিয়াকে 'ঈশানপুর' কেন বলা হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ স্থানে ঈশানবর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। এই প্রমাণ কি প্রচুর হইল? ঈশানবর্ম্মা নিজ নামে কোনও পুর স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, আগে তাহা প্রমাণ করিয়া, এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। বস্তুতঃ এই বিষয় এ যাবৎ কাল অমীমাংসিত বলিয়া ধরা হইবে।

† স্থানীয় ভাষায় এইগুলির নাম "মঠ" (মঠ শব্দের অপভ্রংশ)। কেহ কেহ শব্দটির বানান "মূঢ়" করিয়া অর্থের জটিলতা সম্পাদন করিয়াছেন।

কুড়ি বৎসর হইল, ঐগুলি দেখিয়াছিলাম এবং মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণ-সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার প্রায় সমস্তগুলিই ভগ্ন; লোকে বলে—কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত। কিন্তু এই কালাপাহাড় ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মোসলমান সেনানী নহে। আমার বিশ্বাস, নাগা, কুকি প্রভৃতি যে সকল অসভ্য জাতি এই জনপদের পার্শ্বে আজিও বর্ত্তমান আছে, তাহারাই রাজ্য সহ প্রতিমাগুলিরও ধ্বংস সাধন করিয়াছে।

এই ভুবন পাহাড় ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই পাহাড় যে পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিমাংশে বর্ত্তমান, সেই পর্ব্বতমালারই পূর্ব্বভাগের পাদদেশে একটি প্রাচীন জনপদের সংবাদ মাত্র পাওয়া যায়। তাহার রাজধানী ছিল "বিষ্ণুপুর"। অধুনা যে স্থানের নাম "বিষ্ণুপুর", তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য ১৩২৩ সালে মণিপুর গিয়াছিলাম। ইহা এক্ষণে পাহাড়ের নিম্নে প্রায় সমতল ভূমির উপরেই অবস্থিত। বর্ত্তমান রাজধানী ইম্ফালে আসিবার পূর্ব্বে মণিপুরের অধিপতিগণ এই বিষ্ণুপুরেই অবস্থান করিতেন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, বর্ত্তমান বিষ্ণুপুরের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাগে প্রাচীন বিষ্ণুপুর অবস্থিত ছিল, তাহা পাহাড়ের চাপে লোকজন সহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ১৩০৪ সালের ভূকম্প যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে এই ঘটনা খুব সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হইবে।

বিষ্ণুপুরের সংস্থান-ভূমি দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, জায়গাটি রাজধানী হইবার উপযুক্ত। এ স্থান হইতে সমগ্র মণিপুর উপত্যকা একখানি ছবির ন্যায় দৃষ্ট হয়। অথচ ক্রোশখানেক গেলেই প্রকাণ্ড লোগতাক্ হ্রদ; ইহার চারি পার্শ্বের ধান্যক্ষেত্র মণিপুরকে শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই বিষ্ণুপুর মণিপুরের মধ্যে একমাত্র স্থল—যাহার নাম আর্য্য-ভাষায় আখ্যাত;—অবশ্য "মণিপুর" নামটি মহাভারতের বলিয়া এ স্থলে গণনীয় নহে। বিষ্ণুপুরের নাম মণিপুরীরা "মায়াং" রাখিয়াছে, ইহার প্রকৃতিগত অর্থ (মি-ইয়াং) "অনেক লোক" অর্থাৎ জনাকীর্ণ স্থান; এখন "বিদেশী" অর্থে মায়াং শব্দ রূঢ় হইয়াছে। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, এই আধুনিক অনার্য্য-বহুল জনপদের ভিতরে বিষ্ণুপুর একমাত্র আর্য্যবসতিস্থান ছিল।

যুয়নচুয়াঙের সময়ে এই জনপদের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল; তবে তৎসাময়িক কোনও ইতিহাস পাওয়া দুর্ঘট। শান দেশের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণের ১৫০ বৎসর পরে) পোং রাজ্যের অধিপতির ভ্রাতা শামলং মণিপুরে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রাউন সাহেব লিখিয়াছেন;—

" * * By a Shan account of the Shan kingdom of Pong considered authentic, it appears that Shamlong brother of the Pong king in returning to his own country from Tipperah (A. D. 777) descended into the Manipur Valley at Moirang the chief village of the tribe of that name."*

* P. 58. Statistical Account of Manipur by Browne.

ইহাতে অবশ্যই বিষ্ণুপুর বিষয়ে কিছুই প্রমাণিত হয় না। তবে মণিপুর অঞ্চল যে তখন নানা-জাতি-অধ্যুষিত জনপদ ছিল, তাহা দেখা যায় এবং তন্মধ্যে এই বিষ্ণুপুরই বোধ হয়, আর্য্য-সভ্যতার আলোকবর্তিকা হস্তে লইয়া বর্ত্তমান ছিল। এখনও বিষ্ণুপুরের যে সকল অধিবাসী আছে, তাহাদের ভাষা আর্য্যগন্ধি। ডাঃ গ্রিয়াস´ন লিখিয়াছেন ;—

"A tribe known as Mayang speaks a mongrel form of Assamese spoken by the same Tribe * *. they are also known as Bishnupuriya Manipuris. I have said above that Mayang is a mongrel form of Assamese; it can with equal (or perhaps more) justice be classed as a form of eastern Bengali. The language possesses characteristics of both the languages, but at the same time differs widely from both. * * * In the Manipur State the head-quarters of Mayang are two or three plain villages near Bishnupur (locally known as Lamangdong) 18 miles to the south-west of Imphal."*

এই মণিপুর উপত্যকার ভিতরেও প্রাচীন হিন্দু-প্রভাবের আরও লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। রেসিডেন্সির প্রাঙ্গণে কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি এক প্রকার অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে একটি বৃষভারূঢ় মহাদেবের মূর্ত্তি এবং দুএকটি হনুমান্ ও গরুড়মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এগুলি মণিপুরের নানা স্থান হইতে নাকি সংগ্রহ করা হইয়াছে।† আমার দেখা এই সকল মূর্ত্তি ছাড়াও অপর মূর্ত্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

মণিপুর হইতে জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন,—"ইম্ফালের ৩২ মাইল দক্ষিণে খুমডাম্ মান্দুম্ নামক স্থানে পাহাড়ের উপর অতি প্রাচীন কাল হইতে মহাদেবের এক শিলামূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ঐ মূর্ত্তির সুগভীর নাভিমণ্ডল ও প্রশস্ত উদর বর্ত্তমান। স্বর্গীয় চন্দ্রকীর্ত্তি মহারাজ ঐ স্থান খুঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিম্নে বৃষের মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া খুঁড়ান বন্ধ করেন।"

শৈব ধর্ম্ম ও মহাদেবমূর্ত্তি পূজা বহু প্রাচীন কালের পরিচায়ক।‡ অতএব এ স্থলেরই কথা য়ুয়ান্চুয়াঙের বিদিত হওয়া সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, "ইশংনপুলো"কে "বিষ্ণুপুর" বলিয়া অনুমান করা যায় কিরূপে? বিষ্ণু শব্দটিকে সংজ্ঞার্থে ব্যবহারে প্রায়ই "বিষণ"রূপে পরিণমিত করা হয়। সরকারী কোনও কোনও মানচিত্রে এই বিষ্ণুপুরকে "বিষণপুর" লেখা

* Grierson's Linguistic Survey of India Vol. V Part I p. 419 [লামাং ডোং শব্দের অর্থ উচ্চ খোলা স্থান—ইহা বিষ্ণুপুরের বিশেষণ।]

† সম্ভবতঃ এই সকল মূর্ত্তি মণিপুরেই প্রস্তুত হইত। আজিও বিষ্ণুপুরে ঐ সকল প্রাচীন শিলা-শিল্পীর বংশধরগণ বর্ত্তমান থাকিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছে। কিন্তু হায়, প্রাচীন কালের মূর্ত্তিগুলির সৌষ্ঠব আর ইদানীং দেখা যায় না?

‡ এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুর অঞ্চলে খাম্বাথৈবীর যে অতি প্রাচীন গল্প শুনা যায়, তাহারও নায়ক-নায়িকা শিব-শক্তির অংশ বলিয়া সমাদৃত।

হইয়াছে। এই আন্ত "ব"টি আবার অন্তঃস্থ (ইংরেজীতে যাকে বলে "সেমি ভাওয়েল"), ইহা 'w' (ডব্লিউর) মতন উচ্চারিত হইত। অতএব বিষ্ণুপুর = বিষণপুর = ইষণপুর এইরূপ আকৃতি ধারণ খুবই স্বাভাবিক।* ফলকথা, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী এই অঞ্চলই 'ইশংনপুলো' দ্বারা সূচিত হইয়াছে।+

৫। "ইশংনপুলো" হইতে পূর্ব্বভাগে "মো-হ-চন্-পো"—ইহা "মহাচম্পা" বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আনাম ও কোচীন চীন সূচিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। "চম্পা" বলিতে অনেক দেশকেই বুঝায়। ভারতবর্ষে অঙ্গদেশের রাজধানীর নাম 'চম্পা'—য়ুয়নচুয়াং নিজেও ইহা দেখিয়া গিয়াছেন।‡ কোচীন চীন অঞ্চলের নামও 'চম্পা' ছিল—মহাচম্পা ছিল কি না, ঠিক বলা যায় না; অন্ততঃ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা'য় প্রদত্ত কোচীন চীনের ইতিহাসে "এম্পায়ার অব চম্পা" এই কথাই আছে, মহাচম্পা নাই। সম্ভবতঃ এই "মহাচম্পা" দ্বারা য়ুয়নচুয়াংও চম্পা মাত্রই বুঝাইতেছেন। কেবল অঙ্গদেশীয় চম্পা এবং হয় ত অন্যান্য 'চম্পা'¶ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য নামের পূর্ব্বে "মহা" প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহা খুব সমীচীনই হইয়াছে। আজিও গ্রেট্-ব্রিটেনের বাহিরে ব্রিটিশ আধিপত্য বুঝাইবার জন্য 'গ্রেটার ব্রিটেন্' (Greater Britain) বলা হয়।

'ইশংনপুলো'কে কাম্বোডিয়া ধরিলে, আনাম-কোচীনচীন পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী হওয়াতে, ঐ ভূভাগকেই 'মোহচনপো' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কিন্তু মণিপুর উপত্যকা ও তৎপার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য ভূভাগ 'ইশংনপুলো' বলিয়া মীমাংসিত হইলে, এই 'মোহচন্পো'কে কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, দেখা যাউক।

---

* "ঈশানপুর"ই যদি য়ুয়নচুয়াঙের অভিপ্রেত হয়, তবে এমনও হইতে পারে যে, এই জনপদেরই ঐ নাম ছিল। ঈশানপুরের দুই অর্থ—এক মহাদেবাধ্যুষিত পুর, অপর পূর্ব্বোত্তর কোণবর্ত্তী নগর; ভুবন পাহাড় বা খুমতাম্‌মান্‌অধিষ্ঠিত মহাদেবের অধিষ্ঠান হেতু অথবা সমতটাদি সুপ্রসিদ্ধ রাজ্যের ঈশানকোণ-বর্ত্তিত্বের নিমিত্ত এই অঞ্চলেরই উক্তরূপ নাম হওয়া বিচিত্র নহে। তারপর হয় ত ঈশানপুর কালক্রমে "বিষণপুর" বা বিষ্ণুপুরে পরিণত হইয়া যাইতে পারে।

+ কাছাড়ের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্বাংশে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, এগুলি ত্রিপুরার অধিকারের পরিচায়ক। কিন্তু তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। চীন পরিব্রাজক যাহাকে 'ইশংনপুলো' বলিয়াছেন, সেই রাজ্যেরই এই সকল পরিচয়স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। কাছাড়ের অংশবিশেষ যে ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ রাজ্যের পূর্ব্বসীমা কত দূর ছিল, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না; অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে এই অঞ্চল ত্রিপুরার অধীনে ছিল, তাহারও প্রমাণ দুর্ঘট। কমলাঙ্ক রাজ্যটি যেমন ত্রিপুরার কুক্ষিগত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ কিছু হইয়া থাকিতে পারে।

‡ Watters' Yuan Chwang, vol. ii. p. 181.

¶ পূর্ব্বোপদ্বীপে 'চম্পা' নামটির খুব প্রসার ছিল—শ্যাম এবং কাম্বোডিয়াও 'চম্পা' সংজ্ঞার দাবিদার, ইতঃপূর্ব্বে তাহা উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে এগুলির এই নাম ছিল কি না, সন্দেহের বিষয়।

ব্রহ্মদেশের ভামো বর্ত্তমানে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই ভামোর উত্তরাংশে সাম্পেনগো (Sampenago) নামক এক অতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই 'সাম্পেনগো' চম্পানগরের (ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়) অপভ্রংশ। এই চম্পানগর কত প্রাচীন, তাহা বলা যায় না; প্রবাদ আছে যে, পাটলিপুত্রের ধর্ম্মাশোক চম্পানগরে পাগোডা, জলাশয়, কূপ ও পান্থনিবাস সংস্থাপন করেন। কেন না, এখানে নাকি বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে কাকরূপে বাস করিয়াছিলেন।* কথা হইতে পারে যে, এই "চম্পানগর" চীন পরিব্রাজকের সময়ে ছিল কি না। তদ্বিষয়েও শানদের কাগজ-পত্র হইতে ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে, ৪০০ ব্রহ্মাব্দ (মগী) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১০৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত চম্পানগরে শানবংশবিশেষ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।†

যাহা বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মবিশেষের লীলাভূমি, যাহাতে ধর্ম্মাশোকের নির্ম্মিত দেবালয়াদি ছিল, তাহাই খুব সম্ভব, বৌদ্ধ পরিব্রাজক যুয়ন্-চুয়াং কর্ত্তৃক উল্লেখিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বোপদ্বীপের নানা চম্পার মধ্যে ইহা যে প্রাচীনতম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সম্বন্ধে আমরা আর একটি কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। যুয়ন্-চুয়াং যে ভাবে চম্পা শব্দটির বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্যের বিষয়। চম্পা—"চান্-পো"—শান দেশের পোং রাজ্যের নামটি স্মরণ করাইয়া দেয় নাকি?‡ শান ভাষা একাক্ষরী (monosyllable), কিন্তু ইহাতে পালি ভাষার সংমিশ্রণ রহিয়াছে।¶

ইহাতে যিনি যাহাই বুঝুন, আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন কালে অঙ্গদেশের চম্পা রাজধানীর কোনও উপনিবেশকারী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সভ্যতালোক ঐ দেশে নীত হইয়াছে এবং তাঁহারাই

---

* The reason for Asoka's choosing Sampenago for one set of his pagodas, tanks etc. is said to be that Buddha had lived there in a former existence in the body of a crow. (Extracts from Mr. Ney Elias' Introductory Sketch of the History of Shans—p. 58, Vol. i, Part. ii, of the Gazetteer of Upper Burma and Shan States.)

† From a Burmese translation of an old Shan document which tells the history of 'Sampenago', It appears that Sektu Min's successors continued to rule in Sampenago till the time of Sawbwa Thakyabus In 400 B. E. (1038 A. D.) p. 57. vol, i part ii, Upper Burma and Shan States Gazetteer.

‡ আমাদের এইরূপ অনুমান যে সম্পূর্ণ উদ্ভট, তাহা বলিতে পারি না। অপর একটি শান রাজ্যের বিশিষ্ট নাম "কোশান্‌পিয়ি" (Koshanpyi)। উত্তরব্রহ্ম গেজেটিয়ার সম্পাদক স্কট সাহেব ইহা 'কৌশাম্বী' নামের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করেন (N. B. Gazetteer, Vol i part i p. 189) কো=নয় (৯) এবং শান্‌পিয়িকে চম্পার অপভ্রংশ মনে করিতে পারা যায় না কি? "মৌ-শান্" একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়—ইহা "মহাচম্পার" অপভ্রংশ বলিয়া ধরিতে পারি নাকি? [The term "Mau shans" is a political rather than social name. p. 190, N. B. Gaz., vol. i Part i] ফলতঃ প্রকৃতপক্ষে অনুমানের প্রসর খুবই আছে।

¶ Shan language is described by Dr. Cushing as a monosyllabic language but has polysyllabic words of Burmese & Pali origin (Bhamo Gazetteer, p. 28)

চম্পানগর সংস্থাপন করেন। বলা আবশ্যক যে, সাম্পেনগো বা চম্পানগর এই শান অঞ্চলের অঙ্গীভূত ছিল।*

৬। সর্ব্বশেষ 'ইয়েন-মো-ন-চৌ'—মোহচন্পোর দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইতে পারে নাই।†

এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের মতানুসারে তাহার কোন ঠিকানা হইতে পারে কি না। ব্রহ্ম-রাজগণের চিঠি-পত্রে তাঁহাদের উপনামের মধ্যে একটা উপাধি ছিল—'তম্বুদীপের অধিপতি; এই তম্বুদীপ সম্বন্ধে উত্তর-ব্রহ্ম প্রদেশের গেজেটিয়ার সঙ্কলনকারী স্কট সাহেব লিখিয়াছেন,—"আভা নগরীর দক্ষিণবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশের সংজ্ঞা ছিল তম্বুদীপ।‡

'তম্বুদীপ' 'জম্বুদ্বীপের অপভ্রংশ বলিয়াই স্পষ্টতঃ অনুমিত হয়। "ইয়েন্‌মোনচৌ" দ্বারা এই জম্বুদ্বীপই সূচিত হইতেছে। কেন না, চৌ অর্থ দ্বীপ এবং "য়েন্‌মোনা" জম্বু শব্দের বিকৃতি বলিয়া ধরিতে পারি। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ-সাহিত্যে "ভারতবর্ষ" সর্ব্বদাই "জম্বুদ্বীপ" নামে আখ্যাত হইত এবং ব্রহ্মরাজও বোধ হয়, নিজ রাজ্যাংশের এই নামকরণ করিয়া গৌরবানুভব করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মরাজ্য, সাম্পেনগো (ভামো) সমন্বিত শান-রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। অতএব যাহা পূর্ব্বে অমীমাংসিত ছিল, তাহারও দেখা যায় যে, এইরূপ একটা মীমাংসা হইয়া যায়।

কথা হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মরাজ্য যুয়ন্-চুয়াঙের সময়ে বর্ত্তমান ছিল কি না? তাহা যে খুব বিশিষ্ট ভাবেই ছিল, ইহারও একটা বেশ অবান্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যে "মগী" সন এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত, তাহা ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ পুপাসা কর্ত্তৃক

---

* Anderson describes Bhamo as forming an integral portion of the ancient Shan kingdom of Pong : This theory was based on the researches of Captain Pemberton who derived his information from Shan manuscripts at Manipur. (Bhamo Gazetteer p 13) এস্থলে একটি কথা উল্লেখ যোগ্য ; পোংরাজ্য নিতান্ত আধুনিক নহে From Shan manuscript Chronicle the kings are recorded from 80 A. D. (Upper Burma Gazetteer Vol. I, part I, p. 235)

† 'Yen Mo Na Chau is evidently for 'Yamanadwipa': but no probable identification has yet been proposed, for it cannot possibly have been the island of Java. Watters' Yuan Chwang, Vol. II p. 189.

‡ From the translation of a letter dated 21st October 1879, from the Burmese Government to the Governor General of India the style of the king is the Burmese Sovereign of this Rising Sun who rules over the country of Thuna Paranta and the Country of Tamba deepa"

N. B. Gazetteer, Vol. I, part. I, Chap, III, p. 163 (গেজেটিয়ার সঙ্কলয়িতা মিঃ স্কট তন্নুপলক্ষ্যে মন্তব্য লিখিয়াছেন :—Thuna Paranta, the Aurea Regio of Ptolemy, all countries to the north of Ava : Tambadeepa, all countries to the south of Ava.)

প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।* মনে রাখিতে হইবে, যে-সে ব্যক্তি অব্দ-প্রবর্ত্তক হইতে পারে না এবং একটা স্মরণীয় যুগেই অব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অপিচ ঐ ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক যুয়ন্-চুয়াং ভারতবর্ষে অধ্যয়ন ও পর্য্যটনে ব্যাপৃত ছিলেন। মহারাজা-ওয়ং অর্থাৎ মহারাজ-বংশ নামধেয় গ্রন্থে ব্রহ্মদেশীয় রাজগণের ইতিহাস প্রাচীন কাল হইতে ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতেও এই রাজ্যের উল্লেখ-যোগ্যত্ব প্রকটিত হইতেছে। ফলতঃ যুয়ন্-চুয়াং ইহারই বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, এই ব্রহ্মরাজ্য তখন বহু বিস্তৃত ছিল; চট্টগ্রাম অঞ্চলও সম্ভবতঃ তৎকালে ইহার অন্তর্নিবিষ্টই ছিল। এইরূপে সমতট হইতে পূর্ব্বোত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলির নামোল্লেখপূর্ব্বক চীন পরিব্রাজক চক্রাকারে ঘুরিয়া, পুনশ্চ সমতটের নিকটে পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছিয়া, এখানেই নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমার প্রবন্ধ শেষ হইল। উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, প্রবন্ধের যুক্তি-তর্ক সমস্তই খুব সমীচীন এবং প্রত্যয়সহ না হইতে পারে এবং যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছা গিয়াছে, তাহাতেও ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারা যদি প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি আরাকান, পেগু, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, আনাম-কোচীন-চীনের দিকে না গিয়া, শ্রীহট্ট, কোমিল্লা, ত্রিপুরা, মণিপুর, শান, ব্রহ্মের দিকে পরাবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেই আমার সংকল্প সিদ্ধ হইল, মনে করিব। এই দেশগুলির প্রাচীন তথ্য আজিও সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই—প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িবর্গ অদ্য পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে থাকিয়া, শিলামূর্ত্তি, প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি দেখিয়া তথ্যাবিষ্কারের চেষ্টা অতি অল্পই করিয়াছেন। অথচ এই ভূভাগও অতি প্রাচীন এবং এই দিক্ দিয়াই আর্য্যসভ্যতা পূর্ব্বউপদ্বীপে—আমাদের বৃহত্তর ভারতবর্ষে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস-লেখক ফেয়ার সাহেব স্পষ্টই লিখিয়াছেন;—

---

* Vide Appendix A—Chronolgy (p. 202) of "Burma" by Max & Bertha Ferrars. পুরন্ত ব্রহ্মের প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ ট-সীন্-কো (একখানি চিঠিতে) লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ব্রহ্মাব্দ (মগী সন) "পুগান" রাজ্যের অধিপতি থিন্নায়াঙ্গ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া তদ্দেশীয় ইতিহাস-লেখকেরা নির্দ্দেশ করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৪ বৎসর হইতে বৌদ্ধাব্দ গণিত হয়; তাহা হইতে ১১৮২ বাদ দিয়া এই (মগী) সন আরম্ভ করা হইয়াছে। তিনি এই পুগান-রাজ্য সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন—"The native writers aver that Tampa dipa (তিনি ইহাই Tambu-deepa (তম্বুদীপ)এর বিশুদ্ধ বানান বলেন) is the name applied to a Pagan which is situated on the left bank of the river Irawaddy and that Suna Paranta (অর্থাৎ Thuna Paranta) is applied to a place opposed to Pagan on the right bank of the same river, and they are inclined to ascribe their foundation to the time of the Buddha." মিঃ ট-সীন্-কো এই সকল "নেটিভ" ইতিহাস-লেখকের উপরে তে[illegible]শান্ না হইতে পারেন, তথাপি আমাদের যতটুকু প্রয়োজন, তাহা উপরি উদ্ধৃত লেখা হইতে নিঃসন্দেহে পাওয়া [illegible]তেছে। যুয়ন্‌চুয়াঙের সময়ে পূর্ব্বউপদ্বীপের ঐ অংশ উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল—এবং "তম্বুদ্বীপ" বা তম্পদ্বীপ ([illegible]বাদের মতে সংস্কৃত জম্বুদ্বীপ) নামটিও ছিল—যাহা চীন পরিব্রাজক ইয়েন্-যো-না-চো বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

The route by which the Kshatriya Princes arrived is indicated in the traditions as being through Manipur which lies within the basin of the Irawadi. The northern part of the Kubo valley which is the direct route of Manipur towards Burma is still called Maurya or Maurira said to be the name of the tribe to which King Asoka belonged.*

আমরাও মনে করি যে, চীন পরিব্রাজকও ঐ পুরাতন পথের দিক্ দিয়াই তাঁহার পরিদৃষ্ট রাজ্যষট্‌কের নাম পর্য্যায়ক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ দিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই। ফলতঃ পার্শ্বস্থ সংলগ্ন শ্রীহট্ট কমলাঙ্ক প্রভৃতি ছাড়িয়া তিনি সরিৎ-সাগর-ভূধর-ব্যবহিত প্রোম, পেগু ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন, এটা অতীব অসম্ভাবনীয়।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

Risin

* Phayre's History of Burma P. 4

"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" সংশয়

১। দুই বৎসর হইল, সাহিত্য-পরিষৎ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রকাশ করিয়াছেন; আমাদের চির-জ্ঞাত চণ্ডীদাসের প্রতিযোগীও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপিত হইয়াছে। না ভাষায়, না ভাবে উভয়ের সন্ধি আছে। আছে কিন্তু কবির উপাধি চ-ণ্ডী-দা-সে, ও ব-ড়ু বিশেষণে, এবং উপাস্যা দেবী বা-শ-লী নামে।

"কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থখানা কিন্তু অপূর্ব্ব। উহার প্রকাশও অ-পূর্ব্ব। রামেন্দ্র-বাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার নায়ক। তিনি উহার মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। রাখাল-বাবু প্রত্নবিৎ; তিনি উহার লিপিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। আর, এত পণ্ডিত পুথী-সংস্করণে সাহায্য করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের নাম ছাপিতে পাতার এক পিঠ ভরিয়া গিয়াছে। এ সকল ব্যতীত বিদ্বদ্‌বল্লভ স্বয়ং বসন্ত-বাবু গ্রন্থসংস্কারক। তিনি প্রাচীন ও নবীন ভাষায় তাঁহার অশেষ জ্ঞান ঢালিয়া দিয়াছেন। আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। শব্দ-সূচী নির্ম্মাণদ্বারা ভাষাসেবীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। দেখুন, সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাপা হইয়াছে। কিন্তু একখানিরও শব্দ-সূচী নাই! এই এক উদাহরণে বুঝিবেন, বাঙ্গালা পুথীখানার ভাগ্য কেমন প্রসন্ন ছিল।

এ দিকেও দেখুন। সংস্কারক লিখিয়াছেন, (১) "চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন;" (২) "তাঁহার নিবাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে ছিল"; (৩) "কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাই আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।"

কাল, ও দেশ, ও কবি নির্দ্দেশ করিয়া এত পুরাণা পুথী অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

২। বাঙ্গালা ভাষার খুঁটি খোজার বাতিকে পড়িয়া আমি "কৃষ্ণকীর্ত্তন" দেখিয়াছি। বাতিকের দোষ বহু। একটা দোষ, নিঃসঙ্গ থাকিতে দেয় না। মনে করিয়াছিলাম, বঙ্গীয় সুধীবর্গ এই অ-পূর্ব্ব গ্রন্থের আলোচনা করিবেন। কারণ, আধুনিক প্রত্যক্ষবাদের দিনে আপ্ত-প্রমাণ বড় কেহ মানিতে চায় না। প্রাজ্ঞে বলেন, পৃথিবী স্থিরা নহে, বোঁ-বোঁ শব্দে লাটিমের মতন ঘুরিতেছে। অজ্ঞের চিরাগত সংস্কারে অভিঘাত হয়; সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, কই—ঘোরা ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমারও দশা এই অজ্ঞের তুল্য হইয়াছে, আমি সংশয়ে পড়িয়াছি। সংস্কারক মহাশয় কি যুক্তি দেখাইয়া প্রাপ্ত পুথীর ভাষা নান্নুরের কবির বলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নদ্বয়ের স্পষ্ট উত্তর চাই,—

(১) প্রাপ্ত পুথীর বয়স, ও দেশ।

(২) মূল পুথীর কবি ও দেশ ও কাল।

প্রাপ্ত পুথী হইতে এই দুই প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যায়, তাহা সংস্কারক মহাশয় বিস্পষ্ট ভাবে বলেন নাই। "সম্পাদকীয় বক্তব্যে" ৩৭ পৃষ্ঠা ভরিয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ

গ্রন্থ-বাহ্য। অগত্যা আমাকে আমার সংশয় জানাইতে হইল।* অবসর ও যোগ্যতার অভাবে তাহা উত্তম যুক্তি দ্বারা দেখাইতে পারিলাম না।

দুঃখ হইতেছে, এই বিচার, সংস্কারক ও তাঁহার সহায়বর্গের প্রীতিকর করিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের মতি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যুক্তি ও ন্যায় পীড়িত করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা ও ছাপা গ্রন্থের মান-মর্য্যাদা কিছুমাত্র খর্ব্ব দেখিতে পারি না।

(১) প্রাপ্ত পুথীর বয়স-ও দেশ-বিচারে বাহ্য-প্রমাণ

৩। সংস্কারক পুথী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দু-ভাঁজ-করা তুলোট [তুলাট] কাগজের উভয় পৃষ্ঠা লেখা, মধ্যস্থলে ছিদ্র।" তিনি আট শতের অধিক পুথী দেখিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি প্রাপ্ত পুথীর কাগজ ও কালী দেখিয়া বয়স অনুমান করিতে পারিতেন। তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, তিনি পুথীর অবস্থা গুপ্ত রাখিয়াছেন। কাগজ কীটদষ্ট ও জীর্ণ কি না, শাদা তুলা জমাইয়া কাগজ, কি হরিতালাদি-লিপ্ত কাগজ; কালী মলিন, না উজ্জ্বল; পুথীর পাটা কাঠের, না কাগজের; ইত্যাদি বার্ত্তা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। কারণ, তুলাট কাগজ লৌহমঞ্জুষায় রক্ষিত হইলেও পাঁচ-ছয় শত বৎসর টেকে কি? কদাচিৎ টিকিতে পারে; কিন্তু প্রাপ্ত পুথী কাদাচিৎকের পর্য্যায়ে পড়ে কি? কে জানে। সংস্কারকের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাই চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা।" একখানা পুথী, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের বলিতে যাইতেছেন, অথচ তিনি তাহার অবস্থা সম্বন্ধে নির্ব্বাক্! যদি প্রাপ্ত পুথী আধুনিক হয়, তাহা হইলে ভাষা খাঁটি আছে কি? রাখাল-বাবুর কলমে একটা কথা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পুথী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রা-চী-ন পত্র-গুলিতে।" ইহা হইতে বুঝিতেছি, পুথীর সমুদয় পত্র এক সময়ের নহে, বোধ হয়, এক উপাদানেরও নহে। সংস্কারক মহাশয় "পাঠ-বিবৃতি" নাম দিয়া পুথীর লেখার কাটা-কুটির সাড়ে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী তালিকা দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতেছি, লেখার অশুদ্ধি ছিল, লিপিকর যথোচিত সাবধানে পুথী লেখেন নাই কিংবা লিখিতে পারেন নাই। অথচ "ভাষা খাঁটি" আছে?

৪। সংস্কারক লিখিয়াছেন, "পুথির সহিত প্রাপ্ত এক খণ্ড কাগজের লেখা [?] দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, কীর্ত্তনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুররাজের পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।" ইহা হইতে বুঝিতেছি, প্রাপ্ত পুথীর বয়স অন্ততঃ আড়াই শত বৎসর। তিন শত বৎসর হটিয়া না গেলে মূল পুথী পাই না। কিন্তু এই দীর্ঘকালে

* এই প্রবন্ধ গত পূজা অবকাশে লেখা হইয়াছিল। অবসর-অভাবে দ্বিতীয় বার আলোচনা করিতে পারি নাই। একটা তথ্য জানিতেও বিলম্ব হইয়াছে। মাসাধিক হইল, শ্রী সতীশচন্দ্র-রায় মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র এক চমৎকার সমালোচনা লিখিয়াছেন। দেখিলাম, আমার সংশয় তিনি প্রায় উপেক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন। পুথীর কাল ও ভাষায় তিনি ও আমি বিমুখে চলিয়াছি। প্রবন্ধ-শেষে তাঁহার যুক্তি বিচার করিব।

প্রবেশে আলোক পাইতেছি না, কেবল অন্ধকার। সে অন্ধকারে কি ঘটিয়াছিল, কি না ঘটিয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত পুথী হইতে জানিতে পারিতেছি না, অন্য পুথী হইতেও পারিতেছি না। আমার সংশয় অহেতুক কি?

৫। সংস্কারক লিখিয়াছেন, পুথীর দুই দূরবর্ত্তী "পৃষ্ঠার উপরে পার্শ্বের মত কি লিখিত আছে।" তন্মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের "পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে তিন পঙ্‌ক্তি কাইতি অক্ষর, সম্ভবতঃ কাহারও নাম হইবে।" বোধ হয়, বসন্ত-বাবু এই দুই লেখার গুরুত্বও অনুভব করেন নাই। করিলে তাঁহার অধ্যবসায়ে তিনি পুথী লইয়া কাইথী লেখার দেশে যাইতেন, ফার্সী-পড়া মুনসীও ধরিতে পারিতেন। বুঝিতেছি, পুথীখানা কাইথী লেখার দেশ দেখিয়া বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল দেখিয়া আসিয়াছিল, না সে দেশের আচার-ব্যবহারও শিখিয়া আসিয়াছিল? প্রাপ্ত পুথীর খাঁটিত্ব সম্বন্ধে সংশয় ঘনীভূত হইতেছে। পুথীখানা থাকিতে থাকিতে তাহার বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ কর্ত্তব্য। কারণ, যে দিনকাল পড়িতেছে, ভবিষ্য পাঠক বর্ত্তমান কাহাকেও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে না। পুথী যত অ-পূর্ব্ব, তাহার তত তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও বিচার চাই।

৬। জানিতেছি, এক রাশি পুথীর মধ্যে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী ছিল। বসন্ত বাবুর কুতূহল দৃষ্টি সে সব পুথী নিশ্চয়ই এড়ায় নাই। কিন্তু সে সব কি পুথী, কবেকার পুথী, কিংবা কোথাকার পুথী, এই আবশ্যক প্রমাণ, প্রাপ্ত পুথীর আকর-বর্ণনায়, তিনি উদাসীন হইয়াছেন।

৭। সংস্কারক লিখিয়াছেন, "পুথিতে দুই হাতের লেখা বেশ সুস্পষ্ট। * * তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না। অবশিষ্ট অর্থাৎ পুথির অধিকাংশ প্রথম হাতের লেখা।" প্রত্ন-লিপি-বিৎ লিখিয়াছেন, "এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর" আছে। (১) "প্রাচীন হস্তাক্ষর", (২) "প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি", (৩) "অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর"।

প্রাপ্ত পুথী বাস্তবিক অ-পূর্ব্ব। ইহার লিপিকর এক, কিংবা একাধিক। একাধিক হইলে দুই কিংবা তিন। তিন হইলে, দুই স্বতন্ত্র, এক পরতন্ত্র। তিনের এক লিপিকর এমন পরতন্ত্র যে, "বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ব্যতীত" তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। পরমাশ্চর্য এই, সাড়ে-পাঁচ-শত বৎসরের পুরাতন পুথীর কিয়দংশে প্রাচীন, কিয়দংশে আধুনিক হস্তাক্ষর আছে! এই বৃত্তান্ত শুনিলে ধীর ব্যক্তিরও মন ব্যাকুলিত হইবে। কারণ, এতগুলি আশ্চর্য্য বিষয়ের একত্রাবস্থিতি দৃষ্টি-গোচর হয় না। সংস্কারক ও লিপিবিৎ, তাঁহারাও ব্যাকুল হইয়া থাকিবেন। সংস্কারক প্রাপ্ত লেখা পুথীর কোন্ পাতা হইতে কোন্ পাতা তিন হাতের মধ্যে কোন্ হাতের, তাহা জানাইয়াছেন; কিন্তু ছাপা বহি, যেটা পাঠক দেখিতে পাইবেন, সে বহির কোন্ পাতায়, কোন্ হাতের আরম্ভ, কোন্ হাতের শেষ, সেটা জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, লিপিকর হাজার সাবধান হউন, অধিক

লিখিতে গেলে নিজের অভ্যস্ত বানান, এমন কি, শব্দ-বিভক্তি আসিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া ভাষার কাল ও লিপিকরের দেশও ধরা পড়িতে পারে।

৮। প্রত্ন-লিপি-বিৎ পাঠককে কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, পুথীর তিন প্রকার হস্তাক্ষর এক লিপিকরেরও হইতে পারে। শুনিয়াছি, আদালতে জাল দলীল্ আসে। গানের পুথী, বেদ নয়, চণ্ডীও নয়, গানের পুথী; তাহাতে হস্তাক্ষরের অনুকরণ আছে! পুথীখানা অ-পূর্ব্বই বটে। আরও আশ্চর্যের কথা, এক সময়ের এক দেশের তিন জনের হাতের অক্ষর, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন, দুই আকারের হইতে পারে। প্রত্যক্ষে সংশয় নাই। সংশয় সেখানে, যেখানে প্রত্নলিপিবিৎ বৎসর গণিয়া "স্থির-সিদ্ধান্ত" করিয়াছেন যে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র আবিষ্কৃত পুথী "১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" সংক্ষেপে তাঁহার যুক্তি এই। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত তিনখানি গ্রন্থের অক্ষর অপেক্ষা "কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন অক্ষর-সমূহ প্রাচীনতর।" 'প্রাচীনতর' বিবেচনার হেতু কি, তাহা স্পষ্ট বুঝিলাম না। বোধ হয় হেতু এই, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন-চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই।"

যুক্তিটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। জ্ঞাত কি কি? (১) পুথীতে প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর আছে; (২) এক জনের অনুকৃত অক্ষর আছে; (৩) ইহার প্রাচীন অক্ষরসমূহ [মনে করি যেন] ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের, অর্থাৎ পরে আর ছিল না। এই তিন জ্ঞাত হেতু হইতে, "স্থির" দূরে থাক, "অ-স্থির" সিদ্ধান্তও করিতে পারিতেছি না যে, আবিষ্কৃত পুথী, ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। হয় ত আরও হেতু আছে, যাহা প্রত্ন-লিপিবিৎ লেখেন নাই। সে যাহা হউক, (১) প্রা-চী-ন অর্থে কি বুঝিব, জানি না। (২) নবীনের সহিত প্রাচীনের সমাবেশ আছে, অথচ নবীনকে ছাড়িয়া কেন প্রাচীনকেই ধরিতে হইবে, তাহাও বুঝি না। (৩) তিনখানি প্রমাণ-গ্রন্থের কাল জানিতেছি, কিন্তু তিন প্রমাণ-গ্রন্থের লিপিকরের দেশ, শিক্ষা, সংসর্গ জানি না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র লিপিকরের সহিত তুলনা করিতে পারিতেছি না।

আমি প্র-ত্ন নামেই ডরাই, প্র-ত্ন-ত-ত্ত্বের ত কথাই নাই। কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তথা এমন মিশাইয়া দেন যে, দিশা-হারা হইয়া পড়ি। প্রত্নলিপি-বিৎ রাখাল বাবুর বিচারে সে দোষ নাই, বরং অনাবশ্যক বন্ধন আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "'কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, <u>তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক</u>। যে কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন, তাহা বিচার করিলে গ্রন্থের লিপিকাল নির্ণীত হইতে পারে।" এই প্রতিজ্ঞা আমার নিকট দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছে। কারণ, (১) তাঁহার 'প্রাচীন' বিশেষণের অর্থ 'পূর্ব্বকালে ছিল, পরে ছিল না।' এই অর্থ না ধরিলে তাঁহার যুক্তি ব্যর্থ

হয়। এইটুকু বুঝিলাম। কিন্তু বুঝি না, প্রাচীনের মধ্যে নবীনের বা "অপেক্ষাকৃত আধুনিকে"র প্রবেশ। বুঝি, নবীন কৃতির মধ্যে পুরাতন থাকিতে পারে, কিন্তু বিপরীত অবস্থা কল্পনাতেও আসিতেছে না। (২) পুথীর "কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন।" বুঝি না, এই কয়েক স্থলের প্রাচীনত্বের কাল-নির্ণয় দ্বারা কেমন করিয়া সব লেখা, পুথীখানাই, প্রাচীন বলি। (৩) বুঝিতেছি, পুথীর কতক পাতা পুরাতন, কতক নূতন। যদিও এ কথা না পুথীর আবিষ্কারক, না লিপি-বিচারক, দুই জনের একজনও স্পষ্ট লেখেন নাই। সে যাহা হউক, পুরাতন পাতায় পুরাতন, নূতন পাতায় নূতন অক্ষর দেখিলে সংশয় লঘু হইত। কিন্তু লিপি-বিচারক বলিয়াছেন, "প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক।" এই ব্যতিক্রমে সংশয় ঘনীভূত হইয়াছে। (৪) পুথীর অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া বুঝি, লিপিকর লিপিকলায় দক্ষ ছিল; হয় ত লিপি করা তাহার ব্যবসায় ছিল। তিন লিপিকরের মধ্যে এক জনের অনুকরণ-বৃত্তিও ধরা পড়িয়াছে। কে জানে, অন্য দুই লিপিকর নবীন হইয়াও প্রাচীন রীতি রক্ষা করে নাই। (৫) প্রত্নলিপিবিৎ মাত্র তিনখানি গ্রন্থের অক্ষরের সহিত বিচার্য পুথীর তুলনা করিয়াছেন। পরে লিখিয়াছেন, "'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র প্রাচীন অক্ষরের তিন-চতুর্থাংশের অধিক প্রমাণ-গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই।" না হউক; জিজ্ঞাস্য, এই "হয় নাই" হইতে "হইয়াছে" সিদ্ধ হইতে পারে কি?

৯। রাখাল বাবু ক্ষমা করিবেন, তাঁহার যুক্তি-জাল আমার বুদ্ধির অভেদ্য হইয়াছে। তাঁহার কৃত সংজ্ঞা 'প্রত্ন-লিপি-তত্ত্ব' আমার বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়াছে। কারণ, দর্শন-শাস্ত্রের সার, 'তত্ত্ব'। প্রত্ন-লিপি-বৃত্তান্ত বিজ্ঞান পদবীতেও পড়ে না, যদিও ইংরেজী palaeography শব্দে প্রত্ন-লিপি-বিজ্ঞান, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে জানা হইতে অ-জানায় যাইতে পারা যায়, ইতিহাস ও বৃত্তান্তে জানা ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসরের পথ নাই। রাখাল বাবু যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, সে সকল ইতিহাসের কথা। যথা, অমুক সময়ে অমুক দেশে অমুক অক্ষর প্রচলিত ছিল। যদিও তিনি এরূপ প্রমাণও দিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে, অমুক শিলায়, অমুক তাম্রশাসনে, কিংবা অমুক পুথীতে, এইরূপ অক্ষর আছে। এইরূপ প্রমাণে কত বাধা পড়িল, তাহা বলিতে হইবে না। বস্তুতঃ তাঁহার উপজীব্য অতি অল্প। একে, অন্বয় দ্বারা ব্যাপ্য-ব্যাপক-জ্ঞান নিঃসংশয় হয় না, তার উপর অন্বয়ের উপজীব্যও অল্প। ভূ-স্তরের ন্যায় অক্ষরের আকারের পূর্ব্বাপর স্তর পাওয়া যায় কি না, জানি না। কিন্তু বলিতে পারি, বহু কাল গত না হইলে, কিংবা বিপ্লব না ঘটিলে আকার-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হইবে না। কারণ, লেখা কৃত্রিম অনুকরণ; একটা কলা—যাহার উৎপত্তি অজ্ঞাত, আদর্শ অজ্ঞেয়, পরিণাম মানব-মনের ও মানব-কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দুর্ভেদ্য রহস্যে প্রচ্ছন্ন। স্থূলতঃ লিপি-কলা একটা কৃত্রিম কলা। ইহার পরিণামক্রম আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা বৎসর গণিতে পারা যাইবে না।

দুই একটা সামান্য দৃষ্টান্ত লই। ওড়িশ্যায় সহস্র সহস্র মন্দির দেখিতে পাই, সব এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই, অথচ নির্ম্মাণ-রীতি এক। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ত্রিবিধ হস্তাক্ষরের অনুরূপ দৃষ্টান্তও আছে। ওড়িষ্যায় এই ছাপার অক্ষরের দিনেও হাতের ত্রিবিধ অক্ষর চলিত আছে। (১) বামুনী অক্ষর, (২) করণী অক্ষর, (৩) সাধারণ অক্ষর। বর্ণমালার সমুদায় তিন অক্ষরে প্রভেদ নাই, কয়েকটায় আছে। কত কাল হইতে আছে, কে জানে। তিনের কোন্‌টা প্রাচীন, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু যিনি ত্রিবিধ লিপি না জানেন, তিনি তিনটা কাল অনুমান করিয়া বসিবেন। আরও শুনুন, ওড়িষ্যার সামন্ত-রাজ্যে, অন্ততঃ একটায়, এমন কয়েকটা অক্ষর চলিত আছে, যাহা উক্ত তিনের বাহ্য। উহাকে ক্ষত্রিয়ী অক্ষর বলিতে পারি। অল্প-পরিসর দেশে একদা চারি প্রকার অক্ষর চলিতেছে। বর্ণমালার সব অক্ষর নয়, কয়েকটা মাত্র। কিন্তু এই কয়েকটা এমন যে, অনভিজ্ঞ পড়িতে পারিবে না।

১০। প্রত্নলিপিবিৎ উল্লিখিত সংশয়ের উত্তর দেন নাই। সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার সাক্ষ্যে বিশ্বাস হইল না। পুথীর আবিষ্কারক বসন্ত বাবু "আট শতের অধিক পুথি" দেখিয়াছেন। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথীর সহিত এক খণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া [তাঁহার] অনুমান হইয়াছিল, "কীর্ত্তনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর-রাজের পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।" তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "এ পর্য্যন্ত যত প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ বড় জোর ২১০ বৎসরের; ৩০০ বর্ষের আদর্শ দেখিয়া মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম।" ইহা হইতে বুঝিতেছি, বাঙ্গালা পুথীর পরমায়ু ৩০০ বৎসরের অধিক নয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথীর এমন কি ভাগ্য ছিল যে, ইহার পরমায়ু আড়াই শত বৎসর বাড়িয়া যাইবে। সে ভাগ্য কি, তাহা সংস্কারক গণিয়া বলেন নাই। কি ঘটিয়াছে, তাহাও যেন বুঝিতেছি। কামনা জুটিয়া যুক্তির পথ রোধ করিয়াছে। চ-ণ্ডী-দা-স, এই নাম "খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে" টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কাল, "চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা" অভিব্যক্ত করিয়াছে। উক্ত কালের পূর্ব্বে যাইবার বাধা ছিল। কারণ, তখন চণ্ডীদাসের জন্মকালে গণ্ড-গোল ঘটিত।

পুথীখানি এখনও বর্ত্তমান। আশা করি, সংস্কারক মহাশয় নিঃস্পৃহ হইয়া সংশয় ভঞ্জন করিবেন। থাক্ না বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা, বাশলীদেবীর নাম। ব্যাসের নামে বহু পুরাণ আছে, মহাভারত নামে ইতিহাসও আছে। কিন্তু সকলেই কি ব্যাসের "খাঁটি ভাষা" আছে? যদি বা আছে, কতটুকু আছে, কে জানে। মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি এক নয়; অনুমূর্ত্তি কদাপি নয়।

(২) প্রাপ্ত পুথীর বয়স-ও দেশ-বিচারে আভ্যন্তর প্রমাণ

(ক) শব্দের বানান বিচার

১১। প্রাপ্ত পুথীর বর্ণাশুদ্ধি এত যে, তাহাতে পাঠকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এক-অর্থ-ব্যঞ্জক ধ্বনির আক্ষরিক চিত্র বিভিন্ন হইলে বর্ণাশুদ্ধি বলি। এক এক অক্ষর

এক-এক ধ্বনির দ্যোতক। ধ্বনি-অনুযায়ী দ্যোতক বসাইয়া গেলে ধ্বনি-সংবাদী বানান হয়। এই বানান সম্পূর্ণ শুদ্ধ। কারণ, ধ্বনি তাহার প্রমাণ।* যেখানে ধ্বনি প্রমাণ না হইয়া রীতি, পরম্পর্যা, বা বিধি প্রমাণ হয়, সেখানে বানান ধ্বনিসংবাদীর তুল্য শুদ্ধ না হইলেও সঙ্কেত-সংবাদে শুদ্ধ। আমরা বলি হো-রি, কিন্তু লিখি হ-রি। হো-রি ধ্বনি-সংবাদী, হ-রি সঙ্কেত-সংবাদী বানান। হ-রি, এই সঙ্কেত একবার গ্রহণ করিয়া, উহার পরিবর্ত্তন কারলে সঙ্কেত অশুদ্ধ হয়, বানান অশুদ্ধ হয়। হ-রি বানান নিয়ম-বিধি। অপূর্ব্ব-বিধি ভঙ্গে যেমন দোষ, নিয়ম-বিধি-ভঙ্গেও তেমন দোষ।

আমি জানি, পুথীর বানান অশুদ্ধ, এই কথা বলিলে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হন। তাঁহাদিগের তুষ্ট্যর্থে উপরে একটু ভূমিকা করিতে হইল। ইহাতেও তাঁহারা তুষ্ট হইবেন কি না, সন্দেহ। কারণ, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বানানে নিয়মভঙ্গতা সে কালে নিয়ম ছিল। এমন পুথী পাওয়া যায় নাই, যাহার বানান আগা-গোড়া 'শুদ্ধ'। এই উক্তি সত্য কি না, জানি না। সত্য হইলে বুঝিব, লিপিকর হাতের ছাঁদ অভ্যাস করিত, বানান শিখিত না। কারণ, নিয়মানুবর্ত্তিতা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অক্ষরের ছাঁদ ভাল; অথচ সমাবেশ ভুল, যে লিপিকরের চোখে না পড়ে, সে বুদ্ধিতে হীন। তাহাকে বানানের বিচারক জ্ঞান করিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা সে ভাল, যে কাঁচা হাত পাকাইয়াছে, কিন্তু ধ্বনিতে কিংবা সঙ্কেতে ভুল বানান বৃহৎ পুথীর সর্ব্বত্র এক রাখিতে পারিয়াছে। তাহার বানান, প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইলেও হইতে পারে।

১২। দুঃখের বিষয়, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র লিপিকর কাঁচা। তাঁহার বানান ক্রমচ্ছিন্ন; একই অর্থে একই শব্দের বানান এক নহে। যেমন শ্রবণার্থ শু-ন ধাতু, শু-ণ, শু-ন, সু-ণ রূপ পাইয়াছে। ইহা হইতে শু-ণি-আঁ, শু-ণী-আঁ, সু-ণি-আঁ, সু-ণি-এঁা, সু-নি-য়া, শু-ণী, সু-ণী। কেবল বাঙ্গালা শব্দের বানানে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা, এমন নহে। সংস্কৃত শব্দের দশাও এইরূপ। যেমন, গু-ণ, গু-ন, গু-ণ-নি-ধী; গি-রি, গি-রী; গ-তি, গ-তী; হ-রি, হ-রী; আ-শ; আ-স; আ-কা-শ, আ-কা-স ইত্যাদি। অ স্থানে আ, এত আছে যে, সে বিষয়ে পরে লিখিব। লিপিকর অ-শিক্ষিত। কিংবা তাহার হাত ভাল, বুদ্ধি কাঁচা।

১৩। সংস্কারকের নিকট এই বানান-বিভীষিকা সহজবোধ্য হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, " 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র।" যুক্তিটা নূতন বটে। তাঁহার বিবেচনায় "প্রাকৃত" শব্দের বানানে নিয়ম ছিল না। কিন্তু "সংস্কৃত" শব্দের বানানেও কি অনিয়ম ছিল? তাঁহার উক্তি প্রমাণ-সাপেক্ষ। আর, বিচার্য্য বস্তুকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না।

আমার বোধ হইয়াছে, সংস্কারক মহাশয় প্রথমে কামনার বশ্যতা স্বীকার করায় পরে ব্যাখ্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি কামনা করিয়াছেন, প্রাপ্ত পুথীখানি বড় চণ্ডীদাসের। ইহাতে চণ্ডীদাসের "খাঁটি ভাষা" আছে। কবি মূর্খ ছিলেন না, পরন্তু সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত

ছিলেন। নতুবা সংস্কৃত-শ্লোক রচিতে পারিতেন না। অতএব আমাদের চোখে যে বানান ভুল বোধ হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ অশুদ্ধ নহে। যথা, এই পুথীতে **ন** ও **শ** স্থানে যে **ণ** ও **স** আছে, তাহা শৌরসেনী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। সে "প্রাকৃতে" ণ-কার ও স-কার উচ্চারিত হইত। কিন্তু সংশয় এই, সর্ব্বত্র সে প্রভাব থাকিল না কেন? ইহার উত্তর, **শ** বানান, মাগধী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, **ন** বানান পৈশাচী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। এইরূপ, হ-রি স্থানে যে হ-রী বানান আছে, তাহা মহারাষ্ট্রী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা, জানি না কেন, শ্রুত পণ্ডিতকে প্রলুব্ধ করে। বোধ হয়, শাস্ত্র-প্রবৃত্তি দ্বারা তর্ক-বিদ্যা পরাজিত হয়। যেহেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতএব ইহা সে-ই,—এই যে যুক্তি-হীন বিচার, তাহা শাস্ত্র-প্রবৃত্তির লক্ষণ। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির একটা গুণ আছে, অনায়াসে চিত্তের প্রসাদ জন্মে। ইহাতে কিন্তু অন্বেষণা পরাস্ত হয়, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ প্রচ্ছন্ন হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র সংস্কারক নানা প্রবন্ধে বলিতে চান, যেহেতু এই গ্রন্থে "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দের সংখ্যা অধিক, সেহেতু ইহা বহু প্রাচীন। সম্প্রতি ইহাতেও আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যখন দেখি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ভাষায়, ব্যাকরণে ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে সেই "প্রাকৃতে"র ধুআ, তখন তাঁহার "প্রাকৃত" সংজ্ঞার লক্ষণ পাইতে চাই। অনুমানের অবয়ব-ত্রয়ে তাঁহার কামনা প্রকাশ করি। (১) "প্রাকৃত" শব্দ পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল (পরকালে ছিল না?); (২) এই পুথীতে "প্রাকৃত" শব্দ আছে; (৩) অতএব এই পুথী পূর্ব্বকালে রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উদাহরণ ও হেতু, দুই অবয়বেই সন্দেহ। 'পূর্ব্বকাল' অর্থে কোন্ কাল, তাহা বলিতে হইবে; "প্রাকৃত" শব্দ, অর্থে কোন্ শব্দ, তাহাও স্পষ্ট করিতে হইবে। সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বানান অশুদ্ধ। ইহা হইতে প্রাপ্ত পুথীর দেশ কিংবা কাল কিছুই জানা গেল না।

(খ) শব্দ-বিচার

১৪। পুথীর বানান দেখিয়া শব্দ বুঝিতে হয়। বানানে ভুল থাকিলে এবং অর্থ ধরিতে না পারিলে শব্দটি বুঝিতে পারা যায় না। যদি "কৃষ্ণকীর্ত্তন" লিখিবার সময় **ণ ন**, **শ স**, **ই ঈ**, **অা আ**, ইত্যাদির ধ্বনিতে ভেদ থাকিত, তাহা হইলে একই শব্দের কোথাও এটা, কোথাও ওটা লেখা দেখিতাম না। কিন্তু **অ** স্থানে **আ** লেখাতে ধ্বনিভেদ স্বীকার করিতে হইতেছে। সংস্কৃতে **অ**কারের দীর্ঘ **আ**-কার। বাঙ্গালাতে **অ**কার **আ**কার দুই ভিন্ন স্বর। পূর্ব্বকালে এক ছিল কি? তিন শত বৎসরের পুথীতে এক নয়। "শূন্যপুরাণে", "বৌদ্ধগান ও দোঁহা"তে নয়। "সর্ব্বানন্দী"* শব্দেও বোধ হয়, এক নয়। অথচ "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" অ-কারণ আ-কারণ, অ-প-মা-ন আ-প-মা ন, অ-ধি-ক আ-ধি-ক, ইত্যাদি দ্বিবিধ বানান পাইতেছি। আমার বোধ হয়, **অ** স্থানে **আ** বানান লিপিকরের ভ্রম নয়। ভ্রম হইলে **আ** অল্প পাইতাম।

---

* "আট শত বৎসরের পুরানা বাঙ্গালা শব্দ",—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, এই বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যা।

আ্যা কাটিয়া অ লেখাও দেখিতাম। একটা কারণ কল্পনা, করি। মূল পুথী অন্ততঃ দুই দেশ দেখিবার পর অনুলিপি করা হইয়াছে। সে অনুলিপি বর্তমান পুথী। এক দেশে অ ছিল, অন্য দেশে.কতকগুলা অ পরিবর্তিত হইয়া আ হইয়াছিল। বর্তমান পুথীর লিপিকরও অ স্থানে আ করিয়া থাকিতে পারে। ফলে একই দাঁড়াইতেছে। দুই দেশ ভ্রমণ স্বীকার না করিলে অ-ধি-ক আ-ধি-ক একার্থে লিখিত হইতে পারিত না। অত কথায় কাজ কি, কবির নিজের নামের বানান কোথাও অ-ন-ন্ত, কোথাও আ-ন-ন্ত হইতে পারিত না। এক দেশে তিনি ছিলেন অ-ন-ন্ত; দেশান্তরে হইয়াছিলেন আ-ন-ন্ত। দৃষ্টান্ত ধরুন,—বা-ঙ্গা-লী, ব-ঙ্গা-লী; ক-লি-কা-তা, ক-লি-ক-ত্তা। অনন্ত কবি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন; অথচ নিজের নাম আ-ন-ন্ত বানান করিলেন? পুথীর সংস্কারক মহাশয় অকার-আকারের বিরোধ এক কথায় মিটাইয়া দিয়াছেন। তিনি অ-ষ্ট-ম স্থানে আ-ষ্ট-ম পাইয়া লিখিয়াছেন, "আদ্য অকারের স্থানে 'আ' আদেশ বাঙ্গালা ভাষার একতম বিশেষত্ব।" হেতুটা কাজের হয় নাই, কারণ পুরাতন পুথী হইতে বিশেষত্বের প্রমাণ দেন নাই। তা ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় কতক শব্দের আদ্য (সংস্কৃতের) অ স্থানে আ হয় বটে, কিন্তু তা বলিয়া আ-তি, আ-ধি-ক, আ-ভি-মা-ন প্রভৃতি শব্দে হয় না। তবে যদি পাণিনি-শাস্ত্র খুলিয়া অ-বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ বলেন, তাহা হইলে কথা নাই। কেবল আদ্য অ-স্থানে আ হয় নাই, অন্ত্য অ স্থানেও হইয়াছে। যথা, খা-হ—খা-হা, চা-হ—চা-হা, জা-হ—জা-হা, পা-হ—পা-হা, ইত্যাদি। আসামীভাষায় এইরূপ আছে।

১৫। "কৃষ্ণকীর্তনে"র কতকগুলি শব্দে বিশেষ আছে। যদিও পুথীর দেশ-কাল-নির্ণয়ে সব লাগিতেছে না, একত্র করিলে সন্দেহ সূচনা করিতে পারে। (১) শব্দের অন্ত্য স্বর লোপ। যথা, অ-র্ত্ত-র-সা—অ-ন্ত-র-স, র-স-মা—র-স-ম, কাঁ-চা—কাঁ-চ, ঝ-গ-ড়া—ঝ-গ-ড়, কি-ছু—কি-ছ। (২) অন্ত্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ। যথা, অ-মূ-ল্য—অ-মূ-ল, অ-যো-গ্য অ-যো-গ, যো-গ্য—যো-গ, শূ-ন্য—শূ-ন, ই-চ্ছা—ই-ছা, বু-দ্ধি—বু-ধি, সি-দ্ধি—সি-ধি। ( ) মধ্যস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ। যথা, দু-স্ত-র—দু-ত-র, দু-র্ল-ভ—দু-ল-ভ—দু-ল-হ, নি-র্ল-জ্জ—নি-ল-জ, স-ম্মা-ন—স-মা-ন। (৪) স্ত স্থানে থ, ষ্ট স্থানে ঠ। যথা, অ-স্ত—আ-থ, ন-ষ্ট—ন-ঠ, ক-ষ্ট—কঠ। (৫) ল স্থানে ন। যথা, লা-ঙ্গ-ল—না-ঙ্গ-ল, লে—নে। (৬) ত স্থানে ন। যথা, খ-চি-ত—খ-চি-ন, ভি-থী-ত—তি-থী-ন। (৭) পুথীতে ড় ঢ় নাই, আছে ড ঢ; তথাপি ড স্থানে র। যথা, মাজা ব-র দুরুবার (১২৬ পৃঃ), আড়ী—আ-রী (১৫১); প-রি-লো যমুনা নীরে (২৯৫)—(পড়িলোঁ)। (৮) শ স্থানে হ, হ স্থানে শ বা স। যথা, তোর না পুরিবে আ-হা (১২৭)—আ-শা, প-স-রি-ল (২৮০)—প-হ-রি-ল (প্রহারিল)। (৯) র, ল লোপ। যথা, ম-রি-লোঁ—ম-ই-লোঁ, মা-রি-লোঁ—মা-ই-লোঁ, বু-লি-ল—বু-ই-ল, অ-ভি-লা-ষ—অ-ভি-হা-স। (১০) র আগম একটী শব্দে। যথা, কদমতলাত রাধা রা-হী (৩৪৮)। আ-হী স্থানে রা-ঈ—রা-হী (অর্থ, রাধা এবং বক্তারী।

এই অর্থে "শূন্যপুরাণে" "লক্ষ্মী চারি জুগের রা-ই"। র আগম উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অধিক। "শূন্যপুরাণ"ও উত্তরবঙ্গ দেখিয়াছিলাম।) কয়েকটি শব্দে নূতনত্ব আছে। যথা, স-জ ধাতু (সজ্জীকরণে) হইতে স-জা-ই-অঁ। আমরা বলি সা-জা-ই-আঁ। গ-র-অ—গু-রু-আ স্থানে; চ-ম্বা (চ-ম্প-ক); দূ-তা (দূতী); প হু ধাতু পরিধানে; প-র-র, প-এ-র (পরের); ব-ড়ী (ব-ড়); ব-ন্ধু-লী (বান্ধুলী); আ-অ-র (আ-র); স-রু-প-সি (মৈথিলী স-রু-প-সঁ) ইত্যাদি। শব্দের বিশেষগুলি স্মরণ করিলে মিথিলা ও আসামের মধ্যস্থান, উত্তরবঙ্গ মনে হয়। প-হু ধাতু, আ-ই স্থানে রা-ই, উত্তরবঙ্গের পুথীতে দেখিয়াছি।

(গ) বিভক্তি-বিচার

১৬। শব্দের রূপ যাহাই হউক, বিভক্তির রূপ একপ্রকার না হইলে ভাষা বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কারক মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রত্যয়-[?] লোপ ও বিভক্তিবিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল। একাধিক প্রত্যয়ের [?] একত্র প্রয়োগ সাধারণ।" সোজা বাজালায়, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে"র ভাষায় বিভক্তি একপ্রকার নাই, বহুপ্রকার আছে। এই বহুত্ব দ্বারা কি অনুমান হয়? অনুমান হয়, পুথীখানি খাঁটি নাই, মিশাল হইয়াছে, অর্থাৎ মূল পুথী আর আবিষ্কৃত পুথী এক নহে। মূল পুথী এক সময়ে এক দেশে লেখা হইয়া থাকিবে। এখন যে পুথী পাইতেছি, সেটা খাঁটি নাই, হয় দেশান্তরে, না হয় কালান্তরে, কিংবা দেশ-কালান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সংস্কারক মহাশয় বিভক্তি-পরিবর্ত্তনের তালিকা করিয়াছেন। এখানে কয়েকটার উল্লেখ করি। বিভক্তির উৎপত্তি-অনুসন্ধানে প্রয়োজন নাই; একই কারক ও ক্রিয়াপদে কত প্রকার বিভক্তি বসিয়াছে, তাহা দেখা প্রথম কর্ত্তব্য। কর্ত্তাকারকে অকারান্ত শব্দের উত্তর এক-বচনে 'এ'। সর্ব্বত্র এই বিধি রক্ষিত হয় নাই। দেখিতেছি, কর্ম্মকারকে 'ক', 'কে', 'এ', 'রে'—এই চারি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ, সম্বন্ধে 'ক', 'র', 'কের'; অধিকরণে 'এ', 'ত', 'তে', এক স্থানে এক সময়ে প্রচলিত ছিল কি? নিমিত্তার্থে 'করিবাক', 'করিবারে', 'করিতে'; অনন্তরার্থে 'করি', 'করিআ'। এইরূপ, ক্রিয়াবিভক্তিও এক নয়। ক-রে, ক-র-এ আছে; ক-র-ন্তি, গে-লা-ন্ত আছে, কিন্তু অপর শত স্থলে অ-ন্তি নাই। সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই?

সংস্কারক মহাশয় বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভূত, বাস্তব ছাড়িয়া অবাস্তবের দিকে ধাবিত হইয়াছেন। সেই প্রাচীনত্বের কামনা, "প্রাকৃত"ভাষায় প্রভাব। দুই একটা উদাহরণ দি-ই। কর্ত্তা কারকে এ; সংস্কারক অমনই লিখিলেন, 'এ' "মাগধীর অনুরূপ"। সেহেতু, 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে' আছে। এ-কারের লোপও হইত। সেহেতু, 'গাইল চণ্ডীদাস' আছে। কিন্তু মাগধী "প্রাকৃতে" কর্ম্ম-কারকে এ-কার হইত না, অথচ "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" আছে। সংস্কারকের উত্তর, সেটা "প্রথমার অনুকরণ"। অর্থাৎ তাঁহার মতে বিভক্তিদ্বারা কর্ত্তা কর্ম্ম বুঝিবার

উপায় ছিল না। তাঁহার মতে "প্রত্যয়লোপ ও বিভক্তি বিনিময়" "অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব।" কিন্তু এ প্রকার নিষ্ঠুর উক্তির প্রমাণ চাই।

১৭। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কয়েকটি নূতন বিভক্তি আছে। (১) ক্রিয়াবিভক্তি পরে 'হা', 'হে' যোগ। যথা, আ-ছি-লা—আছিলা-হা, হ-রি-লা—হরিলা-হা, গে-লা—গেলা-হা, ক-রি-বে—করিবে-হে। এইরূপ 'হা' ও 'হে' দ্বারা বোধ হয়, শেষ স্বর দীর্ঘ করা হইত। এই ব্যাখ্যা ঠিক হইলে হ-রী, ম-তী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য স্বর 'ঈ' লিখিবার কিছু হেতু পাওয়া যায়। শেষ স্বর দীর্ঘ করা বাঙ্গালার রীতি নহে। পূর্ব্বকালে সে রীতি ছিল কি না, কে জানে। কিন্তু অদ্যাপি মৈথিলী ভাষায় সে রীতি অনেকটা আছে। অনন্তরার্থে 'ই' (যেমন ক-রি) স্থানে 'ঈ' প্রত্যয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" যেমন প্রচুর, মৈথিলী ভাষাতেও তেমন। ইহার সহিত মৈথিলী ভে-লা-হ, গে-ল-হু-লা-হ, ক-রৈ-ত-হু-লা-হ প্রভৃতি হান্ত ক্রিয়াবিভক্তি তুলনীয়। (২) "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ক্রিয়াপদের আর এক বিশেষ মৈথিলীতে আছে। স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তার ভূতকালে স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়াপদ। যথা, 'আগুত চ-লি-লী মোর সুন্দরী মাতিনী', 'মথুরা চ-লি-লী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে', 'চ-লি-লী গোআলার ঝী দধি বিকে জাএ', 'চ-লী ভৈ-লী চন্দ্রাবলী'। ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদ বাঙ্গালায় পাই না। পূর্ব্বকালে ছিল কি না, কে জানে। মৈথিলীতে কিন্তু আছে। (৩) "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" 'ইল'-প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণ-পদ অনেক আছে। যথা, 'দে-খি-ল পা-কি-ল বেল গাছের উপরে' (৪৫ পৃঃ), 'ভাঁ-গি-ল মেহা। পুনী যোড়াইতে শকতী' (২৬ পৃঃ), 'কা-টি-ল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত' (৩১৮ পৃঃ)। এইরূপ বিশেষণপদ বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি, বৈষ্ণব পদকর্ত্তা মৈথিলী ভাষা অনুকরিতেন। কথিত বাঙ্গালাতেও দুই একটা ই-ল-যুক্ত বিশেষণ আছে। কিন্তু সাধারণ নহে। মৈথিলীতে ই-ল স্থানে অ-ল হয়, এবং অ-ল প্রত্যয়ান্ত পদ সাধারণ বলিতে পারা যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র অন্ত দুই ক্রিয়াপদে মৈথিলীর সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট। যথা, 'দেখিল কোপিল কাহাঞি র-হি-ল-ছে পাশে' (১৯০ পৃঃ), 'বাস পাত্মা র-হি-ল-ছে কেহে' (২৬২ পৃঃ), 'নানা ফুল ফু-টি-ল-ছে মাঝ বৃন্দাবনে' (২৪৪ পৃঃ)। মানভূমী ভাষায় গে-ল-ছে আছে; কিন্তু ইহাতেই সন্দেহ দূর হয় না। (৪) একটা নূতন বিভক্তি ই-আ-র পাইতেছি। যথা, আ-নি-আ-র (আনিবার), ক-হি-আ-র (কহিবা-র), দি-আ-র (দিবা-র)। ইহাতে বুঝিতেছি, পুথী এমন স্থানে গিয়াছিল, যে স্থানে ব উচ্চারিত হইত, এবং ব স্থানে অ উচ্চারণও ছিল। (কিংবা ই-হা স্থানে ই-আ, পরে র আগম। কহিহা-র, আনিহা-র, দিহা-র।) পুথীতে এক স্থানে স-রো-অ-র কাটিয়া লিপিকর স-রো-ব-র করিয়াছিল। (সংস্কারক স-রো-ব-র কাটিয়া স-রো-অ-র ছাপাইয়াছেন।) শেষে 'র' অন্ত দুই পদেও আছে। যথা, আ-ছে-র, গে-লি-র। (বোধ হয় 'ক' স্থানে 'র'। অর্থাৎ প্রথমে 'ক', পরে লোপে 'অ', পরে 'র' যোগ। উত্তরবঙ্গের র যোগ স্মরণ করাইতেছে।) বোধ হয়, 'র' স্থানে 'ল' হইয়া চলিহ-লি, দিহ-লি, করিল-লি।

১৮। সংস্কারক লিখিয়াছেন, "ক্রিয়াপদের উত্তর 'র' প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত।" আমি সুদূর চট্টগ্রামের পরিবর্ত্তে উত্তরবঙ্গে অন্বেষণ করিয়াছিলাম। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় গত ২৯শে পৌষ আমার প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন, "আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় ও তৎসম্বন্ধে আমার অভিমত লিখিতেছি। প্রথমতঃ আপনার অনুমান ও তৎপরে আমার মন্তব্য লিখিত হইল,—

আপনি লিখিয়াছেন, "এমন স্থানে কৃষ্ণকীর্ত্তন শেষ লেখা হইয়াছে, যে স্থানে

(১) আ-তি, আ-ধি-ক, আ-প-মা-ন প্রভৃতি বলে। অর্থাৎ বহু শব্দের আদ্য অকার আকার উচ্চারিত হয়।"

মন্তব্য। "এইরূপ ব্যবহার লৌকিক রাজবংশী ভাষায় বহু দেখা যায়।"

"(২) আসামী ভাষার কারক ও ক্রিয়াবিভক্তি চলিত ছিল।" মন্তব্য। "ইহা প্রকৃত।"

"(৩) আসিআঁ, করিআঁ প্রভৃতি পদ অনুনাসিক হয়। ইহা বীরভূমের লক্ষণ বটে, কিন্তু আসাম ও রঙ্গপুরের ভাষারও লক্ষণ। বস্তুতঃ সমস্ত উত্তরবঙ্গের ভাষার লক্ষণ, মিথিলা হইতে আসাম।"

"(৪) একটা বিশেষ দেখিতেছি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ পদ আছে। অনুজ্ঞায়, আনি-আর (আন), কহি-আর (কহ), দি-আর (দেহ)। এইরূপ, আছে-র (আছে), গেলি-র (গেল)। আমি জানিতে চাই, উত্তরবঙ্গে এইরূপ র-যুক্ত ক্রিয়াপদ এখন শুনিতে পান কি না, কিংবা কোন পুরাতন বহিতে লক্ষ্য করিয়াছেন কি না।"

"মন্তব্য। উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নে লিখিত লক্ষণ ও ব্যবহার রাজবংশী ভাষায় বহু পরিদৃষ্ট হয়।"

"(৫) স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তার অতীত ক্রিয়াপদ স্ত্রীলিঙ্গ, কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহাও পাইতেছি। ইহা মৈথিলীতে আছে। উত্তরবঙ্গেও ছিল কি? যেমন, রাধা

বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আর পথে ॥"

"মন্তব্য। রাজবংশী ভাষায় এইরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।" এই সব উত্তর পাইয়া বুঝিলাম, আমার পূর্ব অনুমান মিথ্যা নহে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী উত্তরবঙ্গ ঘুরিয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিল। সংস্কারক মহাশয়ও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি টীকাতে আসামী ভাষায় রচিত গ্রন্থ হইতে প্রচুর উদাহরণ তুলিয়াছেন। বোধ হয়, অনুরূপ উদাহরণ বাঙ্গালায়, রাঢ়ের বাঙ্গালায় পান নাই। সর্বনামপদের, কারকের ও ক্রিয়াবিভক্তির রূপভেদ দ্বারা বুঝিতেছি, আবিষ্কৃত পুথীর ভাষা "খাটি" নাই, দুই তিন সময়ের দুই তিন দেশের ভাষা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটা প্রমাণ দেখুন,—'করিবাক', 'করিবারে', এক সময়ে এক দেশে চলিতে পারে না। এই দুইএর মধ্যে বোধ হয়, 'করিবাক' পুরাতন। 'করিতে' আধুনিক। 'করিবারে' অপেক্ষাকৃত পুরাতন।

সন ১৩১২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত সুরেন্দ্রবাবু "রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা" নামে রাজবংশী ভাষার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিতেছি, (১) কর্ত্তাকারকের বিভক্তি 'এ', (২) কর্ম্মকারকের 'ক', (৩) করণ ও অধিকরণের 'ত' হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এই এই বিভক্তি আছে, অন্য বিভক্তিও আছে। অতএব বুঝিতেছি, প্রাপ্ত পুথী, দেশান্তর এবং কালান্তর দেখিয়াছিল। দেশান্তর অস্বীকার করিলেও কালান্তর স্বীকার করিতে হইবে।

(ঘ) ভাষা-বিচার

১৯। ভাষার দুই অঙ্গ, শব্দ ও ব্যাকরণ। এই দুই অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা দ্বারা ভাষাজ্ঞান পূর্ণ হয় না। এখানে সে দুই মিলাইয়া ভাষার বিচার করি। গ্রন্থ হইতে কয়েকটী পদ উদ্ধার করি। দেখা যাইবে, এক সময়ের এক কবির লেখা নহে।

(ক)

(১) যাই যমুনার পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসব এ বড় রঙ্গে॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগড়ি ছান্দে।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে॥—(২৪০ পৃঃ)

'যাই' ও 'জাএ' পুথীর বর্ণাশুদ্ধি। 'অলকে' স্থানে 'আলকেঁ' ভাষার দেশান্তরীয় পরিবর্ত্তন। কর্ত্তাকারকে 'এ', কর্ম্মে 'ক', অধিকরণে ও করণে 'ত' নাই। রাঢ়ের ভাষা। বিশেষতঃ 'গজগতি' স্থানে 'গজগড়ি'। কিন্তু উদ্ধৃত পদ সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের পুরানা কি? আড়াই শত, কি তিন শত বৎসর পর্য্যাপ্ত মনে হয় না?

(২) হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝ বৃন্দাবনে।
কুসুম সমূহে শোভে সব তরুগণে॥
তাত সুললিত ভ্রমরের রোল।
আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল॥—(২০৯ পৃঃ)

'তাত'—তা-তে হইলে বর্ত্তমান লেখ্যভাষা হইত না কি?

(৩) যদি কিছু বোল　　বোলসি তবেঁ
দশন-রুচি তোহ্মারে।
হরে দুরবার　　ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥

জোন্ধার বদন সংপুন চান্দ
অধর আমিঅঁা লোভে।
পরতেখ মোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে॥—(২১৭ পৃঃ)

'অ' স্থানে 'আ', এবং দুইটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু না থাকিলে ভাষা দুই তিন শত বৎসরের মনে হইত।

(৪) বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্ন মনে খেদ করে।
তাহাক চাহিআঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে॥
মাথাত হাথ দিআঁ কাদন্তি গদাধরে।
তাহাক শুণিআঁ রাধা পাড়িল বড় ডরে॥
মণত গুণিআঁ পাছে দেব চক্রপাণী।
দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী॥
তবেঁ সব কহিলান্ত বড়ায়ির থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥—(৩১২ পৃঃ).

ইহার ভাষা ও (১) (২) এর ভাষা এক কি? আমার বোধ হয়, সকল পদ এক কবির রচিত নহে। নূতন নূতন গায়ন নূতন নূতন পদ রচিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছিলেন। সমুদয় পদের ভাষা সমান বোধ হয় না। নীচের পদের ভাষা (১) (২) সহিত তুলনা করুন।

(৫) মেদনি বোড়িলো হালে।
কোণেঁ ব্রহ্মার দণ্ড বোঁআলে॥
গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়া।
গিরি করিলোঁ মোথড়া গোবালী॥

* * * *

সুমেরু আম্মাক গঢ়ে।
তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে॥
নাম মোর বনমালী।
হেলেঁ দলিবোঁ কালী॥
গোকুলে গোআতী।
দেহ আম্মারে সুরতী॥—(৪৯ পৃঃ)

এই পদ ধরিয়া দুই এক কথা লিখি। এখানে বো-ড়ি-লো স্থানে বো-ড়ি-লোঁ হইবে। মে-দ-নি বানান কবির, না লিপিকরের? টীকাকার লিখিয়াছেন, " 'মেদনি বোড়িলো হালে, এবং 'সুমেরু আম্মাক গঢ়ে' ইত্যাদি পদাংশ সহজিয়া হিঁয়ালীর মত কাণে বাজে।" সহজিয়া হিঁয়ালী জানি না। ভাবে হিঁয়ালী নাই, ভাষায় ও অলঙ্কারে আছে। টীকাকার

লিখিয়াছেন, "উক্তিটি বক্তার অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচায়ক।" অদ্ভুত বটে। কারণ, তিনি মেদিনীতে হল যোজিত করিলেন। গোবর্দ্ধনরজ্জু হইল বাসুকী, যুগকীলক হইল গিরি, আর যুগ হইল ব্রহ্মার (পাঠে ব্রহ্মা-ক নাই কেন ?) দণ্ড। বক্তার কৃষির বার্তা পাওয়া গেল। তাঁহার মণ্ডপ কোথায় ? সুমেরুপর্ব্বত তাঁহার গড়, পর্ব্বতের শিখর মণ্ডপ। কবির উৎপ্রেক্ষা, সপ্তদ্বীপা সপ্তসমুদ্রা মেদিনীর অত্যুচ্চ পর্বত অবিকল দুর্গ হইয়াছে। হিঁয়ালী নাই। হিঁয়ালী এই যে, তখনও কালিয়দমন হয় নাই, কবি বা বক্তা পূর্ব্বেই তাহা জানাইয়া দিয়া কৃতিত্বের তালিকা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু এত সব কৃতিত্ব স্মরণ কেন ? আলঙ্কারিক অনৌচিত্যদোষ ধরিবেন না কি ? ('গোকুলে গোজাতী' ইহার অর্থ বুঝিলাম না।) দ্রষ্টব্য, মে-দ-নি; কৌ-নোঁ, আ-ক্ষা-ক (আজ্ঞা-র), গো বা-লী (গো-য়ালী = গোআলী), এইরূপ শব্দ ও বিভক্তি উদ্ধৃত অপর পদাংশের তুল্য নহে।

১০। কবি বৃন্দাবনে নানা দেশের গাছ বসাইয়াছেন। সব গাছ চিনিতে পারিলাম না, চেষ্টাও করিলাম না। একে গাছগুলির চলিত নাম, তাহাতে গায়নের মুখে বিকৃত হইয়া অচেনা হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি দেখা যাইবে, কোন কোন গাছ দুইবার আসিয়াছে। মূল কবি এত অসাবধান হইতে পারেন না। দুইবার নাম করা গায়নের কর্ম্ম। কবিকঙ্কণ কালকেতুর পুরীনির্ম্মাণ সময়ে বনের বহু গাছের নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী গায়ন কবির তালিকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। "শূন্যপুরাণে"ও সেই দশা। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" ধৃত যাবতীয় বৃক্ষনাম পর্য্যালোচনা করিলে কবির দেশ চেনা অসম্ভব হইবে না। "শূন্যপুরাণে" এক 'গুআর বাথারী' পড়িলেই বুঝি, উহার অন্ততঃ কিয়দংশ রাঢ়ের কবির নহে। গাছের শোনা কিংবা পুথীতে পড়া নাম কবির কলমে বা মুখে বার বার আসে না, চেনা জানা নাম বার বার আসে, উপমাতেও আসে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কবিপ্রসিদ্ধ উপমা ছাড়া একটা এইরূপ উপমা আছে। সেটা 'গণ্ডযুগ-মহুল'। রাধিকার গণ্ডদ্বয় ফুটন্ত মহুলের (মহুআর ফুলের) সহিত উপমিত হইয়াছে। আমার জানা-শোনা উপমায় মহুল একেবারে নূতন। মহুল ঘটাকার ও চম্পক-বর্ণ। রাধিকার বর্ণে মিল হইয়াছে; গণ্ডের আকারে মিলিয়াছে কি না, জানি না। হয় ত কবি নায়িকার ফুলা গাল সুন্দর মনে করিতেন। সে যাহা হউক, এই এক উপমা হইতে বুঝিতেছি, কবির নিবাস বাঁকুড়া। বীরভূমও হইতে পারে। এখানে গাছের টীকার বিচার করিব না। একটা গাছ কু-ড়ু-ম আছে। ইহা সং ধূলি-কদম্ব, বা° কেলি-কদম। কিন্তু কু-ড়ু-ম বা কু-রু-ম সাঁওতালী নাম। সাঁওতালী নাম পাইয়া বুঝিতেছি, কবি সাঁওতাল-পরগণার নিকটে ছিলেন। কিন্তু সে কবি কে, যিনি আঁ-ব, আ-ম, আ-ম্বু, এই তিন নামে আমগাছ বৃন্দাবনে তিন বার বসাইয়াছেন ? জামগাছ জা-মু নামে দুইবার, ডা-লি-ম দুইবার, দ্রা-ক্ষ দ্রাক্ষা দুইবার, ছা-ঞ্চি-অণ ছা-তী-অ-ন দুই নামে একই গাছ দুইবার, ম-ল্ল-ল দুইবার, মা-ল-তী দুইবার, ইত্যাদি বৃন্দাবনের কি দুই অংশের বর্ণনা ? অ-র্জ্জু-ন নাম সং। ইহার আর এক সং নাম ক-কু-ভ। ইহার অপভ্রংশে মানভূমে 'কো-হ', "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বৃন্দাবনে

কু-হ-র (রাগ নামে ক-কু, ক-হু)। কিন্তু বৃন্দাবনে দুই নামে দুইবার কেন? বোধ হয়, মূল কবি একবার লিখিয়াছিলেন, গায়ন পালা বাড়াইতে গিয়া আর বার আনিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের অযোগ্য কা-ল-কা-সু-ন্দা, হি-ঙ্গী, খ-র-সু-ণা, কা-ক-ড়ী, কু-শি-আ-র (ইক্ষুভেদ) প্রভৃতি বস্তু ও গ্রাম্য গাছের নাম করিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা দীর্ঘ তালিকায় এক-প্রকার রস ভোগ করে। ইক্ষু অর্থে কু-শি-আ-র নাম রাঢ়ে অজ্ঞাত। সে কালে কি এই নাম চলিত ছিল? সব গাছ চিনিতে চেষ্টা করিলে পূর্ব্ব বা উত্তরবঙ্গের নাম আরও পাওয়া যাইতে পারে। আ-না-র-স নূতন আনা। কিন্তু আ-তা ও পে-য়া-রা লুকাইয়া আছে, কি একেবারেই নাই, তাহা বুঝিতেছি না। যদি একেবারে না থাকে, তাহা হইলে বৃন্দাবন পুরাতন। কিন্তু কত পুরাতন, কে জানে। আরও দেখিতেছি, মা-ল-তী নামে বাং'তে মালতী লতা গাছ হইয়াছে।

২১। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কয়েকটা যাবনিক শব্দ আছে। যথা, কামান, খন্দ, খাঁখার, গুলাল, বাকি, মজুরি, মজুরিআ, এবং হয় ত আফার। প্রত্নান্বেষী বঙ্গদেশের ইতিহাসের উপাদান খুজিতেছেন, কেহ কেহ সে উপাদান ইতিহাস নামে প্রকাশ করিতেছেন। তবে বোধ হয়, এইটুকু স্থির হইয়াছে, খ্রীষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রাঢ়দেশ মুসলমান অধিকারে আসে নাই। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র সংস্কারক ও লিপি-বিচারক, উভয়েই বলিয়াছেন, এই পুথী (প্রাপ্ত পুথী, মূল নয়) চতুর্দ্দশ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল। যদি মূল পুথী ও প্রাপ্ত পুথীর বয়স একই ধরি, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক শত দেড় শত বৎসরের মধ্যে কবিকুল ধ-নু ছাড়িয়া কা° কা-মা-ন* ধরিয়াছিলেন, প্রজাকুল জমির খাজনা কষিতে গিয়া খ-ন্দ ও বা-কি শিখিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু খাঁ-খা-র, গু-লা-ল ও ম-জু-রি এরূপ শব্দ নহে। সে কালে মুসলমান রাজা গাঁয়ে গাঁয়ে মক্তব বসাইয়াছিলেন কি? বাং-তে দুই অর্থে খা-খা-র বা খাঁ-খা-র শব্দ চলিত আছে। (১) কাসিলে উদ্গত শ্লেষ্মা। ইহার মূল সং। (২) অঙ্গার; ইহা হইতে কলঙ্ক, অপযশ। যেমন, 'কুলের খাঁ-খা-র'। আমার বোধ হয়, ইহার মূল কাং খা-ক—অঙ্গার, + সং ক্ষা-র = খাক্ + ক্ষা-র = খা-খা-র; যেমন ছাই-পাঁশ। মনে হইতেছে, কবিকঙ্কণে দুই অর্থ স্পষ্ট আছে। সে যাহা হউক, কিছু কাল গত না হইলে ঘরের

---

* কা-মা-ন শব্দ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছে। ফা° ক-মা-ন ধনু, এবং ফা° কবিও মারকের জন্য মদনের ধনু মনে করিতেন। নয়ন-বাণ তাঁহারাও জানিতেন। কিন্তু হিন্দু কবির কা-ম-ধ-নুও ত ছিল। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" (৬২ পৃঃ), 'জহি কামধনু নয়ন বাণে' আছে। সং কা-ম-ধ-নু শব্দের সংক্ষেপে কা-ম-হ-ন—কা-মা-ন যে হয় নাই, তাহা বলা কঠিন। কবিকঙ্কণ ("বঙ্গবাসীর") লিখিয়াছিলেন, "অতসী কুসুম তনু ভুরুযুগ কা-ম-ধ-নু"। (মনে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেই অতসী কুসুম পীতবর্ণ হইয়াছিল।) মৈথিল কবি উমাপতি "পারিজাত-হরণ" নাটকে লিখিয়াছিলেন, 'ভৌহ-কমান বিলোকন বানে। বেধহ বিধুমুখি কয় সমধানে।' বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে উমাপতি ছিলেন। তত সকালে মিথিলায় মুসলমান কবির প্রভাব ঘটিয়াছিল কি? কে জানে। কা-মা-ন একবার চলিলে আর ভয় থাকে না। জানদাস, 'কা-ম-কা-মা-ন ভুরুভঙ্গী'। এইরূপ বহু কবি।

কথার মধ্যে ফা॰ শব্দ চলিত হইতে পারিত না। এক শত বৎসর পর্য্যাপ্ত কি? গু-লা-ল শব্দের মূল ফা॰ গু-লা-লা—পুষ্পগুচ্ছ—মনে করি। বহু পুষ্পের একত্র সন্নিবেশে গু-লা-ল, যেমন গু-লা-ল তুলসী। মূল স॰-ও হইতে পারে। গু-ল, গোল, বৃত্তাকার পুষ্প বলিয়া গুল+বা॰ আল, যেমন কদম্ব, গেঁ-দা কিংবা মোতিয়া বেলা। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" 'গুলাল মাল্লী', 'গুলাল মালতীমালা' আছে; আর আছে 'নখরনিকর দেখি গুলালে'। শেষোক্ত উপমা হইতে বুঝি গু-লা-ল এমন ফুল, যাহার গোছা হয়। অতএব ফা॰ ব্যুৎপত্তি ধরিতে হইতেছে। তা ছাড়া, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" তু-ল-সী নাম কোথাও নাই। কৃষ্ণতুলসীর ফুলের রঙ্গে নখের আরক্তিমাও সূচনা করিতেছে। (টীকাকার তমালসদৃশ পুষ্প মনে করিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ-ভেদ বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই ভাল করিতেন। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়ায় অনেক স্থলে যা-নয় তাই হইয়া গিয়াছে।) যদি বা গু-লা-লে সন্দেহ থাকে, ম-জু-রি ও ম-জু-রি-আ শব্দে কিছুই নাই। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এই দুই শব্দ পাইয়া আশ্চর্য হইয়াছি। কারণ, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি দক্ষিণরাঢ়ে এই দুই শব্দ প্রায় অপ্রচলিত আছে। লোকে বলে, মু-নি-ষ। কবিকঙ্কণে আছে, বে-র-ণি-য়া। বোধ হইতেছে, বাঁকুড়ায় বে-র-ণি-য়া বা বে-র-ণ এখনও চলিতেছে। যদি মনে করি, সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে ম-জু-রি, ম-জু-রি-আ চলিত ছিল, তাহা হইলে কিছু কাল পরে লোকে কি ফা॰-মূলক শব্দ ভুলিয়া গিয়া স॰-মূলক ধরিয়াছে? ফা॰ শব্দটি ম-জ্-হুর। উহা অপভ্রষ্ট হইয়া ম-জু-র; ই-যোগে মজুরের কর্ম্ম; তাহাতে বা॰ ইআ প্রত্যয় করিয়া ম-জু-রি-আ। এত করিয়াও রাঢ়ে অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র "ভারখণ্ডে" ও "ছত্রখণ্ডে" ম-জু-রি ম-জু-রি-আ আছে। দেখিতেছি, এই দুই খণ্ড কবিত্বে অধম। উত্তরবঙ্গের কোনো গায়ন এই দুই খণ্ড জুড়িয়া দিয়াছেন কি? আ-ফা-র শব্দ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। এক স্থানে (৯০ পৃঃ) আছে, 'পালাইলেঁ দান এড়াম না আএ, পাইলেঁ মূল আ-ফা-রে।' যমুনার ঘাটে কৃষ্ণ দান (শুল্ক) সাধিতে বসিয়াছেন। রাধা দান না দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 'পালাইলে কি হইবে, দান এড়াইতে পারিবে না; মূল্য পাইলেই আ-ফা-র, প্রচুর পাইলাম।' অন্য স্থানে (২৮৫ পৃঃ), 'বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন সার। আছুক লাভ মোর মূলত আ-ফা-র ॥' অর্থাৎ লাভের মধ্যে বন্ধন সার হইল; লাভ দূরে থাক, মূলে আফার—? আর্বী যা-ফে-র অর্থে প্রচুর। যদি প্রচুর অর্থ ধরি, মূলে প্রচুর; অর্থাৎ মূলেই প্রতুল, লাভ দূরে থাক। টীকাকার দুই স্থলে দুই ব্যুৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যুৎপত্তি এক হইলে বরং কথা থাকিত। যাবনিক হইলে অন্য দিকে বাধা পড়ে। পুথীখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইয়া পড়ে। কোন্ কূল সামলানা যাইবে?

২২। বলা বাহুল্য, তিল কুড়াইয়া তাল করা যাইতেছে। এমন কথা নয়, গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলে আমার কোনো অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে। কোন্ বাঙ্গালী চণ্ডীদাসের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু হইতে পারে? কিংবা কোন্ বাঙ্গালী পাঁচ ছয় শত বৎসরের

পুরানা পুথী পাইলে নিরানন্দ হয় ? কিন্তু সোনা নামে পিতল লইতে চাই না ; সোনা কি না, তাহা আগুনে পোড়াইয়া, নিষ্ঠুর পাষাণে কষিয়া, আর যত প্রকারে পারি, পরখিয়া দেখিতে চাই। কেবল আমি নই, সকলেই দেখুন। এ বিষয়ে টীকাকার একটু বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। টীকার ভীষণ কণ্টকের বেড়া ভেদ করিতে না পারিলে সকল পাঠক গ্রন্থে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। গ্রন্থ চারি শত পৃষ্ঠা, টীকাও প্রায় তত! ভাবে কঠিন নহে, গ্রন্থের ভাষা যথোচিত প্রাঞ্জল। দোষ, অজস্র বর্ণাশুদ্ধি, অজস্র ব্যাকরণাশুদ্ধি। গায়ন বোধ হয় নাকী সুরে গাইতেন। এ কারণ অজস্র চন্দ্রবিন্দু। এ লিখিয়াও সন্তোষ নাই, তদুপরি চন্দ্রবিন্দু। সাধারণ আসামী ভাষায় নাকি নাকী সুর একটা প্রবল লক্ষণ। টীকাকারের উৎপীড়নও অল্প নহে। চন্দ্রবিন্দু কিসের দ্যোতক, কিংবা হ-এ পদে 'হ' ধাতু কি না, কিংবা মা-এ-র অর্থে 'মা'র' (?) লিখিবার ছাপাইবার নিরীহ পাঠককে পড়াইবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। ইহার উপর উদাহরণের প্রাচুর্য্য। উদাহরণও প্রায় যে-সে পুথী, ছাপা অ-ছাপা, জানা অ-জানা পুথী হইতে তুলিয়া বিশেষ লাভ হয় নাই। উদ্ধৃত পুথীর কবি, কাল, ও দেশ না জানিলে উদাহরণের সার্থকতা থাকে না। টীকাকার এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকিয়া ভাল করেন নাই। একখান পুথীতে, কোথাকার কবেকার কে জানে, একটা পদ আছে। তাহা দেখিয়া "কৃষ্ণকীর্ত্তন" বুঝিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছি না। বাস্তবিক দুঃখ হইতেছে, টীকাকার প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়া বৃথা পরিশ্রম করিয়াছেন। পুথীর বানান-দোষ, বিভক্তি-দোষ বহু কষ্টের কারণ হইয়াছে।

২৩। বোধ হয়, উদ্ধৃত উদাহরণের অনেকগুলি আসামী। ইহাতে মনে হয়, টীকাকার জানা বাঙ্গালা পুস্তকে অনুরূপ উদাহরণ পান নাই। তাঁহার পরিশ্রমের অবধি ছিল না, অথচ আসামী ভাষাদ্বারা রাঢ়ীয় ভাষা বুঝিতে হইয়াছে। ইহাতে দুই অনুমান হয়। (১) আসামী ও পুরাতন বাঙ্গালা ভাষা এক ছিল, (২) "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী আসামী ভাষায় দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছিল। প্রথম কল্পনা পরে বিচার করিব। দ্বিতীয় কল্পনার পক্ষে আসামী ভাষায় রচিত (১) "নারায়ণ কবচ" ও (২) "কলঙ্কভঞ্জন" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করি। এই ভাষার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সাদৃশ্য স্পষ্ট। বই দুইখানি ছাপা হইয়াছে, বোধ হয় ভাষাও কিছু আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে।

(১) শুক নিগদতি শুনা' সুভদ্রার নাতি।
বিশ্বরূপে' এহি অঙ্গীকার করি আতি'॥
দেবগণে' বরিলা ভৈলন্ত' পুরোহিত।
করিলন্ত' কার্য্য যত গুরুর বিহিত॥
অসুরক' রক্ষা করে শুক্রর বিতাই।
তাক' নষ্ট করিবাক' দিলন্ত উপায়॥

সায়ায়ণ কবচ দিলন্ত' বাসবক'।
যাক' পাইয়া ইন্দ্রে' সব জিনিলা' দৈত্যক' ॥
(২) বর তিরী' লোভি তোক' বুঝিলোঁ' নিশ্চয়।
পর তিরী ধর্ম্ম কিয় নষ্ট কয় তই' ॥
এতিক্ষণে যাইবোহোঁ' যশোদার ঘরে।
কহিবোহোঁ' সব কথা দেখাবোহোঁ' তোরে ॥
এক দিনা নষ্টচন্দ্র উদয় হইল।
দেখোঁ' বুলি' ভয়ে কোনো বাহির নাহিল ॥
হেন সময়ন্ত' কাখে কলসীক' লই।
যমুনাত' জল আনিবাক' যাও' মই ॥
রাধিকাক' চাই হরি বুলিল' বচন।
চিন্তা নাই অপযশ করিবোঁ' মোচন ॥

২। কবি, কাল ও দেশ

২৪। "কৃষ্ণকীর্তন" পুথীর কবির নাম অ-ন-ন্ত। ইনি নিজকে 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইনি বা-স-লী দেবীর ভক্ত ছিলেন। পুথী হইতে ইহার অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। (পুথীর কোথাও বা-শু-লী বানান নাই।)

অ-ন-ন্ত নাম অসাধারণ নহে। বা-স-লী (বা বা-শ-লী) ঠাকুরাণীও অসাধারণ নহেন। অনন্ত কবি বাসলী-চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। আর কেহ ছিলেন না, তাহাও জানি না। আশ্চর্যের কথা, চণ্ডীর উপাসক হইয়া চণ্ডীর কীর্তন না গাইয়া কৃষ্ণের কীর্তন গাইলেন! ইহার রহস্য জানি না। শুধু চ-ণ্ডী-দা-স নহেন, ব-ড়ু চণ্ডীদাস। ব-ড়ু বিশেষণ হইতে বুঝি, কবির গ্রামে আর এক চণ্ডীদাস ছিলেন। ইনি ব-ড়ু ছিলেন না। সং ব-টু হইতে ব-ড়ু। ব-টু অর্থে ব্রহ্মচারী (তু° বটুকরণ—উপনয়ন)। "শূন্যপুরাণে" ব-ড়ু অর্থে ব্রহ্মচারী, অবিবাহিত ব্রাহ্মণ। ব-টু শব্দের আর এক অর্থ, মাণবক; অবজ্ঞার বালক বা কিশোর। পুরীর মন্দিরে অনেকেরে ব-ড়ু আছে। তাহারা পূজার উপকরণ জোগাড় করে। ভুবনেশ্বরে ব-ড়ু নামে এক সম্প্রদায় আছে। ইহারাও ব্রাহ্মণ নয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে অবিবাহিত কুমার পূজাহারী হইত। তাহাদের বংশধর এখন সেই বড়ু নামে চলিতেছে। চণ্ডীদাস এইরূপ ব-ড়ু উপাধিযুক্ত ছিলেন। নিশ্চয়ই সম্মান-সূচক উপাধি। নতুবা কবি নিজ নামে যুক্ত করিতেন না। (ব-র কিংবা ব-ড় হইতে ব-ড়-আ কিংবা ব-ড়ু-আ শব্দ হইত, ব-ড়ু হইত না।)

২৫। কবি কথায় কথায় 'সখ' প্রশিয়াছেন। ইহা ধনবানের লক্ষণ নহে। একটা দুঃসাহসের কথা লিখিতেছি, অনন্ত কবি অতিশয় গ্রাম্য ছিলেন। তাহার গ্রাম্য, অশিষ্ট;

ভাবে গ্রাম্য, অশিষ্ট। বহু কবি আদিরসপ্রধান গ্রন্থ রচিয়াছেন, কিন্তু সে রস শব্দের ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্ত কবির নিকট স্ব-শব্দ-বাচ্যতা দোষ বাধিত না। রাত্র-চোরাড়ি দেখিয়া বুঝি, কবি রাধাকৃষ্ণসংবাদ গ্রাম্য দুঃশীল কিশোর-কিশোরীর অনুরাগের তুল্য মনে করিয়াছেন। কথায় কথায় কৃষ্ণ যে ত্রিদশ-ঈশ্বর, তাহা আছে বটে, কিন্তু ভক্তির চিহ্ন নাই। কবি সংস্কৃত শ্লোক রচিয়াছেন, অগণ্য সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু নায়ক-নায়িকার যে সব আকার-ইঙ্গিত সংস্কৃত কাব্যে বর্জনীয় বিবেচিত হয়, সে সবের প্রাচুর্য্য করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের রীতি নাই মানুন, ভব্যতার রীতি উত্তম কবির স্বাভাবিক লক্ষণ।

কবি লিখিয়াছেন, শ্রীরাম, বুদ্ধ, ও কল্কীর পর কৃষ্ণ অবতার। সংস্কারকের মতে "চণ্ডীদাসের উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।" কিন্তু যত দিন এই নূতন কথা পুরাণে না পাই, তত দিন কবির উক্তি পোক্ত-হীন বা সংশয়াত্মক বলিতে হইবে। জয়দেবে ধৃত-দশ-বিধ-রূপের কল্কী রূপও গত হইয়াছে। অনন্ত কবি হয় ত অসাবধানে জয়দেব অনুকরিতে গিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি জয়দেব কথির 'বদসি যদি'-র বাঙ্গালা আবৃত্তি করিয়াছেন। আরও দুইটা পদের বাঙ্গালা করিয়া লইয়াছেন। কোনো বড় কবি অন্য কবির পদ এমন চুরি করেন কি? চুরি বলিতেছি; কারণ, গানের ভণিতায় জয়দেবের নাম নাই, আছে "বাসলী চরণ শিরে বন্দিআ, গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥" অনন্ত কবি নারদমুনিকে উপহাস করিয়াছেন, "বামন শরীর মাকড় বেশ", "রাজ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ", "দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস ॥" কবির নিকট যোগীর যোগও উপহাসের বিষয় হইয়াছিল। রাধা বিরহে কাতরা। পূর্বপ্রত্যাখ্যান-রূপ অপরাধ (?) স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, তিনি দিবানিশি যোগ ধ্যান করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছেন, ইত্যাদির সহিত যোগের দুই একটা জানা বুলি শুনাইয়া দিলেন।

২৬। কি জানি কেন, অনন্ত কবিকে নানুরের চণ্ডীদাস মনে করিতে ক্লেশ হইতেছে। উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ চোখে পড়িতেছে যে, অনন্ত-কে একজন বড় গাজীয়ে, এবং নানুরের চণ্ডীদাসকে একজন স্রষ্টা-কবি মনে হইতেছে। কবি না হইলে কাব্যসমালোচনা নাকি বিড়ম্বনা। এই হেতু সংস্কারক সমালোচনা করেন নাই। আমিও কবি নই; কিন্তু তাঁহাকেই কবি বলি, যিনি আমার মতন নিঃস্পৃহ অকবি পাঠককেও কবিত্বসম্পাদনে প্রেরিত করেন। সত্য কথা বলিতে কি, "বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস", এই ভণিতায় ফাঁপরে ফেলিয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ছন্দের মাধুর্য্যে চমৎকৃত হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু এমন রস, এমন ভাব অল্প পাইয়াছি, যাহা মরমে পশিয়া থাকে। ইহাতে প্রায় চারি শত পদ বা গীত আছে। সকল পদই যে তুচ্ছ নগণ্য, এ কথা কেহ বলিবে না। কিন্তু গণিতে বসিলে কয়টা পদে উত্তম কাব্যের লক্ষণ পাওয়া যাইবে? অর্দ্ধেকে?

২৭। আমার পুথী বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু আর একটু না বাড়াইলে চণ্ডীদাস-নাম-সূত্র কৃতাদেশ-শ্রম সংস্কারক-মহাশয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" অম-স্বর দেখি।

গোকুলে কৃষ্ণ জন্ম লইলেন, বাড়িলেন। বৃন্দাবনে গিয়া নিত্য নিত্য গোবৎস রাখিতে লাগিলেন। এ দিকে রাধাও তাঁহার বড় আয়ী ও সখিজন সঙ্গে মথুরায় দধি-দুধ বিকিতে বৃন্দাবনের পথ দিয়া নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এক দিন রাধা এক পথে, বড়ায়ী অন্ত পথে গিয়া পড়িলেন। বড়ায়ী রাধার অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত। বড়ায়ীর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনিয়া কৃষ্ণ পরাণ ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন, "রাধিকাআনাআঁ দেহ মোরে॥" এইরূপ দুই এক কথায় নায়কের পূর্ব্বরাগ সমাপ্ত। (জানি না, কবিকুল নায়কের না নায়িকার পূর্ব্বরাগ প্রথমে বর্ণনা করেন।) কৃষ্ণ, ফুল ও পান বড়ায়ীর হাতে রাধার নিকট পাঠাইলেন। দূতী কৃষ্ণের "পাঁচ অবস্থা"ও জানাইলেন। কিন্তু রাধিকার অনুরাগ দূরে থাক, ফুল পান দূরে ফেলিয়া রোষে দূতীকে চড় মারিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণের অপমানবোধ যেমন, ক্রোধও তেমন হইল। তিনি রাধাকে দুঃখ দিতে উপায় চিন্তিলেন। দূতীকে বলিলেন, যমুনার ঘাটে রাধাকে রাখিয়া, "লুটিআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার, কাড়ি লৈবোঁ সাতেশরী হার॥ ঘাটেত শুজিয়া দান, করি তার অপমান, তোর রোষ সাধিব মান॥" ভবিষ্যতে আর কি করিবেন, তাহাও দূতীকে বলিয়া দিলেন। "পাছেত মদন বাণে হাণিআঁ তাক পরাণে, রহিবোঁ ধরি মুনিবেশ॥" এটা কিন্তু গানের শেষ পালা।

২৮। জানি না, কৃষ্ণ কেমন নায়ক। চারি জাতি নায়কের কোন্ জাতি? ধূর্ত্ত নয়, শঠ নয়; পঞ্চম জাতি, দাম্ভিক অহঙ্কারী। ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া প্রণয়কামনা "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" নূতন। কৃষ্ণ নিজের বড়াই, তিনি যে দেব চক্রপাণি, দেব বনমালী, ত্রিদশের পতি, ইত্যাদি তাঁহার যত কিছু গরিমা হাটে ঘাটে আবৃত্তি করিতে ছাড়েন নাই। যত পদে এইরূপ বড়াই আছে, তাহার একটাও সঙ্গত নয়। রাধাকে ভুলাইতে এক দিন কৃষ্ণ রাধার দধির ভার বহিলেন, রৌদ্রে কাতরা রাধার মাথায় ছাতা ধরিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার যে অপমান হইল, কৃষ্ণ তাহা ভুলিতে পারিলেন না, এমন কি, স্বর্গের দেবতারাও ক্ষুব্ধ হইলেন। নারীর ভার-বহন, নারীর মাথায় ছত্র-ধারণ! যমুনার তীরে বস্ত্রহরণের পালায় কৃষ্ণ রাধার পাটল* বসনখানি দিলেন, কিন্তু "সাতেশরী" হারটি চুরি করিলেন। রাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণের রীত-নীত সব খুলিয়া বলিয়া দিলেন। মা পুত্রকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন। পুত্র মায়ের কাছেও মিথ্যা কথা কহিতে ডরাইলেন না। কিন্তু অপমান পাইলেন। এমন উপায় করিলেন, যাহাতে রাধা তাঁহার পায়ে পড়ে। অপমানের প্রতিশোধ লইতে তিনি রাধাকে না কাঁদাইয়া ছাড়িবেন না। তিনি পুনঃ-পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন, রাধা পান ফেলিয়া দূতীকে চড় মারিয়াছিলেন, তাঁহাকে নানাবিধ গালি দিয়াছিলেন, তিনি রাধার দধিভার বহিয়াছিলেন, তাঁহার কারণে কালীদহে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, ইত্যাদি। তিনি মদনের পাঁচ বাণে রাধা বধ করিলেন।

---

* যে কবি অতসী-কুসুম-ভাস কৃষ্ণের পীতাম্বর, এবং চম্পক-গৌরী রাধার নীলাম্বর বর্ণিয়াছেন, তাঁহার বর্ণজ্ঞান বড়। কিন্তু অন্য কবি রাধার পাটল বসনে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন। অথবা পাটল-না' অর্থে পাটের লাল শাড়ী বুঝি।

তার পরে, রাধা সত্য সত্য মূর্চ্ছিতা হইলেন; বড়ায়ীর শোক, কৃষ্ণের শোক হইল। পরে শ্রীবৎস-লাঞ্ছন অবশ্য রাধাকে জীয়াইয়া দিলেন। ইহার পর, এক দিন কৃষ্ণ বাঁশীটি শিয়রে দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, রাধা বাঁশী চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই কৌতুক বুঝিতে পারি, রাধার পক্ষে বাঁশীটি বড় সুখের ছিল না। কিন্তু বাঁশী হারাইয়া কৃষ্ণের যে "হাকল ক্রন্দন" তাহা বুঝিতে পারি না। "মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে। ঝরে তার পানি নয়নে গো॥" ইহার পর অকস্মাৎ রাধার বিরহ ও খেদ। কৃষ্ণের তেমনই নির্দ্দয় উক্তি,

তোহ্মা ত লাগিআঁ। রাধা বড় পাইলোঁ। দুখ।
হেন মন কৈলোঁ। না দেখিবোঁ তোর মুখ॥

এমন কি;

ছিনারী পামরী নাগরী রাধা।

কিন্তু রাধিকার নারীধর্ম্ম কিছুই ছিল না, অক্লেশে গালি সহিয়া গেলেন। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" মানের পালা নাই; আছে কৃষ্ণের প্রবল সাহস, অনুচিত আত্মশ্লাঘা। আমার বোধ হইয়াছে, অনন্ত কিংবা আর কেহ নানুরের চণ্ডীদাসের এবং অপর কবি ও গায়কের পদ একত্র করিয়া, কিংবা সে চণ্ডীদাসের পদের সহিত মিশাইয়া, নিজে পদ গাঁথিয়া চণ্ডীদাসের নামে বিকাইতে গিয়াছিলেন। অর্থাৎ "কৃষ্ণকীর্ত্তন", চণ্ডীদাসের ভাঙ্গা পালা। ইহাতে চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব আছে, কি নাই; আছে মাত্র ভণিতা, যাহাতে তাঁহার অনুকারক ও অপহারক ধন্য হইয়া গিয়াছেন। চারি শত পদের কোন্‌গুলা চণ্ডীদাসের নয়, বোধ হয়, তাহা চিরকাল অজ্ঞাত থাকিবে। কারণ, অপহারক চেনা পড়িলেও অনুকারক পড়ে না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র মধ্যে মধ্যে এমন পদ আছে, বিশেষতঃ "রাধাবিরহ" পালায়, যাহার কবিত্ব, জানা চণ্ডীদাসকেও যেন পরাজিত করিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য, পুথীর আবিষ্কারক ধন্য, যিনি আমার মতন অকবিকেও কাব্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন। কবির চরিত নাই জানি, তাঁহার জন্মশক নাই বা জানিলাম, কিছুই আসে যায় না। এই জ্ঞানে এ দেশের কোনো কবির চরিত কেহ লিখিয়া যায় নাই। যিনি কবি, তিনি নিজের কৃতিতেই নিজের চরিত লিখিয়া গিয়াছেন।

২৯। এক মাস হইল, ২৫ ভাগের ৩-এর পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রী সতীশচন্দ্র-রায় মহাশয় চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য, তেমন সূক্ষ্মদর্শিতা প্রকট হইয়াছে। ইহা নূতন বার্ত্তা নহে। তিনি একপুরুষকাল বৈষ্ণবপদাবলী-সমুদ্র মন্থন করিতেছেন, বাঙ্গালীকে সুধাও দান করিয়াছেন। তাঁহার বিচার যুক্তিহীন হয় না। কিন্তু একটা 'কিন্তু' আছে। সে কিন্তুটি এই। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পুথিখানা লিপি-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্বের বিচারে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া স্থির" হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমি "লিপি-তত্ত্বের বিচারে" নিঃসংশয় হইতে পারি নাই; আর একা সংস্কারক মহাশয়ের উক্তি ব্যতীত পুথীর ভাষাতত্ত্বও অজ্ঞাত। বলা বাহুল্য, পুথীর

দেশ কাল ও কবি যদি অসংশয়ে জানা থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে আধার করিয়া অন্তার পক্ষ স্থাপনা চলিতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থলিপির সূচাগ্রে বৃহৎ অট্টালিকা টল্-টল করিতেছে। আমার বোধ হয়, প্রথম পক্ষ স্বীকার করাতে সতীশ বাবুকে অ-আকারের, রাঢ়-বঙ্গের শব্দের ও বিভক্তির প্রাচীন সমতা কল্পনা করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিলে, ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার এবং আমার বিচার-ফল এক দাঁড়ায়। ঐক্য দেখিয়া বুঝিতেছি, আমার তর্ক নিতান্ত অসার নহে।

৩০। কিন্তু গ্রন্থের ভাব সম্বন্ধে অনৈক্য হইয়াছে। তিনি গ্রন্থে ব্যঞ্জনার প্রাধান্য দেখিয়াছেন, আমি লক্ষণার দেখিতেছি। যদি বা ব্যঞ্জনা আছে, তাহা অভিধামূলা। সকল পদেই যে এই, তাহা বলি না। যে গ্রন্থে চারি শত পদ আছে, এবং যাহাতে নানুরের চণ্ডীদাসের পদ এবং জয়দেবের ভাঙ্গা পদও আছে, তাহা ব্যঞ্জনাহীন হইতে পারে না। কিন্তু যে যে পদে কৃষ্ণের অপমান স্মরণ, বড়াই, ও উপায়চিন্তা আছে, সে সে পদ সতীশবাবু তাঁহার "বৈষ্ণব-পদাবলী"তে স্থান দিতে চাহিবেন কি? তিনি কোন্ কবিকে পরের ভাব অনুবাদ করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইতে দেখিয়াছেন? বলা বাহুল্য, কাব্যের বিচারকালে কবির নাম বিস্মৃত হইতে হইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" ইত্যাদি একটী পদ ছাড়া চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শত শত পদের "ভাষা কিংবা ভাবের এরূপ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় নাই, যাহাতে উভয় পদ এক জনের রচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।" তাহা হইলে বুঝি, (১) হয় প্রচলিত পদ অন্য কবির, (২) নয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পদ অন্য কবির। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোন্‌টা প্রথমে গ্রাহ্য? প্রচলিত পদের অন্ততঃ কতকগুলি চৈতন্য-প্রভুর সময় হইতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর চলিয়া আসিতেছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যদি "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" গুপ্ত ছিল, তবে হয় তাহা ছিল না, না হয় বঙ্গদেশে ছিল না। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত কবি গুপ্ত থাকেন না। এখানে কাব্যকর কবি সম্বন্ধে যে কথা, অন্য কবি সম্বন্ধেও সে কথা। লোকে যেমন করিয়া হউক, কিঞ্চিৎ বর্জন, কিঞ্চিৎ সংশোধন, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে জীবিত রাখে। দেশে এমন কি একদেশীয় বিপ্লব ঘটিয়াছিল, যাহাতে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পদগুলি বাছিয়া বাছিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল? গান থাক; "অনন্ত" নামটাও কেহ জানিত না? অসম্ভাব্যও কখন কখন সম্ভাবিত হয়। কিন্তু যখন হয়, তখন কারণটা স্থূলভাবে এক কথায় শেষ করিতে পারা যায় না।

৩১। এখন আর এক কথা। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" দেশান্তরী হইয়াছিল কি না। সতীশবাবু বলিয়াছেন, ইহার শব্দ, ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির সহিত আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির সাদৃশ্য আছে। আমি পূর্ব্ববঙ্গে যাই নাই। কিন্তু আমি মনে করিয়াছি, পুথী দেশান্তরী হইয়াছিল; তিনি বলিতেছেন, উক্ত সাদৃশ্য দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের "অসাধারণ প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে।" তাঁহার যুক্তি এই,—আসাম, এবং উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিম বঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রদেশের ভাষার আকর এক। কাজেই "আদিম যুগে" উক্ত সকল

প্রদেশের ভাষা এক ছিল। যুক্তি অ-ন্যায় নহে। তবে কি না, প্রবন্ধের আদ্যে আমি যাহা শাস্ত্রপ্রবৃত্তি বলিয়াছি, ইহা প্রায় তাই। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির প্রয়োগ বিকীর্ণ। এক কথায়, উহা দ্বারা সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ন্যায়ের ভাষায়, উহা কারণ হইতে কার্য্যানুমান। উপস্থিত তর্কে উহা দাঁড় করাইতেছে, যেহেতু আকর এক, সেহেতু সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-প্রান্তের ভাষা এক ছিল। এবং যেহেতু "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" ঐক্য ছিল; সেহেতু "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রাচীন। মনে করুন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বয়স ভুল ধরা হইয়াছে, তাহা হইলে তর্ক কোথায় দাঁড় করায়? এই কারণে বলি, একা প্রত্নলিপি-বেত্তার অনুমানে ভর না করিয়া পুথীর যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্ম্মম প্রখর দৃষ্টির গোচর করুন।

৩২। এখন মূল প্রশ্নে আসি। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনে "এরূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা সুদূর আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় চলিত আছে।" ইহা হইতে অনুমান হয় কি যে, পুথীখানা সে সে প্রদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছে? আমি বলি, না। কেবল-অন্বয় দ্বারা অনুমান দুরূহ, ও প্রায়ই অসিদ্ধ। তথাপি যদি অন্বয়-স্থল অধিক এবং ব্যতিরেক অল্প হয়, তাহা হইলে অনুমান সম্ভাব্য বিবেচিত হইতে পারে। নিশ্চয় আসে না, সম্ভাব্যতামাত্র আসে। সে স্থল ব্যতিরেকগুলি বিচার করিতে হইবে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এমন কোন শব্দ ও বিভক্তি আছে কি, যাহা উত্তরবঙ্গে আছে, পশ্চিমবঙ্গে নাই? এখানেও নিশ্চয়ে আসিতে পারি না। কারণ, তর্ক উঠে, অধুনা পশ্চিমবঙ্গে নাই, পূর্ব্বকালে ছিল। উপজীব্যের অভাবে এই তর্কের সমাধান হইতেছে না। কিন্তু সম্ভাব্যতা তিরোহিত হইল না। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, পূর্ব্বকালের ইতিহাস সম্ভাব্যতা ব্যতীত নিশ্চয়ের ইতিহাস নহে। একটা নয় দুইটা নয়, বহু পথ যে দিক নির্দ্দেশ করে, সে দিকই গন্তব্য। সতীশবাবু বিভক্তি বিচার করেন নাই; কেবল 'সে করিব' এইরূপ একটা প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তাঁহার উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশ পশ্চিম-বঙ্গে আছে। তিনি যে অর্থ ধরিয়াছেন, সে অর্থ ঠিক, এবং সেই অর্থ পশ্চিমবঙ্গে চলিত আছে। কয়েকটা শব্দ পাইতেছি, পশ্চিমে চলিত নাই, পূর্ব্বে আছে। যেমন, চি-ত-র, টে-ট-ন, কৈ-ল্ বা ক-লি। এই তিনের মধ্যে চি-ত-রে মাত্র একটী পদে আছে। চি-ৎ বা চি-ত রাঢ়ে ও ওড়িষ্যায় আছে। চি-ত-এ স্থানে চি-ত-রে এই পদ আসিতে পারে। সুতরাং এই শব্দ তেমন ব্যতিরেক নহে। সং ধৃ-ষ্ট স্থানে ঢী-ট। রূপান্তরে বৈষ্ণবপদাবলীতে ঢী-ট আছে। কিন্তু টে-ট-ন নাই। আসামীতে, এবং সতীশবাবু বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় আছে। টে-ট-ন দুইটি পদে আছে। আশ্চর্য্য, দুইটি পদের 'ধ্রু' দেখিলে বুঝা যায়, দুই-ই অশুদ্ধ। একটাও চণ্ডীদাসের যোগ্য মনে হয় না। দ্বিতীয় পদে (২১৬ পৃঃ) রাধিকার উপদেশ কাঁচা কবির কীর্ত্তি। দ্রষ্টব্য, ইহার না-ছি ক্রিয়াপদ আসামী আসামী ঠেকিতেছে। ক-লি, কৈ-লি, কৌ-ল, এই তিন একের তিন রূপ। ইহার একটাও ওড়িয়াতে নাই, রাঢ়ের ও আসামের ভাষায় নাই। সতীশবাবুর লেখায় জানিতেছি, পূর্ব্ববঙ্গে গ্রাম্যভাষায় আছে। যে

পদে (৮২ পৃঃ) ক-লি আছে, সে পদটি গ্রাম্য গালাগালি ! কৃষ্ণ 'ত্রিদশ-ঈশ্বর' হইয়াও রাধা গোআলীকে গদা দেখাইতেছেন, 'পামরী ছেনারি' বলিতেছেন ; আর রাধাও তেমনই, 'বাপেঁ মাএঁ' গালি দিতে উদ্যত হইয়াছেন। আর এক পদে (৩৯৭ পৃঃ) ক-লি আছে। এ পদেরও কোনও গুণ নাই ! যে পদে (৯১ পৃঃ) কৈ-লী, এবং যে পদে (১৯১ পৃঃ) কৌ-ল, সে দুই পদও তথৈবচ। আশ্চর্য্যের বিষয়, একটা শব্দের দুই বিভিন্ন রূপ হইয়াছে, ক-লি, কৈ-লি এবং কৌল।* এইরূপ, একই শব্দের যে দুই দুই রূপ আছে, তাহাতে বুঝি, পুথীর দুই স্থান দর্শন।

যদি বলেন, লিপিকর-প্রমাদে দুই রূপ হইয়াছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসি, যে লিপিকর লেখার পর পুথী মিলাইয়াছিল, ভুল কাটিয়া লিখিয়াছিল, সে লিপিকর শব্দের দুই রূপ, বিভক্তির দুই রূপ কেমন করিয়া রাখিল ? ইহাতে বোধ হইতেছে, মূল পুথীতেই দুই দুই রূপ ছিল।

দুই রূপের দুই কারণ হইতে পারে। (১) একই দেশে কালান্তর, (২) একই কালে দেশান্তর। তৃতীয় কল্পনাও আসে, কালান্তর ও দেশান্তর দুই-ই। কালান্তর স্বীকারে 'খাঁটি চণ্ডীদাস' থাকে না, দেশান্তর স্বীকারে 'চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা' থাকে না। আমার সন্দেহ, দুই-ই হইয়াছিল। যিনি পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেই দেখাইতে হইবে, ভাষায় ও ভাবে চণ্ডীদাস। আমি সংশয় জানাইয়া ক্ষান্ত। সংশয় দূর হইলে আমার যে আনন্দ হইবে, তাহা অসংশয়ীর কদাপি হইবে না। দুঃখের বিষয়, আমার পড়া-শুনা নাই, অবসর নাই ; "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" লইয়া বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজনও নাই। ইতি

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

পুনশ্চ,

এই উত্তর লিখিবার পর আমি আমার "সংশয়" সতীশবাবুর গোচর করিয়াছিলাম। তিনি কয়েকটি সংশয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয়, এইখানে উল্লেখ করা ভাল।

সতীশ বাবুর বিবেচনায় আমি অতিরিক্ত সংশয়বাদী হইয়াছি। আমার বিবেচনায় আমরা দেশী নামে অতিরিক্ত বিশ্বাসশীল হইয়া পড়ি। আমরা ভুলিয়া যাই, যাহা সাধ্য, তাহাকে সাধন করিতে পারা যায় না, সংশয়িতকেও পারা যায় না। আমি এই কথা পুনঃ পুনঃ তুলিয়াছি। এখন সতীশ বাবুর কয়েকটা তর্ক দেখি।

(১) "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দাধিক্য। তিনি বলেন, ""প্রাকৃত" ব্যাকরণের "প্রাকৃত" ও তজ্জাত অপভ্রংশ আমাদের দৃষ্ট অন্যান্য প্রাচীন পুথীতে যে পরিমাণে আছে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং এই সকল অন্যান্য প্রাচীন পুথি হইতে "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রাচীনতর, এইরূপ অনুমান কি অন্য অসঙ্গত ?"

---

* সং সা-ক-ল্য হইতে 'নিশ্চিত', এই অর্থ আসে কি ? বরং বা° 'কু-লে দশ টাকা' প্রয়োগের কু-লে বা কু-ল্যো সং সা-ক-ল্যো হইতে পারে। সং খ-ল্ শব্দের বিকারে খ-উ-ল্, ক-উ-ল্, কৌ-ল্, এবং পরে কৈ-ল্, ক-লি মনে হয়। তু° চা-উ-ল—চা-ল, লা-উ-ল—লা-লি।

উত্তর। 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'—এই পদের একটা শব্দও সংস্কৃত-সম নহে। অথচ জানি, পদটা আধুনিক। স্বীকার করি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" অধুনা-প্রচলিত কয়েকটা শব্দের প্রাচীন রূপ আছে। সে সব একত্র করিতে পারিলে যুক্তির বলসঞ্চার হইত। আমি জানিতে চাই, কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না। মনে রাখিবেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তন" কেবল 'প্রাচীন' নহে, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দ কি পরিমাণে চলিত ছিল, তাহা ত জানি না। অন্য দিকে দেখুন, বসন্তবাবু যে সকল পুস্তক হইতে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রযুক্ত শব্দ তুলিয়াছেন, বোধ হয়, সে সবের একখানাও তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়। অতএব যে যে শব্দ প্রাচীন ঠেকিতেছে, সে সবের প্রাচীনতার মর্যাদা এই। বিপত্তি ঘটাইয়াছে, নবীন বা আধুনিক রূপে। প্রত্নলিপিবিদের বিবেচনায় লিপির প্রাচীন রূপ দেখিয়া পুথীর বয়স গণিতে হইবে; আমার বিবেচনায় নবীন রূপ দেখিয়া গণিতে হইবে।

(২) অ আ বানান। আমি অ স্থানে আ পাইয়া পুথীর দেশভ্রমণ অনুমান করিয়াছি। সতীশবাবু বলেন, "দেশবিশেষের বর্ত্তমানের ব্যবহার দেখিয়া সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুমান কি ঠিক? বীরভূম প্রভৃতি মিথিলার সন্নিহিত [?] দেশে ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে অ-কারের মৈথিল উচ্চারণবৎ উচ্চারণ বর্ত্তমান থাকা সম্ভব, এবং প্রাচীন কালে পুঁথির বানান সম্বন্ধে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম না থাকায় অনভিজ্ঞ লিপিকর কিংবা স্বয়ং চণ্ডীদাসও কোন স্থলে 'ধ্বনি'-অনুযায়ী ও কোন স্থলে 'সঙ্কেত'-অনুযায়ী 'অ' ও 'আ' লিখিয়াছেন,—এরূপও ত কল্পনা করা যাইতে পারে।"

উত্তর। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র প্রাপ্ত পুথী যে সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের, ইহা-ই সাধ্য। সাধ্যকে সাধন করিতে পারা যায় না। সাধ্যকে ধরিয়া উৎপ্রেক্ষাও করিতে পারা যায় না। আমি স্বীকার করি, প্রাচীনের ইতিহাস সম্ভাবনার ইতিহাস, একশেষের ইতিহাস নহে। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে বীরভূমে অ স্থানে আ উচ্চারণ ও লিখন অসম্ভব নয়। কিন্তু কোন্ দেশ প্রথমে দেখিব? যে দেশে আ-তি, আ-ধি-ক অদ্যাপি আছে, না যে দেশে নাই?

(৩) অনুজ্ঞায় আনিআ-র (আন), কহিআ-র (কহ) ইত্যাদি র-যুক্ত ক্রিয়াপদ রাজবংশী ভাষায় আছে। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ পূর্ব্ববঙ্গের (ঢাকা অঞ্চলের) স্ত্রীজাতির গ্রাম্য কথ্যভাষায় এখনও কও-এর, যাও-এর, খাও-এর ইত্যাদি অনুজ্ঞার পদ সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। বীরভূমেও যে প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না, কে বলিবে?

উত্তর। এখানেও সাধ্যকে সিদ্ধ বিবেচনা করা হইয়াছে। যিনি বলিবেন ছিল, তাঁহাকে প্রমাণ দিতে হইবে।

(৪) আমি বিভক্তি বিচার করিয়া লিখিয়াছি, "সেটা কি ভাষা, যেটায় কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই।" সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা হিন্দী মৈথিল—এই তিনটি ভাষায়ই একই ক্রিয়া ও কারকবিভক্তির একাধিক প্রয়োগ দেখা যায়।"

উত্তর। এক স্থানের এক বক্তার মুখে একই অর্থে ক্রিয়া ও কারকবিভক্তি একই। সতীশ বাবু এক নূতন কথা তুলিয়াছেন। হয় ত তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। তিনি পরে লিখিয়াছেন, "বিদ্যাপতির পদে বর্ত্তমানে ক-র, ক-র-ই, ক-র-ও, ক-রু, ক-র-য়, ক-র-থি এইরূপ নানা রূপ দৃষ্ট হয়। সম্বন্ধে ক, ক-র, এমন কি, র পর্য্যন্ত দেখা যায়। এ সকল কি দেশান্তর ভ্রমণের ফল?" আমি বলি, অর্থ এক হইলে কেবল দেশান্তর নয়, কালান্তরের ফল। কারক ও ক্রিয়াতেই ভাষার সর্বস্ব।

(৫) শব্দের ও বিভক্তির দুই দুই রূপ দেখিয়া আমি মনে করিয়াছি, দেশান্তর, কালান্তর, কিংবা দেশকালান্তরের ফল। (আরও একটি ছিল, সেটি কব্যন্তর। কবি দেশ-কালের অধীন বলিয়া এই কোটি অগ্রাহ্য করিয়াছি।) সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, "বলবত্তর চতুর্থ কারণও আছে। সেটি এই যে একই কবির ভাষায় কালান্তরের একাধিক শব্দ ও বিভক্তির রূপের নিদর্শন—ভূগর্ভে নানা যুগের প্রাণিসমূহের কঙ্কালবৎ বিদ্যমান থাকে।"

উত্তর। কথাটা সত্য, যদিও দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। অতীত ধরিয়া বর্তমান, অতীত হইতে বর্তমান বিচ্ছিন্ন নহে। ইহা কেবল ভাষায় নয়, জগতের যাবতীয় কার্যে কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট আছে। জগৎ অনাদি, জগতের কর্মও অনাদি। ভাষা যেমন নদীর তরঙ্গ। নদীর চড়া, বাঁক, গভীরতা, বিস্তার, মৃৎস্তর প্রভৃতির ভেদে তরঙ্গের উত্থান-পতন, গতি-বেগ, বর্ণ প্রভৃতির ভেদ হয়। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ভাষারও ভেদ হয়। কিন্তু এই তিনের ভেদ না হইলে ভাষার সর্বস্ব যে কারক ও ক্রিয়া, তাহার ভেদ হয় না। বিদ্যাপতি, কি বৈষ্ণবপদাবলী, কি "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রভৃতি গ্রন্থে যদি ভেদ দেখি, তাহাতে অনুমান করি, ভাষা খাঁটি নাই। বাজারে নির্জলা দুধ দুষ্প্রাপ্য, পুরাতন গানের নির্জলা ভাষাও দুষ্প্রাপ্য। কোন্ গান কত গায়ন গাইয়াছেন, কে জানে। আমি কোথাও বলি নাই, "কৃষ্ণকীর্ত্তন" দুই এক শত বৎসরের রচনা। অনন্ত কবি পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে থাকুন, কি পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে থাকুন, তাহা আমার বিচার্য ছিল না। প্রাপ্ত পুথীতে যে মিশাল চলিয়াছিল, ইহাই আমার সন্দেহ। তবে, মানব-মন নিরবচ্ছিন্ন সন্দেহে থাকিতে পারে না, কল্পনাদ্বারা সংশয়কে অসংশয়ে দাঁড় করায়। আমার মনে হয়, মূল পুথীর উৎপত্তি রাঢ়ে। পরে গায়নে পুথী উত্তরবঙ্গে (গৌড়ে?) লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহাতে মিথিলার জনশ্রুতি; পুথীতে কাইথী অক্ষর, কাসী অক্ষর (?)। পরে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম ও গীত প্রতিষ্ঠার পর রাজার পুথীশালায় প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু এই অনুমান-সূত্রে সব তথ্য গ্রথিত হইতে পারিল না। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" যদি চণ্ডীদাসের, চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলী কাহার? বসন্তবাবু দুই অভিন্ন মনে করিয়া অর্ধকুক্কুটী ন্যায় অনুমোদন করিয়াছেন। রামী রজকিনী ও সহজিয়া মত ও নান্নুরের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে জনশ্রুতি, সব কি পোতহীন ভিত্তি? বাঁকুড়া-ছাতনার জনশ্রুতি আকাশে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে? আমার বিশ্বাস, যাহা ইতিহাস নামে খ্যাত, তাহার সমস্ত সত্য নহে; এবং যাহা জনশ্রুতি নামে প্রচারিত, তাহারও সমস্ত অসত্য নহে।

পদাবলীর চণ্ডীদাস ও "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি বলিতে পারা যাইতেছে না। মনে করি, প্রাপ্ত পুথী অনন্তনামা গায়নের পুথী। তিনি নান্নুরের চণ্ডীদাসের ও অন্য কবির (যেমন জয়দেবের) পদ লইয়া নিজের ও শ্রোতার রুচি অনুসারে অনেক পদ নিজে রচিয়া গানের পালা বাঁধিয়াছিলেন। হয় ত অনন্তও বাশলীর উপাসক ছিলেন। হয় ত বাঁকুড়ায় ইঁহার নিবাস ছিল। যেমন এক কৃত্তিবাসের নামে বহু কবি তরিয়া যাইতেন, অনন্ত ও আরও অনেক কবি চণ্ডীদাসের ভণিতার মাহাত্ম্যে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে কৃত্তিবাসের নামের সহিত অন্য এক কবির নাম যোজিত আছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর "বঙ্গবাসী"র সংস্করণ দেখুন। তাহাতে অন্ততঃ দুই কবির পদ আছে। ছাপা হয় নাই, এমন পদও শুনিয়াছি। অত কথায় কাজ কি, সে দিনকার গোবিন্দ অধিকারীর ভাঙ্গা দলের পালা বর্দ্ধমানে শুনিয়াছি। প্রসিদ্ধ কবির বহু সম্প্রদায় ঘটে। ব্যাস হইতে কালিদাস, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাস-কবিকঙ্কণ হইতে রাম-প্রসাদ-গোবিন্দ-নীলকণ্ঠ অধিকারী এক এক সম্প্রদায়। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস এইরূপ। এক হইতে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" চণ্ডীদাসের এক সম্প্রদায়ের গান নহে, চণ্ডীদাস-সম্প্রদায়ের গান। অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসের অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের পুরাণ নহে, ব্যাস-নামক সম্প্রদায়ের পুরাণ। বলা বাহুল্য, প্রবর্ত্তকের নামে সম্প্রদায়ের নাম হয়। অতএব "কৃষ্ণকীর্ত্তন" চণ্ডীদাসের বলিতে পারি। 'চণ্ডীদাসী' বলা আরও ভাল।

সতীশবাবু তাঁহার পত্রে আর দুই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। দেখি, 'চণ্ডীদাসীয়' কল্পনায় সে দুইএর সঙ্গতি হয় কি না। তিনি লিখিয়াছেন, (১) "নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রকাশিত বহু-টীকা-সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের 'এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা' ইত্যাদি ২৬শ সংখ্যক শ্লোকের শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিকৃত বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকার শেষে তিনি লিখিয়াছেন, "কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাঃ তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিতদানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ'। সুতরাং চৈতন্যপ্রভুর সময়ে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র অনুরূপ দানখণ্ডাদি পদাবলী প্রচলিত ছিল।" বলা বাহুল্য, এই তথ্যের সহিত আমার কল্পনার বিরোধ নাই। কিন্তু প্রাপ্ত পুথীতে যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড আছে, তাহাই যে চৈতন্যপ্রভুর সময়ে প্রচলিত ছিল, এ কথা বলিবার হেতু নাই। (২) "চৈতন্যপ্রভুর সমসাময়িক সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় ও রূপ-গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে চন্দ্রাবলী অন্যতম যূথেশ্বরী ও প্রধান প্রতিনায়িকা। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার নামান্তর। অতএব চণ্ডীদাস এই প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলীর অস্তিত্ব জানিতেন না। ইহা দ্বারাও চণ্ডীদাসের এই পদগুলির (কৃষ্ণকীর্ত্তনের) রূপ ও সনাতন-গোস্বামী হইতে প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় না কি ?" আমি বলি, হয় না। বরং আমার কল্পনা সমর্থিত হইতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি অনন্ত, চন্দ্রাবলীর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা হইতে চন্দ্রাবলীর বিশেষ জানিতেন না। যে কবি কৃষ্ণ ও কল্কী অবতারের ক্রম জানিতেন না, সে কবির গানে, বোধ হয়, আরও ভুল পাওয়া যাইবে। ব্যাসীয় পুরাণে অনৈক্য আছে, চণ্ডীদাসীয় গানেও আছে। চণ্ডীদাসীয় পদাবলীর চন্দ্রাবলী উৎকৃষ্ট কবির সৃষ্টি। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি তাঁহার ধার দিয়াও যান না। তিনি মানের পালা জানিতেন না। অথচ বৃন্দাবন খণ্ডে এক ব্যর্থ ভাণ করিয়াছেন। ইতি—

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

এ দেশে ভূভ্রমবাদ*

গত বৎসরের পরিষৎপত্রিকার ৩এর সংখ্যার আর্যভটের তন্ত্রের সহিত তাঁহার ভূভ্রম-বাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল। যে মাসে এই সংখ্যা পাইবার কথা, সে মাসে আমি অসুস্থ ছিলাম। ইতিপূর্বে দেখি নাই, দৈবাৎ সে দিন দেখিলাম। এক সময়ে আশা করিয়াছিলাম, "আমাদের জ্যোতিষে"র দ্বিতীয় ভাগে ভূভ্রমবাদ যথাসাধ্য বর্ণনা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। নাই হউক, আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবাদিগের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।

সকলেই জানেন, ভূভ্রম বা পৃথিবীর ভ্রমণ আধুনিক মতে দ্বিবিধ। (১) স্বীয় দেহের আবর্ত্তন, (২) সূর্যকে প্রদক্ষিণ। (প্রদক্ষিণ—পূর্ব হইতে দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমে গমন। ইহার ফলে সূর্যকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে সরিতে দেখি।) আমরা সবাই শুনিয়াছি, আর্যভট পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে ভ্রমণ স্বীকার ও প্রচার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গতি সম্বন্ধে আর্যভটের কি মত ছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

আমার বিশ্বাস, আর্যভট প্রথম গতির প্রচারক হইলেও স্থাপয়িতা ছিলেন না। প্রাচীন কালে এ দেশে বহু জ্যোতিষী সে গতি স্বীকার করিতেন। আভাসে বুঝা যায়, দ্বিতীয় গতিও স্বীকার করিতেন। কয়েকটি প্রমাণ সংক্ষেপে জানাইতেছি। বক্তব্যের সুবিধার নিমিত্ত দুই গতি পৃথক আলোচনা করি।

(১) পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তন

এ বিষয়ে আর্যভটের উক্তি, বিশেষতঃ উক্ত মতের খণ্ডন প্রয়াস, যথেষ্ট প্রমাণ। আর্যভটের পর বরাহ, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, যিনি পারিয়াছেন, তিনিই এক কলমে মতটা খণ্ডন করিতে বসিয়াছিলেন। পরে মতটা একবারে চাপা পড়িয়া যায়। ইহার কারণ কি, জানি না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা এই যে, আর্যভটের টীকাকার পরমাদীশ্বর পৃথিবীর অক্ষাবর্ত্তন "মিথ্যা জ্ঞান" বলিয়া আচার্যের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।

একটা কথা কিন্তু চিন্তা করিবার আছে। আর্যভট যখন তাঁহার তন্ত্র লেখেন, তখন তিনি মাত্র তেইশ বৎসরের যুবা। অথচ, পৃথিবী অহোরাত্র লাটিমের মতন ঘুরিতেছে, এত বড় প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা নিজের কল্পনাবশে লিখিয়া ফেলিলেন! কেহ তাঁহাকে নির্যাতন করিল না, কারায় ফেলিল না, স্মৃতি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া পোড়াইয়া মারিল না? আরও আশ্চর্য, তন্ত্রশেষে তাঁহার স্পর্ধা। তিনি নির্ভয়ে লিখিলেন, যে আর্যভটীয়ের প্রতিকঞ্চুক বা শত্রু হইবে, তাহার পুণ্য ও আয়ুর বিনাশ হইবে, সে অধঃপাতে যাইবে! এই দর্পের কারণ নিশ্চয় ছিল। আভাসে বুঝি, দুই কারণ ছিল। (১) তিনি নূতন কিছু বলেন নাই, আদিকালে স্বয়ং ব্রহ্মা

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

যে জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদ হইতে উদ্ধার করিয়া লোকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সৎ-জ্ঞান সম্যক্ উদ্ধার করিয়াছিলেন মাত্র। অর্থাৎ দেশে এক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ছিল, যাহা অবলম্বন করিয়া তিনি আর্যভটীয় তন্ত্র লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এক জ্যোতিষতন্ত্র আধার না পাইলে কেহ কোনও কিছু নূতন করিতে পারেন না। ব্রহ্মগুপ্তও এক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ধরিয়া লিখিয়া-ছিলেন, অথচ "তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়ে" আর্যভটের ভুল দেখাইয়া তাঁহাকে স্মৃতিবিরোধী ও অজ্ঞ প্রতিপাদন করিতে ছাড়েন নাই। কেহ মিথ্যাকথা লিখিয়া গিয়াছেন, বলিতে পারি না। আর্যভটের কথা মিথ্যা হইলে ব্রহ্মগুপ্ত যুক্তিতে না গিয়া আরম্ভেই আর্যভটীয় অগ্রাহ্য করিতেন, বোধ করি, গালি দিতেও ছাড়িতেন না। পৃথিবী স্থির, আর রব্যাদি-গ্রহসম্বলিত ভপঞ্জর গতিশীল, প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রত্যক্ষ থাকিতে কল্পনা (theory) নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ কল্পনা মানিলে অন্য প্রত্যক্ষের অপলাপ হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। এত কাল পরেও আমরা দুই তিনখানির সন্ধান পাইয়াছি। "ব্রহ্মার কৃত,"—ইহার তাৎপর্য চিন্তনীয়। সেটা এমন, যাহা আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, যাহার আরম্ভ কেহ জানে না বা জানিতে পারে না। (২) আর্যভট লিখিয়াছেন, যে জ্ঞান কুসুমপুরে—পাটলীপুত্র নগরে—অভ্যর্চিত, পূজিত, সে জ্ঞান বলিতেছেন। ইহা হইতে বুঝি, সে কালে পাটনায় জ্যোতিষতন্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল, এবং গণকের এক সম্প্রদায় (school) ছিল। আর্যভট সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বোধ হয়, এই সম্প্রদায় পৃথিবীর আবর্ত্তন-গতি স্বীকার করিতেন। আর্যভট স্বীয় গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিয়া গিয়াছেন; তথাপি সাধারণ প্রত্যক্ষের বিরোধী মত একটা নৌকার দৃষ্টান্তে প্রচার করিতে বসিলেন! ইহা অসম্ভব বোধ হয়। জানা কথার স্মরণমাত্র যথেষ্ট, অজানা কথা বলিতে বুঝাইতে শ্লোক বাড়াইতে হয়।

বিরোধী সম্প্রদায় "ভূ স্থিরা" ভাবিলেন বটে, কিন্তু কালের ধর্ম্ম এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহারা এমন একটা সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যাহা চিরদিন "ভূ অস্থিরা" বলিতে থাকিবে। এই সংজ্ঞা 'কু-দিন', অপর নাম 'ভূদিবস'। 'কু', 'ভূ' একই অর্থ; কু-দিন পৃথিবীর দিন। জ্যোতিষে নানাবিধ দিন, মাস, বৎসর গণিত হয়। কিন্তু সকলের মূলে এক তত্ত্ব আছে। এক কথায় তাহার পরিবর্ত্তে 'গতিজন্য' ধরিলে চলে। যেমন, চান্দ্র-দিন—চন্দ্রের গতিজন্য যে দিন; সৌর দিন—সূর্য্যের গমন হেতু যে দিন (রাশিচক্রের ১ অংশ অতিক্রম কাল); নাক্ষত্র দিন—নক্ষত্রের গতিজন্য যে দিন; সাবন দিন—সূর্যের উদয়হেতু যে সবন আরম্ভ হইত, তাহা হইতে। এই রূপ, কু-দিন বা ভূ-দিবস—পৃথিবীর গতিজন্য যে দিন, অর্থাৎ স্বীয় অক্ষে পৃথিবীর একবার আবর্ত্তনের কাল। কবে এই সংজ্ঞার উৎপত্তি, কে জানে; কারণ, আর্যভটের আবির্ভাবের পূর্ব্বের গ্রন্থ নামমাত্র আছে। আর্যভট যে নূতন রচনা করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না। তিনি করিয়া থাকিলে তাঁহার বিরোধী সম্প্রদায় সংজ্ঞাটি পরিত্যাগ করিতেন। প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছেন। 'কু-দিন' আর কেবল পৃথিবীর দিন থাকিল না। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিলেন, সাবন দিন যা, কুদিনও তা (সাবনদিবসাঃ কুদিবসাস্তে)। কিন্তু ভাবিলেন না, যদি একই,

তবে এক পূর্বের সাবন দিন নাম থাকিলেই ত চলিত, একটা নূতন নাম কেন? আমার বোধ হয়, কুদিন সংজ্ঞা এত প্রচলিত ছিল যে, তাহা পরিত্যাগের পথ পাইলেন না। অর্থান্তর করিয়া চালাইয়া দিলেন। ভাস্করাচার্য ব্রহ্মগুপ্তের অনুগামী। তিনিও লিখিলেন, সূর্যসাবন দিন যা, 'মেদিনীদিনও' তা। অন্যান্য গ্রহেরও কুদিন কল্পিত হইল। এখন কুদিন বলিতে কেবল পৃথিবীর সাবন দিন বুঝায়। যেটা প্রকৃত কুদিন ছিল, সেটা 'নাক্ষত্র দিন' নামে উক্ত হইয়া থাকে।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মগুপ্ত আর্যভটের যত দোষই দেখুন, আর্যভটে যে জ্ঞান প্রকটিত আছে, তাহা একজনের দ্বারা ত নহেই, বহু জ্যোতিবীর বহু শতাব্দীর পরিশ্রম ও চিন্তা দ্বারা অর্জিত হইয়াছিল। এই হেতু মনে করি, 'কুদিন' পরিভাষা আর্যভটের কল্পিত নহে। অর্থাৎ এমন এক কাল গিয়াছে, যখন এক সম্প্রদায় পৃথিবী অস্থিরা স্বীকার করিতেন। আর্যভটেই (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দে) সে কালের অবসান হইয়াছিল। শ্রীপতির (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দে) পর আর কাহাকেও ভূভ্রমবাদ খণ্ডন করিতেও দেখি না।

আর একটা বড় কথা আছে, যাহাতে আর্যভটের মত বুঝিতে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। তিনি রবি-শশী প্রভৃতির যেমন ভগণ-ভ্রমণ গণিয়াছেন, তেমন পৃথিবীরও গণিয়াছেন। নাম দিয়াছেন, কু-ভগণ, অর্থাৎ পৃথিবীর ভ্রমণ-পূরণ। তাঁহার মতে এক সৌর বর্ষে পৃথিবী ৩৬৬·২৫৮৬৮ বার ঘোরে। অর্থাৎ এক বর্ষে এত নাক্ষত্র দিন। এখানে একটা লক্ষ্য আছে। কুভগণ অর্থে সূর্যের চারি দিকে নক্ষত্র-চক্রে নহে, স্বীয় অক্ষে ভ্রমণ।

(২) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ গতি

প্রাচীনেরা এই গতি স্বীকার করিতেন কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাই নাই। তবে, একটা বিষয় চিন্তার যোগ্য আছে। গ্রহগণের ভূ-কেন্দ্রক গতি, আর রবি-কেন্দ্রক গতি, এই দুই মতের কোন্‌টায় কল্পনা লাঘব হয়? দুই মতেই, চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে গণিতে যে ফল, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে সেই ফল। অন্য পঞ্চতারাগ্রহ লইয়া দুই মতে প্রভেদ। ভূ-কেন্দ্রক গতি মতে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই মতে বুধ শুক্রের ভ্রমণ ভাল বুঝিতে পারা যায় না। এই দুই সূর্য হইতে বহু দূরে, সূর্য রাশির সপ্তম রাশিতে কখনও যায় না। রবিকেন্দ্রক গতি মতে গ্রহগতি বুঝিতে গেলে কল্পনার লাঘব হয় না, গৌরব হয়। পঞ্চতারাগ্রহ ও পৃথিবীকে ভীষণ বেগে সূর্যের চারি দিকে ঘোরাইতে হয়। অথচ পৃথিবী হইতে উহাদিগের গতি লক্ষ্য করিতে হয়। কেবল প্রত্যক্ষের বিরোধী নহে, কল্পনারও গৌরব স্বীকার করিতে হইতেছে। আমার বোধ হয়, এই কারণে প্রাচীনেরা প্রত্যক্ষ লইয়া তুষ্ট ছিলেন, পৃথিবীর রবিকেন্দ্রক গতি কল্পনা করেন নাই। এক পরীক্ষা ছিল। সেটা, দৃকের সহিত গণিতের ঐক্যসাধন। যদি ঐক্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, নূতন

কল্পনার প্রয়োজন থাকে না। নূতন, যেটা প্রত্যক্ষের বিরোধী। তথাপি, গণিতের লাঘবও চিন্তার বিষয়। পৃথিবী স্থির, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। গ্রহগুলি অস্থির। অস্থিরকে রবিকেন্দ্রক করিলে যদি গণিতলাঘব হয়, তাহা হইলে সে কল্পনায় বাধা নাই। এইরূপ যুক্তি দ্বারা ইয়ুরোপে টাইকো এবং এ দেশে সে-দিনকার চন্দ্রশেখর পঞ্চতারা-গ্রহের রবিকেন্দ্রক গতি স্বীকার করিয়া, রবিকে পৃথিবীর চারি দিকে ঘোরাইয়াছেন (সিদ্ধান্তদর্পণ, ৫ম প্রকাশে)। চন্দ্রশেখরকে এই নূতন কল্পনার হেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, এই সকল গ্রহের গতি সূর্য-সম্বন্ধে লক্ষ্য করিলে রবিকে মাঝে বসাইতে হয়, পৃথিবীকে নহে। কথাটা তাঁহার নিকট এত সোজা হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি যে নূতন কিছু বলিতেছেন, তাহা বোধ হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, প্রাচীন জ্যোতিষীদিগের মতও নিশ্চয় এইরূপ ছিল। দুঃখের বিষয়, তখন তাঁহাকে এই উক্তির প্রমাণ দেখাইতে বলি নাই। বুধ ও শুক্র তাঁহাদিগকে যে বিশেষ চিন্তিত করিয়াছিল, তাহা অল্পেই বুঝিতে পারি।

চুআল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কাশীর বাপুদেব শাস্ত্রী 'প্রাচীনজ্যোতিষাচার্যাশয়বর্ণনম্' নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন, "ভৌমাদি পঞ্চগ্রহের রবিকেন্দ্রক ভ্রমণ মূল-গ্রন্থকারদিগের অভিমত ছিল। নতুবা তাঁহাদিগের মতে পাতভগণপাঠ অনুচিত হইয়া পড়ে।" কিন্তু যদি পূর্বাচার্যগণের ইহাই অভিপ্রেত ছিল, তাহা হইলে তাঁহারা পৃথিবীর চারি দিকে গ্রহভ্রমণ ? দর্শন করিলেন কেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রীজী লিখিয়াছিলেন, লোকের বিশ্বাস এবং অল্পায়াসে গোলস্থিতি বুঝাইবার নিমিত্ত সূর্যের ধর্ম্মগুলি ধরণীতে আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি অল্প কথায় সুবোধ্য হইবে না। যাঁহারা গ্রহগণিত বুঝিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত পুস্তিকা পাঠ করিতে পারেন। (প্রাপ্তিস্থান, মেডিকাল হল প্রেস, বেনারস)।

আমরা প্রাচীন কালের বহু গ্রন্থ পাই নাই। এ কারণ বহু স্থলে আমাদিগকে সত্যমিথ্যা কল্পনা করিতে হইতেছে। টীকাও পাই নাই। আর্যভটের মাত্র দুইখানি টীকা মুদ্রিত হইয়াছে, আরও কত টীকা ছিল, কে জানে। কারণ, তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি অল্প ছিল না। অপর কথা কি, ব্রহ্মগুপ্তকে একটা অধ্যায় লিখিতে হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর হইল, মালাবার প্রদেশে লিখিত এক টীকার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। টীকাকারের নাম কেরলনীলকণ্ঠ-সোমযাজী। টীকা-প্রণয়ন-কাল প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণের স্বামুপিল্লে মহাশয় মালয়লম ভাষায় আর্যভট সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার পুত্র রামলিঙ্গম পিল্লে, বি এ, তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং নটেশন কোম্পানীর "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" মাসিক পত্রে প্রথমে প্রকাশ করিয়া, পরে পুস্তিকাকারে ছাপাইয়াছেন। এই বক্তৃতায় আর্যভট সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইংরেজীর অনুবাদ হইতে দুইটির উল্লেখ করিতেছি। আর্যভটের 'শীঘ্রোচ্চেনাপি বুধ-শুক্রৌ' (গোলপাদ), ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন, "পৃথিবী হইতে দেখিলে বুধশুক্রকে এক একটি ছোট বৃত্ত করিতে দেখায়, দ্বাদশ রাশি

ভ্রমণ করিতে দেখায় না। বাস্তবিক এই দুই গ্রহ রবিকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করে।' পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ আর্যভটের 'ক্ষিতিচ্ছায়া ভ্রমতি' (গোলপাদ), ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'ভ-পঞ্জরমধ্যে ক্ষিতি অপক্রম-মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে ; ক্ষিতির গতি-হেতু ছায়ার গতি।' এইরূপ, অন্য দুই এক স্থান হইতে টীকাকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, 'পৃথিবী অপক্রমমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে।' টীকাকারের উক্তিগুলা স্পষ্ট। ইয়ুরোপ হইতে শেখাও নহে। কারণ, কোপরনিকুসের কল্পনা খ্রীষ্টের ১৬শ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে নহে। বঙ্গদেশে কেহ মনে করিয়াছেন, চন্দ্রশেখর ইয়ুরোপের জ্যোতিঃশাস্ত্র শুনিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত-দর্পণে নূতন মত জুড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন না যে, সে কথা সত্য হইলে তিনি কোপরনিকসের চলিত মত ছাড়িয়া পুরাতন ও পরিত্যক্ত টাইকোর মত ধরিলেন কেন? তিনি 'ভূ স্থিরা' লিখিয়া গিয়াছেন ; বহু বাদানুবাদেও 'ভূ অস্থিরা' বলাইতে পারি নাই। কারণ, প্রত্যক্ষের বিরোধী।

পিল্লে মহাশয় আর এক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বরাহ বৃহৎসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্যোতিষীর লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। যিনি জ্যোতিষী নামে গণ্য হইতে চান, তিনি এই এই বিষয় সম্যক্ জানিবেন। এইরূপ বলিতে বলিতে বরাহ লিখিতেছেন, গণকের জানা চাই, 'ভূ-ভগণ ভ্রমণ-সংস্থানাদি'। ইহার সোজা অর্থ, পৃথিবীর ভগণ বা প্রদক্ষিণ, পৃথিবীর ভ্রমণ বা আবর্ত্তন, এবং পৃথিবীর সংস্থান প্রভৃতি। সংস্কৃত ব্যাকরণে বোধ হয়, এই অর্থ অনুমোদিত হইবে। বৃহৎসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার উৎপলভট্ট কিন্তু অর্থ করিয়াছেন, ভূমেঃ সংস্থানং তথা চ ভগণস্য নক্ষত্রচক্রস্য ভ্রমণসংস্থানং চ জানাতি। অবশ্য উৎপল বরাহের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে পোষক প্রমাণ তুলিয়াছেন। কিন্তু সেটা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। অধিক ধরিলে ভূমির ও ভগণের ভ্রমণসংস্থানাদি পর্যন্ত যাইতে পারা যায়, কিন্তু ভূমির সংস্থান ও ভগণের ভ্রমণ ও সংস্থান আনিতে পারা যায় না। বরাহের কি অভিপ্রায় ছিল, কে জানে। হয় ত সে কালের মতের স্রোতে পড়িয়া বাস্তবিক ভূ-ভ্রমণ লিখিয়াছিলেন, টীকাকার (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) তেমনই ভিন্ন স্রোতে পড়িয়া অন্য অর্থ করিয়াছেন।

এই সকল প্রমাণ হইতে অনুমান হয়, (১) এ দেশে প্রাচীন কালে এক জ্যোতিষিক সম্প্রদায় পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তন স্বীকার করিতেন ; (২) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ অল্প জনে স্বীকার করিতেন ; (৩) পঞ্চতারা গ্রহের পক্ষে রবি প্রদক্ষিণ অধিক জনে করিতেন ; (৪) এবং বুধশুক্রের সকলেই করিতেন। এ কথাও স্মরণ কর্ত্তব্য, এই যে স্বীকার, তাহা কল্পনা মাত্র, দৃক্-গণিতাগত। ইয়ুরোপেও অদ্যাপি কল্পনা মাত্র ; বিশেষ এই, কল্পনার পক্ষে দৃক্-গণিতের প্রমাণাধিক্য ঘটিয়াছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ

পাটীগণিতে পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ, দশমিক ও পৌনঃপুনিক দশমিক, এই চারি প্রকারের রাশি দৃষ্ট হয় এবং পূর্ণ-সংখ্যা, ভগ্নাংশ ও দশমিক রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ পৃথক্ পৃথক্ বিশিষ্ট নিয়মে সাধিত হয়। কিন্তু পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির যোগ বিয়োগ ভিন্ন, গুণ কি ভাগ করিতে হইলে পৌনঃপুনিক-দশমিক রাশিকে অগ্রে ভগ্নাংশে পরিবর্তিত করিয়া, উক্ত কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভাগের দ্বারা পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিতে পরিণত করিতে হয়।

অন্য-রাশি-নিরপেক্ষ কোন একটী পৃথক্ নিয়ম দ্বারা পৌনঃপুনিক-দশমিক রাশির উক্ত কার্য্যসকল সাধিত না হইলে পাটীগণিতের পৌনঃপুনিক-দশমিক অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকে। যাহাতে কোন বিশিষ্ট নিয়ম দ্বারা পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ সাধিত হইতে পারে, সেই জন্যই এই চেষ্টা।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন

বিশুদ্ধ ও মিশ্রভেদে পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দুই প্রকার। বিশুদ্ধ যথা—$\cdot\dot{১}\dot{৬}$; $\cdot\dot{২}$, মিশ্র যথা—$২\cdot৩৪\dot{৬}$; $\cdot৩৫\dot{৬}\dot{৮}$।

(ক) বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দিয়া গুণ করার নাম—বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিকের গুণন। যথা $\cdot\dot{১}২\dot{৩}\times\cdot\dot{৩}$; $\cdot\dot{২}০\dot{৯}\times\cdot\dot{২}৩\dot{৪}$।

(খ) মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে মিশ্র বা বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দিয়া গুণ করার নাম মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন। যথা,—$\cdot৮\dot{৬}\times\cdot\dot{৪}$। $\cdot৩২\dot{৪}\dot{৫}\times\cdot৩\dot{৫}$।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের সাধারণ নিয়ম

$$\cdot\dot{অ} = \cdot অ অ অ অ \ldots\ldots$$
$$= \frac{অ}{১০}+\frac{অ}{১০^২}+\frac{অ}{১০^৩}+\frac{অ}{১০^৪}+\ldots\ldots$$
$$= অ\left(\frac{১}{১০}+\frac{১}{১০^২}+\frac{১}{১০^৩}+\frac{১}{১০^৪}+\ldots\ldots\right.$$

ঠিক—এইরূপে,

$$\cdot\dot{অ}\dot{ই} = অই\left(\frac{১}{১০^২}+\frac{১}{১০^৪}+\frac{১}{১০^৬}+\frac{১}{১০^৮}+\ldots\ldots\right)$$

$$\cdot\dot{অ}ই\dot{উ} = অইউ\left(\frac{১}{১০^৩}+\frac{১}{১০^৬}+\frac{১}{১০^৯}+\frac{১}{১০^{১২}}+\ldots\ldots\right)$$

(প্রত্যেক স্থলেই গুণ্য ও গুণক সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক অঙ্কবিশিষ্ট করিয়া লইতে হইবে।*)

এখন,

(১) $\cdot\dot{অ}\times\cdot\dot{ই} = অ\left(\frac{১}{১০}+\frac{১}{১০^২}+\frac{১}{১০^৩}\cdots\cdots\right)\times ই\left(\frac{১}{১০}+\frac{১}{১০^২}+\frac{১}{১০^৩}\cdots\cdots\right)$

$$= অই\left(\frac{১}{১০^২}+\frac{২}{১০^৩}+\frac{৩}{১০^৪}+\frac{৪}{১০^৫}+\frac{৫}{১০^৬}\cdots\cdots\right)$$
$$= অই\,(\cdot০১+\cdot০০২+\cdot০০০৩+\cdot০০০০৪+\cdots\cdots)$$
$$= অই\,(\cdot০১২৩৪৫৬৭৯০১২৩৪৫৬৭৯০১২\cdots\cdots)$$
$$= অই\,(\cdot\dot{০}১২৩৪৫৬৭\dot{৯})$$ ………………১ম প্রণালী।

(২) $\cdot\dot{অ}\dot{ই}\times\cdot\dot{ক}\dot{খ} = অই\left(\frac{১}{১০^২}+\frac{১}{১০^৪}+\frac{১}{১০^৬}+\cdots\cdots\right)\times কখ\left(\frac{১}{১০^২}+\frac{১}{১০^৪}+\frac{১}{১০^৬}+\cdots\cdots\right)$

$$= অই\,কখ\left(\frac{১}{১০^৪}+\frac{২}{১০^৬}+\frac{৩}{১০^৮}+\frac{৪}{১০^{১০}}+\cdots\cdots\right)$$
$$= অই\,কখ\,(\cdot\underline{০০}\ \underline{০১}\ \underline{০২}\ \underline{০৩}\ \underline{০৪}\ \underline{০৫}\ldots\ldots\underline{৯৫}\ \underline{৯৬}\ \underline{৯৭}\ \underline{৯৯}\ \underline{০০}\ \underline{০১}\ \underline{০২}\ \underline{০৩}\ldots)$$
$$= অই\,কখ\,(\cdot\dot{\underline{০০}}\ \underline{০১}\ \underline{০২}\ \underline{০৩}\ \underline{০৪}\ \underline{০৫}\ldots\ldots\underline{৯৫}\ \underline{৯৬}\ \underline{৯৭}\ \dot{\underline{৯৯}})$$ ……২য় প্রণালী।

* সমসংখ্যক — [illegible]

(৩) ·অ ই উ ×·ক খ গ = অ ই উ ক খ গ (·০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪......৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৯) ..... ৩য় প্রণালী।

(৪) ·অ ই উ এ ও ×·ক খ গ চ প = অ ই উ এ ও ক খ গ চ প (·০০০০০ ০০০০১ ০০০০২ ০০০০৩ ..... ৯৯৯৯৬ ৯৯৯৯৭ ৯৯৯৯৯)......৪র্থ প্রণালী।

উক্ত প্রণালীগুলির গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক প্রণালীতে প্রথমে গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক শূন্য (০), তৎপরে ১, ২, ৩,...ইত্যাদি অঙ্কগুলি, পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান পূরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অবস্থিত, এইরূপভাবে তাহারা পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক নয় (৯) পর্য্যন্ত আসিয়া পৌনঃপুনিক হইয়াছে। কিন্তু এই পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক নয় (৯) দ্বারা গঠিত অঙ্কটীর পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্কটী উক্ত প্রণালীগুলিতে নাই। তাহার কারণ,—

(১)

```
......৫৬৭৮৯
          ১০
           ১১
            ১২
             ১৩
-------------
......৫৬৭৯০১২৩৩
```

(২)

```
......৯৫৯৬৯৭৯৮৯৯
              ১০০
               ১০১
                ১০২
                 ১০৩
---------------------
......৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৯ ০০ ০১ ০২ ০৩ ০৩
```

অর্থাৎ, এক অঙ্ক দ্বারা গঠিত পৌনঃপুনিকের প্রণালীতে নয়ের (৯) পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ অঙ্কটি থাকিবে না।
দুই অঙ্ক দ্বারা গঠিত পৌনঃপুনিকের প্রণালীতে ৯৯এর পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৮ অঙ্কটি থাকিবে না।
তিন অঙ্ক দ্বারা গঠিত পৌনঃপুনিকের প্রণালীতে ৯৯৯এর পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৯৮ অঙ্কটি থাকিবে না।

এখন প্রথম প্রশ্ন এই, পৌনঃপুনিকের গুণফল পৌনঃপুনিক হইবে কি না?

তাহার উত্তর এই যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীগুলির গঠন-প্রকৃতি দেখিয়া বলিতে পারি যে, পৌনঃপুনিকের প্রণালীমাত্রেই পৌনঃপুনিকবিশিষ্ট হইবে। সুতরাং পৌনঃপুনিক গুণনের গুণফলও যে পৌনঃপুনিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা কত হইবে?

উত্তর—প্রথম প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯টী; দ্বিতীয় প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯৯ × ২ = ১৯৮টী; তৃতীয় প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯৯৯ × ৩ = ২৯৯৭ টী ইত্যাদি। অর্থাৎ গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে তৎসমসংখ্যক '৯' দিয়া গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পাওয়া যাইবে।

তৃতীয় প্রশ্ন—সকল স্থলেই কি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরানুযায়ী পৌনঃপুনিক হইবে?

উত্তর—না, তাহা হইবে না। গুণ্য ও গুণকের গুণফলে, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক '৯' লইয়া যে অঙ্কটী গঠিত হইবে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে উৎপাদক (Factor) থাকিবে, তাহা দিয়া উক্ত সংখ্যক ৯কে ভাগ করিয়া, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার দ্বারা গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কারণ (·অ ই উ × ·ক খ গ) এর গুণফলে সাধারণ পৌনঃপুনিক সংখ্যা—(৯৯৯ × ৩)টি, এখন গুণ্য বা গুণক তিনটী অঙ্ক দ্বারা গঠিত বলিয়া গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে তিনটী তিনটী অঙ্ক দ্বারা গঠিত থাক (Group) সমূহে ভাগ করিলে (৯৯৯ × ৩) ÷ ৩ = ৯৯৯ টি থাক (Group) পাইব। অর্থাৎ গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক অঙ্কবিশিষ্ট থাক (Group) সমূহে ভাগ করিলে থাকসংখ্যা গুণ্য বা গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক ৯ দ্বারা গঠিত অঙ্কসংখ্যার সমান হয়। যথা—
(·০০০০০১০০২০০৩০০৪.............৯৯৬৯৯৭৯৯৯) এই প্রণালীটী

·০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪ .... ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৯
থাক থাক থাক থাক থাক .... থাক থাক থাক থাক এইরূপ থাকে (Groupএ) বিভক্ত হয়।

উক্ত 'থাক'সমূহকে অথবা 'থাক' সংখ্যাকে আবার কতকগুলি "বৃহৎ থাকে" ভাগ করা যায়, যে সকল 'বৃহৎ থাকের' প্রত্যেক—'থাকে' সমসংখ্যক কয়েকটী 'থাক' থাকিবে। যেমন পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর ৯৯৯ টী 'থাক'কে নয়টী নয়টি 'থাকে'র দ্বারা গঠিত 'বৃহৎ থাক'সমূহে ভাগ করিলে (৯৯৯ ÷ ৯) অর্থাৎ ১১১টী 'বৃহৎ থাক' অথবা সাতাইশটী

সাতাইশটী 'থাকের' দ্বারা গঠিত 'বৃহৎ থাক'সমূহে ভাগ করিলে (৯৯৯ ÷ ২৭) অর্থাৎ ৩৭ টী ('বৃহৎ থাক' ইত্যাদি পাইব। যথা—

·০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪ ০০৫ ০০৬ ০০৭ ০০৮ ০০৯ ০১০ ০১১ ০১২ ০১৩ ০১৪ ০১৫ ০১৬ ০১৭......

প্রথম 'বৃহৎ থাক' দ্বিতীয় 'বৃহৎ থাক'

.....৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৯

শেষ 'বৃহৎ থাক'

উক্ত 'বৃহৎ থাক'সমূহ এরূপভাবে গঠিত যে, উহাদের সকল 'থাক'কেই প্রণালীর 'বৃহৎ থাকের' সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে সকল স্থলে একই গুণফল পাইব। যেমন ·০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪.........৯৯৭ ৯৯৯ এই প্রণালীর ৯৯৯টি 'থাকে'র উদাহরণ ধরিয়া পরীক্ষা করা যাউক। নয়টি নয়টি 'থাকে' ভাগ করিলে ৯৯৯টি 'থাক' (৯৯৯ ÷ ৯) ১১১টি 'বৃহৎ থাকে' বিভক্ত হয়। তাহার প্রথম 'থাক'কে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮|০০৯০১০
১১১|
·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮ ০০৯০১০
·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮০|০৯০১০
·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮০০|৯০১০
·০০০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯ ০০০১ ....পাইব।

তাহার পঞ্চম 'থাক'কে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

০৩৫ ০৩৬০৩৭ ৩৮০৩৯০৪০ ০৪১০৪২০৪৩০৪৪ ০৪৫০৪৬
১১১|
০৩৫ ০৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪|০৪৫০৪৬
০৩৫০ ৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪০|৪৫০৪৬
০৩৫০৩ ৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪০৪|৫০৪৬
৮৮৯ ০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯|০০০১ পাইব।

তাহার শেষ থাককে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

৯৮৯ ৯৯০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৮৯৯৯
১১১
৯৮৯ ৯৯০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৯
৯৮৯৯ ৯০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৯
৯৮৯৯৯|০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৯
৮৮৯ |০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯ ইত্যাদি পাইব।

পূর্ব্বোক্ত গুণনসমূহ হইতে ·০০০০১০০২০০৩......৯৯৭৯৯৯ এই প্রণালীটিকে ·০০০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯ এই অভিনব প্রণালীরূপে পাওয়া গেল। ইহার পৌনঃপুনিক সংখ্যা ২৭টী অথবা উক্ত প্রণালীটি তিন অঙ্কের গুণনের প্রণালী বলিয়া তিনটী নয়কে ১১১ দিয়া ভাগ করিয়া তিন দিয়া গুণ করিলে (৯৯৯/১১১ × ৩) অর্থাৎ ২৭টী পাইব।

আবার ·অ ই উ × ·ক খ গ যদি ইহাদের ১১১ উৎপাদক হয়,

অ ই উ = ৩৭ ম, ক খ গ = ৩ন ধরিলে

·অ ই উ × ·ক খ গ = ৩৭ ম × ৩ ন = মন × ১১১ (·০০০০১০০২০০৩..............৯৯৯)
= মন (·০০·০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯)

প্রশ্ন—গুণ্য বা গুণকের সমসংখ্যক ৯ এর উৎপাদক দ্বারা প্রণালীগুলিকে গুণ করিলে প্রণালীগুলি নূতন ভাবে গঠিত হয় বা গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু গুণ্য বা গুণকের সমসংখ্যক ৯ এর উৎপাদক ভিন্ন অন্য কোন রাশির দ্বারা প্রণালীকে গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইবে না কেন ?

কারণ—·০০০১০২০৩..............৯৬৯৭৯৯ এই প্রণালীর অঙ্কসংখ্যাকে দুইটি দুইটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত 'থাক'-সমূহে ভাগ করিলে ৯৯টী 'থাক' পাইব। আবার ৯৯টী 'থাক'কে ৩, ৯, ১১ বা ৩৩টী (অর্থাৎ ৯৯ এর উৎপাদক অনুযায়ী) বৃহৎ থাকসমূহে ভাগ করা যায়। উক্ত কয়েকটী 'বৃহৎ থাক' ভিন্ন ৯৯টী 'থাককে' আর অন্য কোন সংখ্যক 'বৃহৎ থাকে' সমান ভাবে ভাগ করা যায় না। সেই জন্য ৯৯ এর উৎপাদক ভিন্ন অন্য কোন রাশি দ্বারা গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইবে না।

চতুর্থ প্রশ্ন—এই যে, প্রণালীর কোন্ অঙ্কের গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে ?

উত্তর—তৃতীয় প্রশ্নানুযায়ী গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া, তাহা হইতে ১ বাদ দিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কের গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে। অবশ্য উক্ত অঙ্কের গুণনের পর পরবর্ত্তী অঙ্কের গুণফলের শেষাংশ বা 'হাতে রাখিবার' কোন অংশ গ্রহণের জন্ম আরও দুই তিন অঙ্কের গুণনের প্রয়োজন হয়। যথা, আমরা তৃতীয় প্রশ্নোত্তরে দেখিয়াছি যে, ·১৮৫ × ·১২৩ ইহাদের গুণফলে ২৭টী পৌনঃপুনিক অঙ্ক থাকিবে। সুতরাং ২৭ ÷ ৩ − ১ = ৮ অঙ্কের গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে।

(ক) বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের নিয়ম

প্রথমে গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক রাশিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয়ের গুণন কার্য্য ও দশমিক বিন্দু স্থাপন কর। পরে উক্ত গুণফলকে ২ দিয়া গুণ করিয়া, উক্ত গুণফলের নীচে ডান দিকে, গুণকের বা গুণ্যের অঙ্ক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে লিখ। তৎপরে প্রথম গুণফলকে যথাক্রমে ৩, ৪, ৫, ৬ বা আবশ্যকমত সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া, প্রত্যেক বার পূর্ব্ববারের গুণফলের নীচে ডান দিকে, গুণ্য বা গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে লিখিতে হইবে। সর্ব্বশেষে পূর্ব্বোক্ত গুণফল-সকলকে একত্রে যোগ করিয়া যোগ-ফলে পৌনঃপুনিকের নিয়মমত পৌনঃপুনিক বসাও। যথা, (১) ·১২৩ × ·৩ = ·১২৩ × ·৩৩৩……… সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকবিশিষ্ট হইল। এবং ১২৩ × ৩৩৩ অর্থাৎ (= ৪১ × ৩ × ৩৩৩)তে ৯৯৯ এর ৩ × ৩৩৩ উৎপাদক রহিয়াছে। সুতরাং গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা = $\frac{৩ \times ৩৩৩}{৯৯৯} \times ৩$ = ৩টী।

```
 ·১২৩
 ·৩৩৩
 ------
   ৩৬৯
  ৩৬৯
 ৩৬৯
·০৪০৯৫৯…………উভয়ের গুণন ও দশমিক বিন্দু স্থাপন হইল।
    ৮১৯১৮……গুণফলকে ২ দিয়া গুণ করিয়া গুণক বা গুণ্যের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে লিখিত হইল
·০৪১০৪১৯১৮
        = ·০৪১ উত্তর।
```

(২) ·২৫৯ × ·২৩৪ = (২৫৯ = ৭ × ৩৭ ; ২৩৪ = ৯ × ২৬ ; ৯৯৯ = ৩ × ৯ × ৩৭)

সুতরাং গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা = $\frac{৯৯৯}{৯ \times ৩৭} \times ৩$ = ৯টী।

৯ ÷ ৩ − ১ = ২ এর গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে।

```
 ·২৫৯
 ·২৩৪
 ------
  ১০৩৬
  ৭৭৭
 ৫১৮
·০৬০৬০৬ ……………………গুণন ও দশমিক বিন্দু স্থাপন হইল।
    ১২১২১২ ……………গুণফলকে ২ দিয়া গুণন ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লিখন।
       ১৮১৮১৮ ………গুণফলকে ৩ দিয়া গুণন ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লিখন।
          ২৪২৪২৪……গুণফলকে ৪ দিয়া গুণন ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লিখন।
·০৬০৭২৭৩৯৪ ০৬০৪২৪
        = ·০৬০৭২৭৩৯৪ উত্তর।
```

(খ) মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন

(১) মিশ্র × বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

$$·ক\dot{অ} = ·ক\,অ\,অ\,অ\cdots\cdots = \frac{ক}{১০} + \frac{অ}{১০^২} + \frac{অ}{১০^৩} + \frac{অ}{১০^৪} + \cdots\cdots$$

$$·\dot{ই} = ·ই\,ই\,ই\,ই\cdots\cdots = \frac{ই}{১০} + \frac{ই}{১০^২} + \frac{ই}{১০^৩} + \frac{ই}{১০^৪} + \cdots\cdots$$

$$\therefore ·ক\dot{অ} \times ·\dot{ই} = \left(\frac{ক}{১০} + \frac{অ}{১০^২} + \frac{অ}{১০^৩} + \cdots\cdots\right) \times \left(\frac{ই}{১০} + \frac{ই}{১০^২} + \frac{ই}{১০^৩} + \cdots\cdots\right)$$

$$= \left(\frac{কই}{১০^২} + \frac{কই + অই}{১০^৩} + \frac{কই + ২\,অই}{১০^৪} + \frac{কই + ৩\,অই}{১০^৫} + \frac{কই + ৪\,অই}{১০^৬} + \cdots\cdots\right)$$

উপরোক্ত প্রণালী হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, মিশ্র পৌনঃপুনিক রাশির তদবস্থ (Non recurring) ও পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নূতন গুণক দিয়া গুণ করিতে হইবে এবং তদবস্থ অংশের গুণফলে দশমিক বিন্দু বসাইতে হইবে। পরে উক্ত তদবস্থ অংশের গুণফলের নীচে ডান দিকে, পৌনঃপুনিক অংশের গুণফলকে ১, ২, ৩, ৪ বা আবশ্যকমত সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে গুণ করিয়া, প্রত্যেক বারের গুণফলের সহিত তদবস্থ অংশের গুণফল যোগ করিয়া, গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে লিখিতে হইবে। অবশেষে যোগফলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌনঃপুনিক বসাইতে হইবে।

যথা, (১) ·৮৬ × ·৪ ইহাদের পৌনঃপুনিক সংখ্যা সমসংখ্যক বিশিষ্ট এবং পৌনঃপুনিক অংশদ্বয় ৬ × ৪। ইহাদের গুণফলে ৩ উৎপাদক রহিয়াছে ; সুতরাং ৯ ÷ ৩ = ৩টী পৌনঃপুনিক গুণফলে থাকিবে।

·৮৬.........·৮ তদবস্থ অংশ এবং ৬ পৌনঃপুনিক অংশ।

·৮
·৪ [দশমিক বিন্দুযুক্ত তদবস্থ অংশের গুণফল] ৬/৪ [পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল]
·৩২ ২৪.

·৩২ ......তদবস্থ অংশের গুণফল
৫৬ ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ১ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
৮০ ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ২ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
১০৪ ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ৩ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
১২৮ ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ৪ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
১৫২ ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ৫ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
·৩৮৫১৮৩২
= ·৩৮৫১

(২) ·৭৮৫৭১৪২ × ·১৮ = ·৭৮৫৭১৪২ × ·১৮১৮১৮......সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক হইল,

[৮৫৭১৪২ = ৯ × ৯ × ১১ × ৯৬২ ; ১৮১৮১৮ = ৯ × ২ × ১০১০১ ; ৯৯৯৯৯৯ = ৯ × ১১ × ১০১০১

∴ (৯ × ১১ × ১০১০১)/(৯ × ১১ × ১০১০১) × ৬ = ৬টী পৌনঃপুনিক গুণফলে থাকিবে]

·১৮১৮১৮
·৭
·১২৭২৭২৬......তদবস্থ অংশের গুণফল।

৮৫৭১৪২
১৮১৮১৮
৬৮৫৭১৩৬
৮৫৭১৪২
৬৮৫৭১৩৬
৮৫৭১৪২
৬৮৫৭১৩৬
৮৫৭১৪২
১৫৫৮৪৩৮৪১৫৬......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল।

·১২৭২৭২৬............ তদবস্থ অংশের গুণফল।
১৫৫৮৪৫১১৬৮৮২... পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ১ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
৩১১৬৮৮৯৬১০৩৮ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ২ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
·১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭০৯৬১৩৮

= ·১৪২৮৫৭

(৩) মিশ্র × মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

·ক অ × ·প ই

$$\cdot\text{ক অ} = \cdot\text{ক অ অ অ অ}\ldots\ldots = \frac{\text{ক}}{১০} + \frac{\text{অ}}{১০^২} + \frac{\text{অ}}{১০^৩} + \frac{\text{অ}}{১০^৪} + \ldots\ldots$$

$$\cdot\text{প ই} = \cdot\text{প ই ই ই ই}\ldots\ldots = \frac{\text{প}}{১০} + \frac{\text{ই}}{১০^২} + \frac{\text{ই}}{১০^৩} + \frac{\text{ই}}{১০^৪} + \ldots\ldots$$

$$\therefore \cdot\text{ক অ} \times \cdot\text{প ই} = \left(\frac{\text{ক}}{১০} + \frac{\text{অ}}{১০^২} + \frac{\text{অ}}{১০^৩} + \frac{\text{অ}}{১০^৪} + \ldots\ldots\right) \times \left(\frac{\text{প}}{১০} + \frac{\text{ই}}{১০^২} + \frac{\text{ই}}{১০^৩} + \frac{\text{ই}}{১০^৪}\right)$$

$$= \frac{\text{কপ}}{১০^২} + \frac{\text{পঅ} + \text{কই}}{১০^৩} + \frac{(\text{পঅ} + \text{কই}) + \text{অই}}{১০^৪} + \frac{(\text{পঅ} + \text{কই}) + ২\ \text{অই}}{১০^৫} + \ldots\ldots$$

উক্ত নিয়মটী হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকে পরিণত করিয়া, প্রথমতঃ গুণকের তদবস্থ অংশ দ্বারা গুণ্যের তদবস্থ অংশকে গুণ করিয়া তাহাতে দশমিক বিন্দু স্থাপন কর। দ্বিতীয়তঃ গুণ্যের তদবস্থ অংশকে গুণকের পৌনঃপুনিক অংশ দিয়া এবং গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে গুণকের তদবস্থ অংশ দিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গুণ করিয়া একত্রে যোগ দাও। তৃতীয়তঃ গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে গুণকের পৌনঃপুনিক অংশ দিয়া গুণ কর। এখন তদবস্থ অংশদ্বয়ের গুণফলের নিম্নে ডান দিকে, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি লিখ এবং উহার নিম্নে ডান দিকে, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় গুণফলকে ১, ২, ৩, ৪ বা আবশ্যক-মত সংখ্যা দিয়া যথাক্রমে গুণ ও তাহার সহিত প্রত্যেক বার দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি যোগ দিয়া লিখিয়া যাও। অবশেষে যোগফলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌনঃপুনিক বিন্দু বসাও।

যথা—

·৩২৪৫ × ·৩৫

·৩২৪৫, ·৩৫৫......সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক হইল।

৪৫ × ৫৫ = ৫ × ৯ × ৫ × ১১
৯৯ = ৯ × ১১
} সুতরাং গুণফলে ৯×১১×২—২টী পৌনঃপুনিক থাকিবে

প্রথমতঃ

```
 ·৩২
 ·৩
·০৯৬
```

দ্বিতীয়তঃ

```
  ৩২     ৪৫    ১৭৬০
  ৫৫      ৩    ১৩৫
 ১৬০    ১৩৫    ১৮৯৫ = গুণফলসমষ্টি।
১৬০
১৭৬০
```

তৃতীয়তঃ

```
  ৫৫
  ৪৫
 ২৭৫
২২০
২৪৭৫
```

·০৯৬...............তদবস্থ অংশদ্বয়ের গুণফল।

১৮৯৫..............দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

৪৩৭০..........পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল × ১ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

৬৮৪৫......পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল × ২ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

৯৩২০...পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল × ৩ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

·১১৫৩৯৩৯৩৮২০

=·১১৫৩৮ উত্তর।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের অন্তর্বিধ নিয়ম

(১) মিশ্র বা বিশুদ্ধ × বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক

গুণ্য ও গুণককে গুণনের পাতনে লিখ এবং গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশের পর কষি টানিয়া গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে দুই অঙ্ক পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার লিখ। ক। এখন যথাক্রমে গুণকের অঙ্কগুলি দ্বারা প্রথমে কষির ডান দিকস্থ অঙ্কদ্বয়কে গুণ করিয়া যাহা হাতে থাকে, তাহা ধরিয়া গুণ্যকে গুণ কর ও প্রত্যেক বারের গুণফলের ডান দিকের প্রথম অঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া গুণ্যের পৌনঃপুনিকের সমসংখ্যক অঙ্ক পৌনঃপুনিক চিহ্নিত কর। গ। পরে গুণফলের প্রত্যেক পংক্তির পৌনঃপুনিক অংশকে কষির দক্ষিণ দিকে দুই অঙ্ক পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া লিখ ও যোগ দাও। এবং এই যোগফলে দশমিক ও গুণ্যের পৌনঃপুনিকের সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক চিহ্নিত কর। গ। তৎপরে উক্ত গুণফলসমষ্টির বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক অঙ্ক বাদ দিয়া উক্ত গুণফলকে পুনর্ব্বার লিখ। এইরূপ ভাবে কয়েকবার লিখিয়া ও পৌনঃপুনিক অংশ কয়েক স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া যোগ দাও এবং যোগফলের পৌনঃপুনিক অংশে পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও। ঘ।

যথা,—

(১) ·৮৮৯ × ·১২৬

·১১২১১৫২৭২৭২৭······
১১২১২৭২৭২······
১১২১২৭······
১১২······
·১১২২৩৯৫১২২৩৮······
= ·১১২২৩৯৫ উত্তর।

(২) ৪·৮ × ·২৪

৪·৮|৮১·
·২৪|
১৯৫|৫৫
৯৭৭|৭৭
১১৭৩

·১১৭৩৩৩······
১১৭৩৩······
১১৭······
১······
১·১৮৫১৮৪
= ১·১৮৫ উঃ

(২) মিশ্র × মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

প্রথমে গুণকের তদবস্থ অংশ ও পৌনঃপুনিক অংশ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গুণ্যকে (১) নিয়মানুসারে গুণ করিয়া দশমিক ও পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও। পরে উক্ত গুণফলদ্বয়কে একত্রে লিখ ও পৌনঃপুনিক অংশ কয়েক স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর। ইহার পর উক্ত গুণফলদ্বয়ের নিম্নে, প্রত্যেক বার গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক সংখ্যা বামদিক্ হইতে বাদ দিয়া, গুণকের পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল কয়েক বার লিখ। অবশেষে যোগফলে পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও।

যথা,—

(১) ৭·৬৩ × ৮·৮৩

= ৬৭·৪৫ উত্তর।

১৪·৭৭৭৭৭৫ = ১৪·৭̇ উত্তর।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির ভাগ

ভাজ্য ও ভাজককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক দশমিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয়ের অনবস্থ অংশ বাদ দাও। এই নূতন ভাজ্য ও ভাজককে অমিশ্র রাশি ধরিয়া ভাগ করিতে করিতে সময়মত দশমিক ও পৌনঃপুনিক বিন্দু বসাইও।

(১) ৪·২৬̇ ÷ ·২৪̇ ৪·২৬̇৬̇ } ·২৪̇২̇ } সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক দশমিক হইল।

৪২৬৬ − ৪২ = ৪২২৪ } ২৪২ − ২ = ২৪০ } অনবস্থ অংশ বাদ দিয়া নূতন ভাজ্য ও ভাজক গঠিত হইল।

২৪০) ৪২২৪ (১৭·৬ উত্তর
২৪০
১৮২৪
১৬৮০
১৪৪০
১৪৪০

(২) ৪·২৫̇ ÷ ·১̇ = ৪২৫ − ৪ = ৪২১

= ৪২১ ÷ ৯৯ ৯৯) ৪২১ (১·৩৮ উত্তর
৯৯
১১১
৯৯
১২০
৯৯
২১০
১৯৮
১২০

পরিশেষে গণিতজ্ঞগণের নিকট নিবেদন, সিদ্ধান্তগুলির আলোচনার ও পরীক্ষার ভার তাঁহাদেরই। সত্য আলোচনাতেই আবিষ্কৃত হয়, ইহাই সনাতন নীতি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
বৰ্দ্ধমান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

"পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কোঙার মহাশয় যে প্রণালীটি তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, গণিতজ্ঞ পাঠকমাত্রেই দেখিবেন যে, সেটী বেশ সরল ও সুন্দর। কিন্তু যত দূর আমি জানি, কোন পাটীগণিতের পুস্তকে এই প্রণালীতে পৌনঃপুনিক রাশির গুণ ও ভাগ দেখিতে পাই নাই। অথচ প্রণালীটি এত সরল (বিশেষতঃ ভাগের প্রণালী) যে, এ রকম ভাবে কেন যে করা হয় নাই, ভাবিলে একটু আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তা ছাড়া আর এক দিক্ হইতে প্রণালীটির শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধ হয়। পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ করিতে হইলে সচরাচর তাহাকে ভগ্নাংশে পরিণত করিয়া, তৎপরে গুণ ও ভাগ সমাধা করিয়া, পুনরায় তাহাকে দশমিকে পরিণত করা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এক প্রকার রাশির উপরে কোন প্রক্রিয়া (operation) সাধন করিবার

অন্ত অন্তবিধ রাশির সাহায্য গ্রহণ করা অক্ষমতারই পরিচায়ক—তাহাতে প্রথমোক্ত রাশি সম্বন্ধে অসম্পূর্ণতা আসিয়া পড়ে। এই অঙ্গহীনতা (incompleteness) বর্ত্তমান প্রণালী দ্বারা দূরীভূত হয়। এই কারণে বিশুদ্ধ গণিত ও ন্যায়ের (logic) দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এই প্রণালীটিকে প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়।

Logical incompleteness ব্যতীত প্রচলিত প্রণালীতে আরও একটী গুরুতর দোষ আছে। সেটী এই,—দুইটী পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দেওয়া রহিয়াছে; তাহাদের গুণ অথবা ভাগ করিলে, গুণফল বা ভাগফল কি প্রকারের পৌনঃপুনিক রাশি হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা আগে হইতে কিছুই বলা যায় না—কয়টি digit লইয়া পৌনঃপুনিক চিহ্ন পড়িবে অর্থাৎ recurrence-period কত হইবে, তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মোট কথা, এই বিষয়ে প্রচলিত প্রণালী কতকটা tentative—অর্থাৎ করিয়া না দেখিলে বা trial না দিলে কিছুই বলা যায় না। Theoryর পক্ষে ইহা একটী গুরুতর দোষ। নরেন্দ্র বাবুর উদ্ভাবিত প্রণালীটি এ বিষয়ে একেবারে complete। যে দুইটী রাশির গুণ বা ভাগ করিতে হইবে, তাহাদের factors এবং recurrence-period দেখিয়াই গুণফল বা ভাগফলের কি recurrence-period হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ স্থির করা যায়। এই সম্বন্ধে নরেন্দ্রবাবুর Theorem কয়টী বাস্তবিকই সুন্দর।

প্রসঙ্গতঃ এই প্রণালী হইতে বর্গ ও বর্গমূল (square and square root) সম্বন্ধে কতগুলি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। ·১ এর বর্গ (square)এর যে recurrence-period ৯; ·০১এর বর্গের period ১৯৮; ·০০১এর বর্গের period ২৯৯৭—এই interesting ফলগুলি অতি সহজেই প্রতিভাত হয়।

কোন একটা নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইলে, বিশেষতঃ প্রাথমিক গণিতে (Elementary mathematics) দুইটী জিনিষ দেখা দরকার। প্রথমতঃ প্রণালীটির যুক্তিযুক্ততা ও বৈজ্ঞানিক মূল্য কিরূপ; দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিযুক্ত হইলেও কাজে লাগান কিরূপ সহজসাধ্য। নরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালীটি যুক্তি ও বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এমন কি, উৎকৃষ্ট; তার পর কার্য্যতঃ এই প্রণালী অনুসারে অঙ্ক কষা এবং প্রণালীটি মনে রাখা খুবই সহজ। সাধারণ পাটীগণিতের পুস্তকে এই প্রণালীটি গৃহীত হওয়া—এই দুই কারণেই সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। আমি এই প্রণালীটির প্রতি আমাদের দেশের গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
রিপণ কলেজের গণিতাধ্যাপক।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[জন্ম—১২৭১ সাল; মৃত্যু—১৩২৬ সাল]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি বরেণ্য অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহোদয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গত বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-পরিচালনের ভার তাঁহারই সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইলে আমার প্রতি পত্রিকার সেই গুরুভার অর্পিত হইয়াছিল। তখন জানি নাই যে, তাঁহারই শোকসংবাদ বহন করিয়া আমার কর্ত্তব্যের উদ্বোধন করিতে হইবে! যাঁহার উৎসাহ, উপদেশ ও সহায়তা পরিষদের সর্ব্ববিভাগকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিল, তাঁহার অভাবে পরিষৎ যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কখনও পরিষদের কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। যাঁহারা নিত্য-নিয়ত পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে রামেন্দ্রবাবুর সাহচর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে, শেষ কয়েক বৎসর, যখন তাঁহার শরীরের বল ও সামর্থ্য কমিয়া আসিতেছিল, যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা কন্যার রোগশয্যা একান্ত স্নেহপরায়ণ পিতার চক্ষুর সমক্ষে ধীরে ধীরে মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইতেছিল, যখন পারিবারিক আধি-ব্যাধি তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে দুরপনেয় রেখারাজি অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল, তখনও পরিষদের কল্যাণে সেই জরাজীর্ণ দেহে অদম্য উৎসাহের অনির্ব্বচনীয় তেজ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিত। পরিষদের সেবায় তাঁহাকে কখনও ক্লান্তি অনুভব করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেমন করিয়া পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, যেমন করিয়া ইহার মঙ্গলকামনা করিয়াছেন, যেরূপ একান্ত মনে ইহার উন্নতির প্রতি স্তর বিনম্রভাবে নিরীক্ষণ করিতেন, তেমন করিয়া কোনও প্রতিষ্ঠানকে কেহ সেবা করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে পরিষৎ এত অল্প দিনের মধ্যে এত উন্নতি করিতে পারিত না। অল্প আরম্ভ হইতে ইহাকে বহু বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফি ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ব্যোমকেশ বাবুর নাম আমরা এখনও ভুলিতে পারি নাই; তাঁহার অভাব এখনও পূরণ হয় নাই; রামেন্দ্র বাবুর নামও সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে; তাঁহার অভাবও বহু দিন অপূর্ণই রহিয়া যাইবে। নিরাশ্রয় নিরবলম্ব পরিষদকে যাঁহারা আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, ভিক্ষার দ্বারা, সেবার ঐকান্তিকতার দ্বারা যাঁহারা পরিষদের জন্য রাজপ্রাসাদতুল্য ভবন প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি পরিষদের প্রতি ধূলিকণার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া থাকিবে।

১৩০১ সালে পরিষৎ জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০১ সাল হইতেই রামেন্দ্র বাবুকে আমরা

পরিষদের কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। শোভাবাজার রাজভবন হইতে পরিষদ্‌কে যাঁহারা স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রামেন্দ্র বাবু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পরিষৎ একটি সভা বা সমিতিমাত্র নহে; ইহা ব্যক্তি বা সংঘ-বিশেষের অবসর-বিনোদের সহচর নহে; ইহা মাতৃভাষার পুণ্য-মন্দির; ইহা উদীয়মান জাতীয় প্রতিভার প্রধান সাধন ও সহায় হইবে। ভাষা, সাহিত্য-বিজ্ঞানেতিহাসের কেন্দ্রস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আলোকমালা বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত দেশকে উদ্ভাসিত করিবে। সাহিত্য-শিল্প-সাধনার গঙ্গোত্রীর ন্যায় এই সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়া ভাবের গঙ্গাপ্রপাত দেশকে জ্ঞানশালী, সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবশালী করিবে। সেই আশা লইয়া তিনি বিপদসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতৃদেবীর সেই মহামহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে একটি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানমাত্র মনে করিতেন না। তিনি ইহাকে জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দেশের শক্তি ও অর্থ এক স্থলে সংহত করিয়া, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম—ভাবাববোধে—নিয়োজিত করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের বিত্তশালী বদান্য ব্যক্তিগণকে ও প্রতিভাশালী যুবকবৃন্দকে একত্র করিয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে লাগাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণতা চুম্বকের ন্যায় সকলকে আকৃষ্ট করিত। সেই জন্য তিনি কখনও অর্থের অভাব বড় একটা অনুভব করিয়া যান নাই। লালগোলার রাজাবাহাদুর এবং কাশিমবাজারের মহারাজ রামেন্দ্র বাবুর অধ্যক্ষতাকালে গৃহনির্ম্মাণকল্পে ও গ্রন্থপ্রকাশে পরিষদ্‌কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। অন্যান্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি গৃহ-নির্ম্মাণ-তহবিলে ও রামেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত স্থায়ী ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থদান করিয়াছিলেন। পরিষৎ ক্রমে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং লর্ড কারমাইকেলের গবর্মেণ্ট পরিষৎকে বার্ষিক বারশত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন। অবশ্য এ সকল বিষয়ে কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ কর্ম্মাধ্যক্ষগণের সহকারিতাও কম সহায়তা করে নাই। পরিষদের সভ্যসংখ্যাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আমি এরূপ শুনিয়াছি যে, ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোনও সভাসমিতির এত সদস্য নাই। সে যাহাই হউক; পরিষদের উন্নতির ইহাই শেষ সীমা নহে; বস্তুতঃ আমরা এখনও আদর্শের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। তাহা হইলেও, ইহা স্বীকার না করিলে চলিবে না যে, রামেন্দ্র বাবুর অধ্যক্ষতার কয়েক বৎসর মধ্যে পরিষৎ যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ এবং অধ্যক্ষতায় প্রভূত দক্ষতার পরিচায়ক।

রামেন্দ্র বাবু যে কত ভাবে সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, এই প্রবন্ধের

স্বল্প পরিসরে তাহার পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। তিনি ১৩০১ বঙ্গাব্দে একবার সম্পাদক-পদে বৃত হন। ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩০৪ ও ১৩০৫ সালে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য করেন এবং ১৩০৬ হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা-সম্পাদকের পদে মনোনীত হন। ১৩০৬ সালেই পরিষৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের প্রাসাদ হইতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া গৃহে উঠিয়া আসে। ১৩১০ সালে রামেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় লালগোলার রাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশার্থ ৩০০৲ টাকা হিসাবে পরিষদ্‌কে দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। ১৩১১ হইতে ১৩১৮ পর্য্যন্ত রামেন্দ্র বাবু পরিষদের সম্পাদক ছিলেন।

১৩১১ সালে নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহাতে এমন সম্ভাবনাও হইয়াছিল, বুঝি বা বঙ্গভাষাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া বাঙ্গালী জাতির মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে জেনারল্ এসেমব্লিজ কলেজে একটি সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সফলতার সদুপায়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভার সভাপতিরূপে রামেন্দ্র বাবু বঙ্গভাষা ব্যবচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই হইতে প্রাথমিক এবং উচ্চ-শিক্ষায় বঙ্গভাষার প্রচলন সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবু পরিষদের মধ্য দিয়া নানা চেষ্টার অবতারণা করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষাই বাঙ্গালীর জাতীয় শিক্ষার স্বাভাবিক দ্বারস্বরূপ। মাতৃভাষাকে বর্জ্জন করিয়া, কষ্ট-সাধ্য বিদেশীয় ভাষাকে আশ্রয় করিলে জ্ঞানের সাফল্য-লাভ হইতে পারে না। মন্ত্র যেরূপ ধীরোদাত্ত প্রভৃতি স্বর-সংবলিত না হইলে কার্য্যকর হয় না, জ্ঞানও সেইরূপ মাতৃভাষার পুণ্য অঙ্কে পুষ্ট না হইলে ফলোপধায়ক হয় না। রামেন্দ্র বাবু ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ইংরেজি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নতত্ত্বে যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই দেশ-প্রথিত জ্ঞান-গরিমার দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার দেশের লোকের ও দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানাগারে নূতন নূতন গবেষণার দ্বারা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিব, এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কিসে মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত করিব, বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া দেশীয় শিক্ষার শুষ্কপ্রায় মূলকে সঞ্জীবিত করিব, বিশ্বের বিজ্ঞান-দর্শনকে মাতৃভাষার সুধাসিক্ত করিয়া দেশের লোকের মধ্যে পরিবেষণ করিয়া দিব, ইহাই তাঁহার সাধনার বিষয় ছিল এবং এই সাধনার মধ্যে যে ত্যাগস্বীকারের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কনক-কিরণে বহু দিন পর্য্যন্ত বঙ্গের সাহিত্য-গগন ভাস্বর হইয়া রহিবে। আজ যে বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের কৃতিত্ব কতখানি এবং সেই কৃতিত্বের কতখানি রামেন্দ্র বাবুর, তাহার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। কিন্তু ইহা বঙ্গভাষার ঐতিহাসিককে এক দিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা গত কয়েক বর্ষ হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মন

আন্দোলিত করিয়াছে, তাহা সাহিত্য-পরিষদের নানা চেষ্টা ও আবেদনের মধ্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। ১৩১২ সালে প্রথম রামেন্দ্র বাবুই এই সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য এক প্রস্তাব করেন এবং তাহার ফলে এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। এইখান হইতেই এ সম্বন্ধে এক দেশব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৩১৪ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই নবীন আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্তি দান করিয়াছিল। সম্মিলনের কল্পনা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন রামেন্দ্র বাবু। কাশিমবাজারের সেই প্রথম সম্মিলনে রামেন্দ্র বাবুই সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন ও সে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সম্মিলনের বৈঠকে আর একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রামেন্দ্র বাবুর অনুরোধে লালগোলার বদান্য রাজাবাহাদুর পরিষৎ-মন্দিরের দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যয়ভার-বহনে অঙ্গীকার করেন। ১৩১৫ সালে কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজের এবং লালগোলার রাজাবাহাদুরের বদান্যতায় সাহিত্য-পরিষদের মন্দির নির্ম্মিত হইলে, পরিষৎ সমারোহের সহিত নবগৃহে প্রবেশ করেন। অনেক বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রামেন্দ্র বাবু তাঁহাদের নিকট একটি স্থায়ী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার সংকল্প উপস্থাপিত করিলে, তাঁহারা সেই ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রায় ২৩ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু আমরণ যখের মত এই স্থায়ী ভাণ্ডারটিকে পাহারা দিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রতি হস্তক্ষেপ তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না।

ইহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৩১৬ সালে রামেন্দ্র বাবু পরিষৎ মন্দিরে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতার প্রবর্তন করেন এবং নিজেই ইহার প্রস্তাবনাস্বরূপ 'মায়াপুরী' নামক একটি অতি সারগর্ভ ও সরস রচনা পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবু অতি সুন্দর ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নানা বৈজ্ঞানিক শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশে এই বিশ্বকে এক বিচিত্র মায়াপুরীরূপে পরিণত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য রামেন্দ্র বাবু যেমন হৃদয়গ্রাহী ভাবে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন, তেমন আর কেহই পারেন নাই। এমন সুন্দর ও সরল ভাবে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের গম্ভীর ও জটিল বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিত।

রামেন্দ্র বাবু যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতামালার উদ্বোধন করেন, তাহাতে ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কিছু দিন চলিয়া এই বক্তৃতামালা বন্ধ হইয়া যায়। পরে আবার সার জগদীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এইরূপ বক্তৃতার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু প্রভৃতিকে আমরা বক্তারূপে পাইয়াছি।

১৩১১ সাল হইতে লালগোলার রাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্যার্থ তিন শত টাকা করিয়া দিতেছেন। পরে ১৩১৫ সাল হইতে রাজাবাহাদুর এই দান বাড়াইয়া ৮০০৲ টাকা করেন।

১৩১৬ সালে পরিষদের চিত্রশালা (museum) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অধ্যক্ষ-পদে মনোনীত হন। কাশিমবাজার ও লালগোলার ভূপতিগণ ও অন্য অনেক হিতৈষী ব্যক্তি মুদ্রা ও অন্যান্য সামগ্রী দান করিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন। এই বর্ষেই ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ সারস্বত ভবন-প্রতিষ্ঠার সংকল্প পরিগৃহীত হয়। এই সারস্বত ভবনের জন্য পরিষদের চিরসুহৃদ্ ও বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের স্তম্ভস্বরূপ কাশিমবাজারাধিপতি ভূমি দান করেন। পরে ১৩২৪ সালে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল এই রমেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৩১৭ সালে বিখ্যাত পণ্ডিত রোদেনষ্টাইন চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া ইহার বহু সুখ্যাতি করেন। রমেশ-ভবন-নির্ম্মাণ রামেন্দ্র বাবুর জীবনের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং ইহা যে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, এ ক্ষোভ তিনি কখনও ভুলেন নাই। আমাদের সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, রমেশচন্দ্র-স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইলে তাহা রামেন্দ্র বাবুরই অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ হইবে। রামেন্দ্র বাবুর কথায় আমরাও সকলকে আহ্বান করি,—

"রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত ভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতী-ভবন—সেই রমাভবন—সেই রমেশ-ভবন-প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি।"

এই বর্ষে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, যাহার প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম না করিয়া পারা যায় না। পরিষদের গ্রন্থাগার ১৩০১ সালে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবেই স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে ইহাতে অনেক মুদ্রিত ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হয়। কিন্তু সম্প্রতি যে বিস্তৃত পুস্তকালয় পরিষদের শোভা সম্পাদন করিতেছে, তাহা পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের বহুকালসঞ্চিত গ্রন্থরাশির দ্বারাও সম্ভব হইত না। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংরক্ষিত পুস্তকরাশিই পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের কলেবর ও মূল্য অশেষগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। বিদ্যাসাগরলাইব্রেরী ১৩১৬ সালে পরিষদে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৩১৭ সালে রামেন্দ্র বাবুর সুহৃৎ ও পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ লালগোলার রাজাবাহাদুরের অর্থসাহায্যে ইহা পরিষৎ-মন্দিরে স্থান পাইয়াছে এবং সম্ভবতঃ অচিরকালে ইহা পরিষৎ-পুস্তকালয়ভুক্ত হইবে।

১৩১৭ সালে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় এবং কাশিমবাজারাধিপের অর্থে তর্পণদীঘির তাম্রশাসন পরিষদের জন্য খরিদ করা হয়। এই বর্ষেই রামেন্দ্র বাবুর যত্নে নীলরতন বাবু চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। চণ্ডীদাসের একগুলি

পর ইহার পূর্ব্বে আর কোনও গ্রন্থেই সংকলিত হয় নাই। পর বৎসর আর একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন - সংগৃহীত হয় এবং প্রাচীন সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। রামেন্দ্র বাবু এই গ্রন্থের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয়, কোনও প্রাচীন গ্রন্থই এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পাদিত হয় নাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, বঙ্গাক্ষরে লিখিত, বাঙ্গালা পুথি।

১৩১৮ সালে সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন একটি বিশেষ ঘটনা। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর-বৃদ্ধি হওয়ায় সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং পরিষদের সৌভাগ্য-ক্রমে রামেন্দ্রবাবু সে সময়ে কর্ণধার ছিলেন। নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ-গুপ্তের সাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐ বৎসর সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে সংবর্দ্ধনা করেন। রবীন্দ্রবাবু তখনও বিশ্বের সভায় বরণীয় হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বঙ্গজননীর আশীর্ব্বাদস্বরূপ বাঙ্গালীর হস্তের মাঙ্গলিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভিনন্দন রচনা ও পাঠ করিবার ভার পড়িয়াছিল রামেন্দ্র বাবুর উপর। অভিনন্দনের ভাষা সাহিত্যিক কারুকার্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। ১৩২১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্র বাবুকে সংবর্দ্ধনা করেন। এই আনন্দোৎসবে অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন রবীন্দ্র বাবু। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিবিরহিত এই যুগলের শ্রদ্ধাবিনিময় বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। রামেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় এই দুইটি বরেণ্যতম সন্তানকে আমরা একবার বিচিত্র অবস্থানের মধ্যে একত্র দেখিতে পাইয়াছি। ২০শে জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্র বাবু মানবলীলা সংবরণ করেন; ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্র বাবু প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথের নাইট্ উপাধি-পরিত্যাগ সংবাদপত্রের স্তম্ভে তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু রোগশয্যায় এ সংবাদ পাঠ করিয়া রবীন্দ্র বাবুর দর্শন কামনা করেন। সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্র বাবু রামেন্দ্রসুন্দরের রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। তিনি জানিতেন না যে, রামেন্দ্র বাবুর অবস্থা সংকটাপন্ন; জানিবার কোনও উপায় ছিল না। কেন না, রবীন্দ্র বাবুর আগমনেও তাঁহার ত্যাগের মাহাত্ম্যে রামেন্দ্র বাবু উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুর স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা উত্তেজনায় উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্র বাবু উপাধি-পরিহার-পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। আমি শুনিয়াছি যে, তাহার কিছু পরেই রামেন্দ্র বাবুর সংজ্ঞা-লোপ হয়; আর তিনি কথা কহেন নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও রামেন্দ্র বাবু দেশহিতৈষর প্রেরণা কি প্রাণান্তিক আগ্রহের সহিত অনুভব করিতেন, উপরিলিখিত ঘটনা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাঙ্গালার বিশ্ব-বন্দিত কবি রামেন্দ্রসুন্দরকে যেরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন, তাহাই প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অন্তরের কথা,—"সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধু

গণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।"

১৩১৯ সালে রামেন্দ্র বাবুর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। মাথার পীড়ার জন্য তিনি পরিষদের কার্য্য হইতে কিছু কালের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সময়েও তিনি পরিষদের কার্য্যে পরামর্শ ও উপদেশ দিতে বিরত হয়েন নাই। যেখানে ত্রুটি, যেখানে অসম্পূর্ণতা, যেখানে মনোমালিন্য ঘটিত, সেখানেই রামেন্দ্র বাবুর হস্ত-সংকেত কর্ত্তব্যপথ, উন্নতির পথ, শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকল বিষয়ে রামেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিতেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাই আজ তাঁহার অভাবে তাঁহারা, সহসা কর্ণধার বিয়োগে সুদক্ষ নাবিকেরাও যেরূপ চঞ্চল হইয়া পড়ে, সেইরূপই চঞ্চল হইয়াছেন।

রামেন্দ্র বাবু অসুস্থ শরীরেই কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিক শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের আহ্বানে তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই এবং তিনি যে সেবাব্রত জীবনের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাণপাত করিয়া সম্পন্ন করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই। আমার মনে হয়, তিনি এমন করিয়াই তাঁহার ভঙ্গপ্রবণ স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর একটু সুস্থ হইতে না হইতেই তিনি নিজ ইচ্ছাক্রমে ১৩২২ সালে পরিষদের সহকারী সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। পরিষৎ যদিও তাঁহার যোগ্য, সহকারী সভাপতির পদ, তাঁহাকে প্রদান করিলেন, তথাপি সে নিষ্ক্রিয় পদে তিনি বেশী দিন আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি ১৩২৪ সালে স্বেচ্ছাক্রমেই গুরুতর শ্রমসঙ্কুল পত্রিকাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। পরিষৎ-পত্রিকা তাঁহারই স্নেহময় হস্তে গত দুই বৎসর কাল কাটাইয়াছে। পত্রিকা-সম্পাদন-কার্য্যে তাঁহার উৎসাহের অবধি ছিল না; সর্ব্ববিভাগে কৃতিত্ব থাকা হেতু তিনি পরিষৎ-পত্রিকাখানিকে অনেক বিষয়ে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্র বাবুর শরীর দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই কারণে গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ, তাঁহাদের দেয় সর্ব্বোচ্চ সম্মান—সভাপতিপদ—তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই সভাপতি-পদ বহু দিন পূর্ব্বে রামেন্দ্র বাবুর পাওয়া উচিত ছিল। তাঁহারা জানেন না যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের পরামর্শ সাধারণতঃ রামেন্দ্র বাবুর ভবনেই হইত এবং রামেন্দ্র বাবুর নির্দ্দেশ-মতই অনেকটা কার্য্য হইত। এ ক্ষেত্রে রামেন্দ্র বাবুকে সভাপতিপদ গ্রহণে সম্মত করা দুঃসাধ্য ছিল। এ বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাকে সভাপতি-পদে মনোনীত করিলেন শুনিয়া তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—"আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা। পরিষদের নেতৃত্বগ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আমার এই চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন কি?"

আমি এতক্ষণ সাহিত্য-পরিষদের দিক্ দিয়াই রামেন্দ্র বাবুর কার্য্যকলাপের আলোচনা

করিয়াছি। বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে, সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শতাব্দৈকপাদের ইতিহাস অনেকাংশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবন-চরিত। কিন্তু সাহিত্যেও তাঁহার কৃতিত্ব কম ছিল না। রামেন্দ্রবাবুর '‘প্রকৃতি’ ও ‘জিজ্ঞাসা’ বঙ্গসাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভাষার সৌষ্ঠবে ও প্রসাদগুণে এবং ভাবের গভীরতায় এই দুইখানি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। ‘জিজ্ঞাসা’ জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইতেছে। রামেন্দ্র বাবুর ভাবুকতা চিন্তার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়; তাঁহার সংশয়-বিতর্কপ্রশ্নের মধ্যে পাঠক নিজের মনের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। আমি ভরসা করি যে, রামেন্দ্র বাবুর চিন্তা-প্রণালীর সহিত প্রাশ্চাত্যজগতের পরিচয় হইলে, তাহা যথেষ্ট আদৃত হইবে। রামেন্দ্র বাবুর ‘চরিতকথা’র কতকগুলি সুন্দর জীবনী অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার ‘কর্ম্মকথা’র অনেক দার্শনিক ও চারিত্রনৈতিক তত্ত্ব প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সহিত, অথচ সাধারণের সহজবোধ্য ভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ‘ধর্ম্মের জয়’, ‘যজ্ঞ’ ও ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ নামক প্রবন্ধে তিনি যে মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অন্য কোনও লেখকের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রবন্ধগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, গভীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি তাহাদের স্বাভাবিক জটিলতা পরিহারপূর্ব্বক প্রায়শঃ কবিত্বের মাধুর্য্যসম্পদ লাভ করিয়াছে। তিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মত পারিভাষিক শব্দ-কণ্টকিত নীরস নিবন্ধের দ্বারা সত্যের শবব্যবচ্ছেদ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে সত্যকে কোনও দিন আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। আধুনিক যে শ্রমবিভাগ-ফলে জড়বিজ্ঞান জড়ের ধর্ম্ম লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, আত্মীয় ব্যাপারের প্রতি ফিরিয়াও চাহে না; যে রসায়নবিদ্যা পদার্থের সংযোগ বিয়োগ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, পদার্থের উৎপত্তি ও লয়ের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করে না; সে শ্রমবিভাগ তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক যেমন নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল এবং আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম-পরম্পরাকে প্রকৃতির যুগ্ম-রহস্য মনে করিয়া যুগপৎ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, রামেন্দ্র বাবু তাঁহার জীবনে সত্যের সেইরূপ অখণ্ডনীয় স্বরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্বের মধ্যে এমন অপূর্ব্ব রসসঞ্চারে সমর্থ হইয়াছিল, যাহার দৃষ্টান্ত বঙ্গসাহিত্যে বিরল। এই বৈশিষ্ট্যই ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব প্রতিভা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অথবা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেহই ভারতীয় প্রতিভার সে নিজস্ব প্রভাব হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিজ্ঞানালোচনার মধ্যেও উপনিষদের সেই চিরপুরাতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানাগারের ধূলিধূম, অ্যাসিড ও অ্যালক্যালির মধ্যেও ভারতের সনাতন জ্ঞানগরিমা অভিব্যক্তি লাভ করিতে ছাড়ে নাই।

সাহিত্য-বিভাগে রামেন্দ্র বাবুর প্রতিভা নানা দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তিনি

নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাতৃভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি এখনও মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে আবদ্ধ রহিয়াছে। সেগুলিকে মুক্তি দান করিয়া কবে আমরা দিনের আলোকে লইয়া আসিতে পারিব, তাহা বিধাতাই জানেন! তবে বঙ্গসাহিত্যের হিতকামী কোনও ব্যক্তি এই বিষয়ে মনোযোগী হইলে ভাল হয়। আমরা সাহিত্য-সংসারে যেরূপ স্বল্প মূলধন লইয়া ব্যবসায় করি, তাহাতে রামেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের ন্যায় অমূল্য সম্পদ্ অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখিলে আমাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত রামেন্দ্র বাবুর বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডার হইতে কি অপূর্ব্ব রত্ন-সকল আহরণ করিয়াছেন, তাহা 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র পাঠকগণের অবিদিত নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে রামেন্দ্র বাবু তাঁহার কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের সভায় যে দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং যাহা 'ভারতবর্ষে'র কতিপয় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল, সেগুলিও ভাবসম্পদে অতুলনীয়।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ-বিভাগে রামেন্দ্র বাবুর ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। এই দুরূহ গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ করিতে ত্রিবেদী মহাশয়কে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ করিতে গিয়া তাঁহাকে লুপ্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইয়াছিল। মার্টিন হাউগ কর্তৃক যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই পৃথিবীর সাহিত্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদ বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের সম্বন্ধে জগতে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিয়াছিল, রামেন্দ্র বাবু বঙ্গভাষায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সঠিক অনুবাদ করিয়া একটি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন। বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছিলেন, তাহাও এই অনুবাদের অন্যতর ফল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনূদিত হইয়া 'ভারতীয় শাস্ত্রপিটক' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবুর ইচ্ছা ছিল যে, এই গ্রন্থমালায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা 'শতপথব্রাহ্মণের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। দীঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় রামেন্দ্র বাবু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই পুস্তকের ব্যয়ভার বহন করেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল,—

জীবনী-আলোচনা

৺রজনীকান্ত গুপ্ত, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী।

প্রাচীন সাহিত্য

কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কাল-নির্ণয়, কাশীরাম দাস (ইহাঁর স্মৃতি-রক্ষার্থ পরিষৎ যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মূলেও রামেন্দ্র বাবু ছিলেন।)

'চম্পককলিকা' পুথি সম্বন্ধে মন্তব্য।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর নিকট পরিষদের ঋণ অপরিশোধনীয়। তিনি প্রথম হইতেই পরিষদে যাহাতে এই বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রায় সমস্ত পরিভাষা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি সংকলন ও সংগ্রহ করিয়া তিনি বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন,—

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, ভৌগোলিক পরিভাষা, শারীরবিজ্ঞান-পরিভাষা, ব্রেটন সাহেবকৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

একখানি প্রাচীন দলিল, রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে মতামত; আর একখানি প্রাচীন দলিল, গ্রামদেবতা।

পুস্তক ও পুথি

পরিষদের পুথিশালা রামেন্দ্র বাবুই স্থাপন করেন। তিনি এবং ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী পুরাতন পুস্তকের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করেন। রামেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ করেন,—

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (লংসাহেবের সঙ্কলিত), বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম ও ২য়, বাঙ্গালায় আদি রসায়ন গ্রন্থ, গৌরীমঙ্গল, চম্পককলিকা।

ভাষাতত্ত্ব

বাঙ্গালা ব্যাকরণ; বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত সম্বন্ধে মন্তব্য; বাঙ্গালা কারক প্রকরণ; না; ধ্বনি-বিচার।

কার্য্যের দ্বারা কর্ত্তার সম্যক্ পরিচয় দান করা সম্ভবপর নহে। সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পর্কে রামেন্দ্রবাবুর যে কার্য্যাবলী বিবৃত হইল, তাহা অসাধারণ-রূপে বৃহৎ হইলেও তিনি এ সমস্ত অপেক্ষাও মহত্তর ছিলেন। তাঁহার সুন্দর চরিত্র ও শুভ-ইচ্ছা তাঁহাকে এ সকলের অনেক ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তি অপেক্ষাও চরিত্র বড় ছিল; এবং সরলতা সে চরিত্রে অতি মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার কৃতকার্য্যতার মূলে যে গূঢ় মন্ত্র নিহিত ছিল, তাহা এই যে, তিনি আপনাকে কখনও প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। এই জন্যই সকলে স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত পরিশ্রম করিতে অগ্রসর হইত। তিনি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কাজ করিয়া যাইতেন; এই জন্যই তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

পরিষদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার চিন্তার অন্ত ছিল না। রোগে অবসন্ন, শ্রমে অসমর্থ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল—তথাপি তিনি পরিষদের চিন্তায় অস্থির। চিকিৎসক নিষেধ করিতেছে; বন্ধুগণ সতর্ক করিতেছে, আত্মীয়-স্বজন বিরক্ত হইতেছে; তথাপি তিনি 'পরিষৎ' 'পরিষৎ' করিয়া পাগল। পরিষদের কর্ম্মচারিগণকে বাড়ীতে ডাকিয়া তিনি সমস্ত বিভাগের সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে তাঁহার বিরতি ছিল না; শ্রান্তি-বোধ ছিল না। যদি কখনও শুনিতেন যে, কোনও বিভাগের কার্য্যে ত্রুটি ঘটিয়াছে, তখনই তাহার সংশোধনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চিঠির পর চিঠি লিখিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের যে কতখানি অনিষ্ট হইত, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেন না। ব্যোমকেশ-বাবুর মৃত্যুতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যদি আর কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে সে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ;—

"সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিল, সাহিত্য-পরিষদে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল—আপনাকে অর্পণ করিয়াছিল। জীবন অর্পণের কথা, জীবন উৎসর্গের কথা পুঁথিতে পড়িয়াছি, বক্তৃতা মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ তাহা দেখাইয়া গিয়াছে। … … ব্যোমকেশে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, তাহা জীবনে অধিক দেখি নাই।"

আমরাও বলি, রামেন্দ্রসুন্দরে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, জীবনে তাহা আর দেখি নাই। তাঁহার আত্মা কল্যাণযুক্ত হউক, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহুক, সাহিত্য-পরিষৎ, সারস্বত-ভবন, সাহিত্য-সম্মিলন জয়যুক্ত হউক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

চণ্ডীদাস

উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে বীরভূমি, বাঙ্গালার একেবারে সীমানায়। বীরভূমের পশ্চিমে আর বাঙ্গালা নাই। মুসলমানদের বাঙ্গালায় আসিবার ২০০ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বীরভূমের ইতিহাস ও বীরভূমের ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা কিছু জানা যায়, তাহার একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এই ২০০ শত বৎসরের মধ্যে বীরভূমে মহীপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামে প্রকাণ্ড এক দীঘি আর প্রকাণ্ড একটি ঢিবি এখনও বর্ত্তমান আছে; সেই স্থানটির নামও মহীপাল। কাঞ্চী নগরের রাজেন্দ্র চোল এই মহীপালকেই পরাস্ত করিয়া উত্তররাঢ় লুঠ করিয়াছিলেন। ইহার পর, বীরভূম জেলার মধ্যে পাইকোড় গ্রামে নারায়ণ-চত্বরে একখানি শিলালিপিতে লেখা আছে যে, কর্ণচেদি এই দেশ দখল করিয়াছিলেন ও এখানে কিছু দিন রাজত্বও করিয়াছিলেন। কর্ণচেদি ১০৪২ খ্রীঃ অব্দে রাজা হন। তাঁহার রাজধানী নর্ম্মদা নদীর ধারে ত্রিপুরী নগরে ছিল। সেইখান হইতে তাঁহার পিতা ও তিনি চারি দিকে রাজ্য জয় করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন; উত্তরে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে পশ্চিমে দিল্লী পর্য্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু তিনি বরেন্দ্র-ভূমিতে বিগ্রহপালের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন; বিগ্রহপালকে কন্যা দান করেন। তিনি পাহি দত্তকে বীরভূমির সামন্ত-রাজা করিয়া দেন। পাহি দত্তও নিজের নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও নিজের নামে তাহার নাম রাখেন পাহিকোট্ট বা পাইকোড়।

ঐ নারায়ণচত্বরে কর্ণচেদির শিলালিপির পাশেই বিজয়সেনের এক শিলালিপি পাওয়া যায়। সেনবংশ উত্তররাঢ় হইতেই আপনাদের রাজ্য বিস্তার করেন।

যত বার নূতন রাজা আসিয়াছেন, তত বারই বীরভূমে নূতন নূতন ধর্ম্ম হইয়াছে। মহীপালের আগে প্রায় সবই বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু তখনকার বৌদ্ধ হীনযানও ছিল না, মহাযানও ছিল না; সবই সহজযান হইয়া গিয়াছিল। সহজযানের দুই রূপ আছে;—এক ভৈরব-ভৈরবী, আর এক নাড়ানাড়ী। প্রথমটি শাক্ত হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয়টি বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়ায়। কথা দুইয়েরই এক—যুগনদ্ধ বা যুগলরূপের উপাসনা। কেহ তাহার সঙ্গে মাছ-মাংস খান, কেহ বা খান না।

নানারূপ ধর্ম্মের মধ্যে বীরভূমে এক নূতন সহজিয়া ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার নাম কি বলিব, জানি না; তবে মোটামুটি বলা যায়, কঙ্কালিনীর উপাসনা। ভারতবর্ষের ২৪ জায়গায় কঙ্কালিনীর উপাসনা হইত; বীরভূমের অট্টহাসই তাহার প্রথম জায়গা। এখানে তাঁহার মন্দির ছিল না, তিনি এক কদম্ব-তলায় থাকিতেন। অট্টহাসের এই মূর্ত্তি এখন সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে আছে। তাঁহার পাঁজরাগুলি সব গণা যাইতেছে; কেবল মেদ চামড়া দিয়া ঢাকা; পেটটি খোলে পড়িয়া গিয়াছে; চক্ষু কোটরগত। তিনি উৎকটাসনে

বসিয়া আছেন অর্থাৎ পায়ের গুলমুড়া দুটি যোড় করিয়া, পাছার নীচে দিয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাসিতেছেন, কাসির ভাবটি বেশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও বেশ আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার আকার-প্রকার দেখিলে, তিনি যে সহজযানের দেবতা, তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, তাঁহার নিকটেই এক প্রকাণ্ড মুখওয়ালা ক্ষেত্রপাল থাকেন। আমরা ডাকার্ণব তন্ত্র হইতে অট্টহাসের কঙ্কালিনীর কথা তুলিয়া দিতেছি।

অথ কঙ্কালযোগেন দেশে দেশে স্বযোনিজম্।
জ্ঞানযুক্তা বিজানীয়াদ্যোগিনী বীরনায়িকা॥
অট্টহাসে চ যা (রক্তা) দেবী নায়িকা সর্ব্বযোগিনী।
তস্মিন্ স্থানে স্থিতা দেবী মহাঘণ্টা কদম্বক্রমে॥
তস্য দেবী সদাবীরক্ষেত্রপালো মহাননঃ।
কঙ্কালমুখমায়া সা সম্ভবন্তি মহাত্মনাং॥
মুদ্রণং তেষু কঙ্কালমোড্ডানরন্ধ্রতোদ্গতং।
স্বধাতুক্ষিতবিজ্ঞানং সর্ব্বদেশগতং ক্রমাৎ॥

এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের যে ২৪টি জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে নামগুলি সবই পুরান নাম। অনেকগুলি এখনও ঠিক করা যায় নাই।

কর্ণচেদির আসার পর হইতেই ইঁহারা হিন্দু হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেও একটু অদ্ভুত রকম। তখন নাথেরা খুব প্রবল। সুতরাং এক দল শৈব হন; কিন্তু শৈব হইলেও গাজনে তুলসীর মঞ্জরী দিয়া থাকেন। আর এক দল বৈষ্ণব হন, কিন্তু মাছ-মাংস দিয়া বালগোপালের ভোগ দেন। এই সকল সহজিয়া হিন্দুদের সর্ব্বপ্রধান জয়দেব ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি তিনি উপাসনা করেন, সে উপাসনা সহজভাবেই ভোর। যে সহজ-ভাব বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বেরা নিজের বোধিচিত্তে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেন, হিন্দু সহজিয়ারা সেই ভাবটি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিতে আরোপ করিয়া, তদ্দর্শনেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সহজভাব কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারেন না, নিজে যে বুঝিতে পারিল, সেই বুঝিতে পারিল, নহিলে বুঝাইবার যো নাই। কাহ্নুপাদ বলিয়া গিয়াছেন,—

"গুরু বোধসে সীসা কাল"—অর্থাৎ গুরু যখন বুঝাইয়া দেন, শিষ্য তখন কালা হইয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

ভণই কাহ্নু জিণরঅণ বিকসই সা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

ইহার ব্যাখ্যা,—ভণই ইত্যাদি। কৃষ্ণাচার্য্যো হি বদতি কীদৃশং জিনরত্নং রতিং অনন্তমনুত্তরসুখং তনোতীতি রত্নং চতুর্থানন্দং বোদ্ধব্যং। যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি, তদ্বদ্দূরে সদ্গুরুঃ শিষ্যে রতিস্বপ্রস্তাবেন মহাসুখং তনোতি। তথাচ ইউড়ীপাদাঃ দূরে অদূরে বেত্যাদি।

সরহপাদ বলিতেছেন,—

সো পরমেসুরু কাসু কহিজ্জই।
সুরঅকুমারী জিমহু পড়িজ্জই ॥

অদ্বয়বজ্রের ব্যাখ্যা,—আত্মা যাবৎ সত্ত্বনিকায়ৈঃ স্থিতোঽপি সপরমতত্ত্বং পরমেশ্বরো অনুপিলাত্তাভাবাৎ। কস্য পৃথগ্‌ অনাবস্থিতস্য কথয়ামি হি তৎ। কথনমাত্রেণ তেষু প্রবৃত্তিঃ। কিন্তর্হি। যথা কুমার্য্যঃ সখীভ্যামালোচয়ন্তি প্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তি। প্রথমতঃ স্বয়া স্বামিনে গত্বা সুরতসুখমনুভূতং তস্মিন্ সাক্ষাদর্সি নিশ্চিতমেতৎ। গত্বা সা পুনরস্য গৃহাদাগত্য সখিনা চ পৃচ্ছন্তি পূর্ব্বোক্তং কীদৃশমিতি। তা উচুঃ। স্বয়া সাক্ষাৎ স্বামিনা সহানুভবকালে জ্ঞেয়মিতি, সুখোৎপাদং ন কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ তে বক্তুমবাচ্যত্বাৎ।

আমরা জয়দেবের যে বইখানি পাই, তাহাতে তিনি যে বৈষ্ণব সহজিয়া ছিলেন, ইহাই বুঝিতে পারি। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিরই উপাসনা করিতেন। অন্যরূপ সহজিয়া ভাব তাঁহার কাব্যে নাই। কিন্তু বনমালী দাস তাঁহার যে চরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হয়, তিনি বা এক সময় খাঁটি সহজিয়া ছিলেন। তাঁহার জাতি-কুল কেহই জানিত না। তিনি কেন্দুলিতে থাকিতেন, কিন্তু কেন্দুলির কেহই তাঁহার জাতি-কুল জানিত না। যখন দক্ষিণ দেশ হইতে এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের এক দেবদাসীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও জয়দেবের খোঁজ করিল, তখন সকলেই বলিল যে, জয়দেব বলিয়া একজন কদম্বখণ্ডীর ঘাটে থাকে বটে, কিন্তু তাহার জাতি-কুল কেহই জানে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ ত জাতি-কুল খুঁজিতে আসে নাই, যদি খুঁজিত, নিজের দেশেই সে মেয়ের বিবাহ দিত। সে আসিয়াছে জগন্নাথের হুকুমে জয়দেবকে মেয়ে দিতে, তাই সে তাহাকে মেয়ে দিয়া চলিয়া গেল। এই মেয়েই পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের ঠিক স্বামী ও স্ত্রীসম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন্ হিন্দুর ছেলে আপনাকে "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে? তিনিও বোধ হয়, এক সময়ে খাঁটি সহজিয়া ছিলেন, কিন্তু পদ্মাবতীর পাল্লায় পড়িয়া অথবা অন্য কোন নিগূঢ় কারণে বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন।

এইবার চণ্ডীদাসের কথা। তাঁহার বাড়ীও বীরভূমে, কেন্দুলি হইতে বেশী দূরে নয়। তাঁহারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার কথাটা জয়দেবের চেয়ে আরও একটু জটিল। কেন না, তিনি গোড়ায় ছিলেন বাশুলির সেবক, তাহার পর হইলেন রামী রজকিনীর চরণচারিণচক্রবর্ত্তী, তাহার পর তাঁহার দেবতা হইলেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি। জয়দেবের যদি দুই মূর্ত্তি হয়—খাঁটি এবং বৈষ্ণব সহজিয়া, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের তিন মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তি হইতে আর এক মূর্ত্তিতে কেমন করিয়া গেলেন, সেটাও একটি ভাবিবার কথা। বাশুলি তাঁহাকে রামী রজকিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন, আবার তিনিই, কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য একটি ফুল চণ্ডীদাস তাঁহাকে যখন অর্পণ করিলেন, তখন বলিলেন—ঐ ফুল আমার গুরুকে দেওয়া হইয়াছে, আমি আর কি করিয়া লইব? চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন—সে কি মা! তোমার

আবার গুরু! তিনি আবার কে? দেবী বলিলেন,—জান না? কৃষ্ণ আমার গুরু। তখন চণ্ডীদাস বলিলেন—তবে আমি কৃষ্ণকেই ভজিব। এ পর্য্যন্ত যত দূর লেখা-পড়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, চণ্ডীদাসের জীবনে তিন বার এই তিন রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি বাশুলির সেবক, তখন তিনি খাঁটি বৌদ্ধ; যখন রামী রজকিনীর সেবক, তখন খাঁটি সহজিয়া; আবার রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির সেবা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গেলেন। তাঁহার মধ্যে এইটুকুই বিচিত্র যে, তিনি যে ভাবেই থাকুন, যে রসেই মজুন, আগেকার দেবতাটিকে ভুলেন নাই। বাশুলিও তাঁহার সঙ্গের সাথী, রজকিনীও দেখা হওয়া অবধি তাঁহার সঙ্গের সাথী। বসন্তরঞ্জন বাবু ঠিক অনুমান করিয়াছেন যে, রামী রজকিনী বাশুলি দেবীর দেয়াসিনী ছিলেন, আর চণ্ডীদাস একজন বাশুলির ভক্ত। বাশুলি দেবী আর কেহ নহেন, আমরা ঘরে ঘরে যাঁহার পূজা করিয়া থাকি, তিনি সেই মঙ্গলচণ্ডী। আমরা "ধর্ম্মপূজাবিধি"তে বাশুলির যে ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা নীচে তুলিয়া দিলাম,—

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দুরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি ত্বাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেমঙ্গলকারিণীং।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সন্নিধ্যমিহ কল্পয়॥

এই সকল দেবতা ঠিক হিন্দুর দেবতা নহেন, সুতরাং ইঁহাদের দেয়াসিনী থাকাই সম্ভব। বসন্তবাবুর অনুমান, সেই জন্য সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এত ক্ষণ ত গৌরচন্দ্রিকা গেল। আসল কথা এই,—চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি নূতন খবর পাইয়াছি, তাহাও বসন্তবাবুর অনুগ্রহে। সেইগুলি পাইয়া চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যাহা জানা আছে, তাহাতে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

জানার মধ্যে প্রথমটি এই,—এক দিন আমি সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানা দেখিতে গিয়াছি; দেখিলাম, বসন্তবাবু তন্ময় হইয়া কি পড়িতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি? তিনি বলিলেন—চণ্ডীদাসের মৃত্যু। কতকগুলি বাজে পুথির পাতার মধ্য হইতে এইখানি বাহির হইয়াছে, ২০০।২৫০ বৎসর পূর্ব্বের হাতের লেখা। লেখাগুলি এই,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমো ॥

কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস ।
চাতকি পিয়াসী গ(ষ)ন . না পাইআ বরিসণ
নআনের নাগয়ে পিয়াস ॥
কি করিল রাজা গৌড়েশ্বর ।
না জানিঞা প্রেম লেহ ত্রেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর ॥
কেনে বা সভাতে কৈলে গান ।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালপুর আবিঃভূর্ত পষু নর
মাঁনিনীর না রহিল মান ॥
গান সুনি পার্চ্ছার বেগম ।
অস্থির হইল মন ধৈর্য্য নহে এক ক্ষণ
রাজারে কহে জানিঞা মরম ॥
রাণি মনঃকথা রাখিতে নারিল ।
চণ্ডিদাস সনে প্রিত করিতে হইল চিত
তার প্রিতে আপন খুয়াল্য ॥
রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া ।
স্বরাখিতে হস্থি আনি পিঠে পেলি বান্ধ টানি
পিষ্ট খুদে বৈরী ছাড় গিয়া ॥
আমি অনাথিনী নারী মাধবির ডালে ধরি
উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ ।
হস্থি চলে অতি জোরে ভালশে না দেখি তোরে
মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত ॥
রানি কহে ছাড়িয়া না জায় ।
কহিতে কহিতে প্রান আর দেহ সমাধান
দুহুঁ প্রান একত্রে মীলায় ॥ ১ ॥

শুন প্রিয় রজকিনি আসকে হারালাঙ রাণী
এ বার তরাবে তুমি মোরে ।
বেগম সহিত লেহ হা নাথ খুয়াল্য দেহ
প্রাণে মাল্য এ রাজা গুর্ঁ[?]ন্তৌর ॥

আসকে লভিত প্রাণ তখনি করিলে গান
কেমনে জানিব হেন হবে।
বৈরি সত ডংসে গায় চেতন পাইএ তায়
তোমারে ডাকিএ আত্মা ভাবে॥
এই করি আস মনে উর্দ্ধারিবে পতিত জনে
তবে সে দুল্লভ মানি প্রীত।
নতুবা ফুরাল্য দায় বৈরি চোটে প্রাণ যায়
কে আর করিবে মোরে হীত॥
কান্দি কহে চণ্ডীদাস দস দসার আস
পূর্ণ কর রজককুমারি।
নহিলে একলা জাই সঙ্গে মোর কেহ নাই
কাছে আস্য তবে প্রানে মরি॥ ২॥

সুন বন্ধু চণ্ডীদাস দুখিনিরে সঙ্গে করি লেহ॥ ধ্রু॥
চঞ্চল সভাব তোর চিত। সভাতে গাইলে গিত॥
মনের মরম করি সার। অনুরাগে কি করিলে ফুৎকার॥
পাতি হাট বসাতো না দিলে। আসক আনলে পড়াইলে॥
বৈরি কাটে তোমার গায়। তুমি সে আনন্দ বাস তায়॥
মোর অঙ্গ সব ক্ষেতি হৈল। রুধিরে বসন ভিজ্যা গেল॥
পরসিতে এ জনার মন। কতেক করয়াছ কদর্থন॥
রামি কহে জদি সঙ্গে নিবে। তুরিতে পরান তেজ তবে॥ ৩॥

সুন প্রাণনাথ চণ্ডিদাস তার নির্ব্বন্ধন।
দৈবের কর্ম্ম ফাঁস না জায় খণ্ডন॥
ছাড়ি পরিবার মোরে সঙ্গে কর
সভারে কহিলে সত্য।
বাসুলি বচন না কৈলে স্মরণ
তাহাতে মজাল্যে চিত্ত॥
আমা মুখ চাএগ গজপিষ্টে থুএগ
রয়্যাছ বন্ধন পাকে।
রাজা গৌড়ের স্বর দুষ্ট কলেবর
কেহো না বুঝাল্য তাকে॥

নাথ আমি সে রজকবালা।
আমার বচন না শুনে রাজন
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা॥
শুদ্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর
দারুন সন্ধান খাতে।
এ দুখ দেখিয়া বিদরএ হিআ
অভাগিরে লেহ সাথে॥
কহেন রামিনি শুন গুনমনি
জানিলাঙ তোমার রিতি।
বাসুলি বচন করিলে লংঘন
শুনহ রসিকপতি॥ ৪॥

পার্চ্ছায় বেগম কয়। শুন মহিনাথ মহাশয়॥
তুমি অবলা বচন রাখ। রসিকমণ্ডল দেখ॥
আমি সে অবলা নারি। তুমারে কহিএ বিনয় করি॥
জোড় করে কহি বানি। শুন নৃপচূড়ামণি॥
শুন রসের স্বরূপ সে। কেন বিনাস করহ তাহার দে॥
সে সামান্য মানুস নহে। রতি স্থিতি তাঁর দেহে॥
তাহার সুস্বর গানে। বিন্ধিল আমার প্রাণে॥
কেনে কৈলে এমন কাজ। ভুবনে রাখিলে লাজ॥
রাজা হে যবন জাতি। কি জানে রসের গতি॥
চণ্ডিদাসে করি ধ্যান। বেগম তেজল প্রান॥
শুনিঞা ধবিনি ধায়। পড়িল বেগম পায়॥ ৫॥

এই গানগুলি হইতে জানিতে পারা গেল যে, চণ্ডীদাস, রাণী রজকিনীর সহিত কোন গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া রাণী চণ্ডীদাসকে কামনা করেন এবং তিনি সে কথা সাহসপূর্ব্বক রাজাকে বলেন। রাজা শুনিয়াই হুকুম দেন যে, চণ্ডীদাসকে হাতীর উপরে কাছি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া, হাতীকে চালাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতেই চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বেই রাণী প্রাণত্যাগ করেন—শুনিয়া রজকিনীও রাণীর পায়ে গিয়া পড়িল।

এই গৌড়েশ্বর কে? হিন্দু, না মুসলমান? গানে তাঁহাকে পাতসাহও বলিতেছে, রাজাও বলিতেছে; রাণীকে রাণীও বলিতেছে, বেগমও বলিতেছে। রাণী কিন্তু রাজাকে যবনই

বলিতেছেন এবং চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া দিবার জন্ত নানারূপ অনুনয়-বিনয় করিতেছেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর কে? রাজা গণেশ হইবেন কি? তিনি ত হিন্দু-মুসলমান সব সমভাবেই দেখিতেন। তাঁহারই বাড়ীতে কি চণ্ডীদাস গান করিতে গিয়াছিলেন? তাঁহাকে পাতসাহও বলা যায়, রাজাও বলা যায়; তাঁহার রাণীকে রাণীও বলা যায়, বেগমও বলা যায়। কিন্তু তিনি কি চণ্ডীদাসের মত একজন ধার্ম্মিক লোককে "চিত্রবধ" করিবার আদেশ দিবেন? বিশ্বাস ত হয় না। রাজা গণেশ কখনও মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুই ছিলেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর তিনি নহেন। তবে কি এ গৌড়েশ্বর গণেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন? ইনি ত মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ইহাঁকে পাতসাহ এবং রাজা এবং ইহাঁর রাণীকে রাণী ও বেগম, দুই বলা যাইতে পারে। তাহাতেও এক বিষম গোল উপস্থিত। কারণ, শ্রীমৎ আর, ডি, বন্দ্য মহাশয় "বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবেষণা" করিয়া গণেশ ও যদুর যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাঁহারই লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল মিলিতেছে না। তিনি লিখিয়াছেন,—"অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবত খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" আমিও বলি "তথাস্তু"। যদিও আমার বিশ্বাস যে, তিনি যতগুলি প্রমাণ ও যুক্তি দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক রীতিবিরুদ্ধ। 'শূদ্রপদ্ধতি'র লিপিকাল লেখা আছে,—"স° ১৪৪২ শাকে", উনি সেটিকে সংবৎ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; এটি যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ, তাহা বলিয়া ত মনে হয় না। আর তিন চারি জায়গায় এইরূপ সং—শক পাইয়াছি, সে সকল জায়গায় শকই ধরিয়া লইতে হইয়াছে, তাহাতে চারি দিক্ সামঞ্জস্যও হইয়াছে; কিন্তু সেটাও ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতি নহে। ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলিলে উহার উপর নির্ভরই করিতে নাই। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। কারণ, তিনি সংবৎ ধরিয়া ১৪৪২—৫৭ করিয়া, ১৩৮৫ খৃঃঅঃ পাইয়াছেন এবং সেইটিই তাঁহার হিসাবের মূল ভিত্তি হইয়াছে। কারণ, তিনি বলিতেছেন,—"১৩৮৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৪৯৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর।" এখন খৃঃ ১৩৮৫ই যে অসিদ্ধ হইয়া যায়। উহার মূল যে সং ১৪৪২, সে যদি শক হইয়া যায়, তাহা হইলে ১৪৪২+৭৮=১৫২০ খৃঃ অঃ হইয়া গেল।

আর ১৪৪২ যে সংবৎ নহে—শক, আর, ডি মহাশয় একটু প্রণিধান করিলেই সেটা দেখিতে পারিতেন। যেখানে ঐ অঙ্কটি আছে, তাহার পরপরই স্পষ্ট করিয়া বলা আছে,

২ ৪ ৪ ১
"শাকে যুগ্মসরোজসম্ভবমুখাম্ভোরাশিচন্দ্রান্বিতে।" এখানে শাকই আছে।

প্রমাণ ও যুক্তিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার

সিদ্ধান্তে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তিনি অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্কগুলি পরীক্ষা করেন নাই। সেগুলি পরীক্ষা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, '৩' এই সংখ্যাস্থানে 'ঙ' লেখা ১৩৬০ খৃঃ অব্দের পরে আর দেখা যায় নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিতে কিন্তু সকল জায়গাতেই '৩' এই সংখ্যার স্থানে 'ঙ' আছে; সুতরাং উহা খৃঃ ১৩৬০ বা তাহারও পূর্ব্বে লিখিত হইবে। শুদ্ধ যে "৩" স্থানে "ঙ" আছে, তাহা নহে। "৫" স্থানে " ৬ " লেখাও খুব প্রাচীন।

যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানি ১৩৬০ সালের পূর্ব্বে লেখা হইল, তাহা হইলে কি গ্রন্থকর্ত্তা চণ্ডীদাস যদুর সময়ে মরিতে পারেন? যদুর রাজত্বকাল খ্রীঃ ১৪১৪ হইতে খ্রীঃ ১৪৩১ পর্য্যন্ত। পুঁথি লেখার ৫৪ বৎসর পরে যদুর রাজত্বকাল আরম্ভ হইল, তাহা হইলে গ্রন্থ রচনার কত পরে? অতএব এ চণ্ডীদাস যদুর সময়ে হইতেই পারে না।

যদি বল, চণ্ডীদাসের এই মৃত্যু গণেশ ও যদুর অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল—গণেশের পূর্ব্বে ইলিয়স্ সাহিরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। এই বংশে পাঁচ জন রাজার নাম পাওয়া যায়,—

১।	সামসুদ্দিন ইলিয়স সাহ—	১৩৪৫—১৩৫৮
২।	সেকেন্দর সাহ—	১৩৫৮—১৩৮৯
৩।	গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ—	১৩৮৯—১৩৯৬
৪।	সহিফুদ্দিন হামজা সাহ—	১৩৯৬—১৪০৬
৫।	সামসুদ্দিন দ্বিতীয়—	১৪০৬—১৪০৯

ইঁহাদের কাহারও সময়ে চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণকীর্ত্তন বা সহজিয়া গান গাইবার জন্য গৌড়ে যাইবেন, এমন ত বোধ হয় না। তবে সে-কালকার মুসলমান সুলতানেরা অনেক সময় হিন্দুদিগের উৎসবে যোগ দিতেন এবং হিন্দু কলাবতদের উৎসাহ দিতেন। সেই জন্য হয় ত গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া চণ্ডীদাস প্রাণ হারাইয়াছিলেন। অথবা বলিতে হয় যে, নূতন আবিষ্কৃত পদগুলি অনেক পরে কেহ রচনা করে, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে।

আর এক উপায়ে এই সন্দেহ দূর করা যাইতে পারে—অর্থাৎ যদি আমরা একাধিক চণ্ডীদাস মানিয়া লই, তবে এই সমস্যার কতকটা মীমাংসা হইতে পারে। বসন্তবাবু বলেন, চণ্ডীদাসের পদাবলীর দুইটি গানের ভণিতায় "আদিচণ্ডীদাস" এই শব্দ আছে। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃঃ ৭৮৬ ও ৮১৫,—

আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান।
মৃত উঠাইল জানিল যান॥

পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিশেষ কয়॥

গান দুইটিই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা, গুরুমুখী ভিন্ন অর্থগ্রহ হয় না। তবে কি একজন চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তনের গ্রন্থকর্ত্তা, পদকর্ত্তা আর এক চণ্ডীদাস? দুই জনেই বাশুলির ভক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রামীর নামও নাই, নায়ুরের নামও নাই। বাশুলি যখন মঙ্গলচণ্ডী, তখন 'চণ্ডীদাস' শব্দেরও মানে বুঝা গেল। বাশুলি চণ্ডীর যাঁহারাই দাস, তাঁহারাই হইলেন চণ্ডীদাস। তাঁহারা সহজিয়া ছিলেন, অন্য সহজিয়াদের মত গান করিয়া বেড়াইতেন, সঙ্গে যোগিনীও থাকিত।

অন্ততঃ দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে, প্রথম চণ্ডীদাস জয়দেবের মত বৈষ্ণব হইয়া গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছেন; আর একজন বৈষ্ণব হয়েন নাই; কখনও তিনি খাঁটি সহজিয়া গান গাহিতেন, কখনও বা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া সহজিয়ার গান গাহিতেন। সম্ভবতঃ ইঁহারই মৃত্যু গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে হইয়াছিল।

এ বিষয়ে একটু প্রমাণ আছে। একটি পদ কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে, পদাবলীতেও আছে। কিন্তু পদাবলীর পদটি ভাষা সম্বন্ধে আধুনিক। যেন পুরান পদ দেখিয়া, আধুনিক ভাষায় কেহ ভাঙ্গিয়া লইয়াছে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন—৩৩৪পৃঃ।	পদাবলী—১০১পৃঃ।
দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।	প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥০ ইত্যাদি	বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে চুম্ব দিয়া বদন উপরে ॥ ইত্যাদি

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা শব্দ*

শব্দের বিবর্তন বুঝিতে গেলে প্রাচীন ও নবীন রূপ আবশ্যক। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থ অপরিবর্তিত পাওয়া প্রায় অসম্ভব। 'শূন্যপুরাণ' প্রাচীন ও নবীনের সমবায়। গ্রিয়র্সন সাহেবের প্রকাশিত 'মাণিকচাঁদের গান' দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মিথ্যা প্রাচীনত্ব-আরোপের সুন্দর দৃষ্টান্ত।† সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাষার বিস্তারিত বিচার উপস্থিত করা হইয়াছে। উহা যে পরিবর্তিত আকার, তাহা দেখাইয়াছি। যে 'হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা বলা যাইতে পারে কি না, এখনও জানি না।

সে যাহা হউক, পুরাতন বলিয়া দুই একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রধান বিঘ্নই উহা, মূল গ্রন্থের কিংবা বর্তমান অনুলিপির কাল জানা নাই। দেশও যে নিঃসন্দেহ জানা গিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। এখন যেমন স্থানভেদে একই শব্দ অল্পাধিক রূপান্তরিত হয়, সে কালেও নিশ্চয় হইত। সুতরাং এক স্থানের শব্দ অন্য স্থানের সহিত তুলনা করিলে অনুমানে ভুল হইবে।

এমন পুরাতন পুথী পাওয়া যাইবে কি না, কে জানে, যাহার রচনার দেশ ও কাল, একটাতেও সন্দেহ থাকিবে না। অভাবে, অন্য দুই উপায় ধরিতে হইবে। (১) তাম্রশাসন ও শিলা-লেখ। এ সকলের দেশ ও কাল প্রায়ই জানিতে পারা যায়। সংস্কৃতে লিখিত হইলেও মধ্যে মধ্যে তদ্দেশ ও তৎকাল-প্রচলিত দুই একটা বাঙ্গালা শব্দও পাওয়া যাইতে পারে। যেমন গ্রামের নাম, সীমানির্দেশে বৃক্ষাদির নাম। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধে এইরূপ নাম দুই একটা দেখিয়াছি, অনুসন্ধান করিলে কিছু কিছু পাওয়া যাইবে। (২) সংস্কৃত গ্রন্থে নিবিষ্ট বাঙ্গালা শব্দ। যেমন বৈদ্যক গ্রন্থে টীকাকারেরা কখন কখন দেশীয় নাম দ্বারা উদ্দিষ্ট দ্রব্য বুঝাইয়া থাকেন। ভাব-প্রকাশে এইরূপ হিন্দী নাম আছে। ডল্বনের 'নিবন্ধার্থসংগ্রহ' গ্রন্থে নাকি 'বেগুন', 'কুচকী', 'বাটনা', 'তরই' নাম আছে। বরাহকৃত বৃহৎসংহিতার উৎপল ভট্টের টীকায় এইরূপ দুই-চারিটা শব্দ আছে, যদিও বাঙ্গালা নহে। এইরূপ গ্রন্থের দেশ-কাল সহিত বাঙ্গালা শব্দগুলি একত্র করিতে পারিলে শব্দের বিবর্তনের

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† ইহার বিস্তারিত বিচার বসুর মহাশয়ের 'গোবিন্দচন্দ্র' গীতের মুখবন্ধে করা গিয়াছে। ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ছাপা হইবে। একটা কৌতুকের কথা দেখিতে পাই, যেহেতু গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্র চোলের (১০৬৩—১১১২) সমসাময়িক (?), এবং যেহেতু মাণিকচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের পিতা (?), সেহেতু গানটি খৃষ্টীয় দশম [?] বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল? দীনেশবাবু সাবধান হইয়া লিখিয়াছেন, "অবশ্য এ কথা বলা সঙ্গত নহে।" কিন্তু সঙ্গত না হইলে যেহেতু-সেহেতু-র প্রয়োজন আদৌ ছিল না। বাস্তবিক তাঁহার "গোবিন্দচন্দ্র গান" এক দাসন বটী।

আভাস পাওয়া যাইতে পারে। অমর-কোষাদির টীকায় 'ইতি খ্যাত' নামে প্রচলিত শব্দ দেওয়া থাকে। উপস্থিত প্রবন্ধে এইরূপ এক টীকায় প্রাপ্ত কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিতেছি।

অমর-কোষের একখানি টীকা পাইয়াছি। নাম 'টীকাসর্বস্ব'। টীকাকার 'বন্দ্যঘটীয় আর্তিহরপুত্র সর্বানন্দ'। 'বন্দ্যঘটীয়' উপাধি দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহাঁকে বাঙ্গালী অনুমান করিয়াছিলেন। 'ইতিখ্যাত' শব্দগুলি দেখিলে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিতে সন্দেহ থাকে না। ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজার আদেশে এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছে।

কেবল শব্দ পাইলে বিশেষ ফল হয় না। কাল জানা চাই। দৈবাৎ টীকার এক স্থানে টীকার কালও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম অহোরাত্রের টীকায় লিখিত হইয়াছে, 'ইদানীং ১০৮১ শকাব্দে কলিযুগের ৪২৬০ বৎসর গত হইয়াছে। শকাব্দে ৩১৭৯ যোগ করিলে কল্যব্দ হয়।' অতএব সন্দেহ নাই, এই টীকা খ্রীষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিখিত হইয়াছিল। তবে টীকাখানি সাড়ে সাত শত বছরের পুরানা।

ভাষার পক্ষে শুভ এই, টীকাখানি বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গেলে লিপিকারগণ উদ্ধৃত শব্দগুলি স্ব স্ব সময়োপযোগী করিয়া ফেলিতেন।* তাঁহারা অভ্যাসবশতঃ নিজের নিজের বানানও আনিয়া ফেলিতেন। দক্ষিণ দেশের মালয়লম অক্ষরে লিখিত পাঁচ সাতখানি পুথী দেখিয়া এই টীকা ছাপা হইয়াছে। সে দেশে বাঙ্গালা অজ্ঞাত। সুতরাং লিপিকর বাঙ্গালী হইলে পরিবর্তনের যে শঙ্কা থাকিত, তাহা নাই। কিন্তু অশুভ এই, লিপিকর না জানিয়া না বুঝিয়া এক এক শব্দের বর্ণান্তর এমন করিয়াছেন যে, শব্দটি বুঝিয়া উঠা কঠিন। যেমন, সং ত্রোটি শব্দে এক পুথীতে খোং-ট আছে। ভাগ্যে অন্য পুথীতে খো-ট আছে, তাহাতে বুঝিতেছি, কোন্‌টা অভিপ্রেত। তবে সুখের বিষয়, 'সংস্কৃতগ্রন্থ-প্রকাশনকার্যাধ্যক্ষ' গণপতি শাস্ত্রী মুদ্রিত গ্রন্থের সংশোধক। দক্ষিণদেশের সংশোধক গ্রন্থপ্রকাশে যে যত্ন করেন, বঙ্গদেশে তাহা প্রায় দুর্লভ। টীকার প্রশংসা, কিংবা মুদ্রণ-পরিপাটির প্রশংসা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সংশোধকের বিচক্ষণতার প্রশংসা না করিয়া পারি না। টীকাতে প্রায় দুই শত বাঙ্গালা শব্দ আছে। মালয়লম ভাষাতে লিখিত পুথীর বিভিন্ন পাঠ সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই ঠিক পাঠ বাছিয়া লইতে পারিয়াছেন।

অমর-কোষের সকল বর্গের টীকায় বাঙ্গালা 'খ্যাত' শব্দ নাই। কারণ, যে সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দ তখন চলিত ছিল, এখনও আছে। পাতালবর্গ, সিংহাদিবর্গ, বনৌষধিবর্গ, এবং

---

* টীকাতে 'সিঙ্গল' শব্দের শুকুটি বা জোনা মাছ অর্থে লিখিত আছে, "যত্র বঙ্গালবড়চারাণাং প্রীতিঃ" যাহাতে বঙ্গল (বাঙ্গাল) নীচ জনের প্রীতি। 'বড়চার' শব্দ সং কোষে পাই না, বচার আছে। সে যাহা হউক, আট শত বৎসর পূর্বে 'বঙ্গল' শব্দ চলিত ছিল। বঙ্গল+আ=বঙ্গলা (ভাষা)।

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রবর্গ, এই কয় বর্গের টীকায় স্থানে স্থানে বঙ্গদেশ-খ্যাত শব্দ আছে। অর্থাৎ যে সকল শব্দ সাধারণের—বিশেষতঃ শূদ্রাদি ইতর জনের মুখে মুখে চলিতেছিল, সে সকল শব্দের কতক রূপান্তরিত হইয়াছিল, কতক সংস্কৃত-ভব না হইয়া "দেশী" বা অনার্য ছিল। কতকগুলি শব্দ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্বকালের ক্ষত্রিয় নাই, যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই; শব্দও নাই। কতকগুলি সংস্কৃত-ভব শব্দ "সংস্কৃত" হইয়া গিয়াছে, সর্বানন্দ "ইতি খ্যাত" না লিখিয়া স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত বিভক্তি যোগ করিয়া গিয়াছেন। কতকগুলি শব্দের অর্থ-গ্রহ সংস্কৃতে কঠিন, উদ্ধৃত বাঙ্গালা শব্দেও কঠিন।

এখানে কতকগুলি সূত্রে শব্দ নিবদ্ধ করি। দ্রষ্টব্য, সংস্কৃত মূল হইতে সর্বানন্দী রূপ আনিবার চেষ্টা না করিয়া অর্থবোধ নিমিত্ত প্রথমে সংস্কৃত শব্দ, পরে সর্বানন্দী রূপ, এবং শেষে আধুনিক বাঙ্গালা শব্দ বসাইলাম। সে কালে চলিত বানানে আধুনিক কৃত্রিমতা না আসিবার কথা। অর্থাৎ বোধ হয়, শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করা হইত। কারণ, সে কালে বাঙ্গালা লেখাপড়া স্বাভাবিক ছিল, দশ জনের মুখ চাহিয়া লিখিতে হইত না।

১। পদান্তের অ গ্রস্ত হইত না। ইহার প্রমাণ দুইটা আছে। (১) শব্দের পরস্থিত 'ইতি খ্যাতে' পদের 'ইতি'র সহিত সন্ধি দেখিয়া। যথা, "কর্ণধারদ্বয়ং কর্ণহার ইতি খ্যাতে।" কর্ণহার না হইয়া কর্ণহার্ উচ্চারণ হইলে 'কর্ণহারিতি' হইত। এইরূপ, "শৃঙ্খলত্রয়ং সিকল্লেতি খ্যাতে," (ল্ল বোধ হয় মালয়লম ভাষার চিহ্ন), "কারাদ্বয়ং কাহরেতি খ্যাতে" (হ আগম)। স্থানে স্থানে সন্ধি করা হয় নাই। (২) পদান্ত অ গ্রস্ত হইলে পূর্বস্থিত স্বর দীর্ঘ হইবার কথা, কিন্তু বানানে দীর্ঘ নাই। যথা, "পৃথুকদ্বয়ং চিড ইতি খ্যাতে।" আমরা বলি চিড়া। অন্যত্র আছে, 'চিডউ'। অকারান্ত জানাইবার অভিপ্রায়ে 'খোপ্য' 'সিজ্য' শব্দে য-ফলা-যুক্ত করা হইয়া থাকিবে। উচ্চারণ অবশ্য খোপ, সিজ্জ নহে। ইহার সহিত পুরানা বানান 'হল্য' (হইল), 'পাল্য' (পাইল) তুলনা করা যাইতে পারে। আর এক কথা। 'তিণ,' 'ত্রীষণ' প্রভৃতি শব্দের ণ, অকারান্ত উচ্চারিত না হইলে ন হইয়া পড়ে।

২। শ কি স উচ্চারণ ছিল, তাহা বুঝিবার তেমন উপজীব্য নাই। তথাপি বোধ হয়, স উচ্চারণ অধিক ছিল।* যথা,—

সং	সর্বানন্দী	আধুনিক
শাল্মলীবেষ্ট	সম্বলিআঠ	শিমুলআঠা
লশুন	রসাউণ	রসুন
শৃঙ্খল	সিকল	শিকল

* উড়িয়া উচ্চারণ এবং 'শূন্যপুরাণে'র বানান স্মরণ করিলে পূর্ব কালে স-কারের আধিক্য ছিল মনে হয়। শি-ক্ষি-তে, যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে, শ-কার করিতেন। সা-ড়ি, সিঁ-দূ্‌রী, সি-ল্‌হেট (শ্রীহট্ট) প্রভৃতি অনেক শব্দের বানানের স আকস্মিক নহে। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন, রাঢ়ে বহ বহ লোকে অদ্যাপি শ স্থানে এমন স বলে, যাহা প্রায় হ-কার।

৩। বানান দেখিয়া মনে হয়, ব য এর উচ্চারণ পার্থক্য ছিল। কিন্তু সাধারণ সূত্র পাইলাম না। বোধ হয়, মালয়লম ভাষা হইতে বানান পার্থক্য ঘটে নাই। যথা,—

(ক)	সং	সর্বানন্দী	আধুনিক
	বারিপর্ণ	বাস্থী	পানা
	বাসগৃহ	বাসঘর	বাসর
	পারিভদ্র	পারিবিদ	পালিটা
	নবমালিকা	নেবালি	নেআলি
(খ)	বন্ধূক	বান্ধুলি	বাঁধুলি
	ব্রাহ্মণযষ্টিকা	বাম্ভণিআঠি	বামনহাটি
	(কেয়ূর)	বাহুখণ্ড	বাউটি

৪। ট-বর্গে সংযুক্ত ণ ব্যতীত অসংযুক্ত ণ ছিল। নিশ্চয়ই উচ্চারণ-পার্থক্য ছিল বলিয়া ন লেখা হয় নাই। যথা,—

জ্যোতিরিঙ্গণ	জ্যোলঙ্গণ	জোনাকি
তৃণ	তিণ	তিনু
বীরণ	বীরণ	বেনা
লশুন	রসাউণ	রসুন
মরুবক	মণহল	মরুআ
সোভঞ্জন	সোহণ	শজিনা

৫। ড ঢ ব অবশ্য ছিল। ড় ঢ় য় হয় নাই বলিয়া অনুমান হয়।

৬। ন স্থানে গ্রাম্য ল হইতেছিল (সর্বানন্দ কি রাঢ়ের লোক ?)। যথা,—

পীনস	পলিস	পীনাস
পোতাধান	পোহাল	পোনা
কর্ণিকার	কলিআর	(কনিআর)
অম্লান (পুষ্প)	আবিয়াল	অম্লান
(পূতিকরঞ্জ)	লাটাকরঞ্জ	নাটাকরঞ্জ
(নক্ত+করঞ্জ)		

৭। আদ্য অ-কার স্থানে র আগম, অ স্থানে হ। (সর্বানন্দের নিবাস মুর্শিদাবাদ বা নদীয়া ছিল ?)

কুষ্ঠ (ঔষধি)	রুণ্ড	কুট
অরিষ্ট	হরিঠ	রিঠা
কদম্ব	কদম্ব	কদম

৮। সংস্কৃত শব্দের অ স্থানে আ হয় নাই। যথা,—

অঙ্কোট	অকোত্ত	আঁকোড়.
অসন (বৃক্ষ)	অসন	আসন

৯। বরং আ স্থানে অ হইত (তু° ওড়িয়া ভাষা)। যথা,—

প্রাকার	পগা(র)	পগার
আম্রাতক	অম্বাড	আমড়া
কারবেল্ল	করবেল	করেলা
হারীত (পক্ষী)	হরিআল	হড়িআল

১০। সংযুক্ত ব্যঞ্জন পরে থাকিলে পূর্ব অ, বর্তমান রীতির মতন, আ হইত। যথা,—

বল্বজা (তৃণ)	বাব	বাবই
গর্দভাণ্ড	গাদ্দউণ্ড.	—
বন্ধূ *	বাধুলি	বাঁধুলি
বর্তক (পক্ষী)	বাটহি	বটের

১১। সংস্কৃত শব্দের ত দ স্থানে ট ড, এবং ড ল স্থানে র। যথা,—

বর্তক	বাটহি	বটের
দ্রোণকাক	ডাঢকাক	দাঁড়কাগ
বিভীতক	বহেডি	বহেড়া
বাত (মৃগ	বাবট (হরিণ)	বাঅটিয়া
রোহিতক	রোহড	রোড়া, রোহন
কুরর	কুরল	কুরল
দাত্যূহ	ডাউক	ডাহুক
জড়ুল	জকড	জড়ুল
তিন্তিড়ী	তিন্তিলী	তেঁতুল
তুম্বরিকা	টুম্বরি	টুম্বুর

১২। শব্দশেষে ইআ, উআ হইত। যথা,—

(ব্যালগ্রাহী)	বাদিয়া	বাদিয়া, বেদে
বাতুলাহি	বাদুআ	বেটেলী (?)
জহু (জল)	জহুআ	জহুআ, ঢেঁকল
লাঙ্গলী (লতা)	লাঙ্গলিআ	লাঙ্গলিআ, লাঙ্গল্যো
মধূক	মহুআ	মহুআ

* এখানে উ ব্রাত্য। উচ্চারণ অনুসারে বানানের প্রমাণ।

১৩। কতকগুলি শব্দ ইদানী পূর্বরূপ ত্যাগ করিয়া সংস্কৃতের নিকটবর্তী হইয়াছে। যথা,—

উলূপী (শিশুক)	উণ্ডুয়াল	শিশুক
শাল্মলীবেষ্ট	সভ্যলিআঙ	শিমুল আঠা
চটক	গমড	চড়ুই
কুশাল্মলি	কাঁসিমহু	কা-শিমুলা
মাধবী	অন্তঙ্গ	মাধবী
অম্ললোণিকা	রিরোলি	আমরুল
কদম্ব	হুম্ফল	কদম
ঘাটা	ঘাট্ট	ঘাটা
(ক্লোম)	ফফুস	ফুস্ফুস
ঝাবুক	ঝাবুল	ঝাউ
ঘণ্টাপাটলি	ঝারলি	ঘণ্টাপারুল

১৪। কতকগুলি শব্দ অপ্রচলিত বা লুপ্ত হইয়াছে। যথা,—

(পার্ষ্ণি)	গড্ডির*	গোড়ালি
(শ্মশ্রু) (চুল)	চোড	দাড়ি
উপধান	গণ্ড	?
দংশী	কুজ্জি	ডাঁশ
অলিন্দ	ঝিনি	—
(সোপান)	থকুথড়ি	পইঠা
বৃশ্চিক	গুআউণ্ড	বিছা (কাঁকড়া-)
	(উৰ্দ্ধ-শূক ?)	
তোত্র	কনাল	?
আলান	বাখোড	? —
সজ্জনা	সামনী	?
কলকমুষ্টি	মাণ্ড	মুঠা

১৫। অনেকগুলি আধুনিকের পূর্বরূপ। যথা,—

(কবরী)	খোপ্যক (খোপ্য ?)	খোঁপা
(ক্ষুৎ)	ভাঞ্জি	হাঁচি
কম্বু	খম্বু	খউস, খোস
(কাকপক্ষ)	খোটাচুড	খোড়াচুল

* সং গো-হি-র হইতে ? তুং গো-ড়, গোড়া।

তালপত্র	তাড়ঙ্ক	তাড়, তাড়ঙ্ক
অষ্ঠীবৎ	অণ্ঠু	আঁঠু
(নেত্রমল)	পিচ্ছোড়ি	পিঁচড়া
স্নায়ু	নহয়	?
বিস্ফোট	স্ফোটা	ফোড়া
শীর্ষক	টোপর	টোপর
(দুকূল)	মল্ল	মলমল
(সম্পুট)	ফক্কগ	ফক্কআ, ফেরো
পণ (দ্যুতে)	আঢ	আড়ি
(কিঙ্কিণী)	ঘাঘরী	ঘুজ্ঘুর
ঝিষ্টি	বেঠ	বেঠি, বেঠ
*রথ্যা	লাচ্ছ	লাছ, নাছ (দুয়ার)
ছদি	চাল	চাল
বল্মীক	ওহালি	অইল, ওলি
পণ্য-বিথীকা	পোট্টালী	পট্টী, পটী
প্রান্তর	পোল্লবাট	দুরপাল্লা ?
শর্করা	ঝিকর	?
কুতু, কুতুপ	কুড়ুয়া	কুপা
চিপিটক	চিড	চিড়া
পেটক	পেডা	পেড়া
বিহঙ্গিকা	বাহঙ্কা	বাহঙ্গী, বাঙ্গী
(শূর্প)	কুল্লক	কুলা
(সূত্রে)	ধোতচ্ছট	ধুচনী
অলঞ্জর	জাড্ডি	জালা
শৃঙ্খল	সিঙ্কল, সিকল	শিকল
শল্য	শেল্ল	শেল
সংক্রম	সকাম	সাঁকো
তুণ্ডুক	ডোঢ	ঢোঁড়া
(পাঠীন)	বদালী	বোয়াল
ভেক	বেঙ্গ	বেং
(বালমূষিকা)	লিঙ্গলী	নেংটেইঁদুর

* শ-কারে য-ফলার যোগ থাকিত, যেমন শ্যতে। তু° শ-ল্যা—শে-ল।

বরটা	বরলা	বল্‌তা
(শতপদী)	কানাজুঞ্ঝি	কানাঝিঞা (কিন্তু পিপিড়া
দম্য	দাম্বোড়া	দামড়া
কক্ষ্যা.	কচ্ছ	কাছি
তূণ	তোণ	টোন
(স্থাণু)	মুণ্ড	মুঁড়া গাছ
(শাখা)	ডাল	ডাল
শিফা	শিফড	শিকড়
সপ্তপর্ণ	চাতিপন্ন	ছাতিন্
বিকঙ্কত	বহেঞ্চি	বঁইচি
(তিন্দুক)	কেন্দু	কেঁদ
কণ্টকিফল	কণ্টভাল	কাঁঠাল
সিন্দুবার	নিস্নুন্দার	নিসিন্দা
মুহী	সিজ্য	সিজ
বাট্যালক	বালিআড	বেড়েলা
(নাগবলা)	গোরক্ষচাউল	গোরক্ষচাউল
স্পৃক্কা	পিডাক	পিড়িং
(তাম্বুল)	পণ	পান
বার্তাকী	বাত্তিঙ্গণ	বেগুন
কোকিলাক্ষ	কোইলখা	কুলেখাড়া
(সূরণ)	ওল্ল	ওল

ইত্যাদি।

কয়েকটি নাম সর্বানন্দ যেন ভুল করিয়াছেন। যেমন, ইন্দুরী—পুত্তাজিআ। কতকগুলি শব্দ পরবর্তী সং কোষে স্থান পাইয়াছে। যেমন, সং নক্ত, সর্বানন্দী লাট্টা, মেদিনীতে লট্টা ইত্যাদি। কিন্তু সে অনেক কথা।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ

আমরা অনেক দিন হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। এ দেশে প্রচলিত সংস্কৃত কোষ ও বৈদ্যক গ্রন্থ প্রভৃতির টীকাতে বহু শব্দের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। ত্রিবন্দ্র সংস্কৃত গ্রন্থমালার (Trivandrum Sanskrit Series) ৩৮ সংখ্যক পুস্তক অমর-কোষের এক অভিনব সটীক সংস্করণ। প্রাচীন সাহিত্য-সেবীদের কিঞ্চিৎ উপকারে আসিতেও পারে ভাবিয়া উহা হইতে নিম্নে ঐরূপ কতিপয় শব্দ সঙ্কলিত হইল। গ্রন্থ-সম্পাদক, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী। টীকার নাম 'টীকাসর্বস্ব'। রচয়িতা, বন্দ্যঘটীয় আর্তিহরপুত্র শ্রীমৎ সর্বানন্দ।

অথ টীকাসর্বস্বং দশটীকাবিৎ করোত্যমরকোশে।
শ্রীমৎসর্বানন্দো বন্দ্যঘটীয়ার্তিহরপুত্রঃ॥

তিনি বাঙ্গালী, একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং তাঁহার প্রতিভা অনন্য-সাধারণ। দশখানা টীকা থাকিতে সর্বানন্দ আর একখানা লেখা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। ইহাতেও টীকা-সর্বস্বের উপাদেয়ত্ব কতকটা প্রতিপন্ন হয়। অপর, সার্দ্ধশতাধিক গ্রন্থ মন্থন করিয়া উদাহরণাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

শকাব্দার ১০৮১ বর্ষে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১১৫৯ শকে টীকাখানি রচিত হয়। 'দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রাহ্মঃ' (কালবর্গ, শ্লোক ২১) এর টীকায় লিখিত হইয়াছে,—'ইদানীং চৈকাশীতিবর্ষাধিক-সহস্রৈকপর্যন্তেন (১০৮১) শকাব্দকালেন ষষ্টিবর্ষাধিকদ্বিচত্বারিংশচ্ছতানি (৪২৬০) কলি-সন্ধ্যায়া ভূতানি'।

কিঞ্চিদধিক তিন শত শব্দ। প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালার নিদর্শন হিসাবে সাধারণ পাঠকের কাছে কৌতুককর হইতে পারে।

অঙ্কোড়—অঙ্কোঠ। আঁকোড়। Alangium.

অড্ড—দ্যূতাদিষু হঠে অড্ড ইতি খ্যাতে। পণব অড্ড' হইতে হোড়' হওয়া সম্ভব। চৈতন্য-চরিতামৃতে,—

মর্য্যাদা-বাধা রাধাপ্রেম দৌহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌহে কেহ নাহি হারি॥

আদি°, ৪র্থ অ°।

পশ্চিম-রাঢ়ে 'বাজি রাখা' অর্থে 'হোড় রাখা' শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দীতেও ঐ অর্থে 'হোড়' শব্দ প্রযুক্ত হয়। জুয়া প্রভৃতিতে অত্যন্ত আসক্তি হেতু বোধ হয় 'গোআলা হোড়' হইয়াছে।

অণ্ড—অষ্ঠীবৎ, আঁঠু, হাঁটু।

অতর—অতিমুক্তা, মাধবীলতা।

অন্দোল—আন্দোলক। হি° হিংডোলা, ম° হিঁদোল্কা।

অবাড়—আম্রাতক। আমড়া। কু° কী°'এ আবড়া।

অয়ড়—প্রপাতত্রয়ং অয়ড় ইতি খ্যাতে। A precipice. পশ্চিমরাঢ়ে 'নদীর আকড়া'।

অলাধ—অলগর্দ্দদ্বয়ং অলাধেতি খ্যাতে। জলকেয়ুটিয়া ইতি ভরতঃ।

অবল্গুচ—অবল্গুজ, সোমরাজী।

আড়—অক্ষেষু দ্যূতেষু আড় ইতি খ্যাতে গ্রহঃ। আড়, আড়া-আড়ী ও আড়ী শব্দ মূলতঃ এক মনে হয়।

[আভোল- গর্ভাশয়চতুষ্কং যেন বেষ্টিতা গর্ভস্তিষ্ঠতি তত্র, আবলাখ্যো (আভোল ইতি ভরতঃ।)]

আমিরাল (পুষ্প)—অম্লানদ্বয়ং আমিরাল ইতি খ্যাতে। আমিলা।

আরী—উপকার্য্যাদ্বয়ং আরীতি খ্যাতায়াম্। রাজগৃহসামান্তে ইতি রায়ভরতৌ।

ইনী—অতসী। তিসী।

উচ্চড়—চূড়ালত্রয়ং উচ্চড় ইতি খ্যাতে। তৃণভেদ। চেচুড়া।

উণ্ডুবাল, উড়ুবাড়—উলূপীদ্বয়ং উণ্ডুবালাখ্যে। (অতিচক্কলে মৎস্যবিশেষে)।

উপলণী—উদ্বর্তন।

এড়চী—প্রপুন্নাটষট্কমেড়চ্যাম্। [হেলাচীতি কেচিৎ]। চাকুন্দা।

এণশৃঙ্গী—অজশৃঙ্গাদ্বয়মেণশৃঙ্গীতি খ্যাতায়াম্। কাঁকড়াসিঙ্গা।

ওড়ী—নীবার। উড়ীধান্য। প্রা° উড়িদ।

ওরাস (ওসার ?)—পরিণাহদ্বয়ং বিস্তারে। বস্ত্রবিষয়ে দ্বয়ম্ ওরাস ইতি খ্যাতে।

ওলভ—অভূষ। Food half dressed.

ওল্ল—অর্শোঘ্নত্রয়মোল্ল ইতি খ্যাতে। [ওষধ্ধ পূরণঃ কন্দ ইতি কোষান্তরম্]।

ওহালী—বলীকত্রয়ং ওহালীতি খ্যাতায়াম্। The edge of a thatch.

কচ্ছরজ্জ—চূষাত্রয়ং কক্ষ্যা চর্ম্মরজ্জৌ। কাছি।

কড়কচ—সমুদ্রবেলাভবে কড়কচেতি খ্যাতে লবণে অক্ষীবদ্বয়ম্।

কণ্টভাল—কণ্টকিফল। কাঁঠাল। মাগধী • কণ্টঅহাল; হি° কটহল, কামতা-বিহারী ভাষায় কাঠোআল। কু° কী°এ কণ্ঠোআল।

কনাল—তোত্র। হস্তিতাড়নার্থ লোহমুখ দণ্ড।

কয়র—ক্রকর। কয়ের।

করন্দ—করমর্দ।

কররেল—কারবেল্ল। করলা।

কররত—করপত্র। করাত।

কর্ণহার—কর্ণধারদ্বয়ং কর্ণহার ইতি খ্যাতে। চর্য্যাপদে কণ্নহার ; কৃ' কী''এ কাণ্ডার, কাণ্ডারী ; শূ' পু'এ কাণ্ডার ; পদ্মাবতিতে কনহার ; তুলসীদাসে কুনহার ; বিগ্না''তে কন্নহার।

কলি—কলিকা। প্রা' কলিআ।

কলিআর—ক্রমোৎপলত্রয়ং কলিআর ইতি খ্যাতে। কর্ণিকার।

কৰী—কবিকা। কড়িআলি, লাগাম।

কাকজিহ্বী—কাকাদ্দীদ্বয়ং কাকজিহ্বীতি ইতি খ্যাতে। (Lee hirta).

কাকমাৰ্য়ী—কাকমাচীদ্বয়ং কাকমাৰ্য়ীতি খ্যাতায়াম্। An esculent vegetable, (Solanum Indicum).

কাঙ্ক—কঙ্কতী (অমরমালা)। প্রসাধনী। কাঁকুই।

কাঙ্করেটু—কর্করেটু। কর্কটিআ বা কর্কটা।

কাঙ্কদ—লাঙ্গলীচতুষ্কং কাঙ্কদ ইতি খ্যাতে। কাঁচড়া।

[কাঞ্চী—কাকচিঞ্চীত্রয়ং কাঞ্চী ইতি রায়ঃ। কুঁচি ইতি ভরতঃ।]

কাঠাইড়া—মকুষ্ঠকত্রয়মৃষিমুদ্দো কাঠাইড়া ইতি খ্যাতে।

কাঠ্ঠোক—শতপত্র। কাঠঠোকরা।

কানাজুরী, কানাজুঞ্জী—কর্ণজলোকাদ্বয়ং কানাজুরীতি খ্যাতায়াম্।

কাফল—কটফল।

কামণ—কম্বু। কামনী দানা।

কাম্ব—কাদম্ব, কলহংস।

কালজ, কালেজ—কালখণ্ডদ্বয়মুদরদক্ষিণপার্শ্বস্থে কালজেতি খ্যাতে। কালজং কালখণ্ডম্ ইতি রভসঃ। কলিজা বা কলেজা।

কালিআ—কালীয়ক, (পীতকাষ্ঠে গন্ধদ্রব্যে)।

কাশি—কাশীতি খ্যাতে নেত্রান্তে নির্দ্ধাণম্।

কাসিম্বহ—কুষ্মাঙ্গলি। কাসমর্দ্দা।

কাসী—কর্ত্তরী। কাঁচী।

কাহর—কারা, বন্ধনালয়।

কিঙ্কোহি—মহীলতা। কেঁচুয়া। মাগধী কিংচলএ ; হিং কেঁচুয়া।

কিন্দরা—কিন্নরা। কেঁদরা।

কুঞ্চী—বংশী। কুষ্ঠ ডাঁশ।

কুটিজ, কুটিচ—কুটজচতুষ্কং কুটিজ ইতি খ্যাতে। কুড়চি।

কুড়ুআ—কুক্কুভচর্ম্মণঃ স্নেহপাত্রে কুড়ুআ ইতি খ্যাতে কুতুঃ। কৃ' কী''এ কুড়ুআ।

কুন্দক—শালক্যাচতুষ্কং কুন্দক ইতি খ্যাতে সুগন্ধিদ্রব্যে।

কুম্প—কুণি, ('কুপাণিঃ কুণিরি'তি নৈরুক্তাঃ)। কোঁপা বা বোঁগা।

কুরল—কুরর। কুরুলিয়া।

কুল—প্রস্ফোটন। কুলা।

[কেউটিআ—অলগর্দ্দস্তয়ং জল-কেউটিয়া ইতি ভরতঃ]

কেন্দুবৃক্ষ—তিন্দুক। কেঁদগাছ।

[কেরুআল—অরিত্রস্তয়ং কেরুয়াল ইতি ভরতঃ।]

কোইলথা—কোকিলাক্ষ। কুলিয়াখারা ইতি ভরতঃ। কুলেখাড়া।

কোট্টাডম্বর—কাকোদুম্বরিকাচতুষ্কং কোট্টাডম্বর ইতি খ্যাতে।

কোড়ণা—কোটিশ, (লোষ্টভঞ্জসাধনে মুদ্গরে)। তাহা হইতে কোড়ল।

কোণ্ড—কোযষ্টিক। কোড়া। Lapwing, (Vanellus cristatus).

কোচ্ছগোমী—খলপূ, (সম্মার্জনকারিণি বা খলাদিমার্জনকারিণি)।

কোসুম্ভ—কুসুম্ভ।

খইরী—খদিরী। লাজালু।

খড়কা—পক্ষদ্বারস্তয়ং খড়কীতি খ্যাতে দ্বারে। খিড়কী। প্রা° খড়কা, খড়ক্কিআ।

খড়খড়ী—আরোহণস্তয়ং খড়খড়ীতি খ্যাতায়াম্। সোপান। তাহা হইতে 'পাখা-খড়খড়ী'।

খসু—কচ্ছূ। খোস। অপ° প্রা° খজ্জুড়িঅ; হি° খুজলী।

খাল—লস্তক, (ধনুষো মধ্যং)।

খিরিস—কথিতক্ষীরবিকারে খিরিস ইতি খ্যাতে। কূর্চিকা। খীরসা।

খোট (খোট ?)—ত্রোটি। ঠোঁট।

খোড়িআ শাক—তণ্ডুলীস্তয়ং খোড়িআ শাক ইতি খ্যাতে। খুদে নটিআ, খেটে শাক।

খোপ্যাক—কবরী। ক্ব° কী°'এ খোপা, খোম্পা, খোঁপা।

খ্যাবী, খ্যাবি—খেয়স্তয়ং খ্যাবীতি খ্যাতায়াম্। (গড়)-খাই।

গড়িয়—গুল্ফয়োরধো গড়িয় ইতি খ্যাতে। পাঞ্চি। গোড়ালি। অপ° প্রা° গরড়; প্রা° গমড়ে; স° গম lit. going; foot, leg.

গড়ুক—গড়ুক। গড়ুই।

গণ্ডু—গণ্ডুক। গেঁড়।

গবড়—চটক।

গলাস্তুগুী, (গলকণ্ঠিকা)—অধোজিহ্বিকা। আলজিব্।

গাড়খেড়, গন্ধখেড় (?)—মালাতৃণকস্তয়ং গাড়খেড় ইতি খ্যাতে ইক্ষুতৃণসমানে। গন্ধখড়।

গান্ধউণ্ড—গর্দভাণ্ডপঞ্চকং গান্ধউণ্ড ইতি খ্যাতে। গান্ধাসুআ।

গুত্তি—রথগুপ্তি, (শত্রুশস্ত্রাদেরাত্মরক্ষার্থং রথাবরণে)।

[গোমুক, কুম্ভাড়ুয়া—গোড়ুয়া, গোতুম্বী।]

গোরক্ষকর্কটী—বিশালা। রাখালসসা।

গোরক্ষচাউল—গাঙ্গেরুকী। গোরক্ষচাউল্যা।

গোণ্ডনাভি—বৃদ্ধনাভি। গোঁড়।

[গোণী°—ইতি মহেশ্বরঃ। স্যাত। গুন, থলী।]

ঘাঘরী—কিঙ্কিণী। ঘাঘর।

ঘাট্‌ঠ, ঘাডঢ—ঘাটা। ঘাড়।

ঘিবী—মস্তিষ্কদ্বয়ং ঘিবীতি খ্যাতে। তুল° মাথার ঘী।

ঘোটাচূড়—কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচূড় ইতি খ্যাতে। ক্ষত্রিয়কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্তে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঘোড়াচুল। নাথ-সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষের নাম ছিল 'ঘোড়াচুলী'।

ঘোল—যথাক্রমং পানাম্বু ঘোলং তক্রাখ্যম্‌।

ঘোষ—খামাবর্গদ্বয়ং ঘোষ ইতি খ্যাতে।

চাতিপন্ন—সপ্তপর্ণ। ছাতিন বা ছাতিম। কৃ° কী'এ ছাতীঅন, ছাত্রিঁয়ণ। প্রা° ছত্তিবন্ন।

চাল—পটল। তুল° পরল।

চিড়, চিড়উ—পৃথুক। চিঁড়া।

চিরায়িত—কিরাততিক্ত। চিরতা।

চিল্লী—চীরী, ঝিল্লিকা। ঝিঁঝি পোকা।

চূড়াট্ট—বলভীচূড়াট্ট ইতি বস্তাখ্যা।

চোড়—শ্মশ্রু। দাড়ী।

চোরফুল্লী—চোরপুষ্পী। চোবফুলী।

[ছুট—স্যাত। চট।]

ছন্দবার—আপূপিক (পিষ্টকাদিবিক্রয়জীবী)। ছন্দ' হইতে ছাঁদা।

ছাগীবাল—জাবাল, (অজাপাল)। রাখোআল, রাখাল ও পশ্চিম-রাঢ়ের বাগাল শব্দ তুল°।

জরড়—জটুল। জড়ুল।

জাইবার্থা—যাচ্‌ঞা-প্রাপ্ত বস্তু।

জাঙ্কি বা জাঙ্গী—অলঞ্জর। জালা।

জালি বা জালী—কুষ্মাণ্ডাদিজালিকায়ামচিরোদ্ভূতায়াম্‌। তুল° লাউ-জালী, কুমড়া-জালী।

জবাক্ক—জবাক্কেতি খ্যাতে যুগঃ। জুঁআল।

জেঠি—মুসলীদ্বয়ং জেঠি ইতি খ্যাতায়াম্। জ্যেষ্ঠা স্যাদ্‌গৃহগোধিকা ইতি ঘোপালিতঃ। টিক্‌টিকী। খনার বচন ও কৃ°কী°এ।

জোঙ্গড়া—ক্ষুদ্রশঙ্খদ্বয়ং জোঙ্গড়া ইতি যত্র নীচোক্তিঃ।

জোলঙ্গণি—জ্যোতিরিঙ্গণ। জুনি-পোকা বা জোনাকী।

ঝাবুল—ঝাবুক। ঝাউ।

ঝঁপাণ—যাপ্যযান, শিবিকা। ঝাঁপান। চৌদোলে চড়িয়া সর্প-ক্রীড়াকেও ঝাঁপান বলে।

ঝারলী—ঝাটল। ঘেঁটু।

[ঝ্বারী—স্বল্প-বারিধানিকায়াং ঝারীতি খ্যাতায়ামিতি ভরতঃ।]

ঝিকর—কূর্পরাংশো ঝিকরাখ্যঃ। এই ঝিকর হইতেই 'মাথার ঝিকুর নড়া'। শর্করাশ্মরী-রোগশ্চ।

টঙ্কী—টঙ্ক। টাঙ্গী।

টুমরী—আচ্‌কীষটুকং টুমরীতি খ্যাতায়াম্। [তুবরিকাখ্যে গন্ধদ্রব্যে ঘোটরী ইতি কেচিৎ।]

টের—বলিরদ্বয়ং টেরে। টেরে বলিরকেকরৌ ইতি রভসঃ। টেরা।

টোপর—শীর্ষক। প্রা° টোপ্পর।

ডহুআ—ডহু। ডেও। কৃ° কী°এ ডৌহাকু।

ডাউক—দাত্যূহ। ডাহুক, ডাক।

ডাঢ়কাক—দ্রোণকাক। দাঁড়কাক।

ডাশ—দংশ। ডাঁশ।

ডেন্দুরী—ডিণ্ডিম। ডেঙ্গরা বা ঢেড়া।

ডৌঢ়—ডুণ্ডুভ। ঢোঁড়া।

তসলী, তসরী—তসর, সূত্র-বেষ্টন-ভেদ। তাসনী।

তাড়ঙ্ক—তালপত্র। কর্ণিকা।

তারক, তারকা—'নক্ষত্রে নেত্রমধ্যে চ তারকং তারকেতি চ' ইতি কোশান্তরম্।

তাল (ডাল ?)—শাখা। ডাল। অৰ্দ্ধমাগধী ডালা, ডালী। হি° ডার, ডার; সাঁওতালী ডেড়, ডার।

তিণ—সামান্যতৃণে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'তিন'।

তিত্তিলাবু—কটুতুম্বী। তিত লাউ। প্রা° তিত্ত এবং লাউ।

তিন্তিলী—তিন্তিড়ী। তেঁতুল। কৃ° কী°এ তেন্তলি।

তিল—তিলকত্রয়ং তিল ইতি খ্যাতে দীর্ঘপত্রে।

তেলাকোচ—তুণ্ডিকেরীকচতুষ্কং তেলাকোচ ইতি খ্যাতে। তেলাকুচা।

তেবড়ী—ত্রিবৃত্তি। তেউড়ী।

তেলাবণী—তেলাবণীতি খ্যাতায়াম্ জলৌকদ্বয়ম্। [পিষ্টকাদিপচনপাত্রে তেলানীতি খ্যাতে।] তোলো, তেলানী।

তৈলায়ূ—তৈলপায়িকা। তেলাপোকা।

তোণ—তূণ। টোণ। প্রা° তোণ।

ত্রিমণ—ত্রিমণ ইতি খ্যাতে তেমনদ্বয়ম্। মানভূম অঞ্চলে তিঙ্গন বা তিঙন।

ত্সিনাম—দুর্নামদ্বয়ং ত্সিনামেতি খ্যাতায়াম্। ঝিনুক।

থলী—ইতি মহেশ্বরঃ। স্থাত।

থোট (?)—ত্রোটি (পক্ষিতুণ্ডে)। ঠোঁট।

দশতী—দশা (বস্ত্রাবয়বে)। দশী।

দাড়ী—দংষ্ট্রিকা (দন্তায়)।

দার্বী—দর্বিত্রয়ং দার্বীতি খ্যাতায়াম্। ডাবু (রাঢ়ে চলিত; অর্থ হাতা)।

দাঘোড়া—দুষ্টবাক্যে দাঘোড়েতি খ্যাতে দম্যদ্বয়ম্। দামড়া। সাঁওতালী ডাঙ্গরা।

দেবতা—বেণীপঞ্চকং শিরীষপত্রাকারপত্রে দেবতা ইতি খ্যাতে। দেবতাড়ে থয়া তীক্ষ্ণে ত্রিষু স্যাদ্‌গর্দভে পুমান্ ইতি রভসঃ। A kind of grass, (Andopogon serratus).

দ্রগড়—ঘনেতরদ্ অঘনং দধি দ্রপ্সং (দ্রপ্সং) দ্রগড় ইতি খ্যাতম্। Thin or diluted curds.

[ধোকড়া—ইতি রায়ভরত্তৌ। স্থাত। থলিআ।]

ধৌতচ্ছট—স্যোনদ্বয়ং ধৌতচ্ছটে। সীব্যত ইতি স্যোনঃ। স্থাত। শুন-চট।

নহর, নহরু স্নায়ু।

নিজিরা—নিয়ামকদ্বয়ং গুণবৃক্ষোপরিস্থে নিজিরা ইতি খ্যাতে। A boat man, a sailor; but variously applied to one who rows, who steers, or who keeps a look-out from the masthead.

নিসুন্দার—সিন্দুবারপঞ্চকং নিসুন্দার ইতি খ্যাতে। নিসিন্দা।

নেবালী—নবমালিকা। নেআরী। ক্ল° কী°এ নেআলী, শূ° পূ°এ নিঅলি।

পগার—প্রাকারত্রয়ং বপ্রস্তোপরি ইষ্টকাদিরচিতে বেষ্টনে পগার ইতি খ্যাতে।

পটবাসপিণ্ড—পটবাসক। আবীর।

পটোলী—পটোলিকা। পোরলা।

পরস্থ—পরস্থ ইতি খ্যাতে পরশ্বঃ। অতিক্রান্তে তু পরতয়ে দিনে পরশ্বো জাত ইতি গৌণপ্রয়োগঃ।

পলিস—পীনস। পীনাস।

পাগুল—রোমন্থঃ পাগুল ইতি খ্যাতঃ। পাকুলান।

পাটি—পট্টী। পাটিলোধ।

পাণাটী—প্রাজন। পাঁচন, পাঁচন-নড়ী।

পাতানত—কড়ঙ্গরদ্বয়ং পাতানত ইতি খ্যাতে। "পাতনা, ধুসড়া, আগড়া।

পার—পার তীরকর্ম্মসমাপ্তৌ।

পারিবিদ্দ—পারিভদ্র। পালিতা মাদার।

পাল্লাভট্ট—পাদস্ফোট। তলি-ফুটা।

পাশেলী—পণ্ডরকা। পাঁজরা।

পাহুড়—প্রাভৃত। ভেট।

পিচ্ছোঢ়, পিচ্ছোড়ি—পিচ্ছোঢ় ইতি খ্যাতে দূষিকা। পিঞ্চোড়কং নেত্রমলং দূষী চ দূষিকা ইতি শব্দার্ণবঃ। পিচুটী।

পিচ্ছা—ভৃঙ্গ। ফেঁচুআ বা ফিঙ্গা।

পিড়ীক—স্পৃক্কা। পিড়িঙ্গ।

পিল—প্লবঃ পিল ইতি খ্যাতঃ। A diver or bird so called, (Pelioanus fusicollis).

প্রিয়ালক—পিয়ালশ্চ প্রিয়ালক ইতি মাধবঃ।

পিংপড়ী—পিপীলিকা পিংপড়ীতি খ্যাতা।

পীঠাবনী—পৃশ্নিপর্ণীনবকং পীঠাবনীতি খ্যাতায়াম্। পীঠালী।

পুতাজিআ—পুত্রঞ্জীব। জিআপুতা।

পুত্তলিকা—পাঞ্চলিকাদ্বয়ং পুত্তলিকেতি খ্যাতায়াম্। পুত্রিকা। পুতুল।

পুলিনব—পুনর্ণবাদ্বয়ং পুলিনব ইতি খ্যাতে। পুরুণ্ডা।

পেড়া—পেটা, মঞ্জুষা।

পোল্লবাট—দূরশূন্যঃ পোল্লবাট ইতি যত্র প্রসিদ্ধিঃ। তুল° দুরপাল্লা।

পোয়—উপোদিকা। পুঁই (শাক)।

পোহাল—পোতাধান। পোনা।

প্রতিগ্রহ—প্রতিগ্রাহ। পিক্‌দান, আইলবাটি।

ফড়িঙ্গ—পতঙ্গ।

ফফুস—তিলক ক্লোম। পশ্চিম-রাঢ়ে ফঁফস।

ফরুক—সম্পুটক। ফেরুআ?।

ফলগা—ফলক, চর্ম্ম। ঢাল।

ফোড়—বিস্ফোট। ফোড়া।

বদালী—সহস্রদংষ্ট্রদ্বয়ং বদালৌ। বোয়াল।

বহেড়ী, বহড়ী—বিভীতকচতুষ্কং বহেড়ীতি খ্যাতায়াম্। বয়ড়া। কু° কাঁএ বহড়া। প্রা° বহেড়য়।

বাতিঙ্গণ—বার্ত্তাকী। বাইগন, বেগুন।

বাদিআ, বেদিয়া—ব্যালগ্রাহিন্বয়ং ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাতে।

বাম্ভণিআঠী—ব্রাহ্মণযষ্টিকা। বামনহাটী।

বাধুলী, বন্ধুল—বন্ধুক। বাঁধুলী।

বাব—বাব ইতি খ্যাতে বল্বজাঃ। বাবই-জাতীয় তৃণভেদ।

বাহখড়, বাহখণ্ড—কেয়ূরদ্বয়ং বাহখড় ইতি খ্যাতে। বাহুঠী।

বাহুক—বিহঙ্গমাদ্বয়ং বাহুকেতি খ্যাতে। বাঁক, বাক।

বুক—বুক। বুক।

বোব্বা—অবাগ্দ্বয়ং বোব্বেতি খ্যাতে। বোবা।

ভড়িত—ভটিত্র (তেমন বিশেষে)। শিক্-কাবাবের সদৃশ।

ভাজি—কুৎত্রয়ং ভাজি ইতি খ্যাতায়াম্। হাঁচী।

ভাণ্ডা—নীবিত্রয়ং মূলধনে ভাণ্ডা ইতি খ্যাতে। পুঁজি।

ভাণ্ডী—পিঠর। হাঁড়ী।

ভাদালী—ভদ্রবল। ভাদাল।

ভাত্স—পর্য্যাহার।

ভাহুস—হাহুস দ্রষ্টব্য।

[ভালা—ভল্লাতকে ভালা ইতি রায়ভরতৌ। প্রা° ভল্লঅ।]

ভাবাড়িআ—কর্করী। করোআ।

ভাজনক—দেবল। তুল° ভুজুনে।

মউড়—মুকুট। প্রা° মউড়; সি° মোড়্।

মণ্ডলা কোডিচু—কোঠ, (মণ্ডলাকার কুষ্ঠ)।

মণহল—মদনফল। মনছাল।

মর্কটকেন্দু—কাকেন্দুচতুষ্কং মর্কটকেন্দো। মাকড়কেঁদ।

মল্ল—ক্ষৌম। মলমল্ ক্লশ তুল°।

[মসক—কুতুর্ম্মসক ইতি খ্যাতেতি ভরতঃ।]

মহুআ—মধুকপঞ্চকং মহুআ ইতি খ্যাতে। মহুআ, মউল। প্রা° মহুঅ।

মহাদ—তিন্তিড়ীক। তেঁতুল।

মাঝা—মধ্যমত্রয়ং তনুমধ্যে মাঝা ইতি খ্যাতে।

মাণ্ডু—ফলকমুষ্টি। মুঠ।

মালআ—মাঙ্গুষানদ্বয়ং মালআ ইতি খ্যাতে। A varigated snake.

মুগবনী—মুদ্গপর্ণীত্রয়ং মুগবনীতি খ্যাতায়াম্। মুগানী। A sort of kidney bean, (Phaseolus mungo).

মুণ্ড—খাপুত্রীং মুণ্ড ইতি খ্যাতে। মুড়া।

মোতিহড়—মুক্তাস্ফোটদ্বয়ং মোতিহড় ইতি খ্যাতে। শুক্তি।

যবানিকা—যন্ব্যানী। যুআন।

রসাউণ—লশুন। রশুন বা রসুন।

. রাল্লু—রল্লক (কম্বলবিশেষে)।

রুড়—ব্যাধিষট্‌কং রুড় ইতি খ্যাতে। A plant.

রোহড়—রোহিচতুষ্কং মগধদেশপ্রসিদ্ধে রোহড়তরৌ। রোহিতক।

লাঙ্গলিআ—লাঙ্গলীদ্বয়ং লাঙ্গলিআ ইতি খ্যাতে বিষে।

লাচ্ছ—রথ্যাত্রয়ং গ্রামমার্গে। লাচ্ছ ইতি যাবৎ। কেচিদ্‌দুর্গনগরদ্বারে।

লাট্টা করঞ্জ—পূতিকরঞ্জ। নাটাকরঞ্জ।

লিঙ্গলী—বালমূষিক। নেঙ্গটী ইন্দুর।

বাঙ্গ—বক্রদ্বয়ং নদ্যাদীনাং বক্রে। যত্র বাঙ্গ ইতি নীচোক্তিঃ।

বাচ্ছিয়াণ, পক্তিয়া—অণুপ্লবচতুষ্কং সহায়ে বাচ্ছিয়াণ ইতি খ্যাতে।

বরড়ু—বীজকোষদ্বয়ং পদ্মস্য বরড়ু ইতি খ্যাতে। বরাটক।

বরল্লী—বরটা। বোলতা।

বহেঞ্চী—বিকঙ্কত। বঁইচী।

বাথোড়—আলান।

বাটঢ়ী—বর্ত্তিকা। বটের।

বাড়োশি—বঙ্ক্ষণ (উরুসন্ধি)। The groin.

বাতান—তুচ্ছ ধান্য। ধুসড়া, পাতনা।

বান্ধারী—বার্ত্তাবহ। ফড়িয়া।

বামাঠী (চামাঠী ?)—চর্ম্মযষ্টি। চামটী। প্রা° চম্মট্‌ঠি।

বালিআড়—বাট্যালক। বেল্যাড়া। রুংকীএ বাড়িআল।

বালুকাগড়ক—নলমীনদ্বয়ং বালুকাগড়ুকে। বালিআ।

বায়ট হরিণ—বাতপ্রমীদ্বয়ং বায়টহরিণ ইতি খ্যাতে। বাওট।

বার্ব্বারী—বর্ব্বরপঞ্চকং বার্ব্বারীতি খ্যাতে শাকে। বাবুই।

বাস—দণ্ডক (ধনুষো মধ্যং)।

বাসহর—গর্ভাগারদ্বয়মীশ্বরাণাং বাসহর ইতি খ্যাতে। দেববাসস্থান ইতি কেচিৎ। বাসস্য শয়নস্য গৃহং বাসগৃহং।

বাহী—বারিপর্ণ। পানা।

বিআম—ব্যাম, বটবৃক্ষভেদে।

বিনী—প্রবাণত্রয়ং গৃহবাহ্যপিণ্ডকে বিনীতি খ্যাতে।

বিরোলী—চাঙ্গেরীপঞ্চকং বিরোলীতি খ্যাতায়াম্। আমরুলী।

বীরব—আস্কন্দিত। অশ্বানাং গতিবিশেষধারাশব্দবাচ্যাঃ।

বীরণ—বীরণ। বেণা।

বেঙ—ভেকবটুকং বেঙ ইতি খ্যাতে। বেঙ।

বেজ্ঝা—লক্ষ। A butt or mark.

বেঠ—বিষ্টিদ্বয়ং বেতনং বিনা হঠাদিনা কর্ম্মকরণে। বেঠ ইতি যস্ত নীচোক্তিঃ। জয়ানন্দের চৈ' মং এ বেঠা।

বোণ্ঠ—বৃন্ত। বোঁটা। প্রা' বোণ্ট।

[শতসরা—শতযষ্টিকা।]

শম্বিল—শম্যা, যুগকীলক। শোল।

[শরালি—শরারিঃ শরালিঃ শরালী পক্ষিভেদে ইতি পারায়ণম্।]

শর্বরী—সর্বলা। সাবল।

শিখরিণী—রসালাদ্বয়ং শিখরিণাম্। (দধিখণ্ডমধুসর্পির্মরিচাদিকৃতে কর্পূরাদিবাসিতে সন্তক্ষ্যবিশেষে)।

শিখণ্ডিকা—শিখা। ঝুঁটি।

শিলা—চতুষ্কিকাদ্বারাদেরধস্তির্যক্কাষ্ঠং শিলীতি খ্যাতং শিলা।

শিহড়—শিফাদ্বয়ং শিহড় ইতি খ্যাতে। শিকড়।

শুআউড়, শুআড়—শূককীট। শুআপোকা।

শুক্র—চুক্র। [চতুষ্কমম্লবেতসে চুক ইতি খ্যাতে।]

শুণ্ঠীআ—গণ্ডীরদ্বয়ং শুণ্ঠীআ ইতি খ্যাতে শাকে। সমষ্ঠিলা। সমঠী।

শুণ্ডারোষণী—কাম্পিল্যপঙ্ককং শুণ্ডারোষণীতি খ্যাতায়াম্। [শুণ্ডারোচনী ইতি কেচিৎ।]

শেল্ল—শল্য। শেল।

সজ্জলিআঙ—শাল্মলীবেষ্ট।

সণুপ্যা—শতপুষ্পা (সপ্তকং ? পঞ্চকং) সণুপ্যেতি খ্যাতে শাকে। শুলফা।

সহিঅর—সভিক, লগ্নক। Keepers of gaming huse.

সংক্রাম—সংক্রম। সাঁকো।

সামণী—সজ্জনা। নারকস্তারোহণার্থং সজ্জীকরণে। Dressing an elephant.

সিকল, সিকড়—শৃঙ্খল। শিকল।

সিজ্য—স্নুহী। সিজ।

সিকোহ—শিলোহ। ছেঁচড় বা ছেঁচড়া।

সিয়—সিয়লা সিয় ইতি খ্যাতঃ, মত্র (ব্রজলঙ্কাচারাণাং ?) প্রাতিঃ। শুকটী মাছ।

সিরিহত্তী—শ্রীহস্তিনীদ্বয়ং বকুলসংস্থানলোহিতপুষ্পে মাষকেত্রাদিজে সিরিহত্তীতি খ্যাতে। হাতিশুঁড়া।

সিহুলী—সিধ্ম। ছুলি। পশ্চিমরাঢ়ে সিউলীও শুনা যায়।

সুষুনী—সুনিষণ্ণক। সুসুনী (শাক)।

সেজ্জক—খাবিদ্বয়ং সেজ্জকে। শজারু।

সোনালু—সুবর্ণক। কৃ° কী°এ সৈনাহল। হি° শম্মাহলী।

সোহণ—শোভাঞ্জনপঙ্ককং সোহণ ইতি খ্যাতে। [শজিনা ইতি ভরতঃ।]

সৌগন্ধী—সৌগন্ধিকদ্বয়ং সৌগন্ধী ইতি খ্যাতে পুষ্পে। সন্ধ্যা-বিকশিনঃ শুক্লসরোজস্যেতি মহেশ্বরঃ।

স্ফোটা—বিস্ফোটদ্বয়ং স্ফোটা ইতি খ্যাতে। প্রা° ফোড়অ।

হকার—হূতিত্রয়ং হকার ইতি খ্যাতে। [হূতিত্রয়মাহ্বানে।]

হড়ী—নৌকাদণ্ডদ্বয়ং হড়ীতি খ্যাতায়াম্। An oar, a paddle.

হরিআল—হারীত। প্রা° হরিআল।

হরিঠ—অরিষ্টদ্বয়ং হরিঠ ইতি খ্যাতে। রিঠা।

হলা—হল্লকদ্বয়ং রক্তসৌগন্ধিকে, যত্র হলা ইত্যাখ্যা।

হস্তকুণ্ড—ঈলী, (খড়্গাকারে ছুরিকাবিশেষে)।

[হাফরমালী—ইতি ভরতঃ। আস্ফোতা।]

হাস্তী—জম্ভণদ্বয়ং হাস্তীতি খ্যাতায়াম্। হাই। কৃ° কী°এ হাস্থী, হাস্তী, শঙ্কর দেবকৃত নামঘোষা ও মাধব কন্দলীর লঙ্কাকাণ্ডে হামি।

হাহুস—পাকাবস্থে যবশীর্ষাদৌ অগ্নিনা ঈষদগ্ধে হাহুস ইতি খ্যাতে আপক্বত্রয়ম্। অভ্যুষ। Food half dressed.

হিজ্জল—ইজ্জল। হিজল।

হিলমকী—হিলমোচা। হিংচা, হিমুচা বা হেলঞ্চা।

হুম্ফল—নীপচতুষ্কং হুম্ফল ইতি খ্যাতে। Nauclea orientalis.

হুরী—শালেয়ষট্কং হুরীতি খ্যাতায়াম্। [গুয়ামৌরীতি খ্যাতে।] Anethum.

হেঠামুড়ী—আবকৃপুষ্পী। হেঠমুড়া।

হেকটী—হেকটীতি খ্যাতা হিক্কা। হেঁচকী।

হেলক—উড়ুপ। ভেলা।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন:—অপ°প্রা°=অপভ্রংশ প্রাকৃত। কৃ°কী=কৃষ্ণকীর্ত্তন। তুল°=তুলনীয়। প্রা°=প্রাকৃত। ম°=মরাঠী। বিদ্যা°=বিদ্যাপতি। শূ°পু°=শূন্যপুরাণ। সি°=সিন্ধী। হি°=হিন্দী।

চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা

কয়েক বৎসর হইল, চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষার বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিবার সংকল্প করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম এবং ভাষাটা আয়ত্ত করিবার জন্য একটু প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু আলস্যবশতঃ এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ লেখা হইয়া উঠে নাই। তাই আজ অতি সংক্ষেপেই প্রবন্ধটি লিখিলাম। মুখের ভাষা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা অতি দুরূহ কার্য্য এবং সর্ব্বত্র এ বিষয়ে সাফল্য লাভের আশা করা যায় না। বহুভাষা-বিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সনও তদীয় ভাষার আদর্শে চট্টগ্রামের ভাষার নিখুঁৎ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। স্থানে স্থানে তাঁহার আদর্শে ও আমাদের আদর্শে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ উগ্‌গা ও ওগ্‌গার উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীয়ার্সনের ওগ্‌গা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই ভাষার উচ্চারণ বিষয়ে একটি কথা বলা আবশ্যক। ইহাদের অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না। অল্পপ্রাণ বর্ণ কিঞ্চিৎ মহাপ্রাণতা-প্রাপ্ত ও মহাপ্রাণ বর্ণ কিঞ্চিৎ অল্পপ্রাণতা-প্রাপ্ত। সুতরাং আমাদের কাণে এইরূপ লাগে যে, মনে হয়, অল্পপ্রাণ বর্ণসমূহ মহাপ্রাণ হইয়া পড়িয়াছে ও মহাপ্রাণ বর্ণসমূহ অল্পপ্রাণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষায় এই লক্ষণটি পরিস্ফুট ভাবে দেখা যায়। চট্টগ্রামী ভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অনাদি স্বরের স্বাধীন উচ্চারণ হয়।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণ-পরিবর্ত্তন, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, শব্দার্থ-বৈশিষ্ট্য ও ভাষার আদর্শ দিয়া অতি সংক্ষেপে এই ভাষার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছি। যে সকল স্থানে এই ভাষার রীতি ও বঙ্গভাষার রীতিতে কোনও প্রভেদ নাই, সে সকল স্থানের কোনও আলোচনা করা হইল না। কারণ, তাহা করিতে গেলে প্রবন্ধ পুস্তকে পরিণত হয়।

বর্ণমালা

১। স্বরবর্ণ

অ = আ, ই, উ, এ, ও, ঐ।

অন্ধ = আঁধা, লম্বা = লাম্বা, পুতুল = পুতুলা, বক = বকা, বগা, লৌহ = লোআ, ডিম্ব = ডিমা, নব = নোআ, জীবন্ত = জীওন্তা। ফটকিরি = ফিটকেরি, ব্যঞ্জন = বিচৈন (পাখা)। লবণ = নুন, বৃহস্পতি = বিউস্‌সুৎ (বার)। গদি = গেদ্দা, চামচ = সামেচ। নব = নোআ, শ্বশুর = হোউর, কপাল = কোআল, কাপড় = কাওর, শিকল = শিওল, শিকড় = হিঁওর, কয়লা = কোইল্যা, শকুন = হোউন। ব্যঞ্জন = বিচৈন।

আ = অ, উ, ই, এ, ঐ, হসন্ত।

দালান = দলান, খারাপ = খরাপ, মশারি = মশরি। মাসী = মুঅই। ছাতা = ছাতি। কাঁচি = কেঁচি, কাঁটা = কেঁডা, গাঁদা = গেঁজা। চাউল = চৈল্। বোবা = বোব্, পাতলা = পাঁতল্, পোঁকা = পোঁক্।

ই = অ, আ, উ, উ, হসন্ত।

সিম = সঁই, লাঠিম = লাডম্, সিন্দুক = হন্দুক। ঝুঁটি = ঝুঁডা। টিকটিকি = টুকটুকি, বালিস = বালুস্, চিঁড়া = চুবা, ইন্দুর = উন্দুর। চিমটা = চুঁডা। জাঁতি = জাঁত্।

উ = অ, ই, ও, অই, আই, ইও, আ, উই।

শুন্দর = হন্দর। উকুন = উইন, উঅইন্, লিচু = লিচি। ডুমুর = ডোঁর, কুমড়া = কোঁরা। আগুন = আঅইন, তেঁতুল = তেঁতইল। কুড়ুল = কুরাইল। বেগুন = বাইওন। ঋজু = উজ্জা। সূচ = হুঁইচ।

ঋ = ইরি, ই, উ।

বৃষ = বিরিষ ঘৃত = গিরিৎ। পৃথিবী = পিথিঙ্গী, বৃহস্পতি = বিউস্‌সুৎ। ঋজু = উজ্জা।

এ = আ, উ, ও, অ্যা।

বেগুন = বাইওন, খেজুর = খাজুর, জেলে = জাল্যা। মেসো = মুঁআ। নারিকেল = নারগোল। মেঘ = ম্যাগ।

ঐ = ও

বৈদ্য = বোদ্যো।

ও = অ, উ, ঐ।

মোটা = মটা, বোতল = বতল। জোনাকি = জুনি। তোয়ালে = তৈলে।

ঔ = ও, উ, উ।

ঔষধ = ওষুধ। নৌকা = নুকা। দৌড়ান = দুঁরন্।

২। ব্যঞ্জন বর্ণ

ক, খ = গ।

নাক = নাগ, বুক = বুগ, ডাক = ডাগ, বকা = বগা, নখ = নগ, নারিকেল = নারগোল এক = এগ।

ঘ = ক, গ।

বাঘ = বাক। বাঘের গর্ত্ত = বাগর গাত।

ছ = হ।

ছুঁচ = হুঁইচ।

জ = চ, দ।

কাগজ = কাঅচ্। রাজহাঁস = রাদহাঁস।

ট=ড

পেট=পেড, হাঁটু=হাঁডু, মাটি=মাডি, লাঠি=লাডি, পাঁটা=পাঁডা, পাটী=পাঁডী, কাঁটা=কেঁডা, ঝাঁটা=ঝাঁডা, লোটা=লোডা, খুঁটি=খুঁডা।

ঠ=ড

পিঠে=পিডে, উঠা=উডা, মিঠা=মিডা, পিঠ=পিড, লাঠিম=লাডম্। উঠান=উডান, বৈডক্‌খানা।

ণ=ং

হরিণ=হরিং।

ধ=ত

দুধ=থুৎ, দুৎ।

দ=জ।

গাঁদা=গেঁজা।

শ, স=হ

শিয়াল=হিয়াল, শূকর=হুওর, শয্যা=হীজ, শুক্লা=হুনা, সাপ=হাপ, শুনা=হুনা, সিন্দুক=হন্দুক, সুন্দর=হন্দর, শকুন=হোউন, সরিষা=হইরা, সকল=হঅল।

ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ

কলোপ

সকল=হঅল, হ'ল, আকাশ=আঁ'শ, দোকান=দোআন।

গলোপ

ছাগল=ছাঅল, কাগজ=কাঅচ।

পলোপ

নাপিত=নাইত, সুপারি=সুআরি; কপাল=কোআল।

বলোপ

সবেরে=সএরে, বাবাজী=বাআজী, বেবাক=বেআক।

মলোপ

আমি=আঁই, তুমি=তুঁই, কোমর=কোঁঅর, ঘোমটা=ঘোঁওডা, কুমড়া=কোঁরা, কমলা=কঁওলা।

খলোপ

মুখ=মু, যেখান=যেআন্।

সলোপ

পিসে=পিয়া, মেসো=মুঁআ, মাসী=মুঁঅই, বাসী=বাঈ।

শলোপ

শ্বশুর=হোউর, শাশুরী=হোউরী।

ঙ্গ-লোপ

মঙ্গল=মঁঅল, আঙ্গুল=আঁউল, বেঙ্গাচি=বেঅাঁচি।

ক্ষলোপ

দক্ষিণে=দইণে।

ধলোপ

বধির=বঅরা।

যুক্ত বর্ণের বিপ্রকর্ষ

শ্রীফল=সিরফল, প্রাণী=ফরাণী, ত্রিশ=তিরিশ।

সন্ধি ও বর্ণ-দ্বৈত

তলোয়ার=তল্লার, দাঁত্+গুন=দাত্তুন, পাঁচ+গোঁয়া=পাঁচ্চোআ, নমস্কার=ন'স্‌সার। এইরূপ রোজগার=রোজ্জার, নিমন্ত্রণ=নিন্নণ, বৃহস্পতি='বউস্‌সুৎ, পাকঘর=পাগ্‌ঘর, যাইতে পারি=যাইত্তারি, দিতে পারি=দিত্তারি, উপকার=উপ্পার, হিয়ালগোয়া=হিয়াল্লোয়া, দেখিতে ন পারি=দেইন্নপারি, ইত্যাদি।

বহুবচন

পোআহ'ল (বালকগণ), পোক্কিহ'ল (পক্ষীসকল), গোরুন (গোসকল), তারাহ'ল (তারাসকল), মাছহ'ল, গাদাহ'ল, মানুষহ'ল, বাক্‌সহ'ল, দাঁত্তুন (দাঁতগুলি), গোরুন (গোগণ), মাছিউন (মক্ষিগণ), বেয়াগ্‌গুন (বেবাকগুলি)।

অনেকগুলি পা=অনেকখান ঠেং।

কতকগুলি=কোন্নুনি।

এই সকল=উন্, এইউন্।

ঐ সকল=হুন্।

কয়টা=কোদ্দুর্গা।

কয়েকটা=কোদ্দুআ।

লিঙ্গ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা, বাপ্	মা

ভাই	ভইন (ভগ্নী)
মামা	মামী
মুঁঅা (মেসো)	মুঁঅই, মুঁঈ (মাসী)
পিআ (পিসে)	পিই (পিসী)
সোআমী (স্বামী)	বউ (স্ত্রী, পুত্রবধূ)
পোআ, পুত্ (পুত্র)	মাইয়া (কন্যা)
জোঁআই (জামাই)	মাইয়্যা (কন্যা)
হোর (শ্বশুর)	হোরী (শাশুড়ী)
ভাইপুত (ভাইপো)	ভাইঝি
ভাইনা (ভাগিনেয়)	ভাইনী (ভাগিনেয়ী)
ঘোরা (ঘোড়া)	ঘুরী (ঘুড়ী)
গাবুর, গাউর (ভৃত্য)	চাঅরাণী (ভৃত্য)

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দসমূহের ব্যবহার আছে।—**আদাচুরণীর** মনৎ গুদ্‌গুদি। অজাগাৎ তুলসী, অজাতৎ **রুঅসী**। **চাল্ল্যাবেচনী** দোলায় চরে, কম্মান কন্‌দেশ পুছার করে। নাই **মামীত্তুন্ কানী মামী**ও ভালা। হলইদ পোদৎদি **রান্ধনী** কওলান। হাত (সাত) **ধরণীয়ে** পোআ মারে। বেড়ারে মারি **বেডির** রাগ। **পুথানীর** (হতভাগীর) পোলা হার্গ্যা, থাল বান্দে জোয়ার্গ্যা। পাড়াপড়সীয়ে কয় **বছুরবিয়ানী**, গিরস্তে কয় বাজা (গাভী-বিক্রয়ের সময়)। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বনাম শব্দেও পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ-ভেদ পরিলক্ষিত হয়। কথিত ভাষায় নপুংসক লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের মধ্যে প্রভেদ-নির্ণয়-চেষ্টা বৃথা।

সমাস, কৃৎ ও তদ্ধিত

দুধ-দেওয়া গাই, তেল্লোআ মাথা, হাবাত্যা, ইস্কুল্যা পোআ, মচমচ্যা ভাজা, বিঅরাম্যা লোক, জোয়ার্গ্যা (জোয়ারের প্রতিকূল) থালবন্দন, গুটগুট্যা মিডা, গুল্‌গুল্যা গাল, আঁরাল্যা পারাল্যা (পাড়াপ্রতিবেশী), মা-নানি (মাতৃতুল্য), ঘাট্যাল (ঘাটিয়াল), ছিন্দুর্গ্যা আম (সিন্দূরবর্ণ), টুট্যা বাতাস (ঘূর্ণীবায়ু), টুর্গ্যা গো, মুর্গ্যা ঘর, জীওতা লোক, মরা মানুষ, পাঅনা আম (পক্ক), নোআ চৈল্, পুরাণ্ ঘর, বলা বিরিষ, চাল্ল্যা-বেচনী, কাণকাজা, কিত্তনীয়া, গাওরকুল্যা বাড়ী, কোচ্যাকালে গাঁড়ী, আওয়া পাত, আউলাম্ভা বাক্ (a roving tiger), উজম টাল্যার হৈলৎমুক্তি, চাটৈন, বিটৈন, দুঁরাদুঁরা, বেয়ান্তা বেড়ান (moruing walk), মাথা ধাওয়ার (শিরঃপীড়া), কুস্যাকখেতি (ইক্ষুর ক্ষেত), পাট্যালিয়া (যে পাটী প্রস্তুত করে, mat-maker), হুঁইচে-ভাঙ্গিব-কাজে কুমাইল লাগান, খাবতুল্যা (অমিতব্যয়ী), মায়নীয়া, ভইন-ভাইন (ভগ্নী প্রভৃতি), হমইন্ন্যার (প্রতারকের) ছুনা

বোঝা ; পাড়া-বাঁউনি (শিল-নুড়ি), মুড়ার-কুল্যা গাই, লেঙিয়ার কুযুক্তি সার (লেঙিয়া—দরিদ্র ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি), নগ কুনি (নখের কোণ), ভাতছোঁয়ানি (অন্নপ্রাশন), হাঁচামিছা কথা (মিথ্যা তামাসা), হাজার-বারা, তিনঠেঙ্গ্যা ঘোড়া, পোইত্যা দিন, স'তান্নামী (সয়তানী), পাগ্‌ঘর, ঘোরাড্ডেয়া (ঘোড়ার বাচ্চা), ভেরাড্ডেয়া, দাঁআরা ডেয়া (এঁড়ে বাছুর), ডেয়াগোরু, মিউরচ্ছা (বিড়ালছানা), বেঁআচি, রাতাকুরা, কুরীকুরা, ধোর কাউআ, মশরি, আঁ'শরমত নীলা (আকাশের মত নীল), দুধর মত ধোপ্ (দুগ্ধ-শুভ্র), শিলুর মত দরো (পাথরের মত শক্ত), রক্তর নান্ লাল (রক্তের মত লাল), বরিষাফল (শসা); বইডনী (বঁটী), ডাণ্ডচোর, পেড়ফুলা।

সংখ্যা

(এক)	(একটা)	(প্রথম)
১ এগ	উগ্‌গা	পত্তম
২ দুই, দুআ	দুগ্‌গা	দুতীয়
৩ তিন	তিন্নোয়া	তৃতীয়
৪ চাইর	চাইরগোয়া	চতুর্থ
৫ পাঁচ	পাঁচ্চোয়া	পঞ্চম
৬ ছয়	ছয়গোয়া	ষষ্ঠ
৭ হাত	হাত্তোয়া	হত্তম
৮ আষ্ট	আষ্টগোয়া	আষ্টম
৯ নয়	নয়গোয়া	নয়ম
১০ দশ	দশগোয়া	দশম

---

১১ এগার	২১ এগোইস
১২ বারো	২২ বাইশ
১৩ তেরো	২৩ তেইশ
১৪ চোদ্দ	২৪ চোব্বিশ
১৫ পন্দর	২৫ পঁছোইস
১৬ ছোলো	২৬ ছাব্বিশ
১৭ হত্তরো	২৭ হাতাইস
১৮ আডারো	২৮ আডাইস
১৯ উন্নুস	২৯ উনতিরিশ
২০ কুরি	৩০ তিরিশ

৪০ চল্লিশ
৫০ পঞ্চাস
৬০ ছাইট
৭০ হৈত্তর
৮০ আশী
৯০ নব্বই

১০০ শ'
একশ'
দু'শ
১০০০ হাজার
(হাজার গোআ)

কতিপয় শব্দরূপ

মানুষ্ শব্দ

একবচন		বহুবচন
১ মা	মানুষ্ (মনুষ্য)	মানুষ্ হ'ল (মনুষ্যগণ,—সকল)
২ য়া	মান্‌ষুরে (মনুষ্যকে)	(মান্‌ষুরে)
৩ য়া	মান্‌ষুর দি (মনুষ্যদ্বারা)	(মান্‌ষুর দি)
৪ র্থী	মান্‌ষুরে (মনুষ্যকে, ৪র্থী)	(মান্‌ষুরে)
৫ মী	মান্‌ষুর্ তুন্ (মনুষ্য হইতে)	(মান্‌ষুর্ তুন্)
৬ ষ্ঠী	মান্‌ষুর্ (মনুষ্যের)	(মান্‌ষুর)
৭ মী	মান্‌ষুর্‌ত্তে (মনুষ্যেতে)	(মান্‌ষুর্‌ত্তে)

আঁই শব্দ

১ মা	আঁই (আমি)	আঁ'রা (আমরা)
২য়া	আঁ'রে (আমাকে)	আঁ'রারে (আমাদিগকে)
৩য়া	আঁ'র্‌দি (আমা দ্বারা)	আঁ'রার্‌দি (আমাদিগের দ্বারা)
৪র্থী	আঁ'রে (আমাকে)	আঁ'রারে (আমাদিগকে)
৫মী	আঁ'র্‌তুন্ (আমা হইতে)	আঁ'রার তুন্ (আমাদিগের হইতে)
৬ষ্ঠী	আঁ'র্ (আমার)	আঁ'রার্ (আমাদিগের)
৭মী	আঁ'র্‌ত্তে (আমাতে)	আঁ'রার্‌ত্তে (আমাদিগেতে)

তুঁই শব্দ

তুঁই (তুমি)	তোঁআরা (তোমরা)
তোঁআরে (তোমাকে) তোরে (তোকে)	তোঁ'রারে (তোমাদিগকে)
তোঁআর্‌দি (তোমাদ্বারা)	তোঁ'রার্‌দি (তোমাদিগের দ্বারা)
তোঁআরে (তোমাকে)	তোঁ'রারে (তোমাদিগকে)

তোঁআরত্তুন্ (তোমা হইতে) তোঁ'য়ারত্তুন্ (তোমাদিগের নিকট হইতে)
তোঁআর (তোমার) তোঁ'য়ার (তোমাদের)
তোঁআরত্তে (তোমাতে) তোঁ'য়ারত্তে (তোমাদিগেতে)

হিতে শব্দ (পুংলিঙ্গ)

{ হিতে, (সে) | হিতেরা (তাহারা)
{ তে | তা'রা

{ হিতেরে, (তাহাকে) | হিতেরারে, (তাহাদিগকে)
{ তারে | তারারে

হিতেরদি, তারদি (তাহা দ্বারা) | হিতেরার্'দ, তারার্ (তাহাদিগের দ্বারা)
হিতেরে, তারে (তাহাকে) | হিতেরারে, তারারে (তাহাদিগকে)
হিতের, তার (তাহার) | হিতেরার, তারার (তাহাদিগের)
হিতেরত্তুন্, তারত্তুন্ (তাহা হইতে) | হিতেরারত্তুন্, তারারত্তুন্ (তাহাদিগের নিকট হইতে)
হিতেরত্তে তারত্তে (তাহাতে) | হিতেরারত্তে, তারারত্তে (তাহাদিগেতে)

তাঁই শব্দ (স্ত্রীলিঙ্গ)

তাঁই (সে) | তাঁইরা (তাহারা)
তাঁইরে (তাহাকে) | তাঁইরারে (তাহাদিগকে)
তাঁইরদি (তাহা দ্বারা) | তাঁইরারদি (তাহাদিগের দ্বারা)
তাঁইরে (তাহাকে) | তাঁইরারে (তাহাদিগকে)
তাঁইরত্তুন্ (তাহা হইতে) | তাঁইরারত্তুন্ (তাহাদের হইতে)
তাঁইর্ (তাহার) | তাঁইরার্ (তাহাদের)
তাঁইরত্তে (তাহাতে) | তাঁইরারত্তে (তাহাদিগেতে)

ইবে শব্দ (ইহা)

ইবে (ইহা, এইটা) | এইগুন (ইহারা, এইগুলি)
ইবেরে (ইহাকে, এইটাকে)
ইবেরদি (ইহা দ্বারা)
ইবেরে (ইহাকে)
ইবেরত্তুন্ (ইহা হইতে)
ইবের্ (ইহার)
ইবেরত্তে (ইহাতে)

উবে (উহা) শব্দ

উবে ওইউন, উঁবেরে, উবের্‌দি, উবের্‌ত্তুন, উবের্‌ উবের্‌ত্তে।

জে (যে) শব্দ

জে, জারে, জার্‌দি, জার্‌ত্তুন্‌, জার্‌, জার্‌ত্তে। বহুবচন সাধারণতঃ অপ্রচলিত।

অঁনে (আপনি) শব্দ

অঁ'নে (আপনি)	অঁ'নারা (আপনারা)
অঁ'নারে (আপনাকে)	অঁ'নাবারে (আপনাদিগকে
অঁ'নর্‌দি (আপনার দ্বারা)	অঁ'নাবার্‌দি (আপনাদিগের দ্বারা)
অঁ'নারে (আপনাকে)	অঁ'নারারে (আপনাদিগকে)
অঁ'নার্‌ত্তুন্‌ (আপনা হইতে)	অঁ'নারার্‌ত্তুন্‌ আপনাদিগের থেকে)
অঁ'নার্‌ (আপনার)	অঁ'নারার্‌ (আপনাদিগের)
অঁ'নার্‌ত্তে (আপনাতে, আপনার বিষয়ে)	অঁ'নারার্‌ত্তে (আপনাদিগেতে, আপনাদিগের বিষয়ে)

ধাতুরূপাদর্শ

যা ধাতু—যাওয়া।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানা (Present indefinite)

আঁই যাই	আঁ'রা যাই
তুঁই য'র্‌	তোঁআরা য'র্‌
হিতে (তে) যায়	হিতেরা (তারা) যায়

বর্ত্তমানা (Progressive)

আঁই যাইর্‌ (যাইতেছি)	আঁ'রা যাইর্‌ (যাইতেছি)
তুঁই য'র্‌	তোঁ' আরা য'র্‌
হিতে যা'র্‌	হিতেরা যা'র্‌

অনদ্যতনী (Past imperfect or present perfect)

আঁই গেই (গিয়াছি)	আঁ'রা গেই
তুঁই গেইয়ো	তোঁআরা গেইয়ো
হিতে গেইয়ে	হিতেরা গেইয়ে

পরোক্ষা (Past perfect)

আঁই গেইলেম্ (গেইলাম্)	আঁ'রা গেইলাম্ (গেইলেম্)
তুঁই গেইলে (গেইলা)	তোঁআরা গেইলে (—লা.)
হিতে গেইল্	হিতেরা গেইল্

পুরা নিত্যবৃত্তা

আঁই যা'তাম্	আঁ'রা যা'তাম্
তুঁই যাইত্যা	তোঁ'আরা যাইত্যা
হিতে যাইত	হিতেরা যাইত

ভাবিষ্যন্তী

আঁই যাইয়ুম্	আঁ'রা যাইয়ুম্
তুঁই যাইবা	তোঁআরা যাইবা
হিতে যাইব	হিতেরা যাইব

আদেশিনী

তুঁই যাও	তোঁআরা যাও
হিতে যা'ক্	হিতেরা যা'ক্
সে যাইতে লাগিল	হিতে যাইত লাগ্‌গিল্
আমি যাইতে লাগিলাম	আঁই যাইতাম্ লাগ্‌গিলাম্
তুমি যাইতে লাগিলে	তুঁই যাইতা লাগ্‌গিলা

ভাবে সপ্তমী

সুজ্জ উড্‌লি আঁই যাইয়ুম্—সূর্য্য উঠিলে আমি যাইব।

শব্দার্থ-বৈচিত্র্য

আমরা যে সকল শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি, চট্টগ্রামের ভাষায় তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়, সজীব ভাষা মাত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে। শব্দের রূপের যেরূপ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন হয়, অর্থেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। নিম্নে এই পরিবর্ত্তনের কয়েকটি উদাহরণ সংগৃহীত হইল।

চাহা=দেখা, "কিবা মুঅর ঠাড্‌ আ না দি মু চাস্।"

অল্প=পরিমাণে অল্প, সম্মানে অল্প; এই অর্থে অল্প শব্দের সহিত একবচন বিশেষ্যের ব্যবহার হয়—"অল্প মনুষ্য'ইয়া জঁইদারি পায়, কাগর গুরিৎ কলম গুজি তাঐয়া নাচায়।"

আঁৎ=পাকস্থলী, "আতরে তিতা, কানরে কচু, চোখরে তেল; হেই তিন খানৎ ন হইলে বোজোর বারিৎ গেল্।"

মিডা = শুষ্ক ; "মিডার লাভ মাছিয়ে খায়।"

আতুর = খঞ্জ, "আঁধা আতুর ভেঁউর, হেই তিন স'ন্তানর লেঁউর।"

ডোম = মৎস্যব্যবসায়ী, "ডোঁমর গো ; বাঁশনর না।"

দলা = মৃত্তিকা, "কলায়ে দলা, হলইদ্দরে ছাই।

বোউঅরে সেবিলে পুতরে পাই॥"

গাবুর = ভৃত্য, "কুঁররে ঘি ভাত দিলি বাইৎ করি মরে।

গাবুররে পিরা দিলি চিৎ অইয়া পরে॥"

ভারান্ = ভাঁড়ানো, প্রতারণা করা, অন্যমনস্ক করা ; "কলা দি পোলা ভারান্।"

গাত্ = গর্ত্ত, কূপ।

পেরত (প্রেত) = ছোট লোক, মলিন বেশ-যুক্ত ব্যক্তি ;

"গরীব দেইলি পেরতেও ছেব্ ফেলে।"

সিরফল (শ্রীফল) = ক্ষুদ্র অর্থাৎ খাইবার অযোগ্য বেল ;

"তিন লারায় সিরফল বেল।"

মরা = নিবারণ হওয়া, "ছেব গিল্লি পানির তিষ্টা ন মরে।"

ভাত ছোআনি = অন্নপ্রাশন।

হাদ্দি = সাধ, বস্তুবিশেষ খাইবার ইচ্ছা ;

"দেশৎ নাই জিয়ান বউঅর হাদি হিয়ান।"

হা করা (—গরন্) = লোভ করা, উপবাস করা ;

"ভালা ঠাউরর চাঅরি, তিন জন মৈল হাগরি।"

"মাছর নামে গাছেও হা-গরে।"

অতঃপর অর্থ সহ একটি শব্দের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা সম্পূর্ণ বা অন্ততঃ পক্ষে কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে যোগ্যতর ব্যক্তির পরিশ্রম আবশ্যক।

শব্দ-তালিকা (Vocabulary)

অজরাম (অপমান, অপমানিত)

অত্তর (একত্র)

অ'ন (এখন)

অস্থি (হাড় শব্দের ব্যবহার না করিয়া এই সাধু শব্দের ব্যবহার করা হয়)

আগুইন (আগুন)

আঅনারত্তে (আপনাতে, আপনার কার্য্যে, আপনার রাজ্যে)

আঁঅডা (আমড়া)

আইয়ের (আসিতেছে, আই ধাতু বর্ত্তমানা বা অনুজ্ঞা)

আঁউডি (আংটি)

আঁউল (আঙ্গুল)

আছারবিছার খাইআরে, (আছাড়বিছাড় খাইয়া, অতি ব্যস্তভাবে)

আজুআ (অদ্য)

আতুর (খঞ্জ)
আত নৃ (আবার)
আদব (আদব, ভদ্রতা)
আঁধা (অন্ধ)
আনিবাক্ (আনাইবেন)
আব (অভ্র)
আঁ'শ (আকাশ)
আহুক (আসুন)
আস্তে (আসিয়াছে)
ই'ন্দি (এ দিকে)
ইয়ৎ (এখানে)
ইস্কুল্যা (ইস্কুলের)
উঅর্ টাল্যা (পুকুরে মাছ ধরিবার সময় যাহারা ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার অনুমতি পায় এবং মাছের অংশও দেয় না, মজুরীও পায় না)
উঅরে (উপরে)
উইন্ (উকুন)
উগ্‌গা (একটা)
উডান (উঠান)
উডের্ (উঠিতেছে)
উন্দুর (ইন্দুর)
এইয়অমে (এই রকমে)
এক্কান (একখান, একটা)
একান লাম্বা দোরি (একগাছ লম্বা দড়ি)
একুদ্ (এ ক্ষণেই, মুহূর্ত্ত)
একেনা (একটু)
এজ্জনে (এক জনে)
এট্টা (এতটা)
এডে (এখানে)
এ'অর ডাঁঅর হাতী (এত বড় হাতী)
এ বেল্ (এ বার)

ঔট্ (ঠোঁট, ওষ্ঠ)
ঔডৎতেল (ঠোঁটে তেল)
ওম্মা (ও মা !)
ওম্মারে মা (বিস্ময়সূচক অব্যয়, ও মারে মা)
কঅন্ (কখন্ ?)
কইতর (পায়রা)
কইত্তারে (কইতে পারে)
কঁ'ট্টা (কতটা অর্থাৎ বহু অনুচয়)
কঁঅলা (কমলা)
কনো (কোনো)
কনোয়'মে (কোনো রকমে)
কইলগৈ্যা (বলিল গিয়া)
কলিক্ (কোরক, কলি, কুঁড়ি)
কাঅচ (কাগজ)
কাউআ (কাক)
ধোয়কাউআ (দাঁড়কাক)
কাউর (কর্পূর, কাপুর)
কাঅর (কাপড়)
কাচি (কাস্তে)
কাড (কাঠ)
কাডর মেস্তরি (সূত্রধর, কাঠের মিস্ত্রী)
কাদিরা (চেয়ার)
কাট্টোল (কাঁটাল)
কারিগর (কারিকর, মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী)
কিয়ৎ (কত ?)
কুঁইর (কুম্ভীর)
কুইল্যা (কোকিল)
কুঁ'র, কুঁউর্ (কুকুর)
কুঁ'রা (মোরগ, কুঁকড়া)
কুরাইল (কুড়ুল)
কুর্সী (chair)

কুর্গ্যা (কুঁড়ে, অলস)
কুল (কূল, স্থল)
কুস্যার (ইক্ষু)
কেঅল (কেবল)
কেঁঅন (কেমন)
কেঁচি (কাঁচি)
কেঁড়া (কাঁটা)
কেশ (লোম, অর্থাপকর্ষ, deteriorations)
কোঁঅর (কোমর)
কোআল (কপাল)
কোঁআর (কুম্ভকার)
কোঁআ (শিশির)
কোইল্যা (কয়লা)
কোত্তা (কোট, জামা)
কোড়ুআ (কয়েকটা)
কোহুগ্‌গা (কতগুলি)
কোহুনি (কতটা, কতগুলি)
কোঁ'রা (কুমড়া)
খইন্দা (খন্দে)
খণ্ড্
খইয়েজ (কবিরাজ)
খারাপ (খারাপ)
খস (পাচড়া)
খাইআরে (খাইয়া)
খাঁআর (খামার, গোলা)
খাজুর (খেজুর)
খা'তে বাইব (খাওয়া ঝুলাইবে, খাওয়া চলিবে)
খারাং (ঝুড়ী, টুকরী)
খার (ক্ষার)
খুব (অত্যন্ত)
খের (ঘাস)
খোঁআ (শিশির)
খোরা (বাটী)
গন্ধক (গন্ধক, শব্দ-সংস্কারের অন্ধ প্রবৃত্তি, False Etymology)
গরআম (পেয়ারা)
গরাইতর্‌ পড়িগে'ল্‌ (গড়াইয়া পড়িয়া গেল,* গড়াইতে গড়াইতে অর্থাৎ গড়াইবার অবস্থা শেষ হইবার পূর্ব্বে পড়িয়া গেল ; *সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় তুলনীয়)
গাউর, গাবুর (চাকর, গাবুর শব্দের সাধারণ অর্থ যুবক, অর্থ-বৈশিষ্ট্য, specialisation)
গাঁঅছা (গামছা)
গাত (গর্ত্ত, কূপ)
গাদা (গাধা)
গাদি, গেদ্দা (গদি)
গাত্যাদি (গর্ভ অর্থাৎ অভ্যন্তর দিয়া)
গুটা, গুলা (বসন্তরোগ)
গুন্নী (ঘোটকী)
গুল্‌গুল্যা (গোল, গোলগাল)
গেঁজা (গাঁদা ফুল)
গেদ্দা, গাদি (বালিস)
গো (গরু)
গেরুউন (গো-সকল)
গোঁআই (গোসাঁই)
গোঁআল (গোয়াল)
গোরক্‌-পোআ (রাখাল বালক)
গোনিআরে (গণিয়া)
ঘললগৈ্যা (ঢুকিল গিয়া)
ঘাট্যা, ঘাট্যাল (ঘাটিয়াল)
ঘায়ে ভরি গেইয়ে গৈ (ঘায়ে ভরিয়া গিয়াছে)
ঘি, ঘিরিৎ (ঘৃত)

ঘুমী (ঘোটকী)
ঘুড্ডী (ঘুড়ি)
ঘোঁঅডা (ঘোমটা)
চর্গা (চড়াই পাখী)
চলত্য লাইল (চলিতে লাগিল)
চাঅরাণী (চাকরাণী, ঝি ; পুং গাবুর)
চাইআরে (দেখিয়া)
চাইত্য লাইল্ (দেখিতে লাগিল)
চাইর পাল্দি (চারি দিকে)
চাঁচ (মাদুর, পাটী)
চাডা (চাটা, পাটী)
চুলা (উনন)
চুঁডা (চিমটা)
চোই (চৌকি)
চৈল্ (চাউল)
ছডো (ছোট)
ছাঅল (ছাগল)
ছাঅলের ছা (ছাগলের বাচ্চা,. ছা—বাচ্চা)
ছাতি (ছাতা, আতপত্র
ছিলট (slate)
জাঁঅ (জাহাজ)
জাঁত (যাঁতী)
জাল্যা (জেলে)
জিগ্ গাইল্ (জিজ্ঞাসিল)
জিবা (যাহা)
জিব্ব্যা, জির্ব্যা (জিহ্বা, ভ্রান্ত সংস্কারের চেষ্টায় দ্বিতীয় পদ, False Etymology)
জিঁয়ৎ, জেডে (যেখানে)
জীওতা (জীবিত)
জুনি, জুনিপোক্ (জোনাকি পোকা)
জেঁঅন (যেমন)
জেডা (জ্যেঠা)
জোঁআই (জামাই)
জোঁইর্ (জমীর, পত্র-নির্ম্মিত এক প্রকার শিরস্ত্রাণ, মস্তক হইতে পশ্চাতে হাঁটু বা গুল্ফ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না।)
জোআন (যুবক)
ঝণ্না (ঝরণা, ফোয়ারা)
ঝর্ (ঝড়, বাতাস, বৃষ্টি)
ঝাঁডো (ঝাটা)
ঝুঁডা (ঝুঁটি)
টান্ত্য (টানিত)
টুকটুকি (টিকটিকি)
টুট্যা বাতাস (ঘূর্ণীবায়ু)
টুল, লাম্বাটুল (Bench)
টেঁয়া (টাকা)
টেল্লা (শাখা, ঠাল্লি)
ঠাডার (বজ্রপাত)
ঠাসি বান্লো (কষিয়া বাঁধিল)
ঠুনি (খুঁটি, থাম)
ঠেং (পা)
ঠেল্লা (মৃৎকলস)
ডাইব (ডাকিবে)
ডাওয়া (ডাবা, হুঁকা)
ডাগুচোর (ডাকাইত)
ডিমা (ডিম্ব)
ডেয়া গরু (বাছুর)
ডোঁর (ডুমুর)
ঢগ (দৃশ্য)
বাইরর ঢগ (প্রাকৃতিক শোভা)
ঢাগ (পাঁজর)
তখন (তখন)
তল্লার (তরবারি)

তরাতোরি (তাড়াতাড়ি)
তহলে (তাহা হইলে)
তাইর (তাহার, স্ত্রীলিঙ্গ, her)
তাঁ্ব্ (ত্রিউরী, ত্রিমুণ্ডী, উনন ; তিনটি মাথা থাকে বলিয়া এই নাম)
তেঁঅন (তেমন)
তেঁতৈল (তেঁতুল)
তেল্লেচোরা (তেলাপোকা)
তৈলে (তোয়ালে)
তোঁআরত্তে (তোমাতে, তোমার সঙ্গে, তোমার কার্য্যে)
তোয়াতে তোয়াতে (অন্বেষণ করিতে করিতে)
তোই (তাহা হইলেই)
থাইলে (থাকিলে)
থাঁউ (তামাক)
দইণে (দক্ষিণ)
দরো (শক্ত, দৃঢ়)
দলা (মাটি, এক দলা থাঁউ, একটু তামাক)
দুজ্জন (দশ জন)
দলান (দালান)
দাত্ত ন (দন্তসমূহ)
দাঁঅরা ডেুয়া (পুং বৎস)
দিবাক্ (দিবেন)
দিইয়ুম, দিয়োম্ (দিব)
দুআর (দ্বার)
দুই ভাক্ (দুই ভাগ, দ্বিধা বিভক্ত)
দুৎ (দুধ)
দুঁর দিল (দৌড় দিল)
দুঁরাদুঁরি (দৌড়াদৌড়ি, দৌড়িতে দৌড়িতে, অতি সত্বর)
দেআইল্ (দেখাইল)
দেইয়ারে (দেখিয়া)
দোআন (দোকান)
ধুইল্ (ধুলা)
ধোর কাউআ (দাঁড়কাক)
নগ (নখ)
নপারি (না পারিয়া)
ন'স্সার (নমস্কার)
নাইৎ (নাপিত)
নাগ (নাক)
নারগোল (নারিকেল)
নি'ন্ত্রণ (নিমন্ত্রণ)
নিলীর পারে (নির্গত হইতে পারে না)
নুকা (নৌকা)
নেআলি (লেপ)
নোআ (নব, নূতন)
নৈন্দ্য (নৈবেদ্য)
পঅর (আলোক)
পক্কি (পক্ষী)
পরচ্‌তাপ (প্রস্তাব, গল্প)
পরাণত্ত ন (প্রাণাপেক্ষা)
পরাণী, ফরাণী (প্রাণী)
পাঅনা, পা'না (পক্ক)
পা (পদ)
পাইক (পাখী)
পাইক (পদাতিক)
পাইগর লেঞ্জ (পক্ষিপুচ্ছ)
পাডী (পাটী, মাদুর)
পাঁডী (পাঁটী, ছাগলী)
পাঁডা (পাঁঠা)
পানি (জল)
পাতাউন্ (পাতাগুলি)
পাতাহিরান (পাতাখাদা)

পানিত্তরথুন্ (জলের ভিতর হইতে)
পানিভাত (বাসি ভাত, ঠাণ্ডা ভাত, জলে-রাখা ভাত)
পাত্তল্ (পাতলা)
পাঞ্চা (পান্‌সে, পানিন্তা, জলের মত, স্বাদ-হীন)
পিআ (পিসা)
পিই (পিসী)
পিড্ (পিঠ, পৃষ্ঠ)
পিডা (পিঠা, পিষ্টক)
পিত্তল (পিতল, সাধু শব্দের ব্যবহার)
পির্থিঈ (পৃথিবী)
পিয়দা, ফিয়দা (পিয়াদা)
পুতুলা, পোতলা (পুতুল, পুত্তল)
পুথিয়াইন (পুথিখানি)
পুয়ান্ (প্রাচীন)
পেড (পেট)
পেডৈত্তর্ (পেটের ভিতর)
পেডৈত্তর থুন্ (পেটের ভিতর হইতে)
পেডী (পেঁটরা, বাক্স, Trunk)
পেতিহাঁস (পাতিহাঁস)
পোআ, পুৎ (পুত্র, ছেলে)
পোয়াহিউন (ছেলেগুলা, বাচ্চাগুলা)
পোইত্যদিন (প্রতি দিন, প্রত্যহ)
পোইয়া, ফোইয়া (পেঁপে)
পোইর, ফোইর্ (পুকুর)
পোতলা, পুতুলা (পুতুল, ক্রীড়নক)
পোরুন, ফোরুন্ (পেঁয়াজ)
পোক্ (পোকা, কীট)
প্যাঁওড়া (পিপীলিকা)
ফরাণী, পরাণী (প্রাণী)
ফাক্ (পাক্, পাখা, ডানা, পাখীর ডানা)

ফিচে (বাঢ়ুন, সুদৃশ্য ও ক্ষুদ্র শতমুখী)
ফিয়দা, পিয়দা, প্যাদা (পিয়াদা)
ফিটকেরি (ফটকিরি, alum)
ফাঁলেই (প্লীহা)
ফুজ্ (পুঁয, pus)
ফোইর, পোইর (পুকুর)
ফোইয়া (পেঁপে, papaw)
বঅরা (বধির)
বই (বসিয়া)
বইডনি (বঁটী, fish knife)
বউ (বধূ, পুত্রবধূ, স্ত্রী)
বত্তল (বোতল)
বরই (কুল, বদর ফল)
বরিষাফল, বরিষাহল, বরিষা'ল (শসা)
বকা (বক)
বলা, বোলা (বোল্‌তা)
বয়ার (হাওয়া)
বলী (বলবান্)
বা' (বাসা, পাখীর বাসা, নীড়, পিঞ্জর)
বাইয়রৎ পার্গ্যাম্ (বাহির হইতে পারিব)
বাই (বাসী, পর্য্যুষিত)
বাইগুন (বেগুন)
বাউ (বাহু)
বাক্, বাগর গাত (বাঘ, বাঘের গর্ত্ত)
বাড়ি (বাটি)
বাত্তি (আলো)
বাজা (স্বর্ণকার)
বালুশ (বালিশ)
বাছন্ (বাছা, মিশ্রিত বস্তুদ্বয়কে পৃথক্ করা)
বিঅরাম্যা (রোগী)
বিউস্‌সুৎ (বৃহস্পতি)
বিচৈন্ (ব্যজন)

বিজলী (বিদ্যুৎ)
বিরিষ (বৃষ)
বিল (মাঠ)
বিলেই, মিউর (বিড়াল)
বুগ (বুক, বক্ষঃ)
বুগগা (বুকটা)
বুঝর্‌ (বুঝিতেছ, বুঝ ধাতু বর্ত্তমানা মধ্যম পুং)
বুঝিৎ ঠার্‌ দিৎ ন পার্ল্য (বুঝিতে ঠাহর দিতে পারিল না, কিছু বুঝিতে পারিল না, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল)
বেঁঅচি, বেঁআচি (বেঙাচি)
বোত্তো (বৈত্ত)
বোব্‌ (বোবা, বাক্‌শক্তিবিহীন)
বোঁর্‌ (ভ্রমর)
বৈডক্‌খানা (বৈঠকখানা)
ভইন (ভগিনী)
ভইন ভাইন (ভগিনী প্রভৃতি)
ভাইনা (ভাগিনেয়)
ভাইনি (ভাগিনেয়ী)
ভাইর্‌ (ভার, ঝুড়ি, বোঝা)
ভাস্নুক (ভালুক)
ভেরা (ভেড়া)
ভাই ভাই (ভাসিয়া ভাসিয়া)
ভালা (ভাল, উপকার)
ভালা বাস্‌ত্তো (ভালবাসিত)
মঅঁল (মঙ্গল)
মইক্যা (ভুট্টা, maize)
মটা (মোটা)
মরা (মৃত)
মরা মাছিউন্‌ (মরা মাছিগুলি)
মশরি (মশারি)
মরিচ (লঙ্কা)
মাডি (মাটি)
মারি (মাড়ি)
মারিত্তারে (মারিতে পারে)
মাছ্যতা (মাছি মারিবার জন্য কৌশলে নির্ম্মিত যষ্টিবিশেষ)
মার্গ্যি (মারিয়া ফেলিয়াছি)
ম্যাকর্‌ (মাকড়সা)
মাথা খাঁওরার্‌ (মাথা কামড়ানি, শিরোবেদনা, শিরঃপীড়া)
মিউর (বিড়াল)
মিউরচ্চা (বিড়াল বাচ্চা)
মিডা (মিঠা, মিষ্ট, গুড়)
মু (মুখ)
মুঅন্তর্‌ (মুখের ভিতর)
মুআ (মেসো)
মুঅই (মাসী, মাতৃষসা)
মেজ (Table)
মোঁআছিপুক্‌, মধুপুক্‌ (মধুমক্ষিকা)
ম্যাগ (মেঘ)
যঅন্‌ (যখন)
যুদ্ধ বাজ্জিল্‌ (যুদ্ধ বাধিল, যুদ্ধ লাগিল)
যেঁঅন (যেমন)
যেঁঅন এঁঅন বীর নয় (যেমন তেমন অর্থাৎ সাধারণ বীর নহে)
যেঁঅর ডাঁওর কাম কর্গ্য (যেমন ডাগর অর্থাৎ বড়, অর্থাৎ প্রশংসার্হ কার্য্য করিয়াছ)
যেইতে হেইতে (যে-সে, যে-কোনও, ব্যক্তি)
রাক্ক্যস্‌ (পেটুক, লোভী)
রাইত্‌ (রাত্রি)

রাজা বানাই দিয়োম্ (রাজা করিয়া দিব, বড়লোক করিয়া দিব, রাজা পুংলিঙ্গ শব্দ হইলেও এখানে উভয়লিঙ্গ)
ঐ রাজারৎ কেঁঅন কর্‌ল্য ? ঐ রাজার অনুচরবর্গ কি করিল ?)
রাজার বারির মিক্কা (রাজার বাড়ীর দিকে)
রাদ্‌হাঁস (রাজহাঁস)
রোইরার (রবিবার)
রোউন (রশুন)
রোজ্জার (রোজগার)
লাই (ঝুড়ি, টুকরি ; এই লাই নামক টুকরীর গঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ; নরম বাঁশ দিয়া তৈয়ার ও বেত দিয়া বাঁধা হয় এবং হাতে ধরিবার সুবিধার জন্য এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বেত্রনির্ম্মিত হাতল দেওয়া হয় ; চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলেই এই লাই পাওয়া যায়)
লাডম্ (লাঠিম)
লাডি (লাঠি, যষ্টি)
লাঁগুল (লাঙ্গল)
লিচি (লিচু)
লুতি (হাম, measles)
লুন (লবণ)
লোআ (লৌহ)
লোগ্‌গী (দাঁড়, Oar)
লোডা (লোটা, ঘটী)
লৌ (রক্ত)
বকা (বক)
শরীল (শরীর)
শঙ্ক (শঙ্খ, Conch)
শিশির (সিসি)
শুতার (সূত্রধর)
সঁই (সিম)
স'য়ে (সবেরে, প্রাতে)
সতাঙ্গামি (সয়তানী)
সাঅন (সাবান)
সাউ (সাগু)
সিঙ্গ (সিংহ)
সিরভল, সিরফল (শ্রীফল, ছোট বেলকে সিরফল বলে ; বড় বেল "বেল" ; সঙ্কীর্ণার্থতা, Specialization)
সুআরি (সুপারি)
সুরোতা (ধাত্রী)
সোরাতা (হস্তিশুণ্ড)
সোয়ামী (স্বামী)
হঅনী (চিরুণী)
হইয়ে (হইয়াছে)
হইরে (সরিষা)
হউন্দ্র (সমুদ্র, অন্ধসংস্কার-প্রবৃত্তি, False Etymology)
হকল (সকল)
হকলর হেষ (সকলের শেষ)
হকলুনরে (সকলকে)
হঙ্গে (সঙ্গে)
হন্দর (সুন্দর)
হন্দরী (সুন্দরী)
হন্দুক (সিন্দুক, বাক্স, safe)
হনিবার (শনিবার)
হপ্ত (টাটকা)
হপ্তা (সপ্তাহ)
হরই (বাসন)
হরিং (হরিণ)
হ'র (হইতেছে)
হাসতা (সস্তা, cheap)

হাড্ডী (ঘাড়, স্কন্ধ, গ্রীবা)
হাঁডু (হাঁটু)
হাঁচা (সত্য)
হাঁচা মিছা কথা (মিথ্যা তামাসা, কল্পনা)
হাজার গোয়া (হাজারটা)
হাতীআ (হাতীটা)
হাত্তোয়া (সাতটা)
হাৎ দিনর দিন (৭ম দিবসে)
হাপ (সাপ, সর্প)
হারাগায়েঁ (সর্ব্বশরীরে)
হারেঁয়া (পানিবসন্ত, Chicken pox)
হাঁও (সাঁকো, বংশনির্ম্মিত)
হিঁওর (শিকড়)
হিঁওল (শিকল)
হিজ (শয্যা)
হিয়াল (শিয়াল)
হিয়ালর গাত (শিয়ালের গর্ত্ত)
হিঁয়ত, হেড্ডে (সেখানে)
হিবা (সেটা, সে)
হিয়ান (সেইখান, সেটা)
হিয়াওল্লা (সিয়ালটা)
হিয়াল্লত্তে (শিয়ালেতে অর্থাৎ শিয়ালের পেটে)
হুওর (শূকর)
হুনা (শুষ্ক)
হুনা খের (শুষ্ক তৃণ)
হুনি মাছ (শুষ্ক মৎস্য)
হুকর রার (শুক্রবার)
হুঁইচ (সূচ, ছুঁচ)
হুড়্‌ম্ (মুড়ি)
হুদা (শুধু, কেবল, সর্ব্বদা)
হুন্দি (তাহা দিয়া)
হুনিআরে (শুনিয়া)
হেড্ডে, হিঁয়ৎ (সেখানে)
হেই সমৎ (সেই সময়ে)
হেই তার ভেত্তুন (তাহাদের পক্ষ হইতে)
হেইতার লাই (তাহাদের জন্য)
হোউর (শ্বশুর)
হোউরী (খাশুড়ী)

অতঃপর কিঞ্চিৎ ভাষার আদর্শ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আদর্শস্বরূপে কতিপয় প্রবচন ও দুইটি প্রচলিত গল্প সংগৃহীত হইল। তালিকাধৃত প্রবচনসমূহের অধিকাংশই মহামুভব এণ্ডার্সন সাহেবের প্রবচন-সংগ্রহে আছে। তবে তিনি প্রবচনগুলির ভাষা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। ১৩১০ সালের প্রকৃতি নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় দেখিলাম, শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম মহাশয়ও এই প্রকার ভাষার পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রবচন-সংগ্রহের উপদেশ দিয়াছেন ও কতিপয় প্রবচন সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এ প্রকার পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহি। মূর্ল পরিবর্ত্তন না করিয়া অনুবাদ সহ প্রকাশ করিলেই প্রবচন সাধারণের বোধগম্য হইবে।

কতিপয় চট্টগ্রাম-প্রবচন

১। অল্প মনুষ্যা'ইয়া জঁইদারি পায়। কানর গুরিত কলম গুজি ভাঐরা নাচায়॥
(সামান্য লোকে জমিদারী পাইলে কানে কলম গুজিয়া বালক নাচায়)।

২। অভাগা চোরা যেই বারিজ্জায়। হ'লে কু'রে ডায়ে নয় রাৎ পোয়ায়॥ (দুর্ভাগ্য চোর যে বাড়ীতে যায়, সে বাড়ীতে হয় কুকুরে ডাকে, না হয় রাত্রি পোহায়)

৩। আর'লা চৈলর মদ্দির দোআন॥ (আকাঁড়া চাউলের দোকান বাজারের মধ্যস্থলে। সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কেহ বড়লোক হইলে, এই প্রবচন ব্যবহৃত হয়।)

৪। আদরর কলা বাঅলো ভালা॥ (আদর করিয়া যদি কেহ খোসা সমেত কলা খাইতে দেয়, তাহাও ভাল।)

৫। আঁতয়ে তিতা কানরে কচু চোগরে তেল : হেই থানৎ ন অইলে বোত্তোর বারিৎ গে'ল্॥ (পাকস্থলীর [আঁৎ] পীড়ায় তিক্ত বস্তু, কর্ণের পীড়ায় কচু ও চক্ষু-রোগে তেল ব্যবস্থা করিবে। এই তিন উপায়ে ফল না পাইলে বৈদ্যের বাড়ীতে যাইতে হইবে॥)

৬। আইলেও লোকি গেলেও বালাই। (অনুরাগহীন অভ্যর্থনা)।

৭। আবাত্তি কাট্টোল জারিৎ দেওন। (ইচোড় পাকাইতে দেওয়া—"The jack fruit is raw, put it under straw."—Anderson).

৮। আবাত্তি কালৎ অনন্তর ব্রৎ। (অকালে অনন্ত [চতুর্দ্দশী] ব্রত)।

৯। আদাচুরণীর মনৎ গুদ্‌গুদি। (যে রমণী আদা চুরি করে, তাহার মনে শান্তি থাকে না)।

১০। আদা বেচে গাদা। মিডা বেচে হারামজাদা॥ (আদা শুকাইলে ওজনে কমে, সুতরাং যে আদার ব্যাপার করে, সে বুদ্ধিহীন (গাধা)। গুড় বিক্রীত না হইলে তাহার সহিত অন্য দ্রব্য মিশাইয়া ওজন বৃদ্ধি করা যায়, সুতরাং গুড়-ব্যবসায়ী অতি দুষ্ট-প্রকৃতির লোক—হারামজাদা)।

১১। আউন কাঅর দি ঢাই রাইম্ন পারে। (আগুন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায় না।)

১২। আগৎ জঁআইয়ে কাট্টোলো ন খায়। হেষৎ জঁআইয়ে ভোতাও তোরাই ন পায়॥ (আগে জামাই কাঁটালও খায় না। শেষে জামাই ভোতাও খুঁজিয়া পায় না—Familiarity breeds contempt)।

১৩। আওয়া'পাতৎ ঠাডার ন পরে। (উচ্ছিষ্ট পত্রে বজ্রপাত হয় না)।

১৪। আঁধা আতুর ভেঁউর—হেই তিন সয়তানর লেঁউর। (অন্ধ, খঞ্জ ও কুব্জ, এই তিনটি সয়তানের লেজ)।

১৫। আঁধাকালা কোলভেঁউর গোদর অন্ত নাই। তিন শ বিরাশি বুদ্ধি যার এগ চোক নাই॥ (অন্ধ, বধির, কুব্জ ও পঙ্গু ব্যক্তির অন্ত পাওয়া যায় না। আর যাহার এক চক্ষু নাই, তাহার ৩৮২ বুদ্ধি, অর্থাৎ সে ব্যক্তি অত্যন্ত কুটিল)।

১৬। উইয়র পোঁদৎ ফইর্‌ গাছাইলে আঁআশ ছুইত্‌ চায়। (উই পোকার পাখা গজাইলে সে আকাশ স্পর্শ করিতে চায়।)

১৭। উওট্টাইল্যার হৈলদ্‌ দৃষ্টি। (পুকুরে মাছ ধরিবার সময়ে যে সকল লোককে ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার জন্য জালি নামাইবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহাদিগকে "উওট্টাইল্যা" বলে। তাহারা সাধারণতঃ 'শ'ল' অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্যে দৃষ্টি রাখে।)

১৮। উজ্জা আঁউলে ঘিরিৎ ন উডে। (সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।)

১৯। উত্তরে বাগ দইনে রাগ। (বাড়ীর উত্তরে বাগান ও দক্ষিণে মুক্ত স্থান রাখিবে।)

২০। এগে ত ডোমর পোআ, তাত্তে পোন্দৎ গু। (বিবাহবিষয়ক প্রবচন। একে নীচকুলে জন্ম, তাতে গুণহীন।)

২১। এগ চুথর চুক্কী আঁই গাঙ্গর কুল্যা বারী। এগ চুকর চুক্কী আঁই কোচ্যা কালৎ রারী॥ এগ চুকর চুক্কী হই আঁই কয়জধারি। এগ চুকর বুরা আঁই হেবে বিয়া করি॥ (আঁই—আমি। গাঙ্গর কুল্যা বারি—নদীতীরস্থ গৃহ। কোচ্যা কালৎ রারী—অল্প বয়সে বিধবা। কয়জধারী—ঋণী। বুরা—বৃদ্ধ।)

২২। এরিও ন দে, বেরিও মারে। (অধিক সম্পত্তি ছাড়িতেও পারে না—সম্পত্তি ত্যাগ না করায় সর্ব্বনাশও হয়)।

২৩। ও পাগ্‌লা হাঁও ন লারিস্‌। ভালাও ত মনে করালি॥ (ও পাগলা, সাঁকো নাড়িস না—ভাল কথা মনে করালি। ছোট ছোট খাল পার হইবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে সুপারি গাছ, বাঁশ প্রভৃতি দিয়া সাঁকো প্রস্তুত করা হয়। তাহার উপর দিয়া অতি কষ্টে যাতায়াত চলে। এক পাগলের কর্ম্ম ছিল, কেহ সাঁকোতে উঠিলে সাঁকোটা নাড়া দিয়া কৌতুক দেখা। তাহাকে সাঁকো নাড়িতে নিষেধ করায় তাহার বিস্মৃত কর্ত্তব্য মনে পড়িয়াছে।)

২৪। কাউ তলে কাউ মাহাজ্জা। (কাউ একপ্রকার অম্ল-মধুর ক্ষুদ্র ফল।)

২৫। কাউআর খাআৎ কুইল্যার ছা। জার ছা তার রা॥ (কাকের বাসায় কোকিলার ছানা হইলেও সে কোকিলের মত শব্দ করে।)

২৬। কেছুআ তুল্‌তে হাপ উডে। (কেঁচো তুলতে সাপ)।

২৭। কানর সোনায় কান কাডে। (কাণের সোনাতেই কাণ কাটে।)

২৮। কলারে দলা হলইদরে ছাই। বোউঅরে সেবিলে পুতরে পাই॥ (কলা গাছে মাটি ও হলুদ গাছে ছাই দিলে গাছ ভাল হয়। আর বধূমাতার মন যোগাইলেই পুত্র আপনার হয়।)

২৯। কেঁওা দি' কেওা খোয়ান। (কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা)।

৩০। কোলৎ মরে পৈষ্য ন দে। (মাতৃস্নেহ এরূপ অন্ধ যে, পুত্র না খাইতে পাইয়া কোলে মরিবে, তাও ভাল, তথাপি পরকে পোষ্য পুত্র করিতে দিবে না।)

৩১। কাউআর মুখৎ হিন্দুর্গ্যা আম। (কাকের মুখে সিঁদুরে আম।)

৩২। কুউরর পরাণে ঘিরিৎ ন জারে। (কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না।)

৩৩। কার হরাদ কনে করে। বাঁঅন বেডা খোল কাডি মরে॥ (কার শ্রাদ্ধ কেবা করে—বামুন বেটা (কলার) খোল কেটে মরে।)

৩৪। কাণ কাডা কই মাছে তাল গাছ বায়। পোচরা মু'খান লই দরবারত যায়॥ (কাণ কাটা কই মাছ তালগাছে উঠে। কুৎসিত মুখশ্রী লইয়া লোকে দরবারে যায়॥)

৩৫। কেঁড়ি কুউরর ঘেড্ঘেডি বেশি। (খেঁকী কুকুরে ঘেউ ঘেউ করে বেশী।)

৩৬। কুউররে ঘিভাত দিলে বাইৎ করি মরে। গাবুররে পিরা দিলে চিৎ অইয়া পরে॥ (কুকুরকে ঘি-ভাত দিলে বমি করিয়া মরে। মজুরকে পিঁড়া দিলে বসিতে জানে না বলিয়া চিৎ হইয়া পড়ে।)

৩৭। কাউঅর উঅর কাঁআন দাবান। (মশা মারিতে কামান দাগা।)

৩৮। কুউরে কাণ্ডাইলে আণ্ডুর হেডে। (কুকুরে কামড়াইলে হাঁটুর নীচে।)

৩৯। কুউরে কাণ্ডায় তারেও কি কাণ্ডাইব না? (কুকুরে কামড়াইলে তাকেও কি কামড়াইতে হবে?)

৪০। কলা দি' পোলা ভারান। (কলা দিয়ে ছেলে ভুলান।)

৪১। কা'তর বুদ্ধি আঁতৎ। বাঁঅনর বুদ্দি দাঁতৎ॥ (কায়স্থের বুদ্ধি গভীর। বামুনের পেটে কথা থাকে না। কায়স্থ কাহাকেও মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ সরলচিত্ত—পেটে কথা রাখে না।)

৪২। খাডি দিয় পার, পৈররে নিন্দা। (লোকের উপকারের জন্য একটি গর্ত্ত কাটিয়া দিতে পার না, পরে পুকুর কাটিয়া দিলেও তার নিন্দা কর।)

৪৩। খাল কাডি কুঁইর ঘল্লান। (খাল কেটে কুমীর আনা।)

৪৪। খাই দাই থাইলে তারে কয় ধন।
মরি ধরি থাইলে তারে কয় জন॥ (সুস্পষ্ট)

৪৫। খাওনর সময় বারো ভাই। পোআ লওনর সময় কেঅ নাই॥ (সুস্পষ্ট।)

৪৬। গীতর আগৎ কুনকনি। ঝরর আগৎ পিনপিনি॥ (গীতের পূর্ব্বে স্বর ভাঁজা হয়—ঝড়ের পূর্ব্বে নিস্তব্ধতা থাকে। প্রত্যেক ঘটনারই পূর্ব্বে সূচনা পাওয়া যায়।)

৪৭। গাছৎ কাট্টোল ওডৎ তেল। (গাছে কাঁটাল, ঠোঁটে তেল।)

৪৮। গাছে ফলর ভর ধরে। ফলে গাছর ভর ন ধরে॥ (স্পষ্ট।)

৪৯। ঘাডৎ আই নৌকা ডুবান। (ঘাটে আসিয়া নৌকা ডুবান।)

৫০। ঘাড্ পারইলেঁ ঘাড্যা হালা। (ঘাট পার হইলে ঘাটিয়া শালা।)

৫১। ঘর বাঁধিব মুর্গ্যা—গো কিনিব টুর্গ্যা। বিয়া করিব কালা—তোই গিরস্তর ভালা॥ (ঘর করিবে ছোট—গরু কিনিবে ছোট। স্ত্রী করিবে কাল—তবে গৃহস্থের ভাল॥)

৫২। চোরয়ে কয় চুরি কর্, গিরস্থরে কয় হজাগে থাক্।

৫৩। চুঁউট্টা দিলে ভাঁউট্টা খায়। (চড়টা মারিলে কিলটা খাইতে হয়।)

৫৪। চোর ধাইলে বুইধ বারে।

৫৫। চোখ থাডিলে দুনিয়া আন্ধার। (চোখ মুদিলে পৃথিবী অন্ধকার।)

৫৬। চাল্লা বেচনি দোলায় চরে—কয়ান কন্ দেশ পুছার করে॥ (যে রমণী বাজারে চালতা বিক্রয় করে, সর্ব্বস্থান তাহার পরিচিত, কিন্তু দোলায় চড়িলে সে জিজ্ঞাসা করে, কোন্‌টা কোন্ দেশ। অবস্থার উন্নতি হইলে পূর্ব্বের খারাপ অবস্থা গোপন করে।)

৫৭। চোর গোটার বারী ভাক্। (কাঠ বিড়ালের বাড়ী ভাগ।)

৫৮। চোখে আর কানে ছয় মাসর পথ।

৫৯। চেষ্টা অস্তে, দুক খণ্ডে।

৬০। ছাঅলে কয় পরাণে মৈলাম। গিরস্তে কয় আলুনি খাইলাম॥ (উভয় পক্ষে অসুবিধা।)

৬১। ছোয়াদির লাই দুর্গোৎসব বাঙ্গি ন থাএ॥ (পানে খাইবার চুণের অভাবে দুর্গোৎসব বাকী থাকে না।)

৬২। ছুল্লুকর না পাহারর উঅর্ দি চলে। (একমতে যাহারা কাজ করে, তাহাদের নৌকা পর্ব্বতে চলে।)

৬৩। জরর তায় পানি পিওন। (জ্বরের তাপে জল খাওয়া।)

৬৪। ডুব মারি পানি খাইলে এগাদশীর বাপেও ন জানে।

৬৫। ডেঙ্গা গরুয়ে বাগ ন চিনে। (বাছুরে বাঘ চিনে না।)

৬৬। ডোমর (বংশ-ব্যবসায়ীর) গো, বাঁঅনর না।

৬৭। ঢেইৎ বারা পৈরৎ পানি। জোঁআইর পোআর ভাত ছোয়ানি॥ (ঢেঁকিতে ধান, পুকুরে জল—জামাতার পুত্রের অন্নপ্রাশন।)

৬৮। ঢেঁই সর্গৎ গেলেও বারা বাঁধে।

৬৯। তিন মাইয়্যা পোআ জিঁয়ৎ। কাজির দরবার হিঁয়ৎ॥ (যে স্থানে তিন রমণী একত্র হইবেন, সে স্থানে কাজির দরবার বসিবে—অর্থাৎ নানাবিষয়ক আলোচনা হইবে।)

৭০। তেল ন দি মচমচ্যা ভাজা।

৭১। তোতার চোখ, বান্দরর মু। (কখনও স্থির থাকে না।)

৭২। তার লাই এগ আঁডু পানিয়াঝিলে তে এগ গলাৎ লামিব। (দূরে সরিয়া যাইবে।)

৭৩। তুই দিয়ারে মুই দিয়া। (তুমি আগে দিলে আমি পরে দিব বা তুমি দিলেই আমার দেওয়া হইল।)

৭৪। তিন নারায় সুআরি সোনা তিন নারায় নারগাল টেনা। তিন নাড়ায় সিরফল বেল তিন নাড়ায় গিরস্ত গেল্। (তিন বার নাড়িয়া পুঁতিলে সুপারি গাছে সোনা ফলে। তিন নাড়ায় নারিকেল গাছ নষ্ট হয়। তিন নাড়ায় বেল গাছ ভাল হয়। কিন্তু তিন নাড়ায় অর্থাৎ তিন বার বাস-পরিবর্ত্তন করিলে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ।)

৭৫। তোঁআর নেক্ হওদাগর—তুঁই হও না ধনকাতর ? (তোমার স্বামী সদাগর— তুমি কেন হও ধনকাতর ?)

৭৬। দেইর পারে যারে—হাঁডিৎ ভেঙ্গায় তারে। (যারে দেখ্‌তে নারি, তার হাঁটন খারাপ।)

৭৭। দেশী ভাই জিঁয়ৎ—কথা ন কইও হিঁয়ৎ। (Where your neighbour you find, Beware to speak your mind - Anderson.)

৭৮। দাতাত্তুন কির্‌পণ ভালা ত্বরিৎ জোআব যার। (দাতা চেয়ে কৃপণ ভাল, শীঘ্র জবাব যার।)

৭৯। দেশৎ নাই জিঁয়ান—বোউঅর হাদি হিঁয়ান। (দেশে নাই যা— বউএর সাধ তা।)

৮০। দুষ্ট জনর মিষ্ট কথা কাছে বৈসে ঠেসে। কথা দিয়া কথা লৈ প্রাণ বধিব হেষে॥

৮১। দুষ্ট জনর মিষ্ট কথা দীঘল ঘোঁমডা নারী। দাঁঅর (জলজ উদ্ভিদের) তলর (নিম্নের) শীতল জল এ তিন পরাণর অরি॥

৮২। নিজর ইজ্জৎ নিজে রাগে (রাখে)। কাডা কাণ চুল দি ঢাগে (ঢাকে)॥

৮৩। নোআ নোআ (নব নব) বাঁঅরী (অলঙ্কারবিশেষ) নোআ নোআ রং। পুরাণ অইলে বাঁঅরী গলা ঢং ঢং॥

৮৪। নাইৎ (নাপিত) দেইলে (দেখিলে) নগ্ ঞ্নি বাড়ে।

৮৫। নেক্ পাইয়ে যে কত নয়—কাচ বাঁঅরীও তোয়ায়। (স্বামী জুটিয়াছে—এই যথেষ্ট, আবার বালা চুড়ি চায়!)

৮৬। নাইতা কয় 'আই', কাঁআরিয়া কয় 'তাই'। বাঙ্গা কয় গরু, এ কথা যে পৈতায় তার বাপেও গরু॥ (নাপিত বলে "আসি," কামার বলে "তাই" (আগুন); স্বর্ণকার বলে 'পরশ,' এ কথা যে বিশ্বাস করে, তার বাপ গরু।)

৮৭। মা গুণে পোআ তুঁই গুণে রোআ।

৮৮। যে মিকার ঝড়, হে মিকার জোঁইর। (যে দিকের ঝড়, সেই দিকের ঝাঁপ। বাঁশ ও পাতা দিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার্থ মস্তক হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বিলম্বিত এক প্রকার ছাতা তৈয়ার করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে গরীব লোকের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'জঁইর'।)

৮৯। হাতর ডিমাত্তুন ঝাড়র পাইখও ভালা নয়।

৯০। হিন্দুর দাড়ি, (১) মুসাম্মার নারী, (২) গাঙর কুল্যা বাড়ী, (৩) মুড়ার কুল্যা গাই, (৪) চাইর্ কথার পৈত্তয় নাই।

(১। কারণ, ক্ষৌর কর্ম্ম-নিষিদ্ধ নহে। ২। পুনরায় তালাক ও শাদী হইতে পারে। ৩। নদীর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। ৪। বনের ধারে গাই থাকিলে বন্য জন্তুতে লইয়া যাইতে পারে।)

৯১। বেইমানর নিঅঁস্তন অঁাচাইলে সিদ্ধি।

৯২। হক্কলে যদি বৎ (ব্রত) করে নৈদ্দ্য (নৈবেদ্য) খাইব কনে?

৯৩। হাতিয়ার আঅনা নয়, কোঁডাল (পুলিস) নয় মিতা। ঘরর স্ত্রী, আঅনা নয়, ন কইও নির্ণয় কথা॥

৯৪। পাইক আইয়ক্ ফিয়দা আইয়ক্, অঁাই কেও না। ভেড্ আইয়ক্, বেগার আইয়ক্, অঁাই জঁইদারর মা॥ (পাইক পেয়াদা আসিলে আমি কেহ নই; উপঢৌকনাদি আসিলে আমি জমিদারের মা।)

৯৫। পাঁডারে কাডে পাঁডীয়ে হাসে। পাঁডায়ে কয় ভোর লাইও মগদেশ্বরী আছে॥ (মগধেশ্বরীর নিকট পাঁঠী বলিদান হয়।)

৯৬। হঁইচে ভাঙ্গিব কাজ্জে কুড়াইল লাগান। (সূচের কাজে কুড়াল লাগান।)

হেঁয়ালি

১। এগ হৈলর ছুই মাতা, হৈল গেল্ গৈ্যা কৈলকাতা। (একটা শ'ল মাছের ছুইটা মাথা—শ'ল মাছ চলে গেল কলিকাতা)—নৌকা।

২। রাজা ভাত খায়, চুআ পোআ চাই খায়।—হাঁটু।

৩। রাজার পইরস্তর ইচুরার ভরা। একই টিপ মাল্লে বেয়াগ্গুন্ মরা॥—নেবু। (রাজার পুকুরের ভিতরে চিঙড়ি মাছ ভরা। একটি টিপ মারিলেই সবগুলিই মরা॥)

৪। রাজার খাণ্ডা ছুয়ারৎ বরই গাছ ঝিকিমিকি করে। রাজা আইয়ের বাদসা আইয়ের থিয়েই সালাম করে॥—ছুর্গাপূজা। (রাজার লাছ ছুয়ারে কুলগাছ ঝিক্‌মিক্ করে। রাজা আসুক বাদসা আসুক দাঁড়াইয়া প্রণাম করে॥)

হাজার মারার পঃচ্‌তাপ্

উগ্‌গা কুয়্‌গ্যা বুরা আছিল্। তে কন কাম করিত ন জানন্ত্যো; বই বই থাঁউ খাইত্য। হারা গায়ে তার উগ্‌গা পেড্ আছিল্। একান চাঁচ্ লোই একোরে ভাওয়া আল্যাউআ

একজন অলস (কুঁড়ে) বৃদ্ধ ছিল। সে কোনও কাজ করিতে জানিত না। বসিয়া বসিয়া তামাক খাইত। সারা গায়ে তার একটা পেট মাত্র ছিল। একখানা মাদুর নিয়ে সর্ব্বদা ডাবা (হুঁকা) হাতে এক ছিলিম তামাক

এগ্ দলা থাঁউ লোই হুদা থাঁউ টান্তো। তাত্তে একান মাছ্যাতা আছিল্। তে বই বই মাছি মারত্যো। এগ্ দিন বেয়াক্ মরা মাছিউন্ গোনি চাইআরে তার বোউঅরে কোইল্ যে দেখ্যনি? কোইগ্গা মাছি মার্গি? ও বাবু গোনি চাইলাম যে, ওম্মা! হাজার গোয়াঅ'ল্। তার বউয়ে ক'ল্ "হইব অ'নে, বই থাঁউ খ। কাম ন থাইলে ধানে আ'র চোইলে অঁত্তর করি বাছুন।" তে কইল্ হাঁচামিছা কথা নয়! তুঁই রাজার বারিৎ জাই ক'গৈ হাজার মারা আস্তে। তোই আঁ'রে ডাইব। তার বোউএ ক'ল্, অ'নে বই পানি ভাত চাইর্গোআ খাইআরে থাঁউ খ'গে। তে ক'ল্, তুঁই ন বুঝর্, আগে জাই হেডে ক'গৈ; তোই যদি কিছু টেয়া দে হুঁন্দি তোঁআরে রাজা বানাই দিয়োম্।

বউএ তার হঙ্গে কনর'মে নপারি রাজার বারিৎ গে'ল্। রাজারে কইল্, হাজার মারা আস্তে; যদি আঅনাস্তে লাগে, আঁ'র বারিৎ আছে আনিবাক্। হেই সম'ৎ হেই রাজার হঙ্গে আর এগ্ রাজার হঙ্গে যুদ্ধ বাজ্জিল্। রাজা কয়েজ্জে; তহ'লে ত কুব ভালা হয়ে, তে যদি এগ্ জনে হাজার জন মারিৎ তারে, তহ'লে আঁ'ত্তে আর কিয়ৎ লাইব? এই বুলি তাইরে কইল্ যে, তুঁই তারে আঁ'র কাছে লই আইও। তাই যাই তাইর সোয়ামিরে কইল্ গৈ আর তে রাজার বারিৎ আইল্।

রাজা কয়েজ্জে. হাজারমারা তোঁআত্তে কি কি লাইব? আর অন্য মানুষ ক'ট্টা লাইব আঁ'রে ক' আঁই একুনু দিয়োম্। হাজারমারা কয়েজ্জে, আঁ'ত্তে আর কিছু লাগ্ত নয়; কেবল উগ্গা ঘোরা লাইব। রাজা কয়েজ্জে. আঁ'ত্তে এ'ট্টা ঘোরা আছে তুঁই উগ্গা তোঁআর মন্মত্ বাছি লই আইও। হাজারমারা কেঁঅন কইল্ল? ঘোরার ঘরৎ যাই

বিয়ে কেবল তামাক টানিত। তাহার নিকট একটা মাছিমারা লাঠি ছিল। সে বসিয়া বসিয়া মাছি মারিত। এক দিন সমস্ত (বেবাক) মরা মাছি গণিয়া দেখিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "দেখ্‌ছ না? কতটা মাছি মারিয়াছি; গণিয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম যে, হাজারটা হইল।" তার স্ত্রী বলিল, "তা হ'তে পারে, বসিয়া তামাক খাও। কাজ না থাকিলে ধান ও চাউল একত্র করিয়া বাছিতে হয়।" সে বলিল, "মিথ্যা তামাসা নহে। তুমি রাজার বাড়ীতে গিয়া বল যে, হাজার-মারা আসিয়াছে। তাহা হইলে আমাকে ডাকিবে।" তাহার স্ত্রী বলিল, "এখন চারিটি বাসি ভাত খাইয়া তামাক খাওগে।" সে বলিল, "তুমি বুঝিলে না; আগে গিয়া সেখানে বলগে; তাহা হইলে যদি কিছু টাকা পাই ত তাই দিয়া তোমাকে রাজা করিয়া দিব।"

তাহার স্ত্রী তাহার সঙ্গে কোনও রকমে না পারিয়া রাজার বাড়ীতে গেল। রাজাকে বলিল, হাজারমারা আসিয়াছে। যদি আপনার এখানে দরকার হয়, আমার বাড়ীতে আছে, আনাইবেন। সেই সময় সেই রাজা ও অন্য এক রাজায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। রাজা বলিল, তাহা হইলে ত খুব ভাল হয়। সে একজনে যদি হাজার জনকে মারিতে পারে, তাহা হইলে আর আমার পক্ষ হইতে কি লাগিবে? এই ভাবিয়া তাহাকে বলিল যে, তুমি তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। সে যাইয়া তাহার স্বামীকে বলিল, আর সে রাজার বাড়ীতে আসিল।

রাজা বলিল, "হাজারমারা, তোমার কি কি দরকার? আর অন্য মানুষ কত লাগিবে? আমাকে বল, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে দিব।" হাজারমারা বলিল, "আমাকে অন্য কিছু লাগিবে না, কেবল একটি ঘোড়া চাই।" রাজা বলিল, আমার যত ঘোড়া আছে, তাহার মধ্য হইতে তোমার মনোমত একটি বাছিয়া লইয়া

ঘোরা চাইত লাইল্। রাজা তারে পত্তম্ খুব বর ঘোরাওয়া যিবা লই যুদ্ধ করে হিবা দেখাইল্। তে হিবা দেইআরে কয়েজ্জে, ইবা কি ছ্যাগি ঘোরা? এইর'মে দেখ্যাইত্তে দেখাইতে বেয়াগ্‌গুন্ দেখাইল্। তার চোকৎ উগ্‌গাও ন লাইল্। হেষে তে চা'তে চা'তে দেইল্ যে, উগ্‌গা তিনঠেঙ্গ্যা ঘোরা ঘায়ে ভরি গেয়ে গৈ। তে কয়েজ্জে, এইবা না ভালা ঘোরা? এই বুলি তে কেঁয়ন্ কইর্ল্যা? কাঅর্‌ টাঅর্‌ বান্ধি কইল্ যে, একান লাম্বা দোরি আন্। দোরি আনি দিল আর তে হিয়ান ঘোরার পিডর উঅর দি লটকাই আরে ঠাঁসি বাঁল্লো। বান্দি এগ্‌গুনরে কইল্, অঁ'রে ঘোরার পেডর্ তলে বান্দি দ'। এই র'মে তারে বান্দি দিল আর ঘোরা চল্‌তো লাইল্। তিন ঠেঙ্গ্যা ঘোরা টোট্টেং টোট্টেং করি চল্‌ত লাইল্। যা'তে যা'তে কু-উ-ব্ বেশী দূরে গে'লগৈ আর ঘোরা আছ্যার. বিছ্যার খাই গরাইতর্‌ পোরি গে'ল্। আত্তুন্ তে হিবারে টান্‌ত্যো টান্‌ত্যো কাছে আন্‌লো। আনিআরে আত্তুন্ ঘোরার বুগর তলোদ্দি উডিল্। হিবা আত্তুন্ হাঁট্যো লাইল্। যা'তে যা'তে কোদ্দুর গে'ল্ আর ঘোরা আর যাইত পারে। হিঁয়ান্দি লুডি পোইল্। তার পর ঐ রাজারৎ কেঁয়ন ক'র্‌ল্যো?

যুদ্দ কর্‌ত্য আইআরে চায়েজ্জে এইতার ভেত্তুন্ কেঅ নআইয়ে। হেইতাল্লাই তারা অঅমান হইয়ে বুলি বেয়াগ্‌গুন দুই ভাক্ হই গে'লগৈ। এঁয়নে তারা আঅনে আঅনে যুদ্দ কর্‌ত্য লাইল্ যে ম'ত্তে ম'ত্তে বেয়াগ্‌গুন মরি গেল্। উগ্‌গাও আর বাঁচি ন রইল্। হেশে কেঁঅন কর্‌গ্যে?

হাজারমারা আত্তুন্ ঘোরাৎ করি চা'তে চা'তে চায়েজ্জে যিয়ান্দি যুদ্দ হর্ হিয়ান্দি

আইল। হাজারমারা কি করিল? ঘোড়ার ঘরে যাইয়া ঘোড়া দেখিতে লাগিল। রাজা তাহাকে প্রথমে খুব বড় বড় ঘোড়া, যে ঘোড়া লইয়া যুদ্ধ করে, তাহাই দেখাইল। তাহা দেখিয়া সে বলিল, "এ কি ছাই ঘোড়া?" এই রকমে দেখাইতে দেখাইতে সমস্তগুলিই দেখাইল। তার চোকে একটাও লাগিল না। শেষে সে দেখিতে দেখিতে দেখিতে পাইল যে, একটি তিনপেয়ে (ত্রিপদ) ঘোড়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘায়ে ভরা। সে বলিল, "এই না ভাল ঘোড়া?" এই বলিয়া সে কি করিল? কাপড়চোপড় বাঁধিয়া বলিল, "একটা লম্বা দড়ি আন।" দড়ি আনিয়া দিলে, সে তাহা ঘোড়ার পিঠের উপর দিয়া লটকাইয়া কসিয়া বাঁধিল। বাঁধিয়া একজনকে বলিল, "আমাকে ঘোড়ার পেটের তলে বাঁধিয়া দাও।" এইরূপে তাহাকে বাঁধিয়া দিলে ঘোড়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে ঘোড়া অনেক দূর চলিয়া গেল এবং তখন ঘোড়া মাটিতে আছাড় খাইয়া গড়াইয়া পড়িল। তার পর সে তাহাকে টানিয়া আবার কাছে আনিল। আবার ঘোড়ার বুকের উপর দিয়া উঠিল। সেটা তখন চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে কতক দূর যাইয়া ঘোড়া আর চলিতে পারে না। সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল। তারপর ঐ (শত্রুপক্ষীয়) রাজার লোকেরা কি করিল?

যুদ্ধ করিতে আসিয়া দেখে যে, ইহাদের পক্ষ হইতে কেহই আসে নাই। সেই জন্য তাহারা অপমান আশঙ্কায় নিজেরা সকলে দুই ভাগ হইয়া গেল। তাহারা এইরূপ ভাবে আপনে আপনে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, মরিতে মরিতে সকলেই মরিয়া গেল। একজনও বাঁচিয়া থাকিল না। শেষে কি করিল?

হাজারমারা আবার ঘোড়ায় চড়িয়া দেখিতে দেখিতে দেখিল যে, যে দিকে যুদ্ধ হইল, সে দিকে কেহই নাই।

কেঅ নাই। তে দেইআরে ভূঁ-উ-রা-ভূঁ-উ-রি আছুর বিছুর খাইআরে ঘোরাত্তুন্ নামি হিয়ানদি গেল্। যাইআরে বেয়াক মরা মানুস্যর রক্ত টক্ত কতকুখাইন্ গায়ে হাতে মাই মরা মানুস্যর হাতত্তুন্ কিরিচ্ এক্কান লইআরে আত্তুন্ ঐ ঘোরার পেডর তলোদ্দি লটকি আরে ঘোরারে রাজার বারির মিক্কা গোরি আনত্যো লাইল্।

আস্তো আস্তো রাজার দেয়ত্ আস্যে, আর ভূঁ-উ-রা-ভূঁ-উ-রি রাজা কোট্টাল আর রাজার ক'ট্টো আইল্। বেয়াগ্ গুনে চাইআরে কয়েজ্জে, ওম্মারে মা ইবা ত যেঁয়ন"এঁয়ন বীর নয়। তে এজ্জনে হক্কলুনরে কেঁয়ন্ করি মা'রল্যা? তারে হক্কলুনে তরাতোরি ঘোরাত্তুন্ নামাইল্। রাজা তারে গাওর কাছে আনি কইল্ তুই যেঁয়ন ডাঁঅর কাম্ করগ্যা তার লাই আঁই আঁ'র রাজ্যর অদ্দেক তোঁয়ারে দিলাম; আর আঁ'র মাইয়ারে তোঁয়ারে বিয়া দিয়োম্।

এই কথা ক'নর ক'দ্দিন পর তারার বিয়া হোই গে'ল্ গৈ। পরচ্ তাপও ইয়ান্ দি ফুরাইল্। পানিভাতও জুরাইল্।

গোলবদন হাতীর পরস্তাপ

এগ্ রাজার উগ্গা হাতী আছিল্। হাতীবে এক্কারে বুরা হই গেইল্। কনো কাম করিত পারত্যা। হাতীভে রাজার বড় বেশী কাম করত্য। রাজাও ইবেরে পরাণত্তুন ভালা বাসত্যো। এগ দিন হাতীভে মরি গেইয়ে গৈ, আর হিবারে নি' খালকূলত্ পেলাই দিয়ে। এগ্ দিন উগ্গা হিয়াল খাওনর তোয়াত্তে তোয়াত্তে কিছু খাওনর ন পাই ঘুরতে ঘুরতে হেই খালকূলত্ ঐ মরা হাতিভার কাছুদ্দ যাইত্যো লাগ্গিল্। দেইল্ যে, উগ্গা হাতী মরগ্যে। হিয়াওল্লা কয়েজ্জে, আজ্জুয়া না ভালা অইয়ে? এঁঅর্ ডাঁঅর হাতী। ইবায় আঁ'র্ এগ্

সে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আছাড় খাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া সেই দিকে গেল। যাইয়া সমস্ত মরা মানুষের রক্ত-টক্ত খানিক গায়ে হাতে মাখিয়া ও মরা মানুষের হাত হইতে একখানা কিরিচ লইয়া আবার ঐ ঘোড়ার পেটের তলা দিয়া লটকিয়া ঘোড়াকে রাজার বাড়ীর দিকে চালাইয়া আনিতে লাগিল।

আসিতে আসিতে রাজার দেশে আসিলেই রাজা, কোটাল ও রাজার অন্যান্য লোকজন আসিল। সকলে দেখিয়া বলিল, "ওমা। এ ত যেমন-তেমন বীর নয়। সে একজনে সকলকে কেমন করিয়া মারিল?" তাহাকে সকলে তাড়াতাড়ি ঘোড়া হইতে নামাইল। রাজা তাহাকে গায়ের নিকটে আনিয়া বলিল, "তুমি যেমন বড় কাজ করিয়াছ, তেমনি আমি আমার রাজ্যের অর্দ্ধেক তোমাকে দিলাম। আর তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিব।"

এই কথা বলার কিছু দিন পরে তাহাদিগের বিবাহ হইয়া গেল। গল্পও এইখানেই ফুরাইল। পান্তা ভাতও জুড়াইল।

এক রাজার এক হাতী ছিল। হাতীটা একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। কোনও কাজ করিতে পারিত না। হাতীটা রাজার বড় বেশী কাজ করিত। রাজাও তাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত। এক দিন হাতীটা মরিয়া গেল। আর তাহাকে লইয়া নদীতীরে ফেলাইয়া দিল। এক দিন এক শিয়াল খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে কোনো খাদ্য না পাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নদীকূলে ঐ মরা হাতীটার নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। দেখিল যে,

বচ্ছ,র খাতে যাইব। হিয়াল্লোআ খুসী হই ইবার্ চাইর্ পা'লদ্দি ঘুরত্যো লাইল্। আগে বুদ্দি কইর্ল্য জ্রে ইবার আগে খালী বুগ্গা খাইয়োম্। এই বুদ্দিতে হাতীর পোঁদদ্দি পেডেত্তর ঘল্লগৈ। ঘল্লয়ে আর কতক্ষণ বাদে আর নি'ল্লিম পারে। তে ভাবতে ভাবতে কিছু ঠিক করিম পারি আরে কইত লাইল্ যে, রাজার এত কাম কইর্ল্যাম অ'নে আঁ'র এক্কেনা জ্বর অইয়ে আর আঁ'রে এডে পেলাই দিয়ে। হিয়াল হাতীর পেডের্ত্তর থাই ই'ন্ কইত্য লাইল্ রাস্তা দি মানুষ যাতে যেইতে হেইতে হুনে। এগ্ দিন রাজার পাইক্ উগ্গা যা'তে হুন্ল্যো। তে দুঁরা দুঁরি রাজারে কইল্গৈ। রাজা হুনি এগ্ বারে পাঅলর মত হই হাতীর্ কাছে আইল্। রাজারত্ যে'ট্টা হাতী আছিল্, তার মধ্যে গোলবদনরে পরাণত্তুনো ভালা বাস্ত্যো। রাজা জিগ্গাইল, কি গোলবদন! তোঁআর কি অইয়ে? কি দিলে ভালা অইবা? গোলবদনে কয়েজ্জে, আঁই এত দিন রাজার এত উপ্পার কইর্ল্যাম্, অ'নে আঁ'র এক্কেনা জ্বর হইয়ে আর আঁ'রে হেডে আনি পেলাই দিয়ে। যদি আঁ'বে বাঁচাইত্তা চও, ত'অইলে আঁ'র পঁদৎ দশ মন গিরিৎ দও, আর দজ্জন্ বাঁঅন্দি আঁ'র্ লাই চণ্ডীপাঠ করাও। রাজারত্তে ইয়ান্ বড় ভার লায়ের্ না? রাজা তড়াতড়ি মন্ত্রীরে কইল্, আর মন্ত্রী বাঁঅন্ দজ্জন্ দি চণ্ডীপাঠ করাইত্য লাইল্। ঘিরিৎ মল্ত্যো মল্ত্যো হিয়াল্ পেডের্ত্তব্ থাই দেইল্ যে, এবেল্ বাইর্রত্ পাইর্গ্যাম্। এই বুলি হিয়াল্ কইল্, সাবধান্ গোলবদন উঢের্। গোলবদন উঢের্ বুলি হুন্যে আর দুঁরাদুরি বেয়াগ্গুন্ ধাইয়ে। যাইবার সমৎ বাঁঅন্হ'ল্ যাত্তেগৈ পুঁথিয়াইন্ পেলাই গেইয়েগৈ। হিয়াল কেঁঅন্ কইর্লা? হাতীর পেডেরথ্ন্ নাঁ'ল্তে এক্কান্ পুঁথির পাতা লই দুঁর্ দিল্। হক্কলে কয়েজ্জে, গোলবদন ধাইল্ ধাইল্। রাজায়ে বুদ্ধিৎ ঠাঅর দিম পা'র্ল্য।

একটা হাতী মরিয়াছে। শিয়ালটা বলিল, আজ না ভাল হইয়াছে? এত বড় হাতী। ইহাতে আমার এক বৎসর আহার চলিবে। শিয়ালটা খুসী হইয়া তাহার চারি দিক্ দিয়া ঘুরিতে লাগিল। বুদ্ধি করিল যে, আগে বুকটা খাইব। এই বলিয়া সে হাতীর পেটের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার কতক্ষণ পরে আর বাহির হইতে পারে না। ভাবিতে ভাবিতে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল যে, আমি রাজার এত কাজ করিলাম, এখন আমার একটু জ্বর হইল আর আমাকে এখানে ফেলাইয়া দিল। শিয়াল হাতীর পেটের ভিতর থাকিয়া এইরূপ ভাবে বলিতে লাগিল যে, রাস্তায় মানুষ যাইবার সময় যে-সে শুনে। এক দিন রাজার এক পদাতিক যাইবার সময় শুনিল। সে দৌড়িয়া যাইয়া রাজাকে বলিল। রাজা শুনিয়া একেবারে পাগলের মত হইয়া হাতীর কাছে আসিল। রাজার ভাণ্ডারে যত হাতী ছিল, তার মধ্যে রাজা গোলবদনকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত। রাজা জিজ্ঞাসিল, গোলবদন, তোমার কি হয়েছে? কি দিলে ভাল হইবে? গোলবদন বলিল, আমি এত দিন রাজার এত উপকার করিলাম, আর এখন আমার একটু জ্বর হইতেই আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়া দিল। যদি আমাকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে আমার গুহ্য প্রদেশে দশ মণ ঘৃত দেওয়াও। আর দশ জন ব্রাহ্মণ দিয়া চণ্ডীপাঠ করাও। রাজার পক্ষে এটা ত বড় গুরুভার নহে? রাজা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে বলিল আর ব্রাহ্মণ দশ জন দ্বারা চণ্ডীপাঠ করাইতে লাগিল। ঘৃত মলিতে মলিতে শিয়াল পেটের ভিতর থাকিয়া দেখিল যে, এবার বাহির হইতে পারিব। এই বলিয়া শিয়াল কহিল, সাবধান, গোলবদন উঠিয়াছে। গোলবদন উঠে শুনিয়া সকলে তাড়াতাড়ি পলাইল যাইবার সময় ব্রাহ্মণগণ পুথিখানা ফেলিয়া গেল। শিয়াল কি করিল?

হিয়াল্লোয়া এগ্ দিন খালর্ কুলৎ বই হেই পুথির পাতাউন্ কাঁঅরার্ আঁচুরের্ বিচুরের্। এক্ কুঁইর্ ভাই ভাই আইয়ের্। দেইল্ যে ক'ট্টা বেঙে বেঁৰা করের্। তে বুঝিঝল্ যে পণ্ডিতে পোআ পড়া'র্। তে পানিরত্তরথুন উটি হিয়াল পণ্ডিতর্ কাছে আইল্। পণ্ডিতে কয়েজ্জে, 'আস্থক'। কুঁইরে কয়েজ্জে, কিয়ত্তেন্ বে? হিয়ালে কয়েজ্জে, কোড়ুয়া পোআ পড়াইর্গোনা। কুঁইরে হুনি খুশী হই কয়েজ্জে, আ'রুত্তে হাত্তোয়া পোআ আছে। একেনা পড়াইৎ পারিবাক্ নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, মন্দ কি? আঁর পোআ বেশী'ইব আনি দিবাক্। কুঁইর্গ্যা যাই তার হাত্তোআ পোআ আনি দিল্। হিয়ালে কেঁঅন্ কর্ল্য? ঐ কাঅজর পাতা হিয়ান্ লই খাল্-কুলত্ বইআরে পোআ পড়াইৎ লাইল্। হিয়ালে কি পড়াইব? তে দিন দিন উগ্গা উগ্গা করি কুঁইরর্ পোআহিউন্ খাইৎ আরম্ভ ক'র্ল্য। পোইত্য দিন কুঁইর আই জিগ্গাইলে পোআ আজ্জুআ পড়া পার্গ্যে নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, তুঁই পোইত্য দিন ন আইস্। তুঁই আইলে পোয়াহ'লে পড়্ত্যা ন চায়। হেইতারা বেয়াগ্গুনে ভালা পড়া কইৎতারে। ইন্দি তে দিন দিন উগ্গা উগ্গা খাওনৎ আছে। হাৎ দিনর দিন কুঁইর আস্থে আঁর জিগ্গাইল্ পড়া পার্গ্যে নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, পার্গ্যে, আঁ'র পেডেরত্তর। কুঁইরে কয়েজ্জে, ও বান্দুত, আচ্ছা। আঁই তোরে খাইন্ন পার্গ্যাম্? ইন্ কইয়ারে কুঁইর্গ্যা হেই দিন গেল্ গৈ। আর এগ্ দিন কুঁইর্গ্যা কেঁঅন্ কর্গ্যে? খালর পানির গাভ্যাদি আই খাঁঅরা টাঁঅরা কতক্খাইন্ গাঅর্ উঅর্ দি দি দলামলা হই রোইয়ে। হিয়াল্ পানি খাইবার লাই যখন্ লাম্যোগৈ ত'ন কুঁইরে তার ঠেং চাইআরে ধর্গ্যে। হিয়ালত্তে বড়্ বুদ্ধি। হিয়ালে কয়েজ্জে, তুই কতখ্যাইন খাঁঅরা

হাতীর পেট হইতে বাহির হইয়া একখান পুথির পাতা লইয়া দৌড় দিল। সকলে বলে, গোলবদন দৌড়িল দৌড়িল। রাজা বুদ্ধিতে ঠাহর দিতে পারিল না।

শিয়ালটা এক দিন খালের কূলে বসিয়া ঐ পুথির পাতাগুলি কামড়াইয়া আঁচড়াইতেছে। এক কুমীর ভাসিয়া ভাসিয়া আসিল। দেখিল, কয়েকটা বেঙ বেঁ বাঁ শব্দ করিতেছে। সে বুঝিল যে, পণ্ডিতে ছাত্র পড়াইতেছে। সে জলের ভিতর হইতে উঠিয়া শিয়াল পণ্ডিতের কাছে আসিল। পণ্ডিত বলিল, "আসুন"। কুমীর বলিল, কি করিতেছেন? শিয়াল বলিল, কয়েকটা ছেলে পড়াচ্ছি না? কুমীর শুনিয়া খুসী হইয়া বলিল, আমার বাড়ীতে সাতটা ছেলে আছে। একটু পড়াইতে পারিবেন না? শিয়াল বলিল, মন্দ কি? আমার ছাত্র বেশী হবে। আনিয়া দিবেন। কুমীরটা যাইয়া তাহার সাতটা ছেলে আনিয়া দিল। শিয়াল কি করিল? ঐ কাগজের পাতা কয়খান লইয়া নদী তীরে বসিয়া ছেলে পড়াইতে লাগিল। শিয়ালে কি পড়াইবে? সে দিন দিন এক একটা করিয়া কুমীরের বাচ্চাগুলি খাইতে লাগিল। প্রত্যহ কুমীর আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, ছেলে আজ পড়া পারে নি? শিয়াল বলে, তুমি প্রতিদিন আসিও না। তুমি আসিলে ছেলেরা পড়িতে চাহে না। তাহারা সকলেই ভাল পড়া বলিতে পারে। এ দিকে দিন দিন এক একটা খাইতে থাকে। সাত দিনের দিন কুমীর আসিয়া জিজ্ঞাসিল, পড়া পারে নাই? শিয়াল বলে—পারিয়াছে, আমার পেটের ভিতর। কুমীর বলে, ও বান্দুৎ। আচ্ছা, আমি তোকে খেতে পারিব না? এই বলিয়া কুমীরটা সে দিন পলাইল। আর এক দিন কুমীরটা কি করিল? নদীর জলের ভিতর দিয়া আসিয়া কাঁকড়াটাকড়া কতকগুলো গায়ের উপর দিয়া ময়লা মাখিয়া রহিল। শিয়াল জল খাইবার জন্য যখন নামিল, তখন কুমীর তাহার পা দেখিয়া ধরিল। শিয়ালের পেটে বড় বুদ্ধি। শিয়াল বুঝিল, তুই কতকগুলো

ধরি আরে বুঝ্যাস্ আঁ'রে ধর্গ্যস্। কুঁইয়ে হুনিয়ারে য'ন এড়িদি ধরত্যো চায়ের্ হিয়ালে কয়েজ্জে এই তোর মু'ভরি মুতিলাম্।

,আর এগ্ দিন বানর পানি উঢ্যে আর কাঁঅড়া টাঁঅরা খাইত্য হিয়ালো গেইয়ে। কুঁইয়ো গেইয়ে। কুঁইর হিয়ালরে দেইআরে ছেরাই ভেরাইআরে রোইয়ে। হিয়াল যা'তে যা'তে কুঁইরর্ গাতর কাছে গেইয়ে আর দেইল যে হেই কুঁইর্ ইভা। তে স'তাম্যামি করি কয়েজ্জে, ঠেং একান ন কুরাইলে ন খাইওম্। তোই কুঁইরে ঠেং একান কুড়ায়। আর একবার কয়েজ্জে, হাত একান ন কুরাইলে ন খাইয়োম্। তোই তে হাত একান কুড়াইল্। ই'ন্ হিয়ালে বুঝিত্তারি কুঁইররে কয়েজ্জে, ও বান্চোৎ তুই আঁ'রে খাতি আস্চ্যস্? এই বারেও তোরে বুর্গ্যা লাড়ি দেআইলাম্॥

চট্টগ্রামে অবস্থিতিকালে তত্রত্য ভাষা শিখিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে অবগত হইয়াছি যে, হাজারমারা ও গোলবদন হাতীর প্রস্তাবের ন্যায় বহু প্রস্তাব সেখানে লোকমুখে প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত প্রস্তাব সংগৃহীত হইলে কেবল যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সৌকর্য্য ঘটিবে, তাহা নহে; উপরন্তু গ্রাম্য সাহিত্যের (folklore) কোঠায় তাহাদের সবিশেষ সমাদর হইবে। কারণ, এই গল্পগুলির এমন একটা বৈশিষ্ট্য, এমন একটা চমৎকারিত্ব, এমন একটা নিজত্ব আছে যে, তাহাতে জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবে। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি এবং সর্ব্বপ্রথমে তিনিই এ বিষয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের ভাষার উপরে বহু উপদ্রব হইয়াছে, বহু ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, বহু ভাষার সংঘর্ষে আসিয়া ইহার বর্ত্তমান পরিণতি ঘটিয়াছে। বহু জনসংঘর্ষ, বহু জাতি-সংঘর্ষ, বহু ধর্ম্ম-সংঘর্ষ, বহু প্রাকৃতিক উপদ্রব লইয়া চট্টগ্রামের ইতিহাস পরিপুষ্ট হইয়াছে। এখানে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান, জৈন-বৌদ্ধ, শাক্ত-শৈব ধার্ম্মিক-নাস্তিক, সকল মতাবলম্বী লোকের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। সমগ্র জেলায় লোকসংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষ; তন্মধ্যে দ্বাদশ লক্ষাধিক মুসলমান। এই সকল ঘটনা-

---

কাঁকড়া ধরিয়া বুঝেছিস যে, আমাকে ধরিয়াছিস্? কুমীর শুনিয়া যখন ছাড়িয়া দিয়া ধরিবার জন্য দেখিতে লাগিল, তখন শিয়াল বলে যে, এই তোর মুখ ভরিয়া মুতিলাম।

আর এক দিন বানের জল উঠিয়াছে। আর কাঁকড়াটাঁকড়া খাইতে শিয়ালও গিয়াছে, কুমীরও গিয়াছে। কুমীর শিয়ালকে দেখিয়া মড়া সাজিয়া থাকিল। শিয়াল যাইতে যাইতে কুমীরের গর্ত্তের নিকট যাইয়া দেখিল যে, সেই কুমীরটা। সে সয়তানী করিয়া বলিল যে, পা একটা না সরাইলে খাইব না। সুতরাং কুমীর একটা পা কুড়াইল। আর একবার বলিল, হাত একটা না সরাইলে খাইব না। অমনি সে হাত একটা কুড়াইল। এইরূপে শিয়ালে বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ওরে দুষ্ট, তুই আমাকে খাইতে আসিয়াছিস্? এ বারেও তোকে লম্বা লাফ দেখাইলাম।"

বৈচিত্র্য ও ভাবসম্মিলনের মধ্যে একটা ভাষা ও একটা চিত্তচমৎকারী গ্রাম্য সাহিত্য কি প্রকারে আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টি করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়। ভাষাটি বাঙ্গালা ভাষা হইলেও ইহার উপর পালি, আরবী, পারসী, মঘী, সকল ভাষা কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পালি ভাষার প্রভাবে অনাদি স্বরের উচ্চারণ, মঘী ভাষার প্রভাবে শব্দাবয়বের সঙ্কীর্ণতা, মুসলমান ভাষার প্রভাবে চবর্গীয় বর্ণসমূহের দন্ত্য উচ্চারণ হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা*

মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয়ের সঙ্কলিত সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত ৪৩ সংখ্যক গ্রন্থ "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" পাঠ করিয়া বহু বাঙ্গালা পুথির পরিচয় পাইলাম এবং অনেক অজ্ঞাত তথ্যও অবগত হইলাম। এই সমস্ত পুথির মধ্যে বাঙ্গালার প্রাচীন সমাজের সমুজ্জ্বল চিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখের সংবাদ, আশা-আনন্দের সংবাদ আমরা এই সমস্ত পুথির মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারি। এ জন্য পুথিগুলির পরিচয়মাত্র যথেষ্ট নহে। যেগুলি অখণ্ডিত ও প্রকাশযোগ্য, সেগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

এই "বিবরণ-পুস্তিকা" পাঠ করিয়া, আমার বক্তব্য কয়েকটি কথা লিখিত হইল। ভরসা করি, এ বিষয় অভিজ্ঞগণের নিকট উপেক্ষিত হইবে না।

(ক) ৪৪১ সংখ্যক পুথির নাম "সীতার দশ মাস।" ভণিতায় লিখিত হইয়াছে ;—

"দশ মাসের দশ ঘোষা লও রে গণিয়া। এই গীত জোড়াইয়াছে শ্রীধর বাণিয়া ॥
শ্রীধর বাণিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি। রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি ॥"

এই কবি শ্রীধর বানিয়া আপনাকে "মুরারি ওঝার নাতি" বলিয়া পরিচয় দেওয়ায়, বোধ হইতেছে যে, ইনিও কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃপর্য্যায়ের লোক। কেন না, রামায়ণ-রচয়িতা কবিও "কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।"

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যায় স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুরারি ওঝার বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে, মুরারি ওঝার সাত পুত্র। এই সাত জনের মধ্যে বনমালী একজন। এই বনমালীর পুত্রই কৃত্তিবাস পণ্ডিত এবং ওঝা ঠাকুরের অন্যতম পুত্র মদনের বংশে অন্নদামঙ্গলের বিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্ম। এই জন্যই বলিতে পারা যায় যে, মুরারি ওঝার বংশ কবিত্ব-শক্তিতে বঙ্গ-বিখ্যাত। এখন অনুসন্ধান করা উচিত, এই "শ্রীধর বানিয়া" মুরারি ওঝার কোন্ পুত্রের পুত্র।

স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে (সা, প, প, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা) দেখা যায় যে, বনমালীর সাত পুত্র। ঐ প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তক হইতে কৃত্তিবাসের যে "আত্মবিবরণ" উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ আত্মবিবরণে লিখিত আছে,—

"মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি। ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস। ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস ॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি। শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর। আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥"

এই "আত্মবিবরণে" লিখিত হইয়াছে, "ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী।" কিন্তু উদ্ধৃত পয়ারে বনমালীর আট পুত্রের নাম পাইতেছি। প্রফুল্ল বাবুর প্রবন্ধ অনুসারে—

বনমালী

(১) কৃত্তিবাস (২) শান্তি (৩) মাধব (৪) মৃত্যুঞ্জয় (৫) বলভদ্র (৬) চতুর্ভুজ (৭) শ্রীকণ্ঠ

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অনুসারে—

বনমালী

(১) কৃত্তিবাস (২) মৃত্যুঞ্জয় (৩) শান্তি (৪) মাধব (৫) শ্রীকর (৬) বলভদ্র (৭) চতুর্ভুজ (৮) ভাস্কর

কৃত্তিবাসের এই আত্মবিবরণে এই নূতন কথা পাইতেছি যে, "আর এক বহিন হৈল সতাই উদর।" সতাই অর্থাৎ বিমাতা, চল্‌তি কথায় যাহাকে "সৎমা" বলে। এখন দেখা যাইতেছে যে, মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সৎমাও ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে বনমালীর পুত্র-কন্যাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্যই পণ্ডিত কৃত্তিবাস "ছয় সহোদর" বলিয়া আট ভ্রাতার নাম লিখিয়াছেন। অতঃপর বোধ হয়, এই "আত্মবিবরণ"টি আর অসংলগ্ন বিবেচিত হইবে না।

এখন দেখিতে হইবে, কবি শ্রীধর বানিয়া মুরারি ওঝার কোন্ পুত্রের সন্তান। মহাবংশ মতে মুরারি ওঝার আট পুত্র। আমার বোধ হয়, মুরারি ওঝার পুত্র বনমালীর সন্তানই শ্রীধর বানিয়া। কেন না, স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ অনুসারে বনমালীর পুত্রগণের যে নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার একজনের নাম শ্রীকণ্ঠ এবং কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অনুসারে বনমালীর পুত্রগণের যে নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার একজনের নাম শ্রীকর। পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন, শ্রীকণ্ঠ ও শ্রীকর একই ব্যক্তি। অর্থাৎ শ্রীকরই ঘটক ঠাকুরের পুথিতে শ্রীকণ্ঠ হইয়াছেন। কে জানে যে, তিনিই পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথিতে লিপিকরের কল্যাণে শ্রীধররূপে পরিচিত হ'ন নাই। আমার বোধ হয়, ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সহোদর শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ বা শ্রীধর একই ব্যক্তি এবং ইনিই এই "সীতার দশমাস" নামক পুথির রচয়িতা। মহাকবি কৃত্তিবাস ও শ্রীধর উভয়েই "মুরারি ওঝার নাতি।"

(খ) ৪৪৯ সংখ্যক পুথির নাম "ভূমিকম্প গ্রহস্তি।" বর্ণনার নমুনা পড়িয়া বোধ হয়, বঙ্গে সে বৎসর খুব প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। কোন্ বৎসর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, কবি সে পরিচয়ও দিয়াছেন। কিন্তু "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে" যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শকের নির্ণয় হয় না। কেন না—

"নেত্র বহ্নিজাত পুরিয়া সন্ধান। শকাদিত্য সন এই শাস্ত্র পরিমাণ॥"

ইহাতে আমরা তিনটি মাত্র অঙ্ক পাই। নেত্র=৩, বসু=৮ এবং সাত=৭; কিন্তু মাত্র এই তিনটি অঙ্কের দ্বারা শকের নির্ণয় হয় না। তার পরেই কবি লিখিয়াছেন,—

"নেত্র পাখা দুই চন্দ্র বৈসে একস্থান। মঘী সন আছিলেক এই পরিমাণ॥"

ইহাতে দেখা যায় যে, নেত্র=৩, পাখা=২, এবং দুই চন্দ্র অর্থাৎ দুইটি ১। এই চারিটি অঙ্ক পর পর সংস্থাপন করিলে ৩২১১ হয়। নিয়মানুসারে উল্টাইয়া পাঠ করিলে ১১২৩ এগার শত তেইশ মঘী সন হয়। ১১২৩ মঘী সনে ১৬৮৩ শকাব্দ। সুতরাং "নেত্র বসু সাত" মাত্র এই তিনটি অঙ্কে শকাব্দার পরিচয় হয় না। আমার বোধ হয়, পুথিতে আর একটি অঙ্ক ছিল, তাহা পরে লুপ্ত হইয়াছে এবং ৬এর পরিবর্ত্তে ৭ "সাত" বসিয়াছে। কেন না, "নেত্র বসু সাত" ইহার পরে যদি "চন্দ্র" বসাই, তাহা হইলে নেত্র=৩, বসু=৮, সাত=৭ ও চন্দ্র=১; পূর্ব্বোক্তরূপে সাজাইলে ১৭৮৩ শকাব্দ হয়, কিন্তু ১১২৩ মঘী সন ১৭৮৩ শক নয়, ১৬৮৩ শক। সুতরাং আমার মতে পূর্ব্বোক্ত দুই পংক্তির প্রথম পংক্তিটি "নেত্র বসু সাত পূরিয়া সন্ধান" না হইয়া "নেত্র বসু ছয় চন্দ্র পূরিয়া সন্ধান" এইরূপই হইবে বোধ হয়। এরূপ হইলে ছন্দের মাত্রাও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং শকাব্দারও প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। এখন মঘী ১২৮০ এবং শকাব্দা ১৮৪০ চলিতেছে; সুতরাং জগদীশ সিংহের পুথির বর্ণিত ভূমিকম্প ১৫৭ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

(গ) ৫১২ সংখ্যক পুথির পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে "দূতীর সহিত ঠাকুরের কথা' লিখিত আছে।" এ পুথি গোবিন্দদাস বৈরাগীর হস্তাক্ষর। আমার বোধ হয়, গোবিন্দ দাস গানগুলি সংগ্রহ করিয়া পুথিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গানগুলি প্রসিদ্ধ ঢপ কীর্ত্তন-গায়ক মধুসূদন কিন্নরের অনুকরণ। মুন্সী সাহেব পাদটীকায় সুরট রাগিণীর যে গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং "কাহার অমৃতবর্ষিণী লেখনী হইতে এ সংগীত-সুধা ক্ষরিত হইয়াছে, জানি না" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ গানটি মধুসূদন কিন্নরের বলিয়াই বোধ হয়। মধুসূদনের জন্ম ১২২৫ সাল ও মৃত্যু ১২৭৫ সাল।

(ঘ) ৫২২ সংখ্যক পুথির পরিচয়ে প্রাচীন কালের লিখিবার কালী প্রস্তুতের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে,—"তিন ত্রিফলা শিমুল ছালা", আমরা কিন্তু "তিন ত্রিফলা" শুনি নাই; আমরা জানি, "তিল ত্রিফলা"। পূর্ব্বকালে লেখকেরা "ন" এবং "ল" প্রায় এক আকারেই লিখিতেন; এ জন্য তাহার পার্থক্য নির্ণয় করা দুষ্কর।

(ঙ) ৫৪০ সংখ্যক পুথি। তিনটি গীত উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, "এই গীতগুলি কি আধুনিক, না প্রাচীন কালের রচনা?"

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে" এই বিখ্যাত গানটি কেহ নিধুবাবুর, কেহ শ্রীধর কথকের বলেন। নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক, উভয়ের প্রেম-সঙ্গীতই তুলনাহীন। নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত ১১৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৫ সালের ২১শে চৈত্র তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীধর কথক ১২২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

(চ) ৫৪৯ সংখ্যক পুথির পরিচয় দিয়া মুন্‌শী সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "মহীরাবণ ও অহিরাবণ কি এক ?" কৃত্তিবাস পণ্ডিত-রচিত রামায়ণে দেখা যায় যে, অহিরাবণ মহীরাবণের পুত্র। সে ভূমিষ্ঠ হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছিল, এই যুদ্ধে হনূমানের হাতে তাহার মৃত্যু হয়।

(ছ) ৫৯২ সংখ্যক পুথির পরিচয়ে অবগত হওয়া যায় যে, এই "আইনসারসংগ্রহ" শান্তি-পুরের মুন্‌সেফ্ (তখন সবডিবিজন শান্তিপুরেই ছিল) মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত ও বহরা গ্রামে ১২৪৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত। মুন্‌শী সাহেব পাদটীকায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "এই গ্রাম (বহরা) কোথায় ?"

বর্দ্ধমান জেলার স্বনামধন্য পাঁচালী-রচয়িতা কবি ৺দাশরথি রায়ের জন্মভূমি পিলা গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বাংশে, বর্ত্তমান সময়ে পাটুলী পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত এই বহরা গ্রাম অবস্থিত। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে কবি দাশরথি রায়ের প্রসঙ্গে ৩৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"দাশরথি স্বয়ং কয়েকটি পালা পীলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামের হরিহর মিত্র নামক জনৈক কায়স্থের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন।"

"আইন-সার-সংগ্রহ" পুস্তকের মলাটে লেখা আছে, "বহরা গ্রামে শ্রীহরিশচন্দ্র দত্ত দীং বিদ্যাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।" এই "দীং" অর্থ দিগের, অর্থাৎ হরিশচন্দ্র দত্ত এবং অন্যান্য ব্যক্তির। "বঙ্গভাষার লেখক" পুস্তকে এই অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে আমরা "হরিহর মিত্রের" নাম প্রাপ্ত হইলাম।

উপসংহারে নিবেদন, "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ১ম সংখ্যা পাই নাই। তজ্জন্য এই "আলোচনা" ৪৪১ সংখ্যক পুথি হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম*

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই মতের এক তাড়া পুথি ও কয়েকখানি পাতড়া যখন আমি প্রথম দেখি, তখন মনে হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে এরূপ বিকৃত হইল? তার পর বুঝিয়াছিলাম, এই ধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন। শ্রীচৈতন্য, সহজিয়া বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণব-দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই ধর্ম্মমত কত প্রাচীন। তৎপরে এই মতের কোন কোন পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও গ্রন্থকারদিগের কতক কতক পরিচয় দিব।

সহজযান বৌদ্ধধর্ম্ম, পরকীয়া লইয়া সাধন করিতে হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলেন,—"পরকীয়া সাধনমূলক উপাসনা যে প্রাচীনতর, ছান্দোগ্য উপনিষদেও তাহা দৃষ্ট হয়[১]।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ও ঐ সকল পুথির আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"তাঁহার (ধর্ম্মপালের) সময়ে বৌদ্ধদিগের আর একটি মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেটা কে যে প্রথম করে, তাহা এখনও জানা যায় না, কিন্তু মতটা মহাসুখবাদ। এই মতের লোকদিগকে সহজিয়া বৌদ্ধ বলে। ইহারা বলে, বুদ্ধ হইলে যে কেবল অনির্ব্বচনীয় সৎ ও অনির্ব্বচনীয় চিৎ হইবে, তাহা নয়; অনির্ব্বচনীয় সুখও তিনি। সুতরাং তিনি সৎচিদানন্দ। টঙ্কদাস নামে এক বৃদ্ধ কায়স্থ, ধর্ম্মপালের সময়ে এই মতে হেবজ্রতন্ত্রের দুইখানি টীকা লেখেন। কেমন করিয়া এই মহাসুখবাদ হইতে বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ মতের উদয় হয়, তাহা আমি অন্যত্র বলিয়াছি"[২]। শাস্ত্রী মহাশয়, দুই বৎসর আগে বলিয়াছেন,—"খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই (সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ) সহজধর্ম্ম প্রচার করেন"[৩]। "তেঙ্গুরের যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাঁহার আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঠা ছাড়িয়া দেয়[৪]।" শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন,—"উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি, সহজ-ধর্ম্মের অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের আর কাহারও লেখা পাওয়া যায় না[৫]। তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা, সহজ-ধর্ম্মের একখানি

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বর্ষের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২০, ১৫৪ পৃঃ।

২ 'নারায়ণ', সন ১৩২২, ভাদ্র—বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবন্ধে—"সহজযান" দ্রষ্টব্য।

৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২১, ৪৫ পৃঃ।

৪ ঐ ঐ, ৪৪ পৃঃ।

৫ নারায়ণ, সন ১৩২২, ১১৩ পৃঃ।

বই লেখেন; তার নাম "অদ্বয়সিদ্ধি"। এই গ্রন্থের সার মর্ম্ম এই যে, দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ, সেই আনন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সে-ই আসল আনন্দ। যোষিৎ সম্বন্ধে জাতিবিচার নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই৬।"

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারকালে এই সহজিয়া বৌদ্ধগণ, বৈষ্ণব সাজিলে, লোকে ইহাদিগকে "সহজিয়া" বা "সহজে" বৈষ্ণব নাম দিল। ইহারা ঐ নামে আজিও খ্যাত আছে। দুইখানি পাতড়া অনুসারে ইহাদের নাম—"যুগলসম্প্রদা" ও "উজ্জ্বলসম্প্রদা"। ইহারা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, স্বরূপ ও রামানন্দকে পূর্ব্বাচার্য্য স্বীকার করে। এই মতের গ্রন্থকারগণের মধ্যে রায় রামানন্দ, নারায়ণদাস, মুকুন্দদাস গোস্বামী (ওরফে মুকুন্দদেব গোস্বামী), কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, লোচনদাস ও নরোত্তমদাস প্রভৃতি আছেন। এই মতের যে সকল পুথি আমি দেখিয়াছি, তাহার ও গ্রন্থকারগণের নাম করিতেছি,—

	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকারের নাম
১	সহজউজ্জ্বল	দাস নারায়ণ
২	রসভাবাস্ত	নারায়ণ দাস
৩	বস্তুতত্ত্ববিচার	মুকুন্দ দাস
৪	পরতত্ত্ব	মুকুন্দদাস গোস্বামী
৫	সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় উপাসনাতত্ত্বনিরূপণং	মুকুন্দদাস গোস্বামী
৬	নিত্যলীলা	মুকুন্দদেব গোস্বামী
৭	চৈতন্য-প্রেমতত্ত্বনিরূপণ	রায় রামানন্দ
৮	রতিবিলাসপদ্ধতি	রসিকদাস
৯	রাধাকৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব নিরূপণ	রূপগোস্বামী
১০	মিরাবাই কড়চা	শ্রীকৃষ্ণদাস
১১	প্রাপ্তিবর্ণদীপিকা	কৃষ্ণদাস
১২	রসমঞ্জরী	কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
১৩	শিক্ষাপত্রী বা আশ্রয়নির্ণয়	ঐ
১৪	শ্রীনির্যাস	চণ্ডীদাস (দ্বিতীয়)
১৫	প্রেমবিলাস	লোচনদাস
১৬	চমৎকারচন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস
১৭	রসভাবপ্রাপ্ত	গোবিন্দদেব বা গোবিন্দদাস

৬ নারায়ণ, সন ১৩২২, ১৭৮ পৃঃ।

এইবারে পুথিগুলি কোথায় পাইলাম, বলিতেছি। বর্দ্ধমান জেলার রসুলপুর বৈদ্যডাঙ্গা-নিবাসিনী হরিদাসী বৈষ্ণবী ওরফে হরিঠাকুরন্, চুঁচুড়ায় আমাদের বাড়ীতে কখন কখন আসিতেন—আমাদের বাড়ী হইয়া কলিকাতায়ও যাইতেন। সে ৮০।৯০ বৎসরের কথা—তখন আমার জন্ম হয় নাই। হরিদাসী কয়েক তাড়া হাতে-লেখা পুথি, আমার বড় পিসিমার কাছে রাখিয়া যান। হরিদাসী লেখা-পড়া জানিতেন—কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও জানিতেন। তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত, তাঁহার হাতের লেখা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও অনেক ধাতুরূপের পুথি এখনও আমাদের ঘরে রহিয়াছে। তাঁহার হাতের লেখা ভাল নয়। ১ হইতে ১৬ সংখ্যক পুথি তাঁহারই, ইহার একখানিও তাঁহার হাতের লেখা নয়। আমার বোধ হয়, তিনি বৈদ্যের মেয়ে ছিলেন। দুর্ল্লভ মল্লিককৃত গোবিন্দচন্দ্রগীতের পুথি, যাহা হইতে আমি উক্ত গ্রন্থ সম্পাদিত করিয়া সন ১৩০৮ সালে প্রকাশিত করিয়াছি, তাহাও ঐ হরিদাসীর আনীত পুথি। ঐ সকল পুথির মধ্যে একখানি পাতড়া পাইয়াছিলাম—তাহাতে স্বর্ণ তৈয়ারি করিবার দ্রব্য-সকল এবং কি করিয়া উহা করিতে হয়, তাহা লিখিত আছে। ঐ পাতড়া-খানি ঘুঁটিয়াবাজারনিবাসী কোনও মহাশয়, আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া, আর ফেরৎ দিলেন না—কয়েক বৎসর পরে তিনি মরিলেন। তার পর উহা তাঁহার পুত্রের হস্তগত হইয়াছে। ফেরত চাহিলেও তিনি, তাঁহার পিতৃদেবের মত, ফেরত দিলেন না। শুনিয়াছি, পাতড়াখানি কলুটোলার কবিরাজদিগের হস্তগতও হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা একটি দ্রব্যের অভাবে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। কয়েকখানি পুথি ও গ্রন্থকারদিগের পরিচয় দিতেছি। একখানি পুথির নাম সহজউজ্জ্বল—ইহা নারায়ণদাসকৃত।

আরম্ভ—"রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী। মহাপ্রভুর প্রকাশিল জেহ গুপ্ত চুরি ॥"

শেষ—"সহজতত্বকথা যেই শুনয়ে শ্রবণে। কোটি কোটি (দণ্ডবৎ) তাঁহার চরণে ॥

সহজ সাধক যেই সেই বস্তু ধন। কায়মনোবাক্যে নৈমু তাহার শরণ ॥

ঠাকুরবংশীর বংশ বাঘানা পা(ড়া)য় বাস। কৃষ্ণ বলরাম যাঁহা স্বরূপ প্রকাশ ॥

শ্রীকৃতি মরসার ভাবিয়া চরণ। সহজউজ্জ্বল কহে দাস নারায়ণ ॥

ইতি সহজউজ্জ্বল গ্রন্থ সমাপ্ত। এই পুস্তক প্রভুদাস বৈরাগী গ্রন্থ সম্পুর্ণং।"

এই গ্রন্থকর্ত্তার শিক্ষাগুরুর নাম—রামদাস বৈরাগি গোসাঞি। কাঠাইনিবাসী রসময়-দাস, গ্রন্থকর্ত্তার নিকট সহজতত্বকথা প্রকাশ করেন। নারায়ণ দাসের প্রকৃতির নাম—'মরসা'। শৈবদিগের শক্তি, শাক্তদিগের ভৈরবী ও সহজিয়াদিগের প্রকৃতি, একই।

এই নারায়ণদাস কে? নরহরিকৃত "আচার্য্য প্রভুর শাখাবর্ণন" পুথিতে,—

"জয় মহাধীর কবিরাজ নারায়ণ। শ্রীনৃসিংহসহোদর অতি বিচক্ষণ ॥"

"নারায়ণদাসের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ, মধ্যম মাধব, কনিষ্ঠ নরহরি"[৭]।

---

৭ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩০৬, ২৭৬ পৃঃ।

নারায়ণদাস বলিয়াছেন—রায় রামানন্দ, মহাপ্রভুর গুপ্তচুরি প্রকাশ করেন। সেই গুপ্তচুরি কি? তাহা দেখাইতেছি। চৈতন্যপ্রেমতত্ত্বনিরূপণ পুথিতে,—

"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাভাগ্যবান্। জার গৃহে চৈতন্যের সর্ব্বানুসন্ধান॥
যাটি কন্যা ধন্যা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। যাহাতে চৈতন্যচন্দ্র সদাই বিহরে॥

শেষ—লিখিতং শ্রীতারাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষরমিদং এই পুথি শ্রীবৈদ্যনাথ দাসের হইল সন ১২০৯ সাল তাং ৯ বৈশাখ।"

মন্তব্য—রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ম্মচারী রামানন্দ রায় উড়িয়া ছিলেন ও শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। সংস্কৃত জগন্নাথমঙ্গল নাটক তাঁহার কৃত। তিনি বাঙ্গালায় বই লিখিয়াছিলেন, বোধ হয় না। সম্ভবতঃ কোন সহজিয়া ঐ পুস্তক লিখিয়া তাঁহার নামে প্রচারিত করেন। বাউলদিগের "বিবর্ত্তবিলাস" গ্রন্থেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল চরিত্রে এইরূপ অলীক দোষার্পণ করা হইয়াছে।

এই মতের আর একখানি পুথির নাম—"মিরাবাইকড়চা"। গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস, এই গ্রন্থে রূপগোস্বামীকে ও মিরাবাইকে নাস্তানাবুদ করিয়াছেন।

এই মতের আর একখানি পুথির নাম—"রসভাবপ্রান্ত।" গ্রন্থকার গোবিন্দদেব বা গোবিন্দদাস। এখানি হরিদাসীর পুথি নহে—আমার নিজের সংগৃহীত। পুথির বিবরণ,—বাঙ্গালা শাদা কাগজ, দেখিতে পুরাতন। পত্র-সংখ্যা—৮। রচনা - বাঙ্গালা পদ্য।

আরম্ভ—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ।

যং নিত্যজ্ঞানমাত্র বিহরপি বিগণং ব্রহ্মবেদান্তবিজ্ঞা
রসালম্বী সদালম্বী তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥

সদা রসাশ্রয় যেই পরম আরাধ্য সেই
তার সঙ্গ কর সাধু-সব।
যদি সঙ্গ কর তার জানিবে প্রেমের পার
জানিবে জানিবে রস নব॥
অন্তর রসাল জার জন্ম দুঃখ নাহি তার
সর্ব্ব সুখের সেই জানে পার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য দূর জায় সর্ব্ব শূন্য
নারির লক্ষণ নিত্য জার॥
অসার সংসার মাঝে রসনিধি তাতে বৈছে
তার কণ করে যেই পায়।
থাকুক অন্যের কাজ যদি স্পর্শে রসরাজ
পরশে পাসরে যোগ ধ্যান॥

সেই ভাবে ভক্তি আর ভয় ভ্রান্তি পলায় তার
পরম প্রীত তাতে উপজয়।
সেই প্রীতের এক কণ যদি থাকে আর ধন
ধর্ম্ম ধৈর্য্য না থাকে তাহার ॥
সেহো হয় পারাবার কৃষ্ণ আদিরস (যার)
সে ধন্য অগণ্য গণি কিসে।
প্রথমেই উদ্দিপন' সেহ ভক্তি বিলক্ষণ
উপলব্ধাশ্রয় হয় রসে ॥"

শেষ—"প্রীত হইতে বস্তু নাহি ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে। হেন প্রীত বস্তু আছে নায়িকার কাছে ॥
আপনি নায়িকা হয় নায়িকা আশ্রয়। রসের নির্যাস তবে আস্বাদন হয় ॥
আত্মসুখ দেহেন্দ্রিয় কামসম্ভোগাদি। পরসুখে আত্মইৎসা সুখের অবধি ॥
আদিরসের রস যেই সেই রসাশ্রয়। বনিতার রস যেই সম্ভোগ কহয় ॥
শ্রীমতি মুঞ্জরিপাদপদ্ম করি ধ্যান। শ্রীগোবিন্দদেব কহে রসের বিধান ॥
ইতি রসভাবপ্রাপ্ত গ্রন্থ সংপূর্ণ" ইত্যাদি।

পুথির বিষয়—ইহার ৪ পত্রে চৈতন্যচরিতামৃতকর্ত্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত ভক্তি-রসের উল্লেখ। ব্রাহ্মণ-পুত্র লীলাশুক চিন্তামণি বেশ্যাকে, কুলীন ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস তারানাম্নী তরুণী রজকিনীকে, বিদ্যাপতি শিবসিংহের গৃহিণী লছিমা দেবীকে গুরু করিয়া রসাস্বাদন করেন। জয়দেব, স্বীয় স্ত্রী পদ্মাবতীর সহোদরা রোহিণীকে রস আস্বাদনের নিমিত্ত গুরু করেন এবং তাহার প্রমাণার্থ "কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণী-রমণেন" এই জয়দেবের পদের উল্লেখ করেন। গ্রন্থকর্ত্তা আরও বলেন, মীরাবাই, রূপ গোস্বামীকে ভর্ত্তা করেন এবং ক্রমে ছয় মহাশয়ের অর্থাৎ রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, এই ছয় গোস্বামীর আশ্রয় ও গুরু হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীচৈতন্যকেও ছাড়েন নাই, তাঁহার উপর এই মিথ্যা দোষ দিয়াছেন,—

"থাকুক অন্যের কাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। প্রকৃতি স্পর্শন তিহোঁ না করেন কভু ॥
যাহেতে প্রকৃতি নিন্দে অন্তরে তন্ময়। বিধবা ব্রাহ্মণী সঙ্গে প্রয়োজন হয় ॥"

রামানন্দ রায় সম্বন্ধে,—

"রামানন্দ রায় মহাশয় সভে জানে। মহাপ্রভুর স্মরণ ইৎসা হইল তার স্থানে ॥
তিহো দেবাঙ্গনা[৮] সহ রসের বিলাস। তিহো সে হইল তার রসের নির্যাস ॥"

---

৮ দেবাঙ্গনা—দেবদাসী। যাহারা জগন্নাথের নাটমন্দিরে নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

বলিয়া দিতে হইবে না যে, গ্রন্থকারের প্রকৃতির নাম 'মুঞ্জরি।' বোধ হয়, ইনিই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস। পূর্ব্বোক্ত নারায়ণদাসের পুত্র—মুকুন্দদাস[১]। মুকুন্দদাস গোস্বামিকৃত গ্রন্থের নাম—'পরতত্ত্ব' ও 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় উপাসনাতত্ত্বনিরূপণং'। উক্ত গ্রন্থদ্বয়কর্ত্তা ও বস্তুতত্ত্ববিচারকর্ত্তা মুকুন্দদাস ও 'নিত্যলীলা'কর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামীকে অভিন্ন ব্যক্তি বোধ হইতেছে। ইনি সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুথি, মধ্যখণ্ড, ১৫শ অধ্যায়ে,—

শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ দাস শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি দাস এই মোক্ষ (মুখ্য) তিন জন॥
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন।
তুমি পিতা তোমার পুত্র শ্রীরঘুনন্দন॥"

রঘুনন্দন, প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা মুকুন্দদাস, সেরূপ হইতে পারেন নাই—তিনি সহজিয়া মত ছাড়িতে পারেন নাই। তাহাতেই বোধ হয়, মহাপ্রভু, মুকুন্দদাসকে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, তুমি পিতা, আর রঘুনন্দন তোমার পুত্র? না রঘুনন্দন তোমার পিতা ও তুমি তাঁহার পুত্র?

হরিদাসীর পুথিসমূহের মধ্যে "গোস্বামীর সিদ্ধি আরোপ" নামক একখানি পাতড়া পাওয়া গিয়াছে; এখানি মুকুন্দদাসেরই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার লিখিত বিষয় এত অশ্লীল যে, তাহার পরিচয় দিতে পারিলাম না।

আর একখানি পাতড়ায় সহজিয়া মতের ইষ্টমন্ত্র এই,—"রসরাজরমণ সহজ স্বাহা"।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

---

১ বাঙ্গালা পুথির বিবরণ—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, ৩য় সং) লেখক সাধনোপায়কর্ত্তা মুকুন্দদাস ও রাগরত্নাবলীর কর্ত্তা মুকুন্দ গোস্বামীকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়াছেন। ইনি উত্তরকালের লোক এবং পরতত্ত্বাদি-কর্ত্তা মুকুন্দদাস গোস্বামী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়, আনন্দরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামীকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের একজন শিষ্য বলিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)। সাধনোপায় ও রাগরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দ গোস্বামী ও আনন্দরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামী যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য, তাহার প্রমাণ কি? কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত উত্তরকালে পরিবর্ত্তিত ও মার্জ্জিত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহার প্রমাণ। ঐ কথা যদি গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি, তাঁহার শিষ্য দ্বারা পরতত্ত্বাদি বই রচিত হইতে পারে না। সাধনোপায় ও রাগরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দগোস্বামী ও আনন্দরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামী অভিন্ন বোধ হইতেছে; কিন্তু এই গ্রন্থত্রয়, পূর্ব্বোক্ত নারায়ণদাসের পুত্র মুকুন্দদাসের রচিত কি না, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল *

চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে চণ্ডীমঙ্গল জিনিষটা কি, তাহা জানা আবশ্যক। চণ্ডী—হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীর একটি নাম। চণ্ড শব্দের অর্থ অত্যন্ত কোপন, উগ্রস্বভাব এবং তীক্ষ্ণ। অসুর-বধের সময়ে পার্ব্বতীর স্বভাব খুব উগ্র হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার একটি নাম চণ্ডী। লৌকিক ব্যবহারে চণ্ডী শব্দের আর একটি অর্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য। দ্বিতীয় অর্থটি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য নহে। অতএব উহা ত্যাগ করিয়া, প্রথমোক্ত অর্থ অর্থাৎ চণ্ডী পার্ব্বতীর একটি নাম, এই অর্থ লইয়াই আমরা আলোচনায় অগ্রসর হইব। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে "চণ্ডীমঙ্গলে"র পরিবর্ত্তে যদিও অনেক স্থলে সারদামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা চণ্ডীর অন্যান্য নামভেদ মাত্র মনে করিয়া, এই শ্রেণীর সমস্ত গ্রন্থকেই আমরা এই প্রবন্ধে "চণ্ডীমঙ্গল" নামে অভিহিত করিব—অবশ্য সেই সেই গ্রন্থের প্রচলিত নাম পরিত্যাগ করিয়া নহে। মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ—কুশল। সোজা ভাবে এই অর্থটি গ্রহণ করিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তাই এখানে আমাদিগকে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ এই অর্থটিকেই একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইতে হইবে। যাঁহার উপাখ্যান, কথা, পালা, গান বা জীবনচরিত শুনিলে শ্রোতা এবং গায়কের মঙ্গল—কুশল হয় বা মঙ্গল হইবে বলিয়া যাহা গান করা বা শোনা হয়, তাহাই মঙ্গল। সুতরাং প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গল অর্থে আমরা হিমালয়-কন্যা পার্ব্বতী দেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক এক শ বছর পূর্ব্বেকার বা তদূর্দ্ধ কালের উপাখ্যান, কথা, পাঁচালী, পালা, গান বা তদ্বিষয়ক কাব্য বুঝিব।

চণ্ডীমঙ্গল শব্দের অর্থ

চণ্ডীমঙ্গল প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিরাট্ অংশ এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চণ্ডী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর যেরূপ বর্ণনা আছে, চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী সেরূপ নহেন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে ইহাঁদিগকে আমরা পৌরাণিক এবং লৌকিক, এই দুই নামে অভিহিত করিব।

চণ্ডীমঙ্গলকেও এইরূপে দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে,—প্রথম পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিতীয় লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল। পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল—মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এই প্রবন্ধে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইবে।

পৌরাণিক চণ্ডী দেবগণের দুঃখ-দৈন্য দেখিয়া অনেক স্তব-স্তুতির পর অসুর-বধের জন্য আবির্ভূত। অসুর-বধের পর দেবগণকে সামান্য কিছু উপদেশ দিয়া এবং তাঁহার মাহাত্ম্য শুনিলে জীবগণের দুঃখ-দৈন্য দূর হইবে, এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। নিজের পূজা প্রচার করিবার জন্য তাঁহাকে

উভয়ের চরিত্রে পার্থক্য

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০শ বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

চিন্তিত বা মাথা ঘামাইতে হয় নাই। লোকে তাঁহাকে পূজা করুক, এ বিষয়ে তিনি তত্তটা আগ্রহও দেখান নাই। লৌকিক চণ্ডী ইহার বিপরীত। তাঁহাকে নিজের পূজা প্রচারের জন্য অনেক চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে পূজা করিতে চায় না; তিনি যেন সাধ্য-সাধনা করিয়া ও ভয় দেখাইয়া পূজা করাইতে ব্যস্ত। পৌরাণিক চণ্ডী—দেবী; লৌকিক চণ্ডী কথায় কথায় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যেন মানব-চরিত্রের অভিনয় করিতেছেন। ইহাঁর বিবেচনা-শক্তিও কম;—পদ্মা সখী ইহাঁর পাছে পাছে না থাকিলে ইনি অনেক অকাজ-কুকাজ করিয়া ফেলিতেন। লৌকিক চণ্ডীর এইরূপ মানবীয় চরিত্র একমাত্র বিষহরীর সহিতই উপমিত হইতে পারে। বিষহরীর ন্যায় ইনিও সখীকে বলিতেছেন,—

অমলা বিমলা নীলা পদ্মাবতী গুণশীলা
পঞ্চ কন্যা যুক্তি মোরে দে।
স্বর্গে পূজে সুরপতি দেবতাএ করে স্তুতি
মর্ত্তে পূজিবে মোরে কে॥—মা, আ, চ।

উভয়ের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, যদিও পৌরাণিক চণ্ডী দেবতা এবং মানবের হিতসাধনের জন্যই আবির্ভূত, তথাপি তিনি যেন আমাদের বাংলার ঘরের চণ্ডী নহেন। লৌকিক চণ্ডী যেমন আমাদের সুখ-দুঃখ, আরাম-বিরাম, সকল অবস্থার সহিত বিজড়িত, পৌরাণিক চণ্ডী সেরূপ হইতে পারেন নাই। এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, লৌকিক চণ্ডী এমন একটি জিনিষের মিশ্রণে উৎপন্ন, যাহা বাংলা দেশের নিজস্ব বস্তু; তাই তিনি বাঙ্গালীর এত আপনার। পৌরাণিক চণ্ডী যদি অবিকৃত ভাবে আমাদের নিকট বিরাজমান থাকিতেন, তবে তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণ ছাড়িয়া আমাদের মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিতেন না এবং খুল্লনার সহিত তাঁহাকে বনে বনে ছাগল চরাইতে যাইতে হইত না। হিমালয়ের পাদমূলে গিয়া, স্তব-স্তুতি করিয়া দেবগণ পৌরাণিক চণ্ডীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে বিনা আবাহনে পচা মাংসের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ কালকেতুর কুটীরে গিয়া লৌকিক চণ্ডী উপস্থিত। এই যে চরিত্রের পার্থক্য, কবির রুচির স্বাধীন বিকাশ, রামায়ণ এবং মহাভারতের একঘেয়ে অনুবাদের পাশে ইহা আমাদিগকে বিশেষ আনন্দ দান করিলেও লৌকিক চণ্ডী যে অপর কোনও ধর্ম্মের মিশ্রণে উৎপন্ন, সে কথা আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয়।

এইটি কোন্ ধর্ম্ম, তাহাই আমরা এখন অনুসন্ধান করিব। বাংলায় প্রচলিত শিবের গাজন বা ধর্ম্মপূজাকে মহাদেবের পূজা এবং উৎসব বলিয়াই আমরা জানিতাম। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহু দিন হইল, আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ধর্ম্মপূজা আর কিছুই নহে; উহা কেবল বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশেষ। কয়েকটি হিন্দু দেবতার নামে নিজের শরীর আচ্ছাদন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে। "ধর্ম্ম-

ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ

পূজাবিধান"১ নামক একখানি বই আবিষ্কার করিয়া এই কথা তিনি অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী কোন্ ধর্ম্মের মধ্য হইতে আসিয়াছেন এবং কিরূপে পৌরাণিক চণ্ডীর আকার ধারণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছেন, উক্ত ধর্ম্মপূজাবিধান হইতেই আমরা তাহার অনেকটা আভাস পাই।

মহাকবি চণ্ডীদাস চণ্ডীর উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার উপাস্য চণ্ডীর নাম ছিল বাসুলী। ধর্ম্মপূজাবিধানে আমরা দেখিতে পাই, বাসুলী ধর্ম্মের একটি আবরণ-দেবতা। এই গ্রন্থে তাঁহার যে ধ্যান আছে, তন্মধ্যে তিনি চণ্ডীরূপে বর্ণিত এবং আবাহন-মন্ত্রে তাঁহার নাম 'চণ্ডিকা' ও 'মঙ্গলচণ্ডিকা'।২ চণ্ডীদাসের একটি পদে জানা যায়, বাসুলীর আর এক নাম 'ডাকিনী'।৩ এ দিকে চণ্ডীকাব্যে লহনার উক্তিতেও আমরা দেখিতে পাই যে, মঙ্গলচণ্ডী 'ডাকিনী' নামে অভিহিত হইতেছেন।৪ বাসুলীর আবাহনে দেখিতে পাই, নদীতীরে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল (সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং), এ দিকে চণ্ডীকাব্যেও বর্ণিত আছে যে, মঙ্গলচণ্ডীর আদেশে কংস-নদীর তীরে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার জন্য মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।৫ কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও 'বাসুলী' চণ্ডীর একটি নাম বলিয়া কথিত হইয়াছে।৬ এই সকল প্রমাণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, বাসুলী এবং মঙ্গলচণ্ডী কেবল দুইটি নামভেদ মাত্র, বস্তুতঃ উভয়ে একই দেবতা। এখন বাসুলীদেবী কোথা হইতে আসিলেন, তাহার সূত্র ধরিতে পারিলেই আমরা মঙ্গল-

মঙ্গলচণ্ডী ও বাসুলী এক দেবতা

---

১ এই পুথিখানি এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পত্তি। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

২ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবদন্ত্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে কাঞ্চযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গাং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ।—(ধ্যান)।
আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাঢ্যাং অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীং॥
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। (আবাহন-মন্ত্র)।—ধর্ম্মপূজাবিধান, ১০২-৩ পৃঃ।

৩ ডাকিনী বাশুলী, নিত্যা সহচরী, বসতি করয়ে তথা।—পদসমুদ্র।

৪ তোমার মোহিনী বালা, শিক্ষা করে ডাহনি কলা, নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা।—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সং, ১৯২ পৃঃ।

৫ কংস নদীর তটে, গঠহ সুন্দর মঠে, অনুবল দিল হনুমান্॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, ২১ পৃঃ।

৬ ছুষ্টে উগ্রচণ্ডা, বাশুলী চামুণ্ডা, শ্রীকলশাখাবাসিনী।—ক চ, বঃ সং, ৭৮ পৃঃ।

চণ্ডীর উৎপত্তির স্থল দেখিতে পাইব। "বাসুলী" এইরূপ একটি অসংস্কৃত নাম কখন হিন্দু দেবতার হইতে পারে না। তাই পরবর্ত্তী কালে বাসুলী যখন পৌরাণিক চণ্ডীর পর্য্যায়ে গিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার নাম হইল বিশালাক্ষী। বস্তুতঃ 'বিশালাক্ষী' বলিয়া পার্ব্বতীর কোন একটি নাম প্রামাণ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং পার্ব্বতীর বিশেষণরূপে এই শব্দটি কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। 'বিশালাক্ষী' শব্দটি 'বাসুলী' বা 'বাসলী'-রূপে পরিণত হওয়াও ভাষাতত্ত্বের নিয়মবিরুদ্ধ। বঙ্গদেশে এক সময়ে বজ্রযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের বিশেষ প্রভাব হইয়াছিল। ইহাঁরা 'বজ্রসত্ত্ব' নামক ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির উপাসনা করিতেন এবং বজ্রসত্ত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে বুদ্ধশক্তিরও অর্চ্চনা করিতেন। আমাদের

বাসুলী ও মঙ্গলচণ্ডী বৌদ্ধ বজ্রেশ্বরীর পরিণতি

বোধ হয়, এই বজ্রেশ্বরী দেবীই বজ্জসরী—বাজসরী—বাজসলী—বাসলী বা বাসুলীতে পরিণত হইয়াছেন এবং পরে ইনিই পৌরাণিক চণ্ডীর স্থান অধিকার করিয়া, মঙ্গলচণ্ডীরূপে বঙ্গবধূগণের বিবিধ ব্রতে এবং তাহা হইতে চণ্ডীকাব্যে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন। বৌদ্ধ দেবতার প্রধান চিহ্ন ডোম প্রভৃতি নিম্ন-জাতীয় পুরোহিত। কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বঙ্গের বহু স্থানে মঙ্গলচণ্ডীর ডোমজাতীয় পূজক ছিল। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলেন,—"আমরা ডোমজাতীয় স্ত্রীলোককে চণ্ডীর পূজা করিতে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে দেআসিনী বলে।" মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও ডোমজাতীয় স্ত্রীলোকের চণ্ডীপূজা করিবার কথা লিখিত আছে।[১] মাণিক দত্তের রচিত চণ্ডীকাব্য মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ইহাতে দেখা যায়, শূন্যপুরাণের আদ্যাদেবী ও মঙ্গলচণ্ডী এক দেবতা। বৌদ্ধ ধর্ম্মঠাকুরের নিকট কিছু দিন পূর্ব্বেও শূকর বলি দেওয়া হইত। ক্রমে ধর্ম্মঠাকুরের শিবত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহা উঠিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ শূকর বলি, বৌদ্ধদেবতার আর একটি প্রধান লক্ষণ। হিন্দুর দেব-দেবীর নিকট শূকর বলি দিবার বিধান হিন্দুশাস্ত্রে থাকিলেও তাহা তত প্রচলিত নহে।[২] মঙ্গলচণ্ডী যদিও আজকাল শূকরবলি গ্রহণ করেন না, কিন্তু কবিকঙ্কণের সময়ে করিতেন। গঙ্গা ও চণ্ডীর কোন্দলের সময়, গঙ্গা চণ্ডীকে বলিতেছেন,—"তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।" মঙ্গলচণ্ডী যে বৌদ্ধ দেবতা, এই সকল প্রমাণের দ্বারা তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে আরও অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়। তাহা আমরা চণ্ডীকাব্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে যথাস্থানে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আসিয়া লৌকিক চণ্ডী, পৌরাণিক চণ্ডীর স্থান অধিকার করিলেও, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল পৌরাণিক চণ্ডীমাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই। লৌকিক

১ ধর্ম্মমঙ্গল, জাগরণ পালা দ্রষ্টব্য।

২ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ, বি এ মহাশয়ের নিকট অবগত হইলাম যে, কামাখ্যাদেবীর নিকট পূর্ব্বে শূকর বলি হইত, ইহা তিনি শুনিয়াছেন।

চণ্ডী যে খাঁটি পৌরাণিক চণ্ডী নহেন, ইহা দ্বারাও তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে পৌরাণিক ধর্ম্মের অবনতির সময়, লৌকিক চণ্ডী নিজ প্রসার বৃদ্ধি করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পৌরাণিক ধর্ম্মের আদর যখন আবার বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি নিজেকে দৃঢ় করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন।

মঙ্গলচণ্ডী নামের ব্যাখ্যা

তাই আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও কালিকাপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা এবং ব্রতবিধি ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে কালকেতু ও শালবাহনের উল্লেখ দেখিতে পাই।[১] 'মঙ্গলচণ্ডী' নামটি অপৌরাণিক অর্থাৎ প্রাচীন পুরাণে এই নাম পাওয়া যায় না। সেই জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[২] যিনি মঙ্গল বিষয়ে নিপুণা অথবা যিনি মঙ্গল নামক রাজার ইষ্ট-দেবী, তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডিকা। মাধবাচার্য্যের জাগরণে ইহার অন্যরূপ অর্থ দেখা যায়। তিনি বলেন,—

মঙ্গল দৈত্য বধি মাতা হৈলা মঙ্গলচণ্ডী ॥

পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত লৌকিক চণ্ডীর তুলনায় আলোচনা এইখানেই শেষ হইয়া গেল। পরে এ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা আবশ্যক হইলেও, এইখানেই আমরা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অপর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বৌদ্ধ বজ্রযান মত নানা কারণে বঙ্গদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সে সব কারণের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাহার দেবতা বজ্রেশ্বরী বঙ্গদেশে নিজের ভিত্তি-মূল এতই

মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উৎপত্তি

দৃঢ় করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তুলিয়া ফেলিতে কেহ সমর্থ হয় নাই। সেই ভিত্তির উপর চুণকাম করিয়া এবং তাহাতে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বসাইয়া বাঙ্গালায় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্রত অদ্যাপি সমস্ত বঙ্গে জয়মঙ্গলচণ্ডী, হরি শমঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বিবিধ নামে প্রচলিত আছে।

নূতন কোনও ধর্ম্মমত বা দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, তাহাকে লোকরঞ্জন করিয়া গড়িয়া তোলা আবশ্যক। অথবা এমন কোন একটা জিনিষ তাহাতে থাকা চাই, যাহা লোকের

লৌকিক চণ্ডীর প্রভাব ও তাহার কারণ

মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ। নতুবা তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম, প্রেমের মাধুর্য্যে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। চৈতন্যদেব প্রেমের অবতার বলিয়া লোকের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মঙ্গলচণ্ডীতে এরূপ আকর্ষণের কি আছে, যাহাতে লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? তাই

---

১ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪১ অধ্যায়। ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি, যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা। শ্রীশালবাহননৃপাদ্বণিজঃ সসূনোঃ রক্ষেঽম্বুধৌ করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী।—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, ২১০ পৃঃ।

২ মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা।......মঙ্গলাভীষ্টদেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা॥ মঙ্গলো মনুবংশশ্চ সপ্তদ্বীপধরাপতিঃ। তস্য পূজ্যাভীষ্টদেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড।

মঙ্গলচণ্ডীর সেবকগণ তাঁহাকে ভক্তবৎসল করিয়া গড়িয়াছেন। তিনি নিজের পূজা প্রচারে যেমন ব্যস্ত, ভক্তকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতেও তেমনি তৎপর। কালকেতু কলিঙ্গ-কারাগারে যেমন তাঁহাকে স্মরণ করিল, অমনি "সঘন স্পন্দন করে দেবীর বাম পায়॥" আবার শ্রীমন্ত যখন তাঁহাকে সিংহলের দক্ষিণ মসানে প্রাণের দায়ে ডাকিতেছেন, তখন দেবীর "মুখ হইতে খসে পান, স্থির নহে মন প্রাণ, আসন করয়ে টলবল॥" শুধু ইহাই নহে, ভক্তের জন্য তিনি কাকরূপ ধারণ করিয়াছেন, বনে ছাগল চুরি করিয়াছেন, গোধিকা হইয়াছেন। এক কথায় ভক্তের জন্য তাঁহার দিনে আহার এবং রাত্রে ঘুম নাই। এহেন ভক্তবৎসল, ভক্তের জন্য যাঁহার এতটা মমতা, তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িতে কত দিন? বঙ্গীয় কুলবধূ এবং কোমলমতি বঙ্গবাসিগণ চণ্ডীর এই গুণেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সময়ে বাঙ্গালীর উপর মঙ্গলচণ্ডীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল, চৈতন্যভাগবতে ইহার বর্ণনা আছে[১]। আজকালও ইহাঁর প্রভাব একেবারে কম নহে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অংশ যে ইহাঁর কৃপায় বিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন বাঙ্গালায় যে শৈব সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ শিবের নির্লিপ্ততা। চাঁদ সদাগরের বিপদে শিবের হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নাই। ধনপতি সদাগর সিংহলে যাত্রাকালে, নানাবিধ অমঙ্গল দেখিয়া, "কি করিবে আনে যার সহায় শঙ্কর॥" বলিয়া শিবের প্রতি অগাধ ভক্তির পরিচয় দিলেন, কিন্তু শিব তাঁহাকে চণ্ডীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিলেন না। এই দুই ভক্তের প্রতি শিবের নির্মম ব্যবহার যেমন নিন্দনীয়, পক্ষান্তরে ভক্তযুগলের ইষ্টদেবে ভক্তিও সেইরূপ প্রশংসার যোগ্য।

পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন জিনিষই একেবারে পূর্ণ বিকশিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। চণ্ডীকাব্যের জন্ম, বিকাশ ও পরিপুষ্টিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া হয় নাই। চণ্ডীকাব্যের বীজ প্রথম মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথাতেই নিহিত ছিল; কবির পর কবির হাতে পড়িয়া সেই ব্রতকথা ক্রমে কাব্যে পরিণত হইয়াছে। কবিকঙ্কণ, মাধব এবং জনার্দ্দন, এই তিন জনের চণ্ডীকাব্য পাঠ করিলেই ইহা অতি সহজে বুঝা যাইবে। একটু পরে জনার্দ্দনের চণ্ডী হইতে আমরা অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, উহা কাব্য নহে—ব্রতকথামাত্র। ইহার পর মাধবের চণ্ডীতে কাব্যের সূত্রপাত, কবিকঙ্কণে তাহার চরম পরিপুষ্টি।

চণ্ডীকাব্যের উৎপত্তি

---

১ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহু ধনে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।—চৈ° ভা°, আদি, ২ অ°।

আমাদের দেশে অনেক বড় বড় জিনিষেরই ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। এরূপ অবস্থায় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের জন্মের সন-তারিখ্ ঐতিহাসিকগণের নিকট চাহিলে, তাহা তাঁহারা দিতে পারিবেন কি না, জানি না। সুতরাং এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে আমরা অসমর্থ।

মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের প্রাচীনত্ব

তবে আমাদের অনুমান হয় যে, মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উৎপত্তির সময় তখনই, যখন বাঙ্গলার স্বাধীনতা-রত্ন বিদেশীয় নৃপতির চরণতলে লুটাইয়া পড়ে নাই। তখন তাহার বাণিজ্য ছিল, বাণিজ্য-তরী মধুকর ছিল, বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র-পারে গিয়া তখন সে পতিত হইত না, দেশে লক্ষপতির অভাব ছিল না, অন্নের জন্য হাহাকার ছিল না, রোগ-শোকে দেশ তখন শ্মশান হয় নাই; বাঙ্গালীর মনে তখন জোর ছিল, শরীরে বীর্য্য ছিল, তাই সে অপর ধর্ম্মের দেবতাকে নিজ ধর্ম্মে মিশাইয়া লইতে পারিয়াছিল।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা কাব্যাকারে কখন্ বিরচিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার কোন ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে চৈতন্যদেবের সময়ে চণ্ডীর গীত প্রচলিত ছিল এবং সেই গীত গাহিয়া লোকে জাগরণ করিত, চণ্ডীর পূজা করিত, এ কথা আমরা চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি।[১] চণ্ডী এবং বিষহরীর পূজায় তখন বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন হইত, উক্ত গ্রন্থের বর্ণনায় ইহারও আভাস পাওয়া যায়।[২] সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই যে, চণ্ডীকাব্য লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা অনুমান করিলে বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে কোন্ ভাগ্যবান্ এ বিষয়ে প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই। দ্বিজ জনার্দ্দনের চণ্ডীকাব্য ব্রতকথার আকারে লিখিত এবং খুব ছোট বলিয়া, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহাকেই প্রাচীন বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হয় না। সংক্ষিপ্ত এবং ব্রতকথার আকারে লিখিত চণ্ডীকাব্যই যে প্রাচীন হইবে, তাহা ঠিক নহে। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেও অনেক কবি চণ্ডীকাব্য লিখিয়াছেন, তাহা ব্রতকথার মত ছোট; এরূপ দুই তিনখানি পুথি আমরা দেখিয়াছি। জনার্দ্দনের চণ্ডীও এই জাতীয় হওয়া অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ ব্রতকথার মত ছোট

---

১ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।—চৈ° ভা°, আদি, ২ অ°।

২ চৈতন্যদেব শ্রীধরের দারিদ্র্য দেখিয়া তাহাকে বলিতেছেন,—
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি।—চৈ ভা, আদি, ৮ অধ্যায়।

ইহার পর চণ্ডী এবং বিষহরীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন,—
দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া।— ঐ ঐ।

চণ্ডীকাব্য হইলেই তাহা প্রাচীন হইবে না—কোন্ কাব্য কত প্রাচীন, তারিখ না থাকিলে তাহা অন্য উপায়ে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। মঙ্গলচণ্ডী বৌদ্ধ দেবতা, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময় মঙ্গলচণ্ডী—হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয়ের উপাস্য হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণ ইহাঁকে একেবারে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর সামিল করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কালে মঙ্গলচণ্ডী এরূপ ছিলেন না—তাঁহার উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সুতরাং যে চণ্ডীকাব্যের উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যত বেশী দেখা যাইবে, আমাদের মতে তাহাকেই তত অধিক প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত। আমাদের সংগৃহীত চণ্ডীকাব্যগুলির মধ্যে মাণিকদত্তের রচিত চণ্ডীতেই অধিক বৌদ্ধ-প্রভাব দেখা যায়, সুতরাং তাহাকেই আমরা প্রাচীন চণ্ডীকাব্য বলিয়া স্থির করিলাম।

১। মাণিক দত্ত

মাণিক দত্তের নিবাস ছিল মালদহের অন্তর্গত ফুলুরা গ্রামে। ইনি কোন্ সময়ের লোক বা কখন্ ইনি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে চণ্ডীকাব্যের লেখকদের মধ্যে ইনি যে খুব প্রাচীন, ইহাঁর কাব্যের সৃষ্টি-বর্ণনা এবং চণ্ডীর উৎপত্তি ব্যাখ্যায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইনি আদি-ধর্ম্ম বা আদি-বুদ্ধ হইতে মঙ্গলচণ্ডীকে উৎপন্ন বলিয়াছেন এবং তাঁহার আর একটি নাম আদ্যা দেবী। এই আদ্যা দেবী বা মঙ্গলচণ্ডী শূন্যপুরাণের আদ্যা দেবীর সহিত অভিন্ন এবং কবির সৃষ্টি-বর্ণনাও শূন্যপুরাণের অনুরূপ। সৃষ্টি-বর্ণনাটি এই,—

সৃষ্টিপত্তন

অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে। হস্ত পদ নাহি ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গোলক ধিয়াইল। গোলক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই শূন্য ধেয়াইল। শূন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের শরীর হইল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই হৃহিত ধিয়াইল। হৃহিত ধিয়াইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হৈল॥
জন্ম হইল ধর্ম্ম গোসাই গুণে অনুপমা। পৃথিবি সৃজিঞা তেঁহো রাখিবে মহিমা॥
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পরিল। হস্ত পদ পৃথিবীতে জল উপজিল॥
জলেতে আসন গোসাই জলেতে বৈসন। জল ভর করিয়া ভাসেন নিরঞ্জন॥
ভাসন্তে ধর্ম্ম গোসাই পাইল ঠেসন। চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ॥
ধর্ম্মের ঠেসন হৈতে উলুক জন্মিল। জোড় হস্ত করি উলুক সমুখে ডাড়াইল॥
হাসঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায়। কহ কহ উলুক কত যুগ জায়॥
জত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে। তখনে আছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিয়ানে॥
মন্ত্র ধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর। চৌদ্দ যুগের কথা শুন আমার গোচর॥

চৌদ্দ যুগের কথা তুমি সুন নৈরাকার। এ তিন ভুবনে পাতক নাহি আর ॥
সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্মফুল। তাহাতে বসিঞা গোসাই জপে আকুল ॥
নানা পত্র বহ্যা গেল পাতাল ভুবন। পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন ॥
দ্বাদশ বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল। হস্তে করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল ॥
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিঞা। শূন্যাকারে ধর্ম্ম গোসাই উঠিল ভাসিঞা ॥
পুনরপি আসিঞা পদেত কৈল ভর। মনে মনে চিন্তে গোসাই ধর্ম্ম নিরাকার ॥
মনে মনে চিন্তি তবে ধর্ম্ম অধিপতি। কার উপর স্থাপিব নির্ম্মাণ বসুমতী ॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজযুক্ত হৈল। গজের উপরে বসুমতীকে স্থাপিল ॥
গজ সহিতে পৃথিবী জায় রসাতল। আপনে ধর্ম্ম গোসাই কূর্ম্মরূপ হৈল ॥
কূর্ম্মের উপরে পৃথিবী রাখিল। ... ...
কূর্ম্ম সহিতে যারে পৃথিবীর ভার। গজ কূর্ম্মে পৃথিবী জায় রসাতল ॥
টানিঞা ছিড়িল গলের কনক পৈতা। এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা ॥
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন। তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভুবন ॥ ইত্যাদি

এইরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ এবং আদি-ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন আদ্যা দেবী যে হিন্দুর নহে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়—কালকেতু এবং শ্রীমন্তের উপাখ্যান; পুথি আকারে তত বড় নহে, ১৭৫ পাতা মাত্র। এই চণ্ডী কিছু দিন পূর্ব্বেও মালদহ অঞ্চলে, হিন্দুর গৃহে উৎসবাদি উপলক্ষে গান করা হইত। কবিকঙ্কণের রচনা ইহার মধ্যে কোথাও কোথাও অবিকল উদ্ধৃত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ইহার প্রাচীনত্বের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, কবিকঙ্কণ হয় ত এই চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া তাঁহার কাব্য লিখিতে পারেন বা পরবর্ত্তী কালের গায়কেরা কবিকঙ্কণের রচনা ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিতে পারে। মাণিকদত্ত প্রথমে খোঁড়া এবং কাণা ছিলেন, পরে দেবীর অনুগ্রহে তিনি সুন্দর দেহ লাভ করেন। ইনি কলিঙ্গরাজের কারাগারে বন্দী হইয়াছিলেন। সেখান হইতে চণ্ডী তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া রাজার নিকট নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করেন[১]।

২। বলরাম কবিকঙ্কণ

মাণিক দত্তের প্রাচীন চণ্ডীকাব্যের পর বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীর সংবাদ পাওয়া যায়। এই চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ১৩০২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার অস্তিত্বের সংবাদ দিয়াছেন[২]। আজ পর্য্যন্ত

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

২ বিদ্যানিধি মহাশয় এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীতে ইহার একখানি অসম্পূর্ণ পুথি দেখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ইহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

ইহার সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ আমরা দিতে পারিলাম না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু[১]।" মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের বন্দনা অংশে "বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ" এই ছত্রটি দেখিয়া, ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু অনুমান করেন,—বলরামের চণ্ডীকাব্য অবলম্বন করিয়াই মুকুন্দ তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন[২]। এ সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই; কাজেই বলরামের চণ্ডী পাওয়া না গেলে ইহার বিচার করা যাইতে পারে না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে বলরামের কয়েকটি ভণিতা এখানে তুলিয়া দিলাম।

(ক) অভয়ার অভয় চরণে করি ধ্যান। বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

(খ) দক্ষমুখে সরস্বতী, নিন্দন শুনিয়া অতি, সদানন্দ শিবের মহিমা।
শিবনিন্দা শুনি কোপে, নন্দীশ্বর ধায় দাপে, বিরচিল কবি বলরামা ॥

(গ) অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। দ্বিজ বলরাম গান মধুর সঙ্গীত ॥

নীচের চারিটি ছত্রে তাঁহার রচনার নমুনাও কিছু পাওয়া যায়,—

শুন সতি পশুপতি ছাড়িয়া কৈলাসে। কোন্ গুণে অপমানে যাবে পিতৃবাসে ॥
ত্রিনয়ন নিবেদন শুন গুণবতি। দেবনিন্দা শিববৃন্দে দক্ষ প্রজাপতি ॥

৩। মাধবাচার্য্য বা মাধবানন্দ

পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত সপ্তগ্রাম;—তাহার মধ্যে ত্রিবেণীর তীরে মাধবাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল পরাশর, পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ। পরাশর, জপ-তপ এবং যাগ-যজ্ঞ-পরায়ণ, দানশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল, কবির বর্ণনায় ইহা আমরা জানিতে পারি। কবির জন্মের তারিখ পাওয়া যায় না বটে,

কবির পরিচয়

কিন্তু তিনি আকবর এবং মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের সমসাময়িক লোক। ১৫০১ শক বা ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে, মেঘনা নদীর তীরে, নবীনপুর গ্রামে মাধবাচার্য্য গিয়া বাস স্থাপন করেন[৩]। ইহাঁর পুত্রের নাম ছিল জয়রামচন্দ্র গোস্বামী। কবি তাঁহার গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম।—

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা।

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫১৭ পৃঃ।

৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫১৭ পৃঃ।

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি। কলিযুগে রাম তুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গা দেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর। যাগ যজ্ঞ জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য। ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায়ে গান। তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতি তালভঙ্গ অন্য দোষ নাহি নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত॥
সারদার চরণ-সরোজ-মধু লোভে। দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে॥

ইহা ছাড়া কবির সম্বন্ধে আর কোন বিষয় জানিতে পারা যায় না। কবির সৃষ্টিপত্তনের প্রস্তাবনা অংশ এই,—

না আছিল রবি শশী, সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি, না আছিল সুমেরু মন্দার।
না আছিল সুরাসুর, রাক্ষস কিন্নর নর, কেবল আছিল শূন্যাকার॥
অক্ষয় অব্যয় হয়, যেই সেই মহাশয়, নিরঞ্জন পুরুষপ্রধান।
আপনি চৈতন্য হৈয়া, বেক্তার জলে ভাসিয়া, সৃষ্টি সৃজিতে দিলা মন॥
সৃষ্টি সৃজিতে চায়, নিজ গায়ের মলায়, তথিতে করিল পদভর।
ও পদের ভর পায়্যা, যায় পৃথ্বী বিদারিয়া, ভাসে ক্ষিতি জলের উপর॥
যতেক এ সংসার, কিরূপে সৃজিব আর, মনে মনে ভাবে ভগবান্।
সৃষ্টি সৃজন আশে, জলে পূর্ণবিম্ব ভাসে, নখে ছিঁড়ি কৈলা দুইখান॥
তাঁহার ইচ্ছায় সব, হইলেক উদ্‌ভব, আকাশাদি ভূতের প্রধান।
সেই অণ্ড ছিন্ন ভিন্ন, করিয়া ত নিরঞ্জন, পরে সৃষ্টি করিলা সংস্থান॥
সৃষ্টি সৃজিবার আশে, দেবীরে জন্মাইলা শ্বাসে, নাভিতে জন্মিলা প্রজাপতি।
করে জপমালা লইয়া, অন্তরে হরিষ হইয়া, ধ্যানে নিবেশ কৈলা মতি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকায়, তাহাতেই জন্ম পায়, বলে দেবী দিব কার স্থানে।
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী, বলে দেব চক্রপাণি, দেবী সমর্পিব ত্রিলোচনে॥ ইত্যাদি।

উপরে লিখিত প্রথম দুই ছত্রের সদৃশ ভাব যদিও ঋগ্বেদের "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং" ইত্যাদি সূক্তে পাওয়া যায়, তথাপি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে এইরূপ কথা যেন বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত শূন্য-বাদেরই প্রভাব ইঙ্গিত করিতেছে। বিশেষতঃ রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের "নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্" ইত্যাদি সৃষ্টিপত্তনের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। গায়ের মলায় সৃষ্টি সৃজন, শ্বাসে দেবীর জন্ম, নখে ছিঁড়িয়া দুইখান করা প্রভৃতি কথা স্পষ্টই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সূচনা করে, ইহা

কাব্যে বৌদ্ধ-প্রভাব

কখন হিন্দুর শাস্ত্রসঙ্গত কথা নহে। ইহা ছাড়া মাধবের চণ্ডীতে খুল্লনা দুই জায়গায় "ধর্ম্মের ঝি" বলিয়া কথিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—"অন্তরীক্ষে চণ্ডী বলে খুল্লনা ধর্ম্মের ঝি। বিশাইর গঠন নৌকা মনে ভাব কি ॥"—২১৬ পৃঃ। মাধবের কালকেতু বলিতেছে,—"ধরিয়া ধবল ছত্র, বীরমুখে শুনি শাস্ত্র, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ব্রতকথা ॥"—৯০ পৃঃ। চণ্ডীর বড় সাধের সেবক শ্রীমন্ত সিংহলে গিয়া বলিতেছে,—"সত্য কহিতে যদি বধহ জীবন। অচিরাতে ফল দিবে ধর্ম্ম নিরঞ্জন ॥"—২৪৭ পৃঃ। মাধবাচার্য্যের সময়ে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছিল না বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব কিছু কিছু ছিল; অন্ততঃ কবি যে কতকটা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাঁহার রচনাই তাহার প্রমাণ দিতেছে। হয় ত তিনি এই সকল কথা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলিয়াই লিখিয়া থাকিবেন। কেন না, তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্বেই এই সকল বৌদ্ধ মতের কথা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল।

মাধবের চণ্ডীকাব্য আকারে তত বড় নহে। কবিকঙ্কণচণ্ডীর তুলনায় ইহা খুব ছোট। কিন্তু ইহার মধ্যে আমরা এমন সকল জিনিষ পাই, যাহা মুকুন্দের কাব্যে দুর্লভ। মুকুন্দের চণ্ডীতে কতকটা পৌরাণিক চণ্ডীর ভাব আছে, মাধবের চণ্ডী নিরাভরণা—অনেকটা মানবীর চরিত্রের ছাঁচে ঢালা। ঘটনার বিস্তার এবং কবিত্ব-শক্তির তুলনায় মাধব, মুকুন্দরামের সমকক্ষ না হইলেও, অল্প কথায় তিনি যে সকল ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কবিকঙ্কণের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিয়াও আমরা সেইরূপ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই না। মুকুন্দের সহিত মাধবের তুলনায় সমালোচনা করিলে, আমরা মুকুন্দকেই বড় দেখিতে পাই। কিন্তু মুকুন্দকে দূরে রাখিয়া যদি আমরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাধবের কাব্য পাঠ করি, তবে তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। মাধবের কাব্যের চরিত্রগুলি কবিকঙ্কণের কাব্যোক্ত চরিত্রের নিকট বড়ই অস্পষ্ট। কিন্তু সেই অস্পষ্টতার মধ্যেও কবির আঁকিবার কৌশলে তাহা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দের কাব্য প্রস্ফুটিত পদ্মবন, মাধবের রচনা তাহার নিকট গোলাপের স্তবকরূপে উপস্থিত হইতে পারে। উভয়ের কাব্যে ঘটনাগত অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকিলেও, ইঁহাদের মধ্যে এমন একটা একতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে উভয় কবিকে এক বংশের লোক বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একজন নিজের পুরুষকারে উন্নত, অপর জন পৈতৃক ধনের অধিকারী মাত্র। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই কথা বলিয়াছেন। প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া মাধব যে ক্ষুদ্র চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, কবিকঙ্কণ নিজের প্রতিভার তুলিকায় এবং অঙ্কণবৈচিত্র্যে নিপুণ ভাবে তাহাতে রং ফলাইয়াছেন মাত্র। এই হিসাবে মুকুন্দ প্রথম এবং মাধব দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির আসন পাইবার উপযুক্ত।

মাধব ও মুকুন্দ

মাধব, করুণ বিষয়ের রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক যে সকল ধুয়া তিনি তাঁহার কাব্যের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা অতীব

কৃষ্ণ ধুয়া

মর্ম্মস্পর্শী। আমার বোধ হয়, এই সকল ধুয়া, বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের যে-কোন উৎকৃষ্ট পদের সহিত তুলিত হইতে পারে। নমুনা দেখুন,—

১। বন্ধু তোমার বদলে থুইয়া যাও বাঁশী।
তবে সে আসিবা প্রভু হেন মনে বাসি॥
এ বাঁশী যতনে থোব গন্ধ চন্দন দিয়া।
যতনেতে হিরা মণি রতনে জড়িয়া॥
যখনে তোমার তরে   মরমে বেদনা করে
শোক দুঃখ নিবারিব বাঁশী বুকে দিয়া॥

২। হেন সাধ করে নাইয়র হেন সাধ করে।
হৃদি চিরি তার মাঝে রাখিতে তোমারে॥

৩। আঁখি মেলিতে নারি গুরু জনের ভয়।
যে দিগে পড়য়ে দৃষ্টি সে দিকে শ্যাম রায়॥

৪। কাল ভ্রমরা রে যথা মধু তথা চলি যাও।
আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও॥
যে কথা কহিবে প্রভুর ঘনাইয়া কাছে।
সুস্থির সময়ে কেও লোকে শুনে পাছে॥
চরণ-কমলে শত জানাইয়া প্রণাম।
অবশেষে জানাইও রাধার নিজ নাম॥

৫। বড়াই মাই লো গাও মোর কেমন কেমন করে।
তখনে বলিলুম আমি না যাইমু কদমতলে রে॥

৬। বিনোদিনি বিলম্ব করিতে না জুয়ায়।
তুয়া পন্থ নিরখিতে   রহিয়াছে প্রাণনাথে
রাধা বলি মুরলি বাজায়॥

স্বাভাবিক বর্ণনায় মুকুন্দরাম অদ্বিতীয়। মাধব এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত না হইলেও, মুকুন্দের নীচেই মাধবের স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে। মাধবের কাব্য মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণনার সৌন্দর্য্যে পাঠক মুগ্ধ হইবেন। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের মত বর্ণনার অস্বাভাবিকতা ইনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। ব্যাধ-পত্নীগণের চিত্র আঁকিবার সময় ইনি তাহাদিগকে ব্যাধ-পত্নীরূপেই আঁকিয়াছেন, তিলফুল-নাসা, মৃগরাজ-কটি বা কুরঙ্গ-নয়ন এ সময়ে তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। ফুলি, খুলি, পেলি প্রভৃতি ব্যাধ-সুন্দরীগণের তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একেবারে নিখুঁৎ। কবির কল্পনা এখানে যেন একখানি জীবন্ত ছবি আনিয়া আমাদের সামনে ধরিয়া দিয়াছে। পরপৃষ্ঠায় নমুনা দেখুন।

বর্ণনার স্বাভাবিকতা

ছলি খুলি পেলি আরী আইল তার ঘরে।
মৃগচর্ম্ম পরিধান দুর্গন্ধ শরীরে॥
কড়ির মালা পরে গলে রাজের অলঙ্কার।
ভেলার চিহ্ন অঙ্গে ধরে গুর-ফুলহার॥
কোন আরী আসি ডউয়ার ছাল খায়।
বদন করিয়া রাজা বীরের কাছে যায়॥

মাধবের কাব্যের কোন অংশই মুকুন্দের চণ্ডীর মত বিস্তৃত নহে। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার, অল্প কথার, সামান্য বিষয়ে তিনি যে কবিত্বের বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রেষ্ঠ কবির রচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মাধব তাঁহার কাব্যে অতি সতর্কভাবে স্বভাবের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এই লক্ষ্য তাঁহার এতই প্রখর যে, সামান্য একটি বিড়ালের গতি পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই,—"ঠেলাঠেলি কেলা-কেলি কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোকে চায়॥ ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ীর পিছে॥" কবি, ব্যাধ কালকেতুর বিবাহ বর্ণনা করিবেন, এখানে তাহার দানসজ্জায় পালংখাট ও মণি-মাণিক্য বা বিবাহের রন্ধনে ক্ষীর-সর, পোলাও-কালিয়ার নাম করিলে তাহা স্বাভাবিক হইবে না। তাই তিনি লিখিয়াছেন,—"দানসজ্জা আনি দিল সভা বিদ্যমানে॥ ভাঙ্গা নারিকেল দিল জীর্ণ ধনুখান। বসিবারে মৃগচর্ম্ম দিল বিদ্যমান॥ "রন্ধনে—"পাবক জ্বালারে রামা হইয়া হরষিত। পাকা কলার মূল রান্ধে লবণবর্জ্জিত॥ পাকা পুঁইশাক রান্ধে পিঠালি মিশালে। সম্ভার করয়ে তারে শূকরের তৈলে॥ কৃষ্ণসার-মাংস রান্ধি হরষিত মন। তণ্ডুল-কণার অন্ন রান্ধি ততক্ষণ॥" ইত্যাদি। প্রাচীন কবিগণের অস্বাভাবিক বর্ণনার পাশে মাধবাচার্য্যের এইরূপ স্বভাব-বর্ণনায় তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য যে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাভাবিক বর্ণনার ন্যায় নারী-চরিত্রের অঙ্কণেও ইনি দক্ষ। যদিও ইঁহার কাব্যে খুল্লনা এবং লহনার চরিত্র তত পরিস্ফুট নহে, তথাপি তাহাদের চরিত্রে রমণীজনোচিত কোমলতা এবং মাধুর্য্যের অভাব নাই। এই দুইটি চরিত্র তিনি বাঙ্গালীর ঘরের মত করিয়াই আঁকিয়াছেন। রাঘব দত্তের প্ররোচনায় ধনপতির জ্ঞাতিগণ খুল্লনাকে পরীক্ষা করিয়া নানারূপ কষ্ট দিয়াছিল। পরীক্ষান্তে সকল জ্ঞাতিকেই ধনপতি, বস্ত্র-আভরণ ব্যবহার দিলেন,—কেবল দিলেন না রাঘবকে। রাঘব দরিদ্র, সে বস্ত্র পাইবে না, কোমলমতি খুল্লনার প্রাণে ইহা সহিল না। হউক না সে শত্রু, কিন্তু সে যে দরিদ্র। তাই সে স্বামীকে বলিতেছে,—"রাঘব হতে তোমার রহিল জাতি কুল। অপকীর্ত্তি দূরে গেল শুদ্ধ হল কুল॥ তাঁরে ব্যবহারি দেওয়া চাহি সমুচিত। নতুবা তোমার দোষ হইবে ঘোষিত॥" পুরুষের কাঠিন্য এবং রমণীর কোমলতা এখানে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। লহনা এবং খুল্লনার সপত্নী-ভাবও কবির কলমে বেশ ফুটিয়াছে। খুল্লনার বস্তুগৃহ-পরীক্ষার

কাব্যের চরিত্র

সকলেই কাঁদিয়া আকুল। কেবল—"লহনা সতিনী কাঁদে লোকাচার-ভয়ে। মনে ভাবে খুল্লনা যে মরুক নিশ্চয়ে॥" বালক শ্রীমন্তের চরিত্র ঠিক বালকের মতই, অধিকন্তু তাহাতে গভীর সত্যানুরাগ সন্নিবেশ করিয়া, তাহাকে সমধিক মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। "ধনপতি বলে প্রিয়া যাও তুমি ঘর। কি করিবে আনে যারে সহায় শঙ্কর॥" এই দুই ছত্রে মাধব, ধনপতির ইষ্টদেবে যে একান্ত নির্ভরতা দেখাইয়াছেন, কবিকঙ্কণের দীর্ঘ বর্ণনায়ও তাহা অপেক্ষা বেশী নির্ভরতা ব্যক্ত হয় নাই। বস্তুতঃ মাধবের কাব্যের চরিত্রগুলি যদিও ঘটনাবৈচিত্র্য বা বর্ণন-বাহুল্যে সমধিক ব্যক্ত হয় নাই, তথাপি তাহা কবিকঙ্কণের চরিত্র হইতে একেবারে নিকৃষ্ট নহে। বরং কবিকঙ্কণ অপেক্ষা কোন কোন চরিত্র তিনি অধিক সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। মাধবের ভাঁড়ুদত্ত কবিকঙ্কণ অপেক্ষা বেশী ধূর্ত্ত, কালকেতুর বিক্রম কবিকঙ্কণ হইতে মাধবের কাব্যে বেশী। যদিও নারী-চরিত্রের বর্ণনায় মাধব, মুকুন্দকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু পুরুষ-চরিত্র যে কবিকঙ্কণ অপেক্ষা মাধবের কাব্যে অধিক সবল, ইহা উভয় কাব্যের তুলনায় আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

মাধবের কাব্যে ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী ও পয়ার, এই চারি রকম ছন্দই অবলম্বন করা হইয়াছে।

ছন্দ

সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং সেই সময়কার দেশের অবস্থার আভাস মুকুন্দের কাব্যে যেরূপ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়, মাধবের কাব্যে সেরূপ নহে। মুকুন্দের মত, মনুষ্য-সমাজের বিস্তৃত জ্ঞান এবং ভূয়োদর্শিতাও মাধবের ছিল বলিয়া মনে হয় না। যদিও কবির নিকট ঐতিহাসিক ঘটনার যথাযথ বর্ণনা প্রত্যাশা করা অন্যায়, তথাপি ইহাও মনে রাখা উচিত যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব হইতে কবির রচনা অব্যাহতি পাইতে পারে না। কবির অভিজ্ঞতা অনুসারে তাঁহার অজ্ঞাতে সেই সময়কার যে সকল সমাজচিত্র তাঁহার রচনায় অঙ্কিত হইয়া যায়, পরবর্ত্তী কালে তাহা হইতে অনেক তথ্যের আবিষ্কার হইতে পারে। মাধবের কাব্য অতিশয় সংক্ষিপ্ত বলিয়া, ইহার মধ্যে তখনকার সামাজিক অবস্থার ছাপ তত বেশী পড়ে নাই। তাঁহার কাব্য হইতে মোটের উপর জানা যায় যে, সাধারণ বেচা-কেনায় তখন কড়ির প্রচলন ছিল, বাঙ্গালী তখন পাগড়ী ব্যবহার করিত, ধনীরা বিলাসী ছিল, তাহারা কপালে গোপীচন্দনের ফোঁটা কাটিত, ধনী স্ত্রীলোকদের কাঁচলীতে দেবদেবীর নানা রকম চিত্র আঁকা থাকিত, তন্মধ্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চিত্রই অধিক। বড় লোকেরা দোলায় চড়িয়া গমনাগমন করিত। নৌকার যাত্রীদের একটি নাম ছিল তখন "গাইতর"। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে "কন্যাদায়" ছিল না। খাবার জিনিসের মধ্যে এই কয়টি নূতন নাম পাওয়া যায়,—'সম্মোহন' নামে এক প্রকার ঘৃত, "উরিচা" এক রকম তরকারি। "নিমছরি" তিক্ত ও মিষ্ট-মিশ্রিত ব্যঞ্জন। সমুদ্রফেণা, লাল-মৈলাল, পুষ্প-পানি—এই তিন রকম পিঠা।

কাব্যে সমাজ-চিত্র

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্য আমাদের এ অঞ্চলে তত বিখ্যাত নহে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে।

৪। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ

মুসলমান রাজগণের অধিকারকালে বাঙ্গালীর ঘরে অন্নের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু নিরুদ্বেগে ঘরে বসিয়া সেই অন্ন উপভোগ করা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটিত। সাধারণতঃ মুসলমান রাজাদের মধ্যে সহৃদয় ও সমদর্শী ব্যক্তির অভাব না থাকিলেও স্থলবিশেষে রাজা ও রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে দেশময় তখন একটা মূর্ত্তিমান্ আতঙ্ক বিরাজ করিত; ঘরে ভাত থাকিলেও, সেই আতঙ্কে হিন্দু, তাহা পেট ভরিয়া খাইয়া হজম করিতে পারিত না—শান্তি কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানিত না। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের জীর্ণ পত্র অনুসন্ধান করিলে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের এইরূপ অত্যাচারের বর্ণনা একবারে দুর্লভ নহে। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, সীতারাম দাসের মনসামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আজকালকার দিনে সেই পুরাণ কাসুন্দি ঘাটিয়া, মুসলমানের প্রতি হিন্দুর মনে একটা বিদ্বেষ-ভাব জাগাইয়া দেওয়া আমি অনুচিত মনে করি। তাই সে সকল বর্ণনা এখানে তুলিয়া দেখাইলাম না—অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য তাহা প্রাচীন সাহিত্যের জীর্ণ পত্রমধ্যেই নিবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

মুসলমানের অত্যাচার

আমাদের আলোচ্য কবি মুকুন্দরামের সময়ে বঙ্গদেশ প্রায় অরাজক অবস্থায় ছিল। গৌড় নগর তখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আফগানবংশীয় দাউদ খাঁর হাত হইতে বাঙ্গলার অধিকার তখন আকবরের হাতে গিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি তখনও দেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। নূতন অধিকৃত বঙ্গদেশে শাসন-শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে সকল কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা তত যোগ্য বা সহৃদয় ছিলেন না। শাসনকার্য্যে তাঁহাদের অক্ষমতা এবং অত্যাচারের জন্য দেশে তখন পূর্ণ-মাত্রায় অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী এই সময়ের একটি অত্যাচার-কাহিনী লিখিয়া, তাঁহার বিখ্যাত কাব্যের সহিত গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গে অরাজকতা

সিলিমাবাজ পরগণার অধীন দামুন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের সাত পুরুষ ধরিয়া বাস[১]। দামুন্যা পল্লীর সহিত তাঁহার কত স্মৃতি, কত সাধ, কত আশা বিজড়িত। হঠাৎ মুসলমানের উপদ্রব আসিয়া তাঁহার সেই নিভৃত পল্লীতে উপস্থিত হইল—তাঁহার সকল সাধে বাদ সাধিল। মামুদ শরিফ নামক একজন মুসলমান এই সময়ে ডিহিদার নিযুক্ত হইয়া আসে[২]। ইহার অত্যাচারে প্রজারা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রজার কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, এই ব্যক্তি বিঘায় মাপ কমাইয়া পনের কাঠায় এক বিঘা ধরিতে লাগিল, সরকারেরা খিল জমী আবাদী

---

১ সহর সিলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জনরাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ। তাঁহার তালুকে বসি, দামিন্যায় চাষ চষি, নিবাস পুরুষ ছয় সাত।—ক, ক, চ।

২ অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদ শরিফ।—ক, ক, চ।

বলিয়া লিখিতে লাগিল১। কবি মুকুন্দের মুনিব গোপীনাথ নন্দী, বর্দ্ধিত খাজনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন২। উজীর রায়জাদা ব্যাপারী-গণকে তাড়াইয়া দিল এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব দেখিলেই তাঁহাদিগকে অপমান করিতে আরম্ভ করিল।৩ এই উপদ্রবে হাট-বাজার, কেনা-বেচা বন্ধ হইয়া গেল,৪ সুবিধা বুঝিয়া পোদ্দারেরা টাকায় দশ পয়সা কম দিতে লাগিল এবং প্রতিদিন টাকায় এক পয়সা সুদ আদায় করিতে লাগিল। খাজনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া, প্রজারা ধান, গরু বেচিতে প্রস্তুত, কিন্তু খরিদ্দার নাই।৫ অবশেষে নিরুপায় হইয়া, তাহারা টাকার জিনিষ দশ আনায় বেচিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল।৬ পাছে প্রজারা পলাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সিপাহীরা পথ-ঘাট অবরোধ করিয়া রহিল।৭ দেশের এইরূপ দুরবস্থায় মুকুন্দরাম তাঁহার সাধের দামুন্যায় বাস করা আর নিরাপদ বোধ করিলেন না। তিনি মুনিব খাঁর সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিয়া, চণ্ডীগড়নিবাসী শ্রীমন্ত খাঁর সহায়তায় ভাই রামানন্দ ও স্ত্রী-পুত্রের সহিত দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।৮

দামুন্যায় অত্যাচার ও কবির দেশত্যাগ

তিনি দেশ ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল না। নৌকাযোগে তিনি যখন ভেঠনায় উপস্থিত হইলেন, তখন রূপরায় নামক এক দস্যু তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল; অবশেষে তিলি যদু কুণ্ডু আসিয়া দস্যুর হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে। এই সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে নিজ গৃহে স্থান দান করিয়া উপকার করিয়াছিল এবং ইহার নিকট হইতে তিন দিনের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য লইয়া, কবি এখান হইতে যাত্রা করিলেন৯। এই সময় কবি অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, "তৈল বিনা কৈল স্নান, করিলুঁ উদক পান, শিশু কাঁদে ওদনের তরে" ইত্যাদি বর্ণনায় তাহা বেশ অনুভব করা যায়। অত্যাচারীর ভয়ে দেশ ছাড়িয়া মুকুন্দ পলায়ন করিতেছেন, পথে দস্যু আসিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। এই সময়ে কবির মনের অবস্থা কিরূপ, সহৃদয় মাত্রেই তাহা অনু-

কবির দুরবস্থা ও চণ্ডীর কৃপা

---

১ মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া, নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥ সরকার হইলা কাল, খিল ভূমি লেখে লাল—ক, ক, চ।

২ প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।—ক, ক, চ।

৩ উজির হলো রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য আরি।—ক, ক, চ।

৪ ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।—ক, ক, চ।

৫ পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।—ক, ক, চ।

৬ প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি, টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥—ক, ক, চ।

৭ পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।—ক, ক, চ।

৮ সহায় শ্রীমন্তখাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ, যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥—ক, ক, চ।

৯ ভেঠনায় উপনীত, রূপরায় নিল বিত্ত, যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, দিবস তিনের দিল ভিক্ষা।—ক, ক, চ।

ভব করিতে পারেন। লোক যখন দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হয়, পার্থিব আশা-ভরসা যখন ফুরাইয়া যায়, তখন স্বভাবতই মন ভগবানের চরণে শরণ লইতে ব্যস্ত হইয়া থাকে। কবির এই সময়কার দুর্দ্দশাও চরম হইয়াছিল। তিনি একটি পুকুরের পাড়ে কুমুদ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, দগ্ধ শালুকের নৈবেদ্যে ইষ্টদেবের পূজা করিলেন এবং ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন।[১] সোনা যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া উজ্জ্বল হয়, মানুষের মনও সেইরূপ দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া নির্ম্মল হইয়া থাকে এবং মনের এইরূপ অবস্থায়ই দেবতার কৃপা অনুভব করা যায়। মুকুন্দও এই সময়ে স্বপ্নে চণ্ডীর দর্শন লাভ করিলেন এবং চণ্ডী তাঁহাকে দীক্ষা-মন্ত্র দান করিয়া গান রচনা করিতে আদেশ করিলেন[২]। মুকুন্দ সরল মনে এই দৈব আদেশে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সেই বিশ্বাসবশে লিখিত বলিয়াই তাঁহার কাব্য এত চমৎকার হইয়াছে।

ইহার পর গোড়াই নদী বাহিয়া তিনি তেউটায় উপনীত হন এবং ক্রমে দারুকেশ্বর, দামোদর নদ ও কুচট্যা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া আড়রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবি বাতন-গিরিতে উপস্থিত হইলে গঙ্গাদাস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার উপকার করিয়াছিল বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন।[৩] আড়রা ব্রাহ্মণ-ভূমি। তাহার অধিকারী রঘুনাথ রায়কে মুকুন্দ "ব্যাসের সমান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি মুকুন্দের কবিত্বে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পাঁচ আড়া ধান মাপিয়া দিলেন এবং ইঁহার পিতা বাঁকুড়া রায় শিশুগণের শিক্ষকরূপে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।[৪] রঘুনাথ রায়ের আশ্রয় পাইয়া কবির সকল চিন্তা দূর হইল। রঘুনাথ তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন, দামোদর নন্দী তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাকে খুব যত্ন করিতেন।[৫] কবিকঙ্কণের অমর কাব্য এই রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়াই লিখিত হইয়াছিল। কবি তাঁহার প্রতিভার গুণে শিশু-শিক্ষকের পদ হইতে ক্রমে রাজার সভাসদ্ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে তিনি যেরূপ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, পরপৃষ্ঠায় তাহার একটি তুলিয়া দিলাম।

মুকুন্দ রাজকবি

---

১ আশ্রম পুখরি আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া, পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে......।—ক, ক, চ।

২ চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।......যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা।
......আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।—ক, ক, চ।

৩ দারুকেশ্বর তরি, পাইল বাতন-গিরি, গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত।—ক, ক, চ।

৪ আড়রা ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি, পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান।
সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়, শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।—ক, ক, চ।

৫ তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত।
সঙ্গে দামোদর নন্দী, যে জানে স্বরূপ সন্ধি, অনুদিন করিত যতন।—ক, ক, চ।

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত

রসিকরাজ সুজান।

তাঁর সভাসদ রচি চারু পদ

শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

রাজা রঘুনাথের পরিচয়

মুকুন্দরামের আশ্রয়দাতা রাজা রঘুনাথ রায়ের পরিচয়, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে যতটা পাওয়া যায়, এখানে তাহা সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।—রঘুনাথ রায়ের বংশ "পালধিবংশ" বলিয়া খ্যাত[১] ছিল এবং ইহাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা রঘুনাথের পিতামহের নাম বীরমাধব, পিতার নাম বাঁকুড়া রায় এবং মাতার নাম দনা দেবী। দনা দেবী ছলালসিংহের কন্যা এবং বাঁকুড়া রায়ের অন্যান্য রাণীগণের মধ্যে ইনি প্রধানা ছিলেন[২]। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রঘুনাথের রাজসভায়ই প্রথম গীত হইয়াছিল এবং তিনি ইহার প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন[৩]। আড়রা গ্রাম এখন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল থানার অধীন[৪]। রঘুনাথের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং আড়রা হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী "সেনাপতে" গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের সম্পত্তি এখন বর্দ্ধমানরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছে[৫]।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী। হৃদয় মিশ্রের একটি উপাধি ছিল গুণরাজ[৬]। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কবিচন্দ্র নাম, কি উপাধি, তাহা ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। প্রাচীন পুথির মধ্যে 'কবিচন্দ্র' উপাধি অনেক দেখা যায়,—শঙ্কর কবিচন্দ্র, নিধিরাম কবিচন্দ্র, দ্বিজ গদাধর কবিচন্দ্র ইত্যাদি। বোধ হয়, মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও কবিচন্দ্র উপাধি থাকা অসম্ভব নয়। কবিকঙ্কণের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামানন্দ, কন্যার নাম যশোদা, জামাতা মহেশ, পুত্র শিবরাম, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা[৭]। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

---

১ অশেষবন্তবংশে, পালধি বংশে, শ্রীনৃপতি রঘুরাম।—ক, ক, চ।

২ বীর মাধবের সুত, রূপে গুণে অদভুত, বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত, শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।
ছলাল সিংহের সুতা, দনা দেবী পাটমাতা, কুলে শীলে রূপে অবদাত।
তার সুত নৃপশ্রেষ্ঠ, করিল বহুত যত্ন, বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ।—ক, ক, চ।

৩ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিনু বন্ধ, রাজা কৈল মঙ্গল প্রকাশে।—ক, ক, চ।

৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ৪২৩ পৃঃ।

৬ মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন। তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।—ক, ক, চ। গুণরাজ মিশ্রসুত।—ঐ।

৭ [illegible] শিবরামে, চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।—ক, ক, চ।

মহাশয়, মুকুন্দের পঞ্চানন নামে আর এক পুত্র ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[১] কবি শৈশবে "শিবকীর্ত্তন" রচনা করিয়াছিলেন—"সেই ত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীত" এই ছত্র দেখিয়া তাহা জানিতে পারা যায়। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন, "সঙ্গীত-কলায় রত, সঙ্গীত অভিলাষী" ইত্যাদি ভণিতাই তাহার প্রমাণ। তাঁহার সঙ্গীত-গুরুর নাম ছিল রামাদিত্য।[২] কেহ কেহ বলেন,—"কবি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় সহ মাণিক দত্ত নামক এক অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।"[৩] তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল, এ কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দুই জায়গার দুইটি ভণিতার ইঙ্গিতে ইহা জানিতে পারা যায়। লহনা এবং খুল্লনার বিবাদ-প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,—"একজন সহিলে কন্দল হয় দূর। বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥" আবার লহনা যখন সখীর সহিত পরামর্শ করিয়া, ঔষধ দ্বারা স্বামীকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন কবির উক্তি এই,—"ঔষধ প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ। বুড়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ॥" উক্ত দুই ভণিতা হইতে যেমন তাঁহার দুই স্ত্রীর কথা অনুমান করা যায়, তেমনি উভয়ের মধ্যে যে বিবাদ-বিসংবাদ হইত এবং কাব্য লিখিবার সময় তিনি যে প্রৌঢ় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, ইহাও অনুমান করিতে পারি। কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, মাছ-মাংস ত্যাগ করিয়া, কবিত্ব অভিলাষে বহুকাল গোপালের উপাসনা করিয়াছিলেন।[৪] কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথিতে নিম্নলিখিত অংশটি আছে।—

কবির পরিচয়

কুলে শীলে নিরবদ্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সজ্জনের স্থান।
অতিশয় গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণপাড়া, সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥
ধন্য ধন্য কলিকালে, রত্নাম্বু নদের কূলে, অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্যা করিলা ধাম, তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউলা দিলা বৃষদত্ত, কত কাল তথায় বিহার।
কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া, বরদান করিলা সঞ্চার॥
গঙ্গা সম সুনির্ম্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥
হরিনন্দী ভাগ্যবান্, শিবে দিল ভূমি দান, মাধব ওঝা ধামাধিকারিণী।
দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত, সেই পুরী হরের ধরণী॥

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

২ দামিন্যা নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য। শিশুকাল হৈতে তার সেবা করি নিত্য।—ক, ক, চ।

৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ৪২৯ পৃঃ।

৪ কুয়াড়িকুলের জাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, এক ভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর, মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল।—ক, ক, চ।

* * * কুলের আর, যশোমন্ত অধিকার, কল্পতরু নাগ উমাপতি।
অশেষ পুণ্যকন্দ, নাগঋষি সর্ব্বানন্দ, সেই পুরী সজ্জন-বসতি॥
কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটী, বেদান্ত নিগম পাটী, ঈশান পণ্ডিত মহাশয়।
ধন্য ধন্য পুরবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গালপাশী, লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়॥
কাণ্ডারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, শব্দকোষ কাব্যের নিদান।
কয়ড়ি কুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা, তস্য সুত উমাপতি নাম॥
তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর, বাসুদেব মহেশ সাগর॥
সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, এক ভাবে পূজিল শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম, কবিচন্দ্র তাঁর বংশধর॥
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্।
শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান॥[১]

উপরে যে অংশ উদ্ধার করা হইল, তাহাতে মুকুন্দের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্রের উর্দ্ধতন আরও কয়েক পুরুষের নাম পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, উক্ত নামগুলি কবির বংশধরেরা শেষে পুথির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, ইহা ছাড়া মুকুন্দের কাব্য হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। তাঁহার বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং এই বংশীয়েরা দামুন্যা, বীরসিংহ ও হুগলী জেলার রাধাবল্লভপুর, এই তিন স্থানে বাস করিতেছেন।

মুকুন্দ যখন দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, সেই সময়ে পথে নৌকার মধ্যে গান রচনা করিবার জন্য চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। এই আদেশের তারিখ ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ। পুস্তকের শেষে তিনি ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা। সেই কালে দিলা গীত হরের বনিতা॥" কবির বয়স এই সময়ে পরিণত হইয়াছিল, অনুমান করা যায়; কেন না, পুস্তকের প্রথমে তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ ও জামাতার নামের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া পুস্তকের মধ্যেও "বুঢ়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ" এই ভণিতা দ্বারা তিনি যেন নিজেকে 'বৃদ্ধ' বলিয়াই ইঙ্গিত করিয়াছেন, মনে হয়। সুতরাং এই সময়ে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর অনুমান করিলে ১৪৫৪ শক বা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের পর তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলা চলে।

কবির সময়

কবি আড়রায় অবস্থান করিয়াই তাঁহার অমর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[২] ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি যখন পুস্তক রচনা শেষ

---

১ এই অংশ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত হইল।

২ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান করিল মুকুন্দ, সুখে থাকি আড়রা নগরে।—ক, খ, চ।

করিয়া, তাহার ভূমিকা (গ্রন্থ উৎপত্তির বিবরণ) লিখিতেছিলেন, তখন মানসিংহ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন;—অত্যাচার দূর হইয়াছে, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই গুণগ্রাহী কবি "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ" বলিয়া তাঁহাকে অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কয়েকখানি ছাপা পুস্তকের "সে মানসিংহের কালে" এই পাঠের পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় অক্ষয় বাবুর সম্পাদিত সংস্করণে "অধর্ম্মী রাজার কালে" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেও লিখিত হইয়াছে যে, কবির নিজের হাতের লেখা পুথিতেও শেষোক্ত পাঠই আছে। আমাদেরও তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। কেন না, মানসিংহের অধিকারকালে যদি কবির বর্ণিত অত্যাচার ঘটিত, তবে তিনি সেই অত্যাচারী শাসনকর্ত্তাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাইবেন, ইহা কখন সম্ভব নহে।

রাষ্ট্রবিপ্লব এবং রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে বাধ্য হইয়া মুকুন্দ দেশত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশভক্ত কবির স্মৃতি হইতে দামুন্যার চিত্র একেবারে মুছিয়া যায় নাই; বরং প্রবাসগত প্রেমিকের ন্যায়, তাঁহার নিকট উহা আরও মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। আড়রায় থাকিয়া তিনি যখন মানস নয়নে দামুন্যার চিত্র প্রত্যক্ষ করিতেন, তখন তাহার প্রতি পথ-ঘাট, পল্লী ও তরু-লতার স্মৃতি তাঁহার নিকট সজীব হইয়া উঠিত। রত্নাম্বু নদের সুনির্ম্মল জল, তাহার তীরের শিবমন্দির, সুকবি ও সুপণ্ডিতের নিবাস দামুন্যার দক্ষিণপাড়া, শিব-চরণে রত তথাকার সজ্জন-সমাজ, কবি অতি কাতর-হৃদয়ে এই সকলের বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ দামুন্যার প্রতি যে তাঁহার একটা গভীর মমতা ও ভক্তি ছিল, পূর্ব্বে যে রচনাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি।

কবির দেশভক্তি

মুকুন্দ যখন কাব্য রচনা করেন, রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার-কাহিনী তখনও তাঁহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। জমিদার ও তালুকদারগণের দুর্দ্দশা, সম্ভ্রান্ত লোকের অপমান, তখনও তাঁহার মনকে ব্যথিত করিতেছিল। তাই কাব্যের ভূমিকা ব্যতীত যদিও তিনি নিজের দুঃখকাহিনী আর কোথাও ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু ইহাঁদের দুর্দ্দশার বর্ণনা তিনি যেন নিজের অজ্ঞাতসারে কাব্যের মধ্যে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কালকেতুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, পশুগণ চণ্ডীর নিকট গিয়া কাতরতা জানাইতেছে। ভালুক বলিতেছে,—"বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি না রাখি তালুক॥" হস্তী—"বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর॥ কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি। আপনার দন্ত দুটা আপনার বৈরী॥......এত অপমান মাতা সহে কোন জন॥" বাঁদর—"নিবাসে নাহিক কাজ বীর সনে হঠ॥" বস্তুতঃ এক পৃষ্ঠাব্যাপী পশুগণের এই দুঃখ-কাহিনী পাঠ করিলে বোধ হয়, কবি যেন রাজকর্ম্মচারীর নিকট হিন্দুদের তখনকার দুর্দ্দশার কথাই পশুগণের উক্তির ছলে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ডিহিদারের অত্যাচার কবি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। তাই

অত্যাচারের স্মৃতি

কালকেতু যখন তাহার নগরে প্রজাপত্তন করিতেছে, তখন তাহাকে দিয়া তিনি প্রজাদের আশ্বাস দিতেছেন,—

"ডিহীদার নাহি দিব দেশে।"

চণ্ডীকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে মুকুন্দ কবির স্থান অতি উচ্চে। যদিও তাঁহার কাব্য মৌলিক নহে—প্রাচীন কবিগণের রচনা ও ভাব অবলম্বন করিয়া তিনি কাব্য লিখিয়াছেন,

কবির শ্রেষ্ঠত্ব

তথাপি ঘটনা-বৈচিত্র্য, আখ্যান-বস্তুর বর্ণনা, চরিত্রের বিকাশ এবং কাব্যাংশে তাঁহার গ্রন্থই প্রথম শ্রেণীর। প্রাচীন চণ্ডী-কাব্যের যে সকল চরিত্র অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল, মুকুন্দের কাব্যে তাহা বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল হইয়াছে। সমুদ্র হইতে যিনি মুক্তা আহরণ করেন, তাঁহার সাহস, চেষ্টা ও পরিশ্রম প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু যিনি সেই মুক্তাকে মাজিয়া ঘষিয়া, মালা প্রস্তুত করিয়া লোকসমাজে লইয়া আসেন, মানুষের নিকট তাঁহার কৃতিত্বই যেন বেশী বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে মুকুন্দ এই হিসাবে শ্রেষ্ঠ কবি।

কিন্তু তাঁহার কাব্যের পুরুষ-চরিত্র তত উন্নত নহে। ধনপতির বিপদে উপেক্ষা এবং অগাধ শিবভক্তি থাকিলেও, তিনি উৎকৃষ্ট কাব্যের নায়কের গুণশালী নহেন। তাঁহার জীবনে কোন বৈচিত্র্য বা উদ্যমশীলতা নাই। স্নেহের দুলাল শ্রীমন্তের অল্প বয়সে সিংহল-যাত্রা, সাহস এবং পিতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বটে। কিন্তু ইহা ছাড়া তাহার চরিত্রে আর কি বিশেষত্ব আছে? মুকুন্দের হাতে কাব্যের বিকাশ ও পুষ্টি হইয়াছে, কিন্তু নায়ক-চরিত্রের কোন

পুরুষ-চরিত্র অনুন্নত

উন্নতি হয় নাই। এ বিষয়ে আমরা কবিকে দোষ দিতে পারি না। কেন না, যে অবস্থার মধ্যে কবির প্রতিভা স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পায়, তখনকার সমাজের অবস্থা সেরূপ ছিল না। আমরা বোধ হয়, তখনকার সমাজের পুরুষ-চিত্রই মুকুন্দের কাব্যে দেখিতেছি।

কবিকঙ্কণের পুরুষে পৌরুষ নাই বটে, কিন্তু রমণী-চরিত্রে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। চণ্ডী-কাব্যে পৌরাণিক কোন আদর্শের অনুসরণ না থাকিলেও ফুল্লরা ও খুল্লনা যেন সীতা-সাবিত্রীরই অব্যক্ত ছায়া। এই দুই চরিত্রে কবি যে রমণীয়তা, কোমলতা, মাধুর্য্য, স্নেহ, পতিভক্তি এবং কষ্টসহিষ্ণুতা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা আজিও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দেখিতে পাই-

দুঃখ বর্ণনায় কৃতিত্ব

তেছি। কবিকঙ্কণের কৃতিত্বই এইখানে। সুখ বা ঐশ্বর্য্য-বর্ণনায় তিনি সফলকাম হন নাই—দুঃখ-বর্ণনায়ই তিনি অদ্বিতীয়। ফুল্লরার "বারমাস্তা" পাঠ করিলে চোখের জল রাখা যায় না। কিন্তু সেই ফুল্লরা যখন রাজরাণী, তখন তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সম্ভ্রম আসে না। ইহা ছাড়া মুকুন্দের আর একটি গুণ আছে, যাহার নিকট তাঁহার অন্য সমস্ত গুণই পরাভূত হইয়াছে। সেটি হইতেছে—তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণনা। কবি স্বভাবের এতই পক্ষপাতী যে, তাঁহার কাব্যে অস্বাভাবিক বর্ণনা অতি কমই আছে। গুজরাটে কালকেতুর নগর পত্তনের সময় তিনি যে বিভিন্ন জাতির বর্ণনা

করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহা কবি-কল্পনা নহে—ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় মানব সমাজের একটি নিখুঁৎ ফটো। প্রথমেই মুসলমানের বর্ণনা দেখুন,—

আইসে চড়িয়া তাজি, সৈয়দ মোগল কাজি, খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী, বোলায় হাসনহাটি, এক সমুদায় গৃহ বাড়ী॥
ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটী, পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগম্বরে, পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে, অনুদিন কিতাব কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে, পীরের শীরিনি বাঁটে, সাঁঝে বাজে দগড় নিশান॥
বড়ই দানিসবন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ, প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ, বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে, দশরেখা টুপি মাথে, ইজার পরয়ে দঢ় করি।
যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা, সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি॥
আপন টোপর লৈয়া, বসিলা গাঁয়ের মিয়া, ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাথ।
সুবলি নেহালি পানি, কুড়ানি বটুনি হুনি, পাঠান বসিল নানা জাত॥
বসিল অনেক মিয়া, আপন তরফ লৈয়া, কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা, দান পায় সিকা সিকা, দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খর ছুরি, কুকুড়া জবাই করি, দশ গণ্ডা পায় দান কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেই মাথা, দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি।—ইত্যাদি।

বর্ণনার স্বাভাবিকতা

পূজারি ব্রাহ্মণের চিত্রটি দেখুন,—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে, শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পুজে ঘরে ঘরে, চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥
ময়রা-ঘরে পায় খণ্ড, গোপঘরে দধিভাণ্ড, তেলি-ঘরে তৈলকুপী ভরি।
কোথাও মাসের কড়ি, কেহ দেয় দালি বড়ি, গ্রামযাজী আনন্দে সাতরি॥
গুজরাট নগরে, নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে, গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয়, কাহন দক্ষিণা হয়, হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥

বৈদ্য—

বৈদ্য জনের তত্ত্ব, গুপ্ত সেন দাস দত্ত, কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ, কেহ প্রয়োগের বশ, নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে, উর্দ্ধ ফোটা করে ভালে, বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া জর্জ্জর ধুতি, কাঁখে করি নানা পুথি, গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥
কার দেখি সাধ্য রোগ, ঔষধ করয়ে যোগ, বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ, পলাইতে করে যোগ, নানা ছলে করয়ে বিদায়॥

কর্পূর পাঁচন করি, তবে জীয়াইতে পারি, কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয় বলে, কর্পূর আনিতে চলে, সেই পথে বৈদ্যের পয়ান ॥

মানবীয় উপমা — তিনি মনুষ্য-সমাজকে এত গভীর ভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন যে, তাহার চিত্র কবির হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি ইতর জীবের বর্ণনায়ও মানবীয় উপমা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নীচের বর্ণনাটি দেখুন,—

এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুসুমে।
যেন, এক ঘরে পেয়ে মান, গ্রামযাজী দ্বিজ যান, অন্য ঘর চলেন সম্ভ্রমে ॥

আকবরের পূর্ব্ব হইতেই ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে গোয়া নগরীতে পর্ত্তুগীজ-গণ অধিকার বিস্তার করিয়াছিল এবং মগ্‌দের সহিত মিলিত হইয়া ইহারা বঙ্গোপসাগরে দস্যুতা করিত। এই সকল ঘটনার ক্ষেত্র হইতে দূরে বাস করিয়াও মুকুন্দ, ইহার সংবাদ অবগত ছিলেন। ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রার সময় তাহাদের নৌকা "ফিরিঙ্গির দেশ"এর নিকট দিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের হারমাদা অর্থাৎ যুদ্ধ-জাহাজের ভয়ে দিন-রাত্রি নৌকা বাহিয়া এই স্থান অতিক্রম করিয়াছিল, কবি এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, মুকুন্দের অভিজ্ঞতা কেবল দামুন্যা পল্লী বা আড়রা গ্রামেই নিবদ্ধ ছিল না। তখনকার দিনে আজকালকার মত সংবাদপত্র বা সংবাদ-প্রচারের অপর কোন সুবিধা না থাকিলেও, তিনি সেই সময়কার দেশের নানাবিধ অবস্থার সহিত পরিচিত ছিলেন—দেশ-বিদেশের কোন নূতন খবর প্রায়ই তাঁহার অবিদিত থাকিত না।

কবিকঙ্কণ যে এক জন উচ্চ দরের কবি ছিলেন, তাঁহার কাব্যের আরও একটি বিষয়ে তাহা আমরা জানিতে পারি। প্রতিভাশালী কবি, কাব্য লিখিবার সময়, তাহার চরিত্রগুলি ধ্যান করিতে করিতে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়েন—তাঁহার আর তখন বাহ্য জ্ঞান থাকে না।

নাটকীয় ভাব — কাব্যোক্ত চরিত্রগুলি এই অবসরে কবির হাত ছাড়াইয়া, নিজেরাই তখন পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করে। উচ্চ শ্রেণীর কবির কাব্যে এইরূপে নাটকীয় ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও আমরা এইরূপ নাটকীয় ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। গঙ্গা এবং চণ্ডীর কোন্দলটি দেখুন,—

চণ্ডী—সাধিতে আপন কাম, আইলাম তোমার স্থান, বহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে, চল গো আমার সঙ্গে, যাব রাজ্য কলিঙ্গ রাজার ॥
গঙ্গা, সন্তাপ করহ মোর দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ, হাজাবে কলিঙ্গ দেশ, তবে বৈসে গুজরাটপুর ॥

গঙ্গা—হই গো বিষ্ণুর দাসী, বিষ্ণু-পদ হইতে আসি, সেই প্রভু গতি সভাকার।
হই গো বিষ্ণুর অংশা, কারো নাহি করি হিংসা, কেন রাজ্য হাজাব রাজার ॥
দিদি, পর-পীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুখ, হই আমি অশ্রুমুখ, তারে আমি সদয় হৃদয় ॥

চণ্ডী—কুম্ভীর মকরগণ, প্রাণী হিংসে অনুক্ষণ, কি কারণে ধর তারে কোলে।
মহাপাপ যার গায়, সে পাপী তোমাতে নায়, বৈষ্ণবী তোমারে কেবা বলে ॥
গঙ্গা, গরব না কর মোর আগে।
আসিয়া তোমার নীরে, বালীঘট করি মরে, সেই বধ তোমারে সে লাগে ॥

গঙ্গা— পূর্ব্বজন্মের ফলে, আসিয়া আমার জলে, প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায়।
মহিষ ছাগল মেষ, খায়্যা কৈলে অবশেষ, সেই বধ লাগিবে তোমায় ॥
তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা ॥
স্ত্রী হয়্যা করিলে রণ, বধিলে অসুরগণ, সমরে করিলে পান সুরা।

চণ্ডী—তোরে আমি ভাল জানি, পিয়াছিল জহ্নু মুনি, তোমার না করি জল পান।
কোন মড়া পোড়ে কূলে, কোন মড়া ভাসে জলে, শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান ॥
ইত্যাদি।

মাত্র এই এক জায়গায় নহে, মুকুন্দ তাঁহার কাব্যের বহু স্থলেই ঐইরূপ নাটকীয় ভাব দেখাইয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে এখানে আর বেশি তুলিতে পারিলাম না।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী যদিও ইতিহাস নহে,—কাব্যমাত্র, তথাপি অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যে সেই সময়কার এমন অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা ইতিহাসে মেলা কষ্টকর। বড় বড় বিষয় এবং রাজা-রাজড়ার ঘটনা লইয়াই ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে; সাধারণ লোকের আচার-ব্যবহার, জীবন-যাত্রার প্রণালী, সমাজের অবস্থা, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় আমাদের দেশের ইতিহাসে প্রায়ই আলোচিত হয় না—যদিও এই সকল বিষয় ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে

সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থা

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী-শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে তাহার উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। মুকুন্দের কাব্য হইতে আমরা তখনকার সমাজের মোটামোটি এই কয়টি কথা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি,—তখনকার বড়লোকদের বাড়ীতে শিবমন্দির, অনাথমণ্ডপ, অতিথিশালা থাকিত; সহরের বড়লোকেরা "বাসাড়ে"দের জন্য ঘর তৈরী করিয়া দিতেন; বিদেশে যাহাদের ঘর-বাড়ী নাই, এমন প্রবাসী লোকেরা তথায় থাকিত।[১] ধনী লোকেরা যখন বিদেশ হইতে বাড়ী আসিতেন, তখন বাড়ীর কিছু দূরে থাকিয়াই নৌকা হইতে ভেরী বাজিয়া উঠিত; তাঁহাদের নৌকায় টিকারা প্রভৃতি আরও অনেক বাদ্য থাকিত; এই সকল বাদ্য বাজাইয়া তাঁহাদের গমনাগমনের সংবাদ ঘোষণা করা হইত।[২] বিলাসীরা কাণে সোনার অলঙ্কার পরিত, সারা গায়ে চন্দন মাখিত এবং মুখে

১ ……চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে, অনাথমণ্ডপ অতিথিশালা।
বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে, প্রবাসী জনের তথি মেলা ॥—ক, ক, চ।

২ যখন পাইল সদাগরের ভেরীর সাড়া।—ক, ক, চ।

গুআ ও হাতে পান লইয়া, তসরের কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।[১] কাহাকেও কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে, তাহাকে আজ্ঞাসূচক পান দেওয়া হইত।[২] কারিকরগণের নাম ছিল কামিনা।[৩] অনেকেই "ঘুঝারিয়া" ভেড়া পুষিত এবং তাহাদের লড়াই একটা উৎসবের জিনিষ ছিল।[৪] মাঘ, বৈশাখ প্রভৃতি পুণ্য-মাসে সম্পন্ন গৃহস্থেরা পুরাণপাঠ শুনিতেন।[৫] ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা তামা এবং রজত-শিপের ন্যায় গণ্ডারের খড়্গনির্ম্মিত শিপ বা কোষায় তর্পণ করিতেন।[৬] ঠগীজাতীয় খণ্ড নামে দস্যু ছিল; ইহারা পথিকের গলায় ফাঁস লাগাইয়া মারিয়া ফেলিত।[৭] জমীদারদের অধীনে বাগদী, হাড়ী এবং ডোমজাতীয় সৈন্য থাকিত এবং ইহারা যুদ্ধে খুব পটু ছিল।[৮] বাঙ্গালীরা পাগড়ী ধারণ করিত।[৯] ধান পাকিলে, দুষ্ট জমীদারেরা গরীব প্রজার সঙ্গে নানারূপ কলহ করিয়া তাহার শস্য হরণ করিত।[১০] ধান বিক্রয় করিবার সময় একরূপ দান দিতে হইত।[১১] বিবাহের সময় বর ও বরযাত্রীদের উপর গুড়-মাখা চাউল ফেলিয়া তামাসা করা হইত।[১২] বাউরীরা দোলা বহন করিত।[১৩] মজুরের নাম ছিল 'বেরুণিয়া'।[১৪] আজকাল পশ্চিমবঙ্গে মেয়েরা একবেড়া করিয়া কাপড় পরেন। কিন্তু কবিকঙ্কণের সময়ে এ অঞ্চলে মেয়েদের দোবেড়া (দোছুটী) কাপড় পরিবার রীতি ছিল।[১৫] মেয়েরা 'গুয়ামুটি' নামে একরকম খোঁপা বাঁধিতেন।[১৬] মেঘডম্বরু কাপড় এবং কাঁচলী, ধনী-স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিতেন।[১৭] পাশা খেলা স্ত্রীলোকদের

---

১ নগরে নাগর জনা, কানে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর বসন পরিধান।—ক, ক, চ।

২ হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি।—ক, ক, চ।

৩ বিশাই কামিনা চণ্ডী করিল স্মরণ।—ঐ ঐ

৪ জোড়া জোড়া খাসি নিল ঘুঝারিয়া ভেড়া।—ক, ক, চ।

৫ মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান। সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ।—ক, ক, চ।

৬ কুন্দরা বেচয়ে খড়্গা ধরে এক পণ। ব্রাহ্মণ সজ্জনে কিনে করিতে তর্পণ।—ক, ক, চ।

৭ পথে লাগ পাইল খণ্ডে, ফাঁস দিয়া যাইল কণ্ঠে, কিনা ছিল আমার ললাটে।—ক, ক, চ।

৮ নয় কাহন বাগদী উঠে যুদ্ধে তারা যম। সাত কাহন হাঁড়ি পাইক বার কাহন ডোম।—ক, ক, চ।

৯ মস্তকের পাগ দিল গায়ের পাছড়া।—ক, ক, চ।

১০ যখন পাকিবে ধন্দ, পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব, দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।—ক, ক, চ।

১১ যত বেচ ভাল ধান, তার না লইব দান।—ক, ক, চ।

১২ কেহ আগাইয়া বীরে গুড় চাউলি মারে।—ক, ক, চ।

১৩ গমনের শুভবেলা, বাউরী যোগায় দোলা।—ক, ক, চ।

১৪ মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুণিয়াগণ, আইসে তারা নানা দেশ হৈতে।—ক, ক, চ।

১৫ দোছুটী করিয়া পরে বার হাত সাড়ী।—ক, ক, চ।

১৬ কবরী বান্ধিল রাঁমা নাম গুয়ামুটি। দর্পণে নিহালি দেখে যেন গুয়াগুটি।—ক, ক, চ।

১৭ বাছিয়া পরয়ে মেঘডম্বরু কাপড়।—ক, ক, চ।

মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল।[১] পিটালি ও হলুদ মাখিয়া গায়ের ময়লা পরিষ্কার করা হইত।[২] শঙ্খ পোড়াইয়া চুন হইত।[৩] মেয়েরা "কুলুপিয়া শঙ্খ" নামে শাঁখা পরিতেন; ইহা পরিতে কষ্ট হইত না—তালার মত চাবি খুলিয়া হাতে লাগান যাইত।[৪] লোকে সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে ধূপ-দীপ দিত।[৫] চণ্ডীর নিকট শূকর ও নরবলি দেওয়া হইত।[৬] বল্লালী কৌলিন্য-প্রথা নিন্দিত ছিল—অন্ততঃ মুকুন্দের নিকট। পাঠশালায় জনার্দ্দন ওঝার সহিত ঝগড়ার সময় শ্রীমন্ত বলিতেছে—"গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেণ্যা। ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লালসেন্যা॥" সন্তান জন্মিলে পর আঁতুড়-ঘরের দুয়ারে গরুর মাথা, জুতা ও জাল রাখা হইত।[৭] ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজার ন্যায় সাত দিনে সপ্তঋষির পূজা হইত।[৮] এই সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের খুব প্রসার ছিল। "দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত" এবং ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার অনুকরণে শ্রীমন্তের খেলার বর্ণনা দেখিয়া ইহা জানা যায়। ইহা ছাড়া শ্রীমন্তের আরও এই কয়েক রকম খেলার বর্ণনা আছে,—চিকা কড়ি, বিপঞ্চিকা, সটকা, বাগচাল, জুয়া, গাছে চড়িয়া ঝালি খেলা, পাশা খেলা। বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে এক ঝুড়ি সংস্কৃত বইয়ের নাম এবং "আচার বিনয় দীক্ষা, যতনে করাও শিক্ষা" ইহাও বর্ণিত আছে। ব্যাধ কালকেতুও ভাগবতের কথা বলিতেছে,—"এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে।" বিবাহের সময়, স্ত্রীআচারের কালে বরকে গরুর মাথার উপর দাঁড় করাইয়া রাখা নিয়ম ছিল।[৯] বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীতে ঝগড়ার কথাও কবিকঙ্কণের-চণ্ডীতে লিখিত আছে। ডম্বুরু বাজনার বিশেষ প্রচলন ছিল।[১০] "শুক্র" অর্থে চন্দ্র ও চান্দ শব্দের ব্যবহার আমরা এত দিন সহজিয়া-সাহিত্যেই দেখিয়াছি। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ইহার প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, সাধারণের মধ্যে তখন এই অর্থ অজ্ঞাত ছিল না। লহনার ঔষধ-প্রসঙ্গে—"স্বামীর সম্ভোগ চান্দ রাখিবে যতনে। বাঘতেল সনে রামা মাখিবে বদনে॥" এক রকম হাতের শাঁখা ছিল—তাহার

---

১ চারি পাঁচ সখী মিলে রাত্রি দিবা পাশা খেলে।—ক, ক, চ।

২ পিটালী হরিদ্রা লয়্যা, খুল্লনারে বুলি চায়্যা, করিতে অঙ্গের মলা দূর।—ক, ক, চ।

৩ কর্পূর কিনিল শঙ্খচুন।—ক, ক, চ।

৪ দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।—ক, ক, চ।

৫ শ্রাদ্ধ করে কোন জন গঙ্গার সমীপে। সন্ধ্যাকালে কোন জন দেই ধূপ দীপে।—ক, ক, চ।

৬ তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বন্ধা। মোরে কিবা বলি দিয়া পূজিবে চণ্ডিকা।—ক, ক, চ।

৭ গোমুণ্ডে দুয়ারে স্থাপিল ষষ্ঠী বুড়ী। দুয়ারে রাখিল জাল বেত্র উপানদ।—ক, ক, চ।

৮ সপ্তম দিনে সপ্ত ঋষি করিল অর্চ্চনা।—ক, ক, চ।

৯ কাপাসের বাড়ী হইতে আনিল গোমুণ্ড। দাণ্ডাইয়া সাধু তার রহে দুই দণ্ড।
খুল্লনা করিবে যদি সাধুর অপমান। মৌনে রহিবে সাধু গো-মুণ্ড সমান।—ক, ক, চ।

১০ চৌদিকে ডম্বরু বাজনা। ক, ক, চ।

নাম শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।[১] মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় পশুবলি ছাড়া, পূজক, নিজের অঙ্গ কাটিয়া রুধির বলি দিতেন। স্ত্রীলোকেরা রক্তবস্ত্র পরিয়া, মাথার চুল ছাড়িয়া দিয়া, মঙ্গলবারে, অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে চণ্ডীর পূজা করিত এবং চণ্ডীর ঘট মাথায় করিয়া নাচিয়া বেড়াইত। ধনপতি, সিংহলের রাজাকে এই সকল জিনিষ দিয়া ভেট দিতেছেন,—এক শ পঞ্চাশখানি ভোট-কম্বল ও গড়া বাস, গঙ্গাজলী পাটি, ময়ূরের পাখার ছাতি—ইহার ডাঁটি লাল বর্ণের ও ঝালর মণিমুক্তায় রচিত। যুঝারিয়া ভেড়া, জিন সমেত ঘোড়া, শিকারী কুকুর, চামের ঠুলিতে চোক-বাঁধা সঞ্চান (বাজ) পাখী, খাঁচায় পোরা রাজহাঁস, ঘুঘু ও পায়রার ছানা, কৃষ্ণসার হরিণ, বাঘ ও সিংহ; খাসা চিনির লাড়ু, গঙ্গাজল ও পিণ্ড খেজুর। হাতে তাড়-বালা এবং কাণে সোনা-পরা শত শত লোক এই সব জিনিষ লইয়া চলিয়াছে। তাহাদের আগে-পাছে পাইকে পাহারা দিয়া যাইতেছে। রাজা ভেট অঙ্গীকার করিয়া, সদাগরকে এক শ কাহন কড়ি রন্ধনের 'ব্যাভার' এবং চন্দন ও অলঙ্কার দিলেন।[৪] শিশুর অলঙ্কার ছিল,—গলায় সোনার কাঁঠি, কোমরে সোণার শিকলি এবং পায়ে বাঁক-মল।[৫] *গণাচার্য্যেরা হাট-বাজারে পাঁজি শুনাইয়া ও কুশাই ওঝারা কাঁধে কুশের বোঝা লইয়া, বেদ-মন্ত্র পড়িয়া, লোকের নিকট হইতে কড়ি আদায় করিত।[৬] সখীস্থানীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে পরস্পর দেখা হইলে, মাথার উকুন বাছা একটা মস্ত কাজ ছিল। বিমলার মাতা ফুল্লরাকে* বলিতেছে,—"আইস পরাণের সই বইস ভগিনী। মোর মাথার গোটা চারি দেখহ উকুনী॥" —ক, ক, চ। পল্লীগ্রামে এই প্রথা এখনও দেখা যায়। বৈশাখ ও মাঘ মাসে অনেকেই মাছ মাংস খাইতেন না।[৭] আজকালকার মত শীতবস্ত্রের প্রচলন তখন বেশী ছিল না। এক

---

১ কেমতে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ। অঙ্গের পুড়িয়া গেল পাটের বসন।...
সেই মত আছে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ। মলি নাহি পড়ে অঙ্গে পাটের বসন॥—ক, ক, চ।

২ সুবর্ণের বাটিতে দিল নিজ অঙ্গ বলি। সঘনে অভয়া বল্যা দিল হুলাহুলী॥—ক, ক, চ।

৩ পরিয়া লোহিত বাস, আকুল কুন্তল পাশ, বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
শিরে হেম ঝারি, নাচয়ে সুন্দরী, দিয়া জয় জয় ধ্বনি॥ ক, ক, চ।

৪ শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যাভার।...সাধুকে তুষিল রাজা ভূষণ চন্দনে॥—ক, ক, চ।

৫ বিচিত্র কপাল ভটি, গলায় সুবর্ণ কাঁঠি, কটিতটে শোভে আর কনক শিকলি।
পদযুগে মল বাঁকি করে ঝলমলি।—ক, ক, চ।

৬ প্রবেশিতে হাট মাঝে, আসি হরি মহারাজে, ডাকে মীন রাশির কল্যাণ।
আশীষ তোমারে গজ্জি, আসিয়া শুনাল্য পঞ্জী, তারে দিলুঁ কাহনেক দান॥
কান্ধে কুশের বোঝা, নগরে কুশাই ওঝা, বেদ পড়ি করিল আশীষ।
ইঙ্গিয়া তোমার যশ, দিলুঁ তারে পণ দশ ... ...॥—ক, ক, চ।

৭ বৈশাখ হল্য বিষ গো বৈশাখ হল্য বিষ। মাংস নাহি খায় সর্ব্ব লোক নিরামিষ॥
নিদারুণ মাঘ মাস নিদারুণ মাঘ মাস। সর্ব্বজন নিরামিষ করে উপবাস॥—ক, ক, চ।

রকম তুলার জামা, "তুলিপাড়ি" ও "পাছুড়ি" নামক গায়ের কাপড় মধ্যবিত্ত লোকেরা গায়ে দিতেন, গরীব লোকেরা আগুন ও রৌদ্র পোহাইয়া, "খোসলা" নামক এক রকম কাপড় গায়ে দিয়া শীত কাটাইয়া দিত।[১] বর্ষাকালে গৃহস্থদের অন্নকষ্ট ও অর্থকষ্ট উপস্থিত হইত।[২] ধনী লোকেরা মাটির নীচে টাকা পুতিয়া রাখিত—"সর্ব্বধন সম্বরিয়া রাখিলেন খন্তে।"—ক,ক, চ। কায়স্থেরা হাট-বাজারে দোকানদারের বা বণিক্‌দের মুহুরির কাজ করিত—"বিচারিয়া কেহ দেখে, কাগজে কায়স্থ লেখে, সায় করি বেণে দেয় টাকা॥"—ক, ক, চ। অঙ্গভূষণের মধ্যে ফুল, প্রধান উপকরণরূপে গণ্য হইত এবং মালীরা পথে পথে ইহা ফিরি করিয়া বেড়াইত—"ফুলের পুটলি বান্ধে, সাজি করি ফিরে কান্ধে, ফিরে তারা নগরে নগর॥"—ক, ক, চ। জুতা বা পাদুকার প্রচলন তখন বেশী ছিল না। বাড়ীতে অভ্যাগত আসিলে, তাঁহাকে পা ধুইবার জন্য জল দেওয়া হইত। ধনপতি যখন শ্বশুরবাড়ী গিয়াছেন, তখনও তাঁহার পায়ে জুতা নাই—জল আনিয়া তাঁহার পা ধোয়াইয়া দেওয়া হইতেছে।—"কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে॥"—ক, ক, চ। তবে বোধ হয়, বড়লোকেরা শুইবার আগে, পা ধুইয়া, পাদুকা ধারণ করিতেন। ধনপতি—"চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন॥"—ক, ক, চ। গাড়ুতে করিয়া ঘি পরিবেষণ করিবার রীতি ছিল,—"সুবর্ণের গাড়ুতে লহনা দেই ঘি॥"—ক, ক, চ। বণিকেরা গন্ধেশ্বরীর অর্চ্চনা করিত—"বলে সাধু লক্ষপতি, দিল গন্ধেশ্বরীর দোহাই॥"—ক, ক, চ। সুশীলা শ্রীমন্তকে "সাঙলী" গামছার লোভ দেখাইতেছে,—"সাঙলী গামছা দিব ভূষিত কস্তুরী॥"—ক, ক, চ। ইহা ছাড়া গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতির বর্ণনা-প্রসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। বাহুল্য-ভয়ে সে সকল কথা এখানে বলিলাম না।

৫। দ্বিজ জনার্দ্দন

দ্বিজ জনার্দ্দনের রচিত চণ্ডীকাব্যকে আমরা মুকুন্দের অনেক পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করি। তাই কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পরেই তাহার উল্লেখ করিলাম। এই কাব্যখানি অতিশয় ছোট—ঠিক যেন একটি ব্রতকথা। ইহা হইতে কবির পরিচয় প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। রচনার নমুনা পরপৃষ্ঠায় কিছু তুলিয়া দিলাম।

---

১ পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন। তুলিপাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ॥
তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপন। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥—ক, ক, চ।

২ আষাঢ় পূরিল মহী নবমেঘে জল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥—ক, ক, চ।

১ম ভাগ

নিত্য নিত্য সেই ব্যাধ আনন্দিত হইয়া। পরিবার পালে সে যে মৃগাদি মারিয়া॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাঁধেতে। সর্ব্ব মৃগ ধাইয়া গেল বিন্ধ্য গিরিতে॥
ব্যাধ দেখি মৃগ পলাইল ত্রাসে। পাছে ধাএ ব্যাধ মৃগ মারিবার আশে॥
বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ। মঙ্গলচণ্ডীর পদে লইল শরণ॥
ব্যাধেরে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল। দুর্গতিনাশিনী দেবী সদয় হইল॥
সুবর্ণ গোধিকারূপ ধরিয়া পার্ব্বতী। ব্যাধ-পথ যুড়িয়া রহিল ভগবতী॥
মৃগ না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত। সুবর্ণ-গোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
সুবর্ণ-গোধিকা পাইয়া হরষিত মনে। ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবি ব্যাধ ধীরে ধীরে হাটে। সত্বরগমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥
হরষিত মনে ব্যাধ গদ গদ বাণী। উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিনী॥
যেন মতে গৃহে নিয়া থুইল গোধিকা। পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা॥
দিব্যরূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু। গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু॥
মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে শুন ব্যাধবর। তুষ্ট হয়ে দেখা দিল তোমার গোচর॥
সংপ্রতি হইল ব্যাধ তোমার শুভযোগ। পঞ্চ শত স্বর্ণাঙ্গুরী কর উপভোগ॥
আজু হোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন। মৃগ না মারিবা এহি শুনহ বচন॥ ইত্যাদি

২য় ভাগ

অনুগত জনে দয়া করে গিরিসুতা। চলহ খুল্লনা গৃহে সাধুর দুহিতা॥
ব্রতের বিধান সর্ব্ব ব্রতীএ কহিল। প্রণাম করিয়া তবে খুল্লনা চলিল॥
হারাইয়াছিল ছাগল পথে পাইল তারে। গৃহে আসি খুল্লনা যে বিবিধ প্রকারে॥
চণ্ডিকার পূজা করে ভক্তি অনুসারে॥ ... ...
মঙ্গলচণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি। ব্রত হতে সুখী হৈল খুল্লনা যুবতী॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাধুএ তুষিল। বহু কাল পরে কন্যা গর্ভবতী হৈল॥
খুল্লনার গর্ভ ছয় মাস হৈল যবে। বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সাধু তবে॥
স্বামীর অগ্রেত গিয়া করিল ভকতি। বাণিজ্য করিতে সাধু হইলেক মতি॥
ছয় মাস গর্ভ মোর জানাইল তোমারে। জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুমারে॥
হীরা মণি মাণিক্য আর নানা দ্রব্য যতে। হরষিত ভরে ডিঙ্গা যত লয় চিতে॥
ডিঙ্গাতে অর্থ ভরি সাধুর নন্দনে। খুল্লনা আসিতে আজ্ঞা করিল তখনে॥
মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে কারণ। অর্ঘ্য আনিতে বিলম্ব হইল তখন॥
বিলম্ব দেখিয়া তবে সাধু মহাজন। চণ্ডিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন॥[1] ইত্যাদি

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত।

৬। ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে আমরা চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে গ্রহণ করিলাম বটে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে চণ্ডীমঙ্গল না বলিয়া, অন্নপূর্ণা-মঙ্গল বলাই উচিত। কেন না, ইহার মধ্যে মুখ্য-ভাবে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে। সুন্দরের সিঁদ কাটিবার সময় কালীপূজার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু চণ্ডীর প্রসঙ্গ ইহার মধ্যে মোটেই নাই। চণ্ডী ও অন্নপূর্ণা, মূলে এক শক্তি হইলেও, উভয়ের রূপে পার্থক্য আছে। চণ্ডী অপেক্ষা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিও আধুনিক। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণামূর্ত্তি এবং তাঁহার পূজা প্রচার করেন। "সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা। প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা।" ভারতচন্দ্রের এই কথা হইতে ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। চণ্ডীকাব্যের উপাখ্যানও অন্নদামঙ্গলে গৃহীত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে ইহাতে হরিহোড় এবং ভবানন্দের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য চণ্ডী-মঙ্গল সম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধের মধ্যে অন্নদামঙ্গলের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া, সংক্ষেপে পরিচয় মাত্র প্রদান করিব—যদিও ইহাতে আলোচনার জিনিষ যথেষ্টই আছে।

অন্নদামঙ্গল তিন অংশে বিভক্ত ;—প্রথম অংশে দেবদেবীর বন্দনা, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন, দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ, শিবের বিবাহ, কন্দল ও ভিক্ষাযাত্রা, অন্নপূর্ণারূপে শিবকে অন্নদান, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কাশীতে অন্নপূর্ণার পুরী নির্ম্মাণ, ব্যাস ও শিবের কলহ, হরিহোড় এবং ভবানন্দের উপাখ্যান। দ্বিতীয় অংশে বিদ্যাসুন্দর। তৃতীয় অংশে মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্যের যুদ্ধ, ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা, বন্ধন এবং দিল্লীতে ভূতের উৎপাত, ভবানন্দের মুক্তি ও স্বদেশযাত্রা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অপরাপর চণ্ডীমঙ্গলের সহিত তুলনা করিলে আমাদের মনে হয়, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল একখানি অতি নিম্নশ্রেণীর কাব্য। ইহাতে কি দেবতা, কি মনুষ্য, কোন চরিত্রই উন্নতি লাভ করে নাই ;—উন্নতি ত দূরের কথা, ইহারা কবির বিকৃত রুচি ও অশ্লীল ভাবে একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে। অন্নদামঙ্গলের সহিত বিদ্যাসুন্দরের পালা যোজনা করিয়া ভারতচন্দ্র, অন্নদার আসন অনেকটা নীচে নামাইয়া দিয়াছেন। ভারতের পূর্ব্বে কোনও দেবীভক্ত, উপাস্য দেবতাকে এতটা নীচু করিয়া গড়িয়াছেন কি না, জানি না। তিনি দেবমূর্ত্তি গড়িতে গিয়া, বিকৃত রুচির প্রলেপে তাহাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। বেলপাতার সহিত কাঁটা সংযুক্ত ছিল বলিয়া ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর অভিশপ্ত হইয়াছেন; ভারতের অন্নদামঙ্গলে কুবেরের পুত্র নলকুবর এবং অনুচর বসুন্ধর কামক্রীড়ায় আশক্ত বলিয়া অন্নপূর্ণা তাহাদিগকে শাপ দিতেছেন। দেবপুত্র নীলাম্বরের চরিত্র নির্ম্মল। বসুন্ধর এবং নলকূবরের চরিত্র কাম-কলুষিত—যেন মুসলমানী আমলের বিলাসী মদান্ধ যুবক। ভারত শিবভক্ত,—কিন্তু তিনি শিবকে যেরূপ আঁকিয়াছেন, তাহা ভক্তের উপযুক্ত হয় নাই। ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ—যিনি ভক্তি ও বৈরাগ্যে দেবতারও আদর্শ, ভারতের হাতে তিনি ঢেঁকীর উপর চড়িয়া—"নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে।" মেনকা, বঙ্গীয় কুলবধূগণের আদর্শ এবং

তাঁহার উমা-বাৎসল্যের কথা শুনিয়া আজও বাঙ্গালীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়ে। ভারতের হাতে তিনি ধূমাবতীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং লাজ-ভয় ত্যাগ করিয়া, হাতনাড়া দিয়া, উচ্চ গলায় ডাক ছাড়িয়া নারদকে গালাগালি করিতেছেন। বস্তুতঃ অন্নদামঙ্গলের দেব-চরিত্রে স্বর্গীয় ভাব ত একেবারেই নাই—বাঙ্গালার মানব-চরিত্রের যে কোমলতা, তাহাও ইহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। ভারতের রচনাও ভাব-সম্পদে সম্পন্ন নহে। তাঁহার কাব্যখানি আগাগোড়া পাঠ করিলে, পাঠক কোথাও এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিবার অবকাশ পাইবেন না। কাব্যোক্ত চরিত্রের দুঃখ কিংবা সুখাতিশয্যে পাঠকের হৃদয় অভিভূত বা আনন্দিত হইবে না। এই সকল চরিত্র যেন নির্জ্জীব প্রতিমামাত্র—ভারতের কবিত্বশক্তি উহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যের আর একটি দোষ উপমা-বাহুল্য। বিদ্যার রূপ-বর্ণনাটি দেখুন,—

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কি ছার মিছার কামধেনু রাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥ ইত্যাদি।

বাহুল্য-ভয়ে সমস্তটা তুলিতে পারিলাম না। আমরা বর্ণনাটি পড়িয়া, ইহাতে ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ছাড়া বিদ্যার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই নাই। উপমা দিয়া তিনি যে জিনিষকে পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, উপমার বাহুল্যে তাহা যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। সেই ঢাকনি সরাইয়া প্রকৃত জিনিষটিকে দেখিতে পাঠকের অনেকটা আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এ সমস্তই ভারতচন্দ্রের দোষ; কেবল তাঁহার একমাত্র অসাধারণ গুণ—ভাষার চমৎকারিত্ব। তিনি ভাব-দরিদ্র বটে, কিন্তু ভাষা-দরিদ্র নহেন। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে ইহাঁর মত ভাষার ঐশ্বর্য্য আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। ভাবের অভাব তিনি ভাষার দ্বারা পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।—ভাবহীন হইয়াও ভাষার জন্য অন্নদামঙ্গল লোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছে—বিশেষতঃ আদিরসের বর্ণনা বেশী আছে বলিয়া নৈতিক চরিত্রহীন যুবকগণের নিকটে আদর পায়।

৭। লালা জয়নারায়ণ সেন

ভারতচন্দ্রের পর লালা জয়নারায়ণ সেন একখানি চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন। এই বইখানি পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং এই প্রবন্ধে ইহার উল্লেখমাত্র ব্যতীত এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে পারিলাম না। বইখানি এ পর্য্যন্ত ছাপা হয় নাই। ইহার মাত্র একখানি পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হইয়াছে এবং সে পুথিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি।

৮। মুক্তারাম সেন

চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামনিবাসী মুক্তারাম সেনের রচিত আর একখানি ছোট চণ্ডীকাব্য আছে। ইহার নাম "সারদামঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুপ্প্রহরী পাঁচালী"। গ্রন্থমধ্যে কবি নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই,—

মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী। সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী॥
ধার্ম্মিক শরীর দানে অকাতর নাম। তেন মত প্রতিষ্ঠেজ (?) লালা নন্দরাম॥

চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম। বন্দহু জনমভূমি দেবগ্রাম নাম॥
আন্ত গোত্র আগ্য সেন ভেষজে বিশ্রাম। বসতি জাহ্নবীকূলে রাঢ়া হেন নাম॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর। বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর॥
আন্ত অত্রি অর্জ্জুন গার্গব বার্হস্পত্য। স্বকীয় বিদ্যাতে পরউপকারী চিত্ত॥
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া। বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিআ॥
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব। তান পুত্র নিধিরাম স্বাগত পারগ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি। তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি।
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম। সদাএ ভবানীপদে মানস বিশ্রাম॥
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজকুলমণি। তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসুতা আমার জননী॥
পতি সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস। তদবধি চিত্তে মোর সদাএ উল্লাস॥

মুক্তারাম চিরকুমার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে অবস্থান করিতেন। কথিত আছে, ইনি আদ্যা শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

সারদামঙ্গল কাব্যখানি অতিশয় ছোট এবং ইহাতে কবির কবিত্বশক্তিও তত প্রশংসনীয় নহে। তবে মোটের উপর নিবিষ্টমনে পাঠ করিলে বইখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবির একটা তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়। হয় ত ইনি কবিত্ব-শক্তিতে তত উচ্চ ছিলেন না; কিন্তু যে ভাবের প্রেরণায় তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সে ভাবের খুব গভীরতা ছিল। মোটের উপর কাব্যখানি ভাবহীন বা একেবারে নীরস নহে। কবি শক্তির উপাসক। কাব্যের মধ্যে তিনি যে সব ধুয়া ব্যবহার করিয়াছেন, রচনা হিসাবে তাহা উৎকৃষ্ট না হইলেও, ইহাতে তাঁহার প্রাণের কামনা দেবীর নিকট সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে।

আজু শুভ দিন রে ভবানী কর ভাবনা।
জাবত না ঘটে রে বিষম যমযন্ত্রণা॥
ভবানী ভাবিতে মন না করহ ছলনা।
করম-গঠিত দেহ নহি জান আপনা॥
ভবানী-চরণ-ধাম করহ কামনা।
শমন তরিয়া হইবা পারি সাত যোজনা॥
মন রসে প্রেমবশে যে করে ভাবনা।
সে জনের তুলনা দিতে মুক্তরামে জানে না॥

ইত্যাদি গানে কবির গভীর দেবী-ভক্তি এবং সংসার-বৈরাগ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, কবি মুক্তারাম যশস্বী হইবার আশায় কাব্য লেখেন নাই। তিনি যে ইষ্ট-দেবীকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন এবং ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিতেন, তাঁহারই মাহাত্ম্যপ্রকাশক বই লিখিয়া তিনি কতকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলেন মাত্র।

কাব্যের মধ্যে দুই জায়গায় কবি গ্রন্থ-রচনার তারিখ দিয়াছেন। তাহা এই,—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি। মুক্তারাম সেন ভণে ভাবিয়া ভবানী ॥

গ্রহ—৯, ঋতু—৬, কাল—১, * শশী—১ অর্থাৎ ১১৬৯ শক। কবি আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে মহাসিংহ নামক দেশ-অধিকারীর কথা বলিয়াছেন—সম্ভবতঃ ইহাঁরই শাসন-সময়ে তিনি কাব্য লিখিয়া থাকিবেন। মহাসিংহ মোগল আমলে ১৭৫৪—১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন[1]। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ আজ হইতে ১৬০ বছর পূর্ব্ববর্ত্তী; কাব্যের রচনা-কাল ১১৬৯ শকাব্দ হইলে তাহা ৬৭১ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায়, কবি তখন মহাসিংহের নাম উল্লেখ করিতে পারেন না। সুতরাং আমার বোধ হয়, ১১৬৯ শকাব্দ নহে—উহা বঙ্গাব্দ। ১১৬৯ বঙ্গাব্দ ধরিলে তাহা ১৫৬ বছর পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। পুরাণ পুথির মধ্যে বঙ্গাব্দকে শকাব্দ বলিয়া অনেক স্থলে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

কবির মধ্যম ভ্রাতা ব্রজলাল সেন একজন সাধক পুরুষ ছিলেন এবং তিনিও একখানি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

৯। ভবানীশঙ্কর দাস

মুক্তারাম সেনের পর ১৭০১ শকাব্দে চট্টগ্রামবাসী আর একজন কবি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন—ইহাঁর নাম ভবানীশঙ্কর দাস। এই কাব্যখানি আকারে বড়, তবে কবিকঙ্কণচণ্ডী অপেক্ষা কিছু ছোট এবং ইহার নাম "মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা"। কাব্যের মধ্যে কবি নিজের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই,—

মোর আদিপুরুষ জন্মিল রাঢ়াগ্রাম। আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম ॥
মহাভাগ্যবন্ত কায়স্থ ছিলেন নরদাস। রাঢ়া ভৌমে বদিথি প্রদেশেতে নিবাস ॥
নিত্য নিত্য অর্চ্চিলেক জাহ্নবীর পাএ। তান বরে সিদ্ধিশিলা পাইল তথাএ ॥
শীলার প্রসাদে সেই হৈল বড় ধনী। দান ধর্ম্ম করি সুখে বঞ্চিল অবনী ॥
তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হৃদানন্দ। পূর্ব্বদিকে ব্রজ কৈল হইয়া আনন্দ ॥
নিরান্নের (?) নিয়ম জে না জায় খণ্ডান। চাটিগ্রামে আসিলেক ত্যাগি সেই স্থান ॥
চাটিগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে। তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলানন্দমনে ॥
কৃষ্ণানন্দের সন্তান জন্মিল বিষ্ণুদাস। মহানন্দে সেই সাধু করিল নিবাস ॥
তান পুত্র নারায়ণ বঞ্চে নানা রঙ্গে। কুলপুরোহিত রামচন্দ্র লৈয়া সঙ্গে ॥
তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন। মোর পিতৃপিতামহ সেই মহাজন ॥
নিজ কুলধর্ম্মে রত আছিল বিশেষ। দৈব হেতু কিন্তু তথা পাইলেন্ত ক্লেশ ॥
গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি। নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালা পুরী ॥

---

* সাধারণতঃ কাল শব্দ ৩ সংখ্যাবাচক হইলেও, অনাদিনিধন মহাকালকে বুঝাইতে ১ সংখ্যাও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কাল শব্দের ৬ মান ধরিয়া কাব্যের রচনা-কাল ১৬৬৯ শকাব্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাল শব্দের ৬ সংখ্যাবাচক অর্থ আমরা কোথাও পাই নাই।

[1] কটন সাহেবের চট্টগ্রামের রেভিনিউ হিষ্ট্রী।

তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শ্রীমন্ত। মহাসুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত॥
শ্রীযুত নয়ন রায় তাহান তনএ। আহ্মার জনক সেই মহাশএ॥
কুলধর্ম্মে রত পূত ছিল অনুক্ষণ। শঙ্কর আহ্মার নাম তাহান নন্দন॥

১৭০১ শকাব্দে ভবানীশঙ্কর তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এই তারিখ গ্রন্থমধ্যে আছে,—ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে। ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥

কথিত আছে, কবি তাঁহার বাড়ীর সাম্‌নের দীঘির মধ্যে টঙ্গী প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অবস্থানপূর্ব্বক শুচি ও সংযতভাবে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় তাঁহার বাড়ীতে এই কাব্যখানি সুরলয়-যোগে গান করা হইত।

মাধবাচার্য্যের জাগরণকে আদর্শ এবং অবলম্বন করিয়া ভবানীশঙ্কর তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন। শুধু অবলম্বন নহে, উক্ত জাগরণ হইতে তিনি অনেক বিষয় অবিকল উদ্ধৃতও করিয়াছেন। কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য হজম করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। বাঙ্গালা ভাষায় কিছু লিখিতে হইলেই, তাহার উপর সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য ফলান এই সময়কার কবিগণের একটা ঝোঁক ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র যেমন নিপুণ ভাবে বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের মিলন ঘটাইয়াছেন, অপর কোন কবি সেরূপ পারেন নাই। ভবানীশঙ্কর সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন—বড় বড় আভিধানিক শব্দ তাঁহার মুখস্থ ছিল, কিন্তু কাব্যে তিনি ইহার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা, বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা রামপ্রসাদেরও উপরে। ভবানীশঙ্করের কবিত্ব-শক্তি যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে; অস্বাভাবিক সংস্কৃত শব্দের মায়া কাটাইয়া তিনি যেখানে খাঁটি বাঙ্গালায় কোনও বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই একটু সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু গোটা বইখানির মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই কম। তাঁহার সংস্কৃতবহুল রচনার নমুনা দেখুন,—

অন্তে পঙ্করুহাঙ্‌ঘ্রিতে করয় নিবাস। তবাষ্টার্চ্চা পদবন্ধে রচিবারে চাহি।
গব্যার্ণবোদ্ভবা দেবী বন্দম একমনে। দুর্গানামাক্ষরদ্বয় জপে জেই প্রাণী।
অজেরাজ্য হঙ্গ হএ আগমের বাণী॥ ধব-বাচে দুঃখিত হইল সোমবক্ত্রা।
তূর্ণব্রজে গেল রামা সখীর গৃহদ্বারে। এবে শুনি বদ বাচ না কর বিলম্ব।

সংস্কৃত শব্দের এইরূপ বিকৃত উদ্‌গারের গন্ধে পাঠকের নিকট বইখানি আগাগোড়া অপাঠ্য হইয়া রহিয়াছে। কবির সময়ে হয় ত এই সকল রচনা খুবই প্রশংসার ছিল, কিন্তু আজকালকার সমালোচকদের নিকট ইহার কোনই মূল্য নাই। অবশ্য সংস্কৃতবহুল বাঙ্গালা রচনামাত্রেরই আমরা নিন্দা করিতেছি না। স্ত্রীকবি আনন্দময়ীর রচিত নীচের অংশটি দেখুন,—

হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়রূপা ও রূপে মজন্তি। হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি॥
কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা। সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥
কত ক্ষীণমধ্যা শুভাঙ্গা সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা বশীজ্ঞা মনোজ্ঞা মদজ্ঞা॥—হরিলীলা।

বাঙ্গালার মধ্যে ইহা একরূপ খাঁটি সংস্কৃত রচনা হইলেও পড়িতে আমোদ এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে—বাক্যের সমন্বয় আছে। ভবানীশঙ্কর সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দের সমন্বয় সাধন এবং স্থান বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার কাব্য সুপাঠ্য নহে।

মঙ্গলচণ্ডীর যে কয়খানি বিশিষ্ট কাব্য, আমরা তাহার আলোচনা করিলাম। কাব্যাকারে রচিত মঙ্গলচণ্ডীর এই সকল বড় বড় গীত আট দিন ধরিয়া গান করা হইত—দিনে একটি এবং রাত্রে একটি, আট দিনে এইরূপে ষোলটি পালা থাকিত। আট দিনে গান করা হইত বলিয়া এই গানের নাম অষ্টমঙ্গলা। আবার মঙ্গলচণ্ডীর আর একটি নামও অষ্টমঙ্গলা। ইন্দ্র, কলিঙ্গরাজ, কালকেতু, খুল্লনা, শ্রীমন্ত, শালবাণ, বিক্রমকেশরী ও ধনপতি—এই আট জন ভক্তের সাহায্যে দেবীর পূজা এবং মঙ্গল-গান সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল বড় বড় চণ্ডীকাব্য হিন্দুর ঘরে আমোদ উৎসবে—বিবাহ, উপনয়ন ও দুর্গাপূজায় গান করা হইত। রাজা-মহারাজা, জমীদার ও সম্পন্ন লোকেরা ইহাতে উৎসাহ দিতেন—ভাবুক লোকেরা গান শুনিয়া চখের জল ফেলিতেন—সাধারণের মধ্যে একটা ধর্ম্মভাব বহিয়া যাইত। ইহা ছাড়া আর এক রকম চণ্ডীমঙ্গল আছে, তাহা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা, ছড়া বা পাঁচালী। ইহা সংখ্যায় এতই বেশী যে, গণিয়া শেষ করা যায় না। মঙ্গলচণ্ডী বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহা সহজে বুঝা যায়। লোকের মুখে মুখে যে সকল পাঁচালী বা ব্রতকথা প্রচলিত আছে, এখানে সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, আমরা এই সম্বন্ধীয় যে কয়খানি পুথির সন্ধান পাইয়াছি, এখানে তাহার তালিকা দিতেছি।

১। **চৈত্রমাহাত্ম্য**—ইহা একখানি ছোট চণ্ডীকাব্য; মোট ১৩ পৃষ্ঠা লেখা এবং ইহাতে লহনা-খুল্লনার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যে ভণিতা নাই, সুতরাং রচয়িতার নামও জানা যায় না। প্রথমেই আছে,—

জার নাম স্মরণে দারিদ্র্য দুঃখ জাএ।　　মহা পদ পাএ সেই ঈষত লীলাএ॥
তাহান চরিত্র রচিবারে করি আশা।　　লোক পরিতোষেরে করিব দেশী ভাষা॥

২। **অষ্টমঙ্গলার গুণকথন**—চট্টগ্রাম, পট্টিকোড়ানিবাসী রসিকচন্দ্র দাস-বিরচিত। ইহাতে শিব কর্ত্তৃক অষ্টমঙ্গলার দয়া, সুশীলতা প্রভৃতি গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

৩। **চৌতিশা**—রচয়িতার নাম নাই—কবিকঙ্কণ উপাধিমাত্র আছে। বিষয়—চৌত্রিশ অক্ষরে চণ্ডীর স্তব। রচনার তারিখ—"চাপ ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত। পঞ্চবিংশে মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত॥"

৪। **কালকেতুর চৌতিশা**—চৌত্রিশ অক্ষরে বিরচিত মঙ্গলচণ্ডীর স্তব। রচয়িতা শ্রীচান্দ দাস। ভণিতা এই,—

ক্ষেমঙ্করী খড়্গ ধরি, ক্ষয় কৈলা যত অরি, ক্ষম দোষ অভয়া পার্ব্বতী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিঞা, ক্ষিতিতলে লোটাইয়া, শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি॥

৫। **শ্রীমন্তের চৌতিশা**—রচয়িতার নাম দেবীদাস সেন। যথা—"ক্ষয় করি রিপু-সৈন্য খণ্ডাও আপদ। ক্ষীণ দেবীদাস সেনে মাগে মুক্তিপদ ॥"

৬। **কালকাষ্টক**—চণ্ডীর স্তব। রচয়িতার নাম শম্ভু। যথা—"শম্ভু কহে হেন্ লয় দেখি হরঘরিণী। বন্দম শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজ-নন্দিনী ॥"

৭। **জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালা**—রচয়িতার নাম নাই—মাত্র ৭২টি পয়ার আছে। পুথির তারিখ ১১৯৩ সন। "জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী যেবা শুনে। সর্ব্বসিদ্ধি হএ তাঁর চণ্ডিকা কারণে ॥"

৮। **নিত্যমঙ্গলচণ্ডিকার পাঞ্চালী**—মোট ১২টি পাতা। ভণিতা এইরূপ—"ব্রতীগণ ভাগ্যবতী কি কৈমু কথন। চণ্ডীদাস দেয় কহে শিবনারায়ণ ॥"

৯। **নিয়তমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী**—রচয়িতার নাম দ্বিজ রঘুনাথ। ভণিতা এই—"নিয়তমঙ্গলচণ্ডী বন্দিয়া যে মাথে। পাঞ্চালী রচিয়া কহে দ্বিজ রঘুনাথে ॥"

১০। **নিয়তমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী**—বাণীরাম ঠাকুর-রচিত। ইহার দুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে।

১১। **নিকট-মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী**—রচয়িতার নাম দ্বিজ রঘুনাথ।

১২। **জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা**—দ্বিজ গদাধর কবিচন্দ্র-বিরচিত।

১৩। **জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী**—রচয়িতার নাম নাই।

১৪। **মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালা**—রচয়িতার নাম—শ্রীমদন দত্ত। চৈত্রমাহাত্ম্যের রচয়িতার মত ইনিও বলিতেছেন,—"লোক পরিতোষেরে কহিমু দেশী ভাষা ॥"

১৫। **মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালা**—দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র-বিরচিত। ইহা একখানি ছোট-খাট চণ্ডীকাব্যের মত; ৩ পাতায় শেষ। ধনপতি ও লহনা-খুল্লনার উপাখ্যান আছে। ভণিতা—

"দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র ভণে চণ্ডীর চরণ। মঙ্গলচণ্ডীর গীত কৈল সমাপন ॥"

১৬। **সঙ্কটমঙ্গলচণ্ডিকা-ব্রতকথা**—রচয়িতার নাম নাই।

১৭। **সুবচনার পাঞ্চালা**[১]—দুঃখী দ্বিজ-বিরচিত। ভণিতা এই—"নৃপতি যে হরিদাস, সবংশে হউক নাশ, মোর পুত্র বন্দী কৈল কেনি। কহে দুঃখী দ্বিজবরে, বন্দম মাতা জোড় করে, উদ্ধার করহ সুবচনী ॥"

১৮। **সুবচনীর ব্রতকথা**—তারিণী ব্রাহ্মণী-বিরচিত। ভণিতা—"শুনিয়া আছাড় খায় কেশ নাহি বান্ধে। তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে দ্বিজমাতা কান্দে ॥"

১৯। **সুবচনীর ব্রতকথা**—রচয়িতার নাম—দ্বিজ রামপ্রসাদ।

২০। **চণ্ডীর পাঁচালা**—দ্বিজ রঘুদেব-বিরচিত। ইহার পুথি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী-বিরচিত গৌরীমঙ্গলের মধ্যে ইহার উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। যথা—"দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডীর পাঁচালি করিল।"

---

১ সুবচনী—শুভচণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং ইহাও চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত।

দ্বিতীয় অংশ—পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল

প্রবন্ধের প্রথম অংশে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গলের আলোচনা এ প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। তাই এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব না। পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল অর্থে প্রধানতঃ মার্কণ্ডের চণ্ডীর বাঙ্গলা অনুবাদ,—কোন কোন পুস্তকে শক্তিতত্ত্ব এবং শাক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাও আছে। এই শ্রেণীর যতগুলি প্রাচীন কাব্যের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, এখানে তাহার একটি তালিকা দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বলা বাহুল্য, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায় পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গলও সুর-লয়-সংযোগে গান করা হইত।

১। **সারদামঙ্গল**—শিবচন্দ্র সেন-বিরচিত। মস্ত বই। কবির পরিচয় এই,—

বৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গুসেনের সন্ততি। সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্বপুরুষ বসতি॥
রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥
রত্নেশ্বর গুপ্ত বারে তাহার তনয়। রতনস্বরূপ কুলে হইল উদয়॥
এহান তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত। রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল। রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধ কুল॥
গঙ্গাদেব দত্ত পুত্র তাহার পবিত্র। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুপবিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাঁটাদিয়া গ্রাম ধাম। ধন্বন্তরিবংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম॥
এহান তনয়া মহামায়া নাম তান। সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যাদান॥
গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান্। জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সন্তান॥
শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম। সম্প্রতি বসতিস্থান কাঁচাদিয়া গ্রাম॥

২। **দুর্গামঙ্গল**—দ্বিজ রামচন্দ্র-বিরচিত। এই কাব্যের মধ্যে ফরাসী এবং ফিরিঙ্গী নামের উল্লেখ আছে। যথা,—"কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস। দেখে কাঁপে কার যার জীবনের আশ॥"

৩। **গৌরীমঙ্গল**—পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী-প্রণীত। ইঁহার পিতার নাম বৈদ্যনাথ ত্রিবেদী। পুথির পত্রসংখ্যা—২৪৪। কাব্যখানি পুরাণের অনুকরণে রচিত। দেবী-মাহাত্ম্য, তীর্থমাহাত্ম্য, উপাসনা-পদ্ধতি এবং জীমূতবাহনের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। ৫টি খণ্ড এবং ৪১৯টি অধ্যায়ে বইখানি শেষ হইয়াছে। রচনার তারিখ—"সতের শ আটাইশ শকে, রচিলাম এ পুস্তকে, বারশত ত্রয়োদশ সন। গৌরীমঙ্গলের গীত, শ্রবণে ভক্তের প্রীত, ভবভয় উদ্ধার কারণ॥" ৪। **দুর্গাপঞ্চরাত্র**—জগৎরাম রায় ও তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ-বিরচিত। জগৎরাম মাত্র ইহার রচনা আরম্ভ করেন, পরে তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ ইহা শেষ করেন। কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়—রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য।

৫। **ভবানীমঙ্গল**—গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত। এই কাব্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পৃথ্বীচন্দ্রকৃত গৌরীমঙ্গলের মধ্যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—"গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল।"

৬। **চণ্ডিকামঙ্গল**—হরিনারায়ণ দাস-বিরচিত। প্রতিপাদ্য বিষয়—মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য। বন্দনা অংশে কবি, জগন্নাথকে বৌদ্ধ দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—"কলি ভবে অবতারি, জগন্নাথ নাম ধরি, **বৌদ্ধরূপ** এ চান্দবদন। নীলাচলে করি বাস, কৈলে প্রভু পরকাশ, নিস্তারিতে কলিজীবগণ॥"

৭। **দুর্গামঙ্গল**—রূপনারায়ণ ঘোষ-বিরচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। ইঁহার নিকট বাঙ্গলা ভাষা "অপভাষা" বলিয়া গণ্য ছিল,—"তাঁহার চরিত্র কিছু কহিতে করি আশা। শ্লেষ না করিয় ভাই বলি **অপভাষা**॥"

৮। **দুর্গাপুরাণ পাঁচালা**—মুক্তারাম নাগ-বিরচিত। প্রতিপাদ্য বিষয়—হরগৌরীর উপাখ্যান। ৯। **দুর্গামঙ্গল**—দ্বিজ কেবলরাম-বিরচিত। হিমালয়গৃহে দেবীর জন্ম হইতে বিবাহ ও কৈলাস গমন পর্য্যন্ত বিষয়ের বর্ণনা আছে।

১০। **দুর্গামঙ্গল**—ভবানীপ্রসাদ রায়-বিরচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ এবং রামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আছে। কাব্যখানি জন্মান্ধ কবির রচিত, ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

১১। **চণ্ডিকাবিজয়**—দ্বিজ কমললোচন-প্রণীত। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর অনুবাদ। ১৪৬ অধ্যায়ে কাব্যখানি সমাপ্ত। ১২। **চণ্ডিকামঙ্গল**—ভৈরবচন্দ্র রক্ষিত-বিরচিত। ইঁহার আর এক নাম রাধাচরণ রক্ষিত। কাব্যের বিষয়—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ।

১৩। **চণ্ডীমঙ্গল**—ব্রজলাল সেন-বিরচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তারাম সেন "সারদামঙ্গল" রচনা করেন। প্রবন্ধের মধ্যে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৪। **দুর্গাপুরাণ**—মুক্তারাম নাগ-বিরচিত।* ১৫। **দুর্গাপুরাণ**—কবি জগন্নাথ-বিরচিত।* ১৬। **কালীপুরাণ**—মুক্তারাম নাগ-বিরচিত।*

১৭। **দুর্গাবিজয়**—রচয়িতার নাম—বনদুর্ল্লভ। যথা—"বনদুর্ল্লভে ভাবে দুর্গার চরণে। রক্ষা কর মহামায়া জগত ভুবনে॥" পুথিতে জয়দুর্গার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

১৮। **দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি**—রচয়িতা—শ্রীদীনদয়াল। ভণিতা,—"শ্রীদীনদয়ালে গায়, মতি রহুক তুয়া পায়, সদয় হইবে শূলপাণি॥" ইহার সম্পূর্ণ পুথি এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই—মাত্র নয়টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে জগদ্ধাত্রীর উপাখ্যানের বর্ণনা আছে।

১৯। **কালিকাবিলাস**—কালিদাস-বিরচিত। পুথির পত্রসংখ্যা—৫১। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। ২০। **গৌরীমঙ্গল**—রচয়িতা—দ্বিজ রামচন্দ্র। অসম্পূর্ণ পুথি। প্রতিপাদ্য বিষয়—নলদময়ন্তীর উপাখ্যান।

পরিশেষে বক্তব্য, এই প্রবন্ধ রচনায় সময় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের রচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে অনেক সাহায্য লওয়া হইয়াছে। লৌকিক ও পৌরাণিক চণ্ডী—তাঁহারই উদ্ভাবিত নাম। আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি। ইহা ছাড়া এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয়ে উক্ত গ্রন্থের নিকট আমি ঋণী।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

---

* ১৩০৮ সালের "আরতি" পত্রিকার ৮ম সংখ্যায় এই তিনখানি পুথি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে।

ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যূনাধিক চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন *

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আবিবেশ॥
কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা—(ঋগ্‌বেদ, ১০।৮১।৮।৩)।

যিনি এই বিশ্বভুবনে বিশ্বযজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই আমাদিগের পিতা যে অভ্যুদয়াভিলাষীদিগের মধ্যে পরে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, কোথায় তাঁহার অধিষ্ঠান ছিল এবং কোন্ স্থানেই বা সৃষ্টির আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই আমাদিগের ঋকের ঋষিদিগের প্রাণ ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু ভারতে নহে, যেখানে সভ্যতার উন্মেষমাত্র হইয়াছে, তথায়ই মানব মিল্টনের সদ্যোজাত আডামের ন্যায় আমি কিরূপে আসিলাম, কোথা হইতে আসিলাম, ইহাই প্রথমে নিজ চিন্তাশক্তির বলে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে। কোনও এককালে স্রষ্টাকর্ত্তৃক জগৎসৃষ্টি-ব্যাপার এবং আডাম ও ইভ হইতে বা মানস পুত্র হইতে প্রথম সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভের কল্পনা এই জিজ্ঞাসারই ফল। আবার ইহারই ধারাবাহিক অনুসন্ধান, বলিতে গেলে আমাদের বিরাট্ দর্শন ও পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক বিপুল বিজ্ঞান গঠন করিয়াছে। আমরা এই স্থানে দর্শনের জটিল তত্ত্ব বা ধর্ম্মের সহজ মীমাংসা ছাড়িয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কাঁচ লাগাইয়া এই বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোত কিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সকলেই জানেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন "মহাপ্রলয়" উপপত্তি (Cataclysm theory) ও বিশিষ্ট জননবাদ (Specific creation) খণ্ডন করিয়া ডারুইন-প্রমুখ মনীষিগণ অভিব্যক্তিবাদ খাড়া করিতেছিলেন, তখন ইউরোপের ধর্ম্মযাজক মহলে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। মহাপ্রলয়ের পর নোয়ার অর্ণবপোতে (Noah's Arc) ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী সংরক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই যে, এখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী বর্ত্তমান, এই মতই তাহার পূর্ব্বে অখণ্ডপ্রভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যেও স্থান পাইয়াছিল। আবার বাইবেলের গণনানুসারে যে মাত্র খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে মানব সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাও গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছিল।

ফ্রান্সের বিশ্ববিশ্রুত প্রাগৈতিহাসিক তত্ত্ববিৎ Boncher de Perthes প্রথমে ভূতত্ত্ববিৎ Sir Charles Lyellএর নিকট বহু প্রমাণ হাজির করিয়া, তাঁহাকে মানবের অতিপ্রাচীনত্ব,

---

* নারিকেলডাঙ্গা ইন্‌ষ্টিটিউট ও বঙ্গবাসী কলেজ প্রোফেসরস্ ইউনিয়নে পঠিত প্রবন্ধ হইতে পরিবর্দ্ধিত

এমন কি, প্রলয়পূর্ব্ব মানবের (Pre-glacial man) অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করেন ও তাহারই ফলে ১৮৬৩ সালে The Antiquity of Man নামক পুস্তক মানব-বিদ্যার (Anthropology) প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে। সেই সময় হইতে নানারূপ গবেষণার ফলে আজ, এমন কি Darwinism ও Mendelism নূতন Polygenismএর Convergent ও Divergent typesএর নিকট বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। উহার বৈজ্ঞানিক জটিলত্ব পরিষ্কার করা আমার সাধ্যাতীত। তবে মোটামুটি বলিতে পারি যে, ডারউইনের মতবাদীদিগের মতে যেন মানবতত্ত্বের পক্ষে ইহাই স্বতঃসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় যে, একই প্রাণস্বরূপ হইতে বিপর্য্যয় (Variation) হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী সংঘটিত হইয়াছে ; সুতরাং একই প্রকার মানব হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সৃষ্ট হইয়াছে—(যাহাকে Monogenism বলা হয়)। কিন্তু Sergi, Boule প্রভৃতি আধুনিক মানবতত্ত্ববিদ্‌গণের মত যে, পূর্ব্বকালীন ভিন্ন ভিন্ন ঘোটকজাতি হইতে যেমন আধুনিক এক প্রকার ঘোটক (type) উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন মানবশ্রেণী হইতে একই প্রকার মানব সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়াছে এবং তাহারই সন্নিহিত ও দূরনিহিত রূপগুলিই এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকদিগের বিবাদ যাহাই হউক,এখন মোট কথায় দাঁড়াইয়াছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন যে, এক দিন ঝোঁকে পড়িয়া ভগবান্ বলিলেন, let us make man after our own image বা "প্রজাপতিরৈক্ষিষ্ট বহুঃ স্যাম্ প্রজায়েয়"—আর মানবসৃষ্টি হইল, ইহা কখনই হইতে পারে না-এবং তাহার প্রমাণের জন্য শুধু যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিতে হয় না, দুই চারিটি লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের মানব-করোটি (Skull) আমাদের একেবারে নিঃসন্দেহ করিয়া দিবে। Asiatic Societyর Journal and Proceedings (June, 1919) হইতে প্রত্ন-মানববিদ্যার অনেকগুলি কথা সোজাভাবে জানিতে পারা যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, মনীষী ডাঃ হ্যাডন্ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-সভায় সভাপতিরূপে ঐ বক্তৃতা করিলেও ভারতের মানবঃসম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, ভারতের কথা বুঝিতে হইলে আগে এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের খোঁজ রাখা দরকার বলিয়া আমি প্রথমে আমাদের সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ ডাঃ হ্যাডনের সরল ও সুললিত বক্তৃতার অনুবাদ দিব এবং তৎপরে ভারত-সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা বলিব। প্রথমেই একটি অঙ্কপাত করিয়া তিনি জীবোদ্ভব সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন যে, "ইহা হইতে আমরা স্থির করিতে পারি যে, প্রায় ৫৫ হইতে ৭০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে মৎস্যের এবং প্রায় ১৫ কোটি বৎসর পূর্ব্বে প্রথম পক্ষীর আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রথম স্তন্যপায়ী জীব প্রায় পক্ষীর সঙ্গে বা তাহার কিয়ৎ পূর্ব্বে উদ্ভূত হয়। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে স্তন্য-জীবনের প্রকৃষ্ট প্রকটন তৃতীয় (Tertiary) যুগেই, বিশেষতঃ বহ্বাধুনিক (Pliocene) ও মধ্যাধুনিক (Miocene) যুগে অর্থাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ বা এক কোটি বৎসর মধ্যেই হয়। বৃহৎ স্তন্যপায়ীর অবশেষ (remains) হিমালয় ও পাঞ্জাবে ভূরিপ্রমাণে পাওয়া যায়। স্তন্য-

পারী উদ্ভবের শেষ পরিণতি মানবের অভিব্যক্তিতেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং কত কাল পূর্ব্বে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, এখন তাহা দেখা যাক্। ভূতত্ত্ব সাক্ষ্য (Geological record) হিসাবে মানব ও অপরাপর জীবের একটি প্রধান পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কারণ, মানবেতর জীবের অস্তিত্ব তাহাদের শরীরাবশেষ বা পদচিহ্ন হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার স্বহস্তরচিত আয়ুধাদিদ্বারা যত পুরাতন মানবের পরিচয় পাওয়া যায়, তত তাহার শরীরাবশেষে নয়। সাধারণতঃ মানবকৃত আয়ুধ কয়েক প্রকার,—প্রাচীনতম কালে উহা প্রস্তর এবং কিয়ৎপরে অস্থি হইতে ও তৎপরে ব্রঞ্জ এবং সর্ব্বশেষে লৌহ হইতে প্রস্তুত আয়ুধ পাওয়া যায়। এইরূপ মানব-আয়ুধের ধারা ধরিয়া মানবের আবির্ভাব-কালকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা গিয়াছে; যথা—প্রস্তরায়ুধ যুগ, ব্রঞ্জায়ুধ যুগ ও লৌহায়ুধ যুগ। যেহেতু প্রস্তরায়ুধ যুগেই মানবের প্রথম আবির্ভাব হয়, সুতরাং তাহারই কথা এইখানে বলিব। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানব-খণ্ডিত (Chipped by man) অনেক স্পষ্ট প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে এবং ঐগুলিই কখন কখন লুপ্ত (extinct) জীব বা মানবের অবশেষের সহিত সংস্পৃষ্ট (associated) দেখা যায়। আয়ুধগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়,—একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম সংস্কারের (Culture) নিদর্শন এবং অপরটি একটি পরবর্ত্তী যুগের যত্নসাধ্য সংস্কারবিশেষের পরিচয় দেয়। এই আয়ুধগুলির নাম প্রত্ন প্রস্তরায়ুধ (Palaeolith) ও নব্যপ্রস্তরায়ুধ (Neolith)। প্রত্ন-প্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর ছাড়াও তৃতীয় শ্রেণীর এক প্রস্তরায়ুধ আছে;—ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—আয়ুধের অরুণোদয় বা উষঃ প্রস্তরায়ুধ (eolith)। এইগুলি সেই দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এ প্রকার আয়ুধ মানবখণ্ডিত কিংবা প্রকৃতিজাত, ইহা লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা এখনও চলিতেছে।

সর্ব্বসমেত প্রাগৈতিহাসিক মানবের দশটি সংস্কার-কাল কলাতত্ত্ব কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। আধুনিকতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া উহাদিগের ধারা এইরূপ,—

১০। লৌহায়ুধ যুগ
৯। তাম্র ও ব্রঞ্জায়ুধ যুগ
৮। নব্যায়ুধ যুগ
৭। আজিলিয় ... ... অন্তর্ব্বর্ত্তী
৬। মড্‌লিনীয় } উত্তরপ্রত্নপ্রস্তরায়ুধ যুগ
৫। সলুট্রিয় }
৪। অরীনাকীয়
৩। মুস্তেরীয় } প্রত্নপ্রস্তরায়ুধ যুগ
২। আকুলীয় }
১। চেলীয়

এইখানে ডাঃ হাডনের সহজাধিগম্য প্রবন্ধের নিকট বিদায় লইতে হইবে। কারণ, তিনি ভূতত্ব ছাড়িয়া আমাদের কলাতত্ব ও মানবতত্ত্বের মধ্যে পৌঁছাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হয়, যেন বিংশ শতাব্দীতে 'Tertiary man not proven' তৃতীয় স্তর মানব অপ্রমাণিত ধরিয়া বসিয়া আছেন। এ দিকে তিনি উষঃপ্রস্তরের (eoliths) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রায় প্রস্তুত, অথচ হিমযুগের পূর্ব্বের মানব (Pre-glacial man) সম্বন্ধে যেন একটু সন্দিহান। কিন্তু চেলীয় সংস্কারের পূর্ব্বেও যে একটি "রয়তেলীয়" বা "চেলীয়-পূর্ব্ব" সংস্কারের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার তিনি উল্লেখ অবধি করেন নাই। ভারতের পক্ষে উহা বিশেষ আবশ্যকীয়। কারণ, এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত রয়তেলীয় বা "চেলীয়পূর্ব্ব" সংস্কার-সংবাদ সঙ্কলন করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে অতীত যুগের মানবাবশেষের বিষয় একটু বিচার করিতে হইবে। প্রথমেই আক্ষেপের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পঞ্চাশ বৎসরের অধিক ধরিয়া ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যে প্রাগৈতিহাসিক মানবের শরীরাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন, এখানে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান দূরে থাকুক, Records of the Geological Survey পাঠে একটু বিস্ময়কর অবহেলার পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপে হিমযুগের মুস্তেরীয় গুহাবাসীদিগের অবশেষ হইতে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে অনেক দিনের কথা;—একবার বিখ্যাত Huxleyর অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্ট জানিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশেও ঐরূপ প্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সে কার্ণুল গুহার কথা। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ ভূতত্ত্ব-বিভাগের উপর উহার অনুসন্ধানের ভার দেন এবং তৎকালীন ভূতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা লেপ্‌টেনাণ্ট H. B. Foote এবং তাঁহার পিতা R. B. Foote ঐ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা জানাইবার চেষ্টা করেন। ভারতে উৎখাত এই একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক গুহা এবং এখানে কোনও মানবকরোটি পাওয়া যায় নাই। আমাদের দেশে আরও দুইবার পুরাতন করোটি (skull) পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া Geological Recordsএ জানা যায়; কিন্তু তাহা কতকগুলি টিনেভিলী স্কালের মত হঠাৎ Dr. Jagor কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া বার্লিনে স্থানান্তরিত হইল, কি কোন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরিত হইয়া হারাইয়া গেল বা Indian Museumএর মধ্যে গুলাইয়া গেল, ঠিক করা সুকঠিন। আমার বোধ হয়, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যোৎসাহী যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন—কোন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে বিশেষজ্ঞ দ্বারা ইহার ধারাবাহিক অনুসন্ধান না হইলে প্রচুর অর্থব্যয়ও এইরূপভাবে বৃথা হইবে, ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আরও মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা বিশেষভাবে বলা দরকার। কারণ, পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ভারতক্ষেত্রে মানবাবশেষ অনুসন্ধান কত বেশী প্রয়োজনীয়।

আমরা সকলেই জানি যে, আধুনিক মানবশ্রেণীর বুদ্ধিমান্ মানবের Homo sapiens নামকরণ করা হইয়াছে এবং আধুনিক যাবতীয় মানব * এই বর্গ (genus) ও এই শ্রেণীর

---

* আধুনিকতম মত এই যে, মানব ভিন্ন ভিন্ন শাখাশ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাহাদের বৈলক্ষণ্য ও বিশিষ্টতার ইতিহাস এত সুদীর্ঘ যে, তাহাদিগকে আর এক Homo sapiens এর তালিকাভুক্ত করিলে চলিবে না। (Man 1916 দ্রষ্টব্য)

(species) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরা বিবেচনা করেন। ইউরোপে কিন্তু কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের যে কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক মানবাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলির শ্রেণীগত পার্থক্য বেশ দেখা যায়। যথা,—Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo mousteriensis, Homoaurignacensis (hauseri) প্রভৃতি। এগুলি আমাদের বিশেষ কার্য্যে আসিবে না। কারণ, সকলগুলিই ইউরোপীয় মানব-জাতির অবশেষমাত্র। এই সকল মানব ঠিক আধুনিক মানবের ন্যায় না হইলেও উহাদের বর্গগত পার্থক্য পাওয়া যায় না। উহাদের প্রায় সকলেই পূর্ব্বপ্রস্তরযুগকালে (Early Palaeolithic) ইউরোপে বাস করিত। অধুনা উহাদেরও পূর্ব্বের মানবপূর্ব্ব, মানবসম তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি Piltdown হইতে, দ্বিতীয়টি জাভা হইতে ও তৃতীয়টি ভারত হইতে পাওয়া গিয়াছে। Piltdown Skull এখন উহার আবিষ্কর্ত্তার সহিত জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। উহার সম্বন্ধে এখন যথেষ্ট মতভেদও আছে। তবে উহার নামকরণ হইয়াছে উষমানব (Eoanthropus Dawsoni)। কেহ বলেন যে, উহার সহিত মানবের বর্গগত (generic) পার্থক্য নাই। কেহ বলেন যে, Skullএর যে কয়েক টুকরা হইতে সন্নিবিষ্ট (reconstruction) হইয়াছে, তাহা দুই জনের দুই টুকরা skullএর অংশ। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, পৃথিবীর এখনকার একজন শ্রেষ্ঠতম মানব-তত্ত্ববিৎ Bouleএর কথায় এখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আবিষ্কারটি জ্ঞানের দিক্ হইতে বিশেষ আবশ্যকীয়—(L 'Anthropologie-1915. P. 66)। কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রায় আট দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার মানব বা মানব-সম মানব-পূর্ব্ব জীবের প্রমাণ আজ ইহাই আমাদের সমক্ষে আনিয়াছে। কিন্তু উহা অপেক্ষা আরও কয়েক লক্ষ বৎসর পুরাতন এক মানবপূর্ব্ব জীব (human precursor) ভারত-সান্নিহিত জাভা দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ট্রীনিল নামক স্থানে অধ্যাপক Dubois কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, মানব ও বানরে অনেক আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে এবং উহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান বৈলক্ষণ্য ও মানবীয় বিশিষ্টতা এই যে, মানব দুই হস্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখিয়া খাড়াভাবে চলিতে পারে ও দ্বিতীয়টি মানবের মস্তিষ্কের গুরুত্ব—যে জন্য মানব সর্ব্বজীব অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হইতে সক্ষম হইয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলেন যে, মানব-অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই দুইটির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোনও কোনও দেহতত্ত্ববিৎ (Physiologists) বলিয়া থাকেন যে, হয় বৃক্ষবাস (arboreal life) ছাড়িয়া, স্থলে যাতায়াত বিপৎসঙ্কুল হওয়ায় বা অন্য কোন কারণে মানবসম কতকগুলি জীবের (anthropoids) মস্তিষ্ক চালনা অধিক করিতে হয় এবং তজ্জন্যই চলনকারী স্নায়ুমণ্ডল (locomotory nerves) মস্তিষ্কের নিম্নভাগে আসিয়া পড়ায়, মস্তিষ্ক ও শরীরে গুরুত্বের হার (proportion) ঠিক হয় ও খাড়াচলন আরম্ভ লইয়া মানব-অভিব্যক্তির সুরু হয়। যাহাই হউক, orang outan কপির শরীর ও মস্তিষ্কের গুরুত্বের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে $\frac{1}{১৮৩}$। ঐরূপ জাভার কপি-মানবের পক্ষে $\frac{1}{১৮}$ এবং সাধারণ মানবের পক্ষে $\frac{1}{৭}$।

আবার জাভার কপিমানবের উরুখণ্ড হইতে ইহাও স্থির হইয়াছে যে, এই জীবটি মানব ও বানরের মাঝামাঝি। উহা খাড়াচলনে সক্ষম ছিল। সুতরাং উহাকে অনেকে মানব ও বানরের অন্তর্বর্ত্তী বর্গের জীব বলিয়া ধরিয়া থাকেন। তবে কেহ কেহ বলেন, উহার কপি-লক্ষণ অধিক; সুতরাং উহা মানব-কপি। আবার কাহারও মতে উহার মানব-লক্ষণ অধিক; সুতরাং উহা কপিমানব। কিন্তু, কপিই হউক, আর মানবই হউক, এই সন্ধিস্থলের জীব দক্ষিণ এশিয়াতে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার সার্থকতা যে কি, তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারা যাইবে।

এ বার আরও পূর্ব্বেকার প্রায় ১২।১৪ লক্ষ বৎসর প্রাচীন মানবপূর্ব্ব জীবাবশেষের কথা বলিব। ভারতের বিখ্যাত প্রতিভাসম্পন্ন ভূতত্ত্ববিৎ ডাঃ Pilgrim আজ প্রায় চারি বৎসর হইল, সিভালিক অঞ্চল হইতে একটি সায়মেশিয় কালের মানবপূর্ব্বপুরুষের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছেন। তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছেন, Sivapitheous indicus। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকটি দন্তমাত্র পাওয়া গিয়াছে, করোটির কোনও অংশ বা কঙ্কালের কোনও খণ্ড পাওয়া যায় নাই। তাহা হইলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্তচিত্তে বলিতে পারিতাম, উহার গঠন কিরূপ বা উহার বুদ্ধিবৃত্তির অভিব্যক্তি কতটা হইয়াছিল। কিন্তু যাহা আছে, তাহা হইতে Records of the Geological Survey (1915)তে ডাঃ Pilgrim এমন সুন্দর প্রমাণ হাজির করিয়াছেন যে, Boule প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ উহা গ্রাহ্য করিয়া স্বীকার করিয়াছেন (L Anthropologie ১৯১৬, পৃঃ ৩৯৭—৪১০ দ্রষ্টব্য)। এখন দেখিলাম যে, প্রাচীনতম মানবপূর্ব্ব জীব ভারত হইতে পাওয়া গিয়াছে। আজকাল বোধ হয়, কেহ জোর করিয়া common cradle of mankindবা কোন এক স্থলে সকল মানবের জন্ম হইয়াছে, এ কথা বলিবেন না। তথাপি কতকগুলি স্থানেই যে উহা বেশী সম্ভবপর, তাহারও সন্দেহ নাই। কারণ, ইহা মীমাংসিত ও স্বীকৃত হইয়াছে যে, নূতন পৃথ্বীতে মানবের অভিব্যক্তি হয়—পুরাতন পৃথ্বী হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানব গিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে মাত্র। সেই রকম অনেকেরই মত যে, ভারতক্ষেত্রে ও তৎসন্নিহিত স্থানে মানবের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে। তাই Sir H. H. Johnston D. Sc., F. R. S. বলিয়াছেন,—"From such meagre facts as have already been collected by scientific investigation we are led to form the opinion that the human genus was evolved from an ape-like ancestor, *most probably in India,* but quite possibly in Syria on the one hand or the Malay Peninsula or Java on the other. So far the nearest approach to a missing link has been found in the island of Java but there are slight indications pointing to *Burma or the Southern part of the Indian continent* as having been the birth place of humanity." (*The Opening up of Africa*) যদিও ভারতে কোন প্রস্তরায়ুধ যুগের মানব-কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহার অস্তিত্বের কতকগুলি সুনিশ্চিত নিদর্শন

পাওয়া গিয়াছে। তাহা অতিপ্রাচীন চেলীয়পূর্ব্ব সভ্যতার সুনিশ্চিত নিদর্শন এবং তিনটি স্থান হইতে তাহা পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটি ঠিক ভারতবর্ষের সীমানার বাহিরে, ব্রহ্মদেশে পাওয়া গেলেও উহার সার্থকতা এত বেশী যে, উহাকে আগে ধরিয়া লইতে হইবে। Records of the Geological Survey ২৭শ খণ্ডে ১০১—২ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, Dr. Noeteing মধ্যাধুনিক যুগের উচ্চ স্তরে (Upper Miocene) কতকগুলি মানব-খণ্ডিত প্রস্তর দেখিতে পান। এইগুলি কতকগুলি লুপ্তমেরুবিশিষ্ট প্রাণিজাতির (vertebrate genera); যথা,—Rhinoceros perimense, Hippotherium antelopium প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। এইগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা,—(ক) অসমান খণ্ডিত প্রস্তর, (খ) ত্রিভুজাকার খণ্ডিত প্রস্তর ও (গ) চতুষ্কোণ খণ্ডপ্রস্তর।

Dr. Keith এইগুলির বিষয় এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহাদের মানব কর্ত্তৃক খণ্ডন সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যায় না। অথচ এইগুলিকে বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগের স্তরে পাওয়া গিয়াছিল (Vide Antiquity of Man (1916) P. 257)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, (গ) বিভাগের খণ্ডপ্রস্তরটি ইংলণ্ডে ডরসেটে প্রাপ্ত উষঃপ্রস্তরের ঠিক অনুরূপ। এখানে বলিয়া রাখা যাক যে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বহ্বাধুনিক (Pliocene) ও মধ্যাধুনিক (miocene) যুগের কাল মোটামুটি ৫ লক্ষ হইতে ৯ লক্ষ বৎসর মধ্যে বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন।

এইবার ভারতে প্রাপ্ত অতি পুরাকালের নিদর্শন দ্বিতীয় খণ্ড-প্রস্তরটির আলোচনা করা যাউক। পঞ্চাশ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে Wynne সাহেব ঐটি গোদাবরী-তটে কতকগুলি লুপ্ত স্তন্যপায়ীর সহিত প্রাপ্ত হন। তখন প্রত্নপ্রাণিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ ফক্‌নার (Dr. Falkner) ঐ প্রস্তরটি বহ্বাধুনিক বলিয়া প্রমাণ করিলেন এবং বলিলেন,—"এই স্তরটি বহ্বাধুনিক বলিবার কারণ এই যে, এ স্থানের স্তন্যপায়ী জীবজাতিগুলিও পেরিম দ্বীপের ও সেবালিক পর্ব্বতের মধ্যাধুনিক যুগের পরবর্ত্তী ও আমাদের যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী" Journal of the Geological Society of London. Vol XX1.) ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ এ সম্বন্ধে তাঁহার মত এরূপভাবে প্রকাশ করেন,—"এই খণ্ডিত প্রস্তর পাইতনের নিকটবর্ত্তী মুঙ্গী গ্রামে পাওয়া যায়। এখানকার নদীর উপকূল প্রায় ৫০ ফুট উচ্চে অবস্থিত ও কোনও ঘনীভূত অল্লাভ আগেট প্রস্তরখণ্ডে উহার বহির্ভাগ কালো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে উহার পূর্ব্বকার মসৃণ জমি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা একটি অসমান ত্রিভুজাকৃতি, উহার এক দিক্ প্রশস্ত এবং দুই ধারের মধ্যে একটি ঈষদুন্নত ক্ষেত্র আছে। সমস্তটি ঈষৎ বক্র এবং অন্তর্ভাগ ঠিক ছুরির মত দেখিয়া বোধ হয়, ঠিক শিকারের জন্য ব্যবহৃত হইত। অপর দিক্‌টা এরূপভাবে পার্শ্বে বিস্তৃত যে, যেন বাঁটে পরাইবার জন্য ঠিক করা হইয়াছে। ধারটা যেন ব্যবহার করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উহা দৈর্ঘ্যে ২১/২ ইঞ্চি, প্রস্থে ১১/২ মাত্র।" ডাঃ ওল্ডহাম্ এগুলির সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় প্রাণিতত্ত্বে বিশ্ববিশ্রুত Blandford

সাহেব ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীতে এই বলিয়াছিলেন,—"আমার ক্রমশঃ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া আসিতেছে যে, ভারতে ইউরোপের ঢের পূর্ব্বে মানব-নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে বিশেষতঃ মানবচিহ্ন-সংশ্লিষ্ট নর্ম্মদা ও গোদাবরী-তটের স্তন্যপায়ী জীবের অস্থি হইতে উহা বেশ প্রমাণিত হয়। কারণ, ঐ প্রাণিজাতিগুলি আধুনিক কালে বা চতুর্থ যুগের (Guaternary age) ভারতীয় বা ইউরোপীয় জীব হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্।" (Asiatic Soc. Bengal. P. 144–5. 1857)।

এইবার তৃতীয়টির সন্ধান লওয়া যাক্। উহার বৃত্তান্ত (Records, Geol. Survey 1873, P. 49) এ পাওয়া যায়,—"উহা বিন্ধ্যজাত quartzite-নির্ম্মিত একটি প্রাকুকুঠার (Celt), ধারাল, ডিম্বাকৃতি ও নর্ম্মদা নদীর উপকূলে জল হইতে ৪ ফুট উচ্চে মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় Hackett সাহেব কর্ত্তৃক ভুট্রা গ্রামের নিকট আবিষ্কৃত হয়। উহা যে কত পুরাতন, তাহা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বহুকালাবধি লুপ্ত প্রাণিজাতি-বিশেষের অস্থিকঙ্কাল হইতে প্রমাণিত হয়। ভারতীয় প্রাণিসমূহের জাতি-জীবনের পরিবর্ত্তন গোদাবরীর খণ্ডপ্রস্তর প্রসঙ্গেও একবার উল্লেখ করিয়াছি। জিনিষটা কি, তাহা Blandford সাহেবের Asiatic Societyতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের নিম্নলিখিত বক্তৃতা (Vide Proceedings P. 201) হইতে কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যথা,—"নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী প্রাণিবর্গের প্রধান পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় যে, মলয় উপদ্বীপস্থ প্রাণিবর্গের সহিত ভারতীয় জীবের ক্রমশঃ পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ইউরোপীয় বা আফ্রিকের জীবতুল্য প্রাণিবর্গ দ্বারা অপসারিত হইয়াছে। যথা—Nerbuddar বৃহৎকায় বৃষভ প্রকৃত বৃষজাতির অন্তর্গত এবং ইউরোপীয় "আদিমজাতি বৃষভের" Bos primigeniusএর এত সমতুল্য যে, ভিন্ন জাতিত্বও (racial difference) আরোপ করা যায় না। কিন্তু ইহাও সুবিদিত যে, আধুনিক কালে মহিষ ব্যতীত প্রকৃত এ দেশীয় বৃষজাতি-ভুক্ত বলিতে গেলে সমতলশৃঙ্গ বৃষকেই ধরিতে হয় এবং উহা বক্রশৃঙ্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আবার নর্ম্মদায় প্রচুর প্রাপ্ত বড় দন্ত ও চতুর্দন্ত জলহস্তী (Hippopotamus) এখন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন যে, এই জাতীয় পরিবর্ত্তন এরূপ সম্পূর্ণভাবে হইতে গেলে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে। সুতরাং দৃঢ় বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, যখন নর্ম্মদা ও গোদাবরীর মধ্যদেশে এবং তাহাদের উপকূলে চারি লক্ষাধিক বৎসর যাবৎ লুপ্ত জলহস্তী, বৃহৎকায় বৃষ ইত্যাদি বিচরণ করিত, তখন প্রাচীন মানব তাহাদের শিকারের জন্য উপলপ্রস্তর বা প্রস্থপ্রস্তরের আয়ুধ নির্ম্মাণ করিত। তাহাদিগের গঠন কিরূপ, তাহা কঙ্কালের অভাবে বিশেষ বলা যায় না। তবে তাহারা যে আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খাড়া হইয়া চলিতে শিখিয়াছে ও ক্ষীণবল হইয়াও জন্তুরাজ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে শিখিয়াছে, তাহার সুনিশ্চিত প্রমাণ—এই হস্তনির্ম্মিত Wynne ও Hackett সাহেবের আবিষ্কৃত কুঠার দুইটি। তাহাদের জীবন সম্বন্ধে ভারতে ভবিষ্যতে গবেষণা হইলে অনেক কথা বলা যাইবে এবং এখন ইউরোপে ঐ জাতীয় ঐরূপ (যদিও কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী) স্তরের ব্যক্তিগণের

স্বভাব হইতে তাহাদের আচার-ব্যবহার নিরূপণ করিলে আপাততঃ বোধ হয় দোষ হইবে না। আমরা জানি যে, এরূপ ব্যক্তিসকল শিকারী মাত্র (hunter); আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে নব্য প্রস্তরায়ুধ যুগে তাহারা চাষ শিখিয়াছে। বোধ হয়, তাহারা অগ্নির ব্যবহার জানিত এবং কষ্টলব্ধ পশুমাংস অসংস্কৃত বা অর্দ্ধসংস্কৃত অবস্থায় ভক্ষণ করিত। তাহারা যে নরখাদক ছিল, তাহা আধুনিক কালের নিম্নতম স্তরের অসভ্যজাতির জীবন হইতে ও প্রত্নপ্রস্তরায়ুধ যুগের Neanderthal জাতির কঙ্কালনিদর্শন হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। তাহারা নদীর চড়ায় বাস করিত; ঐ জন্য তাহাদিগকে river drift men বলা হয়। কারণ, তখনও হিমযুগ (Glacial age) আসে নাই, যাহাতে শীতের বা বৃষ্টির তাড়নায় তাহাদিগকে গুহাবাসী হইতে হইয়াছিল। ভারতে ও কার্নুলে গুহাবাসীদিগের খবর পাওয়া যায়; গুহার কথা পরে বলিব। এখন এই বলিয়া শেষ করা যাক্ যে, তাহাদিগের আয়ু যে বিশেষ বেশী ছিল, তাহা বলা যায় না। তবে শারীরিক বল ও নখ-দন্তের ক্ষমতা নিশ্চতই অত্যধিক ছিল এবং তাহাদিগের সভ্যতার আয়ু লক্ষ লক্ষ বৎসর বলিয়া ধরা যায়। কারণ, মানবজাতি যতই সভ্য হইতেছে, ততই সভ্যতার গতি দ্রুততর (accelerating) হইতেছে। আজ পঞ্চাশ বৎসরে বিজ্ঞান-রাজ্যে বিপ্লব বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু তখন লক্ষ বৎসরেও মানব উষঃপ্রস্তর হইতে প্রত্নপ্রস্তর বা উহা হইতে নব্যপ্রস্তরের উদ্ভব করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু যতই যুগ লাগুক না কেন, সেই প্রথম উদ্ভাবনকার্য্য যে খুব সম্ভবতঃ আমাদের পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে সমাধান হইতেছিল, ইহা ভাবিয়া আমরা কি প্রকৃতই গৌরবান্বিত হই না?

শ্রীপঞ্চানন মিত্র

এ প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার জন্য আমি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অভিব্যক্তিবাদ" ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাসের" নিকট কিয়দংশে ঋণী।

পাহাড়ীজাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায় *

সুসভ্য হউক, অসভ্য হউক, গৃহী হউক, বনবাসী হউক, সকল মনুষ্যের মধ্যেই জীবন ধারণের জন্য অগ্নির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ দেশে দিয়াশলাই আগমনের পূর্ব্বে চক্‌মকি প্রস্তরে লৌহ দ্বারা আঘাত করিয়া অগ্ন্যুৎপাদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। গৃহীরা পূর্ব্বে মালসায় করিয়া অগ্নি সংরক্ষণ করিতেন এবং গন্ধকের দিয়াশলাই ব্যবহার করিয়া জ্বালাইবার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম দেশে (Chittagong Hill Tracts) বিলাতী দিয়াশলাইএর ব্যবহার পাহাড়ীদের মধ্যে অনেক পরিমাণে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অগ্নি সংরক্ষণ করে এবং দরকার হইলে ইহা হইতেই অগ্নি প্রজ্বালন করে। কিন্তু দরকার হইলে ইহারা বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

একটি বাঁশের গিট কাটিয়া লইয়া, মধ্য হইতে চিরিয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলা হয়। ঐ গিটের এক অর্দ্ধেক লইয়া, তাহার বাহির অর্থাৎ ত্বকের দিক্ দিয়া একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার খাঁজ কাটিয়া লওয়া হয়। এই বাঁশের ভিতরের গর্ত্তের ঠিক মধ্যে, খাঁজের ঠিক নীচে চাঁচিয়া পাতলা করিয়া লওয়া হয়। সেখানে খুব পাতলা চাচনী ভিতর দিকে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর আর আধখানা বাঁশ হইতে একটি বাঁশের চটা কাটিয়া লওয়া হয়। এই চটাটি কাটিবার সময় কিছু কারিকুরী করিয়া কাটা হয়---যাহাতে এই চটাটি এইরূপ মাপের হয় যে, যাহার গায়ে পূর্ব্বে একটি খাঁজ কাটা হইয়াছে, সেই খাঁজে এই চটাটি ঠিক খাপ খাইয়া বসে। তাহার পর যে বাঁশের বাহির দিকের গায়ে খাঁজ কাটা হইয়াছে, সেটি পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া, সেই খাঁজে বাঁশের চটা লাগাইয়া, দুই হাত দিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিয়া টানিতে হইবে। টানিতে টানিতে ক্রমশঃ খাঁজটি গরম হইয়া উঠিবে। তখন সেই খাঁজের ভিতর দিকে যেখানটা খুব পাতলা করিয়া লওয়া হইয়াছিল ও সরু বাঁশের চাচনী বসান আছে, সেই স্থান ক্রমশঃ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিবে এবং সরু বাঁশের চাঁচনীতে ধূম উঠিতে থাকিবে ও ক্রমশঃ তাহাতে আগুন ধরিয়া উঠিবে। তাহার পর পাহাড়ীরা এই চাঁচনীতে ফু দিয়া আগুন জ্বালাইয়া লয়। পরে সেই আগুন হইতে শুকনা কাঠ ধরাইয়া বেশ বড় আগুন করিয়া লয়।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে নানা প্রকারের বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়;—তাহাদিগের মধ্যে তিন-প্রকার বাঁশ প্রধান; তাহাদের নাম—ডলু, ওরা এবং প্যায়া। অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য প্যায়া বাঁশ ব্যবহৃত হয়। আমার বোধ হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, অন্য বাঁশ হইতে চটা তুলিয়া, খাঁজে বসাইয়া, এ-পাশ ও-পাশ করিয়া টানিতে প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু প্যায়া বাঁশের চটা প্রায়ই সেরূপ ভাঙ্গে না।

শ্রীসরসীলাল সরকার

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫ বর্ষের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বগুড়ায় নবাবিষ্কৃত স্তম্ভ শিলালিপি

বগুড়ার নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি*

প্রশস্তি-পরিচয়

আবিষ্কার-কাহিনী

১৩২৬ সালের বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে বগুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মহাস্থানগড়ের একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে এই ভগ্ন শিলালিপিখানি প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত শিলাফলকের প্রাপ্তিসংবাদ 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'কে প্রেরণ করেন এবং সমিতিকে উক্ত শিলাফলকখানি পাঠপূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। শিলালিপির একখানি প্রতিলিপিও, বগুড়ার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি এল মহাশয় প্রেরণ করেন এবং 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'র পরিচালক, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল মহাশয়, ঐ লিপিখানির পাঠোদ্ধার করিতে আজ্ঞা দেন। ঐ অস্পষ্ট প্রতিলিপির সাহায্যে আমি পাঠোদ্ধার শেষ করিলে পর, শ্রীযুক্ত প্রভাসবাবু গত শ্রাবণ মাসের (১৩২৬ সাল) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, ঐ শিলালিপি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তাহাতে তিনি যে ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিলিপি প্রদান করেন, তৎসাহায্যে পাঠোদ্ধার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার আমার আরও সুবিধা ঘটে। ইতিমধ্যে মূল শিলাফলকখানিও গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'তে আনান হইয়াছে। তৎসাহায্যে পাঠোদ্ধারকার্য্যে সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত প্রভাস বাবু কর্ত্তৃক লিপির পাঠোদ্ধার এবং অনুবাদকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় নাই। তজ্জন্য প্রশস্তিখানিকে পুনরায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হইয়াছে।

পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাকাহিনী

শিলাফলকখানি কষ্টিপাথরের; অক্ষরগুলি সুন্দররূপে খোদিত। শিলালিপিখানির কয়েক স্থলে সুন্দর শ্লেষ আছে। রচনাভঙ্গিও উৎকৃষ্ট। কিন্তু প্রস্তরখানির চারি পার্শ্বই ভগ্ন হইয়াছে।

লিপি-পরিচয়

সমগ্র লিপিখানিতে একটিমাত্র শ্লোক (অনুষ্টুভ্) পূর্ণ অংশে রক্ষা পাইয়াছে। শিলালিপির প্রথম পংক্তির পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ দুরূহ। কেবল দশম (১০ম) পংক্তির আদ্য অক্ষর অভগ্ন আছে। তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া, ছন্দ পূরণ

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৬শ বর্ষের ৭ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতি পংক্তিতে ৬৪ হইতে ৬৮টি করিয়া অক্ষর ছিল।

লিপিখানিতে শব্দবর্ণন-রীতির নিম্ন বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য ; যথা,—

১। প্রায় সর্ব্বত্র রেফযোগে বর্ণের দ্বিত্ব ; যথা,—আর্জ্জব ; (২ পংক্তি) ; নিধির্ব্বীমান্ (৪র্থ পংক্তি) ; বর্দ্ধন (৪র্থ) ; কীর্ত্তি (৬ষ্ঠ) ; কুর্ব্বন্ (৮ম) ; সর্ব্বস্বম্ (১০ম) ; স্বর্গ্‌গাপবর্গ্‌গ (১১শ পংক্তি) ; শ্রীর্ম্মাগমৎ (১৩শ)। কিন্তু বর্ষারম্ভঃ (৩য় পংক্তি) ; সুদর্শন (৫ম) ; সকৃদর্থিজন (১০ম) ; ভূর্যস্য (১৪শ)।

২। অনুস্বারস্থলে ন্ এর ব্যবহার,—প্রকুপিতান্নৈব (৯ম পংক্তি) ; প্রধ্বন্সং (১১শ পংক্তি) ; রাজহন্সীব (১৪শ পংক্তি)।

৩। দুই স্থলে অবগ্রহচিহ্নের ব্যবহার,—'তয়ো ঽ সুরূপা (৭ম পংক্তি)।

সুতো ঽ তুলশ্রীঃ (৭ম পংক্তি)।

৪। পদান্তে স্থিত ম্ স্থানে সর্ব্বত্র অনুস্বার ব্যবহৃত হইয়াছে। শিল্পী তিনটি স্থলে উৎকীরণকার্য্যে ভুল করিয়াছে। যথা,— অম্বুধিধী (র্ব্বা) [৩য় পংক্তি], পক্ষ-পাতং [৮ম পংক্তি],—'বৃত্যা (ত্ত্যা) [১০ম পংক্তি] এই শব্দ তিনটি দ্রষ্টব্য।

এই ভগ্ন প্রশস্তিখানিতে এক নন্দীবংশের কুলবিবরণ লিখিত হইয়াছিল।

লিপি-বিবরণ

ঐ নন্দীবংশ কোন্ সময়ে, কোন্ দেশ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা আর নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। পঞ্চম পংক্তিতে গোপগৃহ শব্দের উল্লেখ আছে। উহা স্থানের নাম হইলে, তথায় নন্দী-বংশোদ্ভব শ্রীনারায়ণনন্দী সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রশস্তিখানি যদি কখনও স্থানান্তরিত না হইয়া থাকে, তবে মহাস্থানগড়ের নিকটেই গোপগৃহ নামক স্থান অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে গোপগৃহ নাম এখন রূপান্তরিত হইয়া কি দাঁড়াইতে পারে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদের আলোচ্য। মহাস্থানগড়ের নিকটে 'গোকুল' নামে একটি স্থান পরিচিত আছে। তাহার সহিত এই প্রশস্তির কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা অনুসন্ধেয়।

কণাল-নন্দীর পর আর কোনও পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে সরস্বতী নামে আর একটি স্ত্রীলোকের নাম পাওয়া যায়। সরস্বতীকে সম্ভবতঃ কোনও সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত ব্যক্তি সরস্বতীর স্বামী হই-

য়াও লক্ষ্মীশ্বর ছিলেন। ৭ম পংক্তি হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকলগুলি পংক্তিই, একই ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। নন্দীবংশের বংশলতিকা আর নিঃসন্দেহে নির্ণীত হইতে পারে না, তবে সম্ভবতঃ তাহা এইরূপ ছিল,—

[আদিপুরুষ :অজ্ঞাত]
|
বিভূষিতনন্দী
|
শ্রীনারায়ণনন্দী + সুদর্শনা
|
সুনয় + অরুন্ধতী
|
কপাল নন্দী + স্বরস্বতী

—— ——

প্রশস্তিপাঠ ও পাঠবিচার

১ম পংক্তি　× নবিঘলা (?) ছল (?) × — —
— — — — ॥
— — —

২য়　— —
— × কুলমাজ্জবস্থ।
তস্মাদজায়ত বিভূ[ষি]তনন্দিনামা
× — — — ॥ [ক]
— — — —
— — — — ।
— —

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠাইবার পর, কয়েক স্থলে শ্রীযুক্ত প্রভাস বাবু পুনরায় যে যে পাঠ করিয়াছেন, তাহাও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তৎসকলও যথাস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

২য় পংক্তি—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত প্রভাসবাবুকৃত পাঠ। * কুলমাহৃতস্ত। .... নন্দি *

দ্রষ্টব্য।—'আহৃতস্ত' পাঠ করিলে ছন্দও ভঙ্গ হয়। মূলে '—াজ্জবস্ত'ই আছে।

[ক] শ্লোকের বসন্ততিলকছন্দঃ। দ্বিতীয় পংক্তির আদ্য (১৩·১৪টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে।

৩য় পংক্তি —

— — — ন্যং (ম্) ॥ [খ]

বর্ষাংশুঃ ক্রমণসরসামম্বুধিঃ§ধী (র্ব্বা) নদীনাং

ক্রীড়ানীড়ং সুজনবয়সাং [ ] স্বপ্ন বি(?) × —

— — — —

— — —

৪র্থ .×—পু(?)জন্মা ॥ [গ]

তস্য ধর্ম্মনিধিধর্ম্মিমান্ সূনুঃ সূনৃতবাগভূৎ

শ্রীনারায়ণনন্দীতি নন্দিনাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ [ঘ]

শ্রী— — —

— —

— —

৫ম ×-।

মৌক্তিকহারলীনাং (ম্) ॥ [ঙ]

যশোদয়ানন্দগুণৈরলঙ্কৃতঃ

শ্রিয়ান্বিতো গোপগৃহে ভজন্বর্দ্ধং।

সুদর্শনাবদ্ধরতিঃ ম(?) × --

- - - ॥ [চ]

- - -

তৃতীয় পংক্তি—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য।

প্রভাসবাবুকৃত প্রথম পাঠ। •ন্য॥ .... •ম্বুবিচীনদীনাং

ক্রীরা (ড়া) নীরং (ড়ং) - - - বয়সাম্বেশ্ম •

প্রভাসবাবুকৃত দ্বিতীয় বারের পাঠ। • হংস (?)॥ - - - ম্বুধির্বা নদীনাং.........

§ চিহ্নিত অক্ষরটিকে 'ধী' বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ছন্দ ও অর্থের অনুরোধে 'র্ব্বা' পাঠ করা আবশ্যক। তৃতীয় পংক্তির আদ্য (১০—১২টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে। [খ] শ্লোকের ছন্দ জানা যায় না।

দ্রষ্টব্য।—মূলে 'ক্রীড়ানীড়ং' আছে। 'অম্বুবিচী' পাঠে ছন্দ ও বানান ভুল হয়। মূলেও 'অম্বুধির্বা' নাই। তবে 'অম্বুধির্ব্বা'রূপে সংশোধন আবশ্যক; নতুবা অর্থ হয় না।

৪র্থ পংক্তি—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য।

প্রভাসবাবুকৃত প্রথম বারের পাঠ। • প্রজন্মা। .... নিধিধর্ম্মবান্ ....॥ •

প্রভাসবাবুকৃত দ্বিতীয় পাঠ। • সী (হী) যু(পু) জন্মা ....॥ •

৪র্থ পংক্তি — × ·নয়া মুনয়স্য পত্নী।

সাধ্বী গুণৈঃ প্রথিতকীর্ত্তিরবন্ধনীতি

যাবন্মনীব মুনিমাপ পতিব্রতানাং (ম্) ॥ [ছ]

সুদক্ষিণা × - - - - .

- - - - ।

— — —

৬ম — — × [স্থি ?] তয়োঽনুবধা ॥ [জ]

দ্রষ্টব্য। –চিহ্নিত প্রথম অক্ষর নিশ্চিতরূপে পাঠ করা যায় না। কিন্তু মূলে "ধীমান্"-ই আছে। "ধর্মীমান্" পাঠ ব্যাকরণসম্মত নহে। ৪র্থ পংক্তির প্রথম (৭—৮ টি) অক্ষর একেবারেই নষ্ট হইয়াছে।

[গ] মন্দাক্রান্তা ॥ [ঘ] অনুষ্টুম্। সমস্ত শিলালিপিতে শুদ্ধ এই শ্লোকটি মাত্র পূর্ণ অংশে রক্ষা পাইয়াছে ॥

৫ম পংক্তি—সংস্কৃত পাঠ দ্রষ্টব্য।

প্রভাসবাবুকৃত পাঠ। • মৌক্তিক·········॥·········ভজবলং। সদঙ্গনাবদ্ধরতিঃ স •

দ্রষ্টব্য। মূলে 'সদঙ্গনাবদ্ধরতিঃ' নাই। আর ঐ পাঠে, শ্লোকে যে সুন্দর শ্লেষটি আছে, তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। "মুক্তাহারের দীপ্তির ন্যায় [সুন্দর] যশ-দয়া ও আনন্দ [রূপ] গুণসমূহ দ্বারা তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন এবং পৃথিবীপতির গৃহে [বাহু]বলের সেবা করিয়া তিনি শ্রিয়ান্বিত হইয়াছিলেন। [যেরূপ যশোদয়ার আনন্দবর্দ্ধক গুণবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) গোপগৃহে বললাভ করিয়া শ্রিয়ান্বিত হইয়াছিলেন]।"—এরূপ অর্থও কষ্টকল্পিত। কৃষ্ণমাতার নাম 'যশোদা', 'যশোদয়া' নহে। 'গোপ' শব্দের পৃথিবীপতি অর্থ, কষ্টকল্পিত ॥ [ঙ] ইন্দ্রবজ্রা ॥ ৫ম পংক্তির প্রথম (৫-৬টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে। ॥ [চ] বংশস্থবিল ॥ ৬ষ্ঠ পংক্তির প্রথম (৪টি) অক্ষর নষ্ট।

[ছ] বসন্ততিলকম্ ॥ [জ] উপেন্দ্রবজ্রা ॥

৬ষ্ঠ পংক্তি।—সংস্কৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

:— • (ত)—নয়া ··········। ··········॥ সুদক্ষিণা (য়াং)'

দ্রষ্টব্য। চিহ্নিত অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ॥

৬ষ্ঠ পংক্তির প্রথম (৪টি) অক্ষর নষ্ট।

৭ম পংক্তি।—সংস্কৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ।

:—•তয়োঽনুরূপায়ামস্যামভূৎ সত্যপবিত্রকল্পঃ

নাম্নামভূত্তনয়পবিত্রকায়ঃ
কল্যাণনন্দীতি সুতোऽনুরূপঃ।
প[র]স্পরপ্রেমসমাহিতা : ×
— — — — ॥ [ক]
— — — — ×

৮ম পংক্তি † [বিদ্ব]দ্‌গোষ্ঠীরসবিসলতাস্বাদলীলাবিদগ্ধঃ।
কুর্ব্বন্‌ ভূয়ো বিবিধসুমনোমানসে পক্ষপাতং
খ্যাতো × — — — ॥ [খ]
— — — —

৯ম [স্বা]ধীনায় জনায় ন প্রকুপিতশ্চ বানুনীনা[ঃ] খলাঃ।
জিহ্বা ক্বাপি খলীকৃতা ক্রমাং × ——— ———
— —— —— ——॥ [ট]
[— —— — ×[ম-]

কল্যাণনন্দীতি সুতোঽনলশ্রীঃ। পরস্তু চ
প্রেমসমাহিতো •

দ্রষ্টব্য।—চিহ্নিত স্থলগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে ছন্দের ভুল ঘটিয়াছে। উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের, 'তয়েঽনুরূপা' শব্দের পর পূর্ণচ্ছেদ হইবে। আর মূলে চিহ্নিত শব্দগুলি নাই। অক্ষরগুলি যথাযথ ভাবে সংবদ্ধ হয় নাই। শুদ্ধ পাঠ দ্রষ্টব্য।

৭ম পংক্তির প্রথম (২টি) অক্ষর নষ্ট ॥ [ক] প্রথমার্দ্ধ, ইন্দ্রবজ্রা। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, উপেন্দ্রবজ্রা। সমগ্র শ্লোকের উপজাতি ছন্দ ॥

[খ] মন্দাক্রান্তা ॥ [ট] শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্‌ ॥ † ছন্দ ও অর্থের অনুরোধে এবং 'বৎ'-প্রত্যয়ান্ত ছিল বলিয়া অনুমান হয় যে, লুপ্ত শব্দটি 'বিদ্বৎ'ই ছিল।

৮ম পংক্তি।— সংস্কৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—
'গোষ্ঠীরসবিহ্বলতাস্বাদলীলাবিদগ্ধঃ।

দ্রষ্টব্য।—'গোষ্ঠী' শব্দ স্থানে মূলে 'দ্গোষ্ঠী' শব্দ আছে এবং উহার পূর্ব্বে, ঐ পংক্তিতে আরও দুইটি অক্ষর [বিদ্ব] ছিল। 'ব' ফলার কিয়দংশ দেখা যায়। 'বিহ্বলতা' পাঠ করিলে ছন্দোভঙ্গ ঘটে, এবং শ্লোকের সুন্দর শ্লেষটি নষ্ট হইয়া যায়। আর মূলে 'বিসলতা' শব্দই আছে।

৯ম পংক্তি।—দ্রষ্টব্য। সংস্কৃত পাঠে ও শ্রীযুক্ত প্রভাসবাবুর পাঠে কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু 'কৃতবি—' শব্দের ব অক্ষর নিশ্চিতরূপে পড়া যায় না।

১০ম পংক্তি -মরি স[প]ত্নান্

সর্ব্বাংস্তমপ্যসকৃদর্থিজ[নানু] বৃত্ত্যা (ত্যা)।

যঃ প্রেম্নি চায়মি × — —

— — — — ॥ [ঠ]

— — — —

১১শ × -না

প্রধ্বংসং গমিতে চিরায় সুপথি স্বর্গাপবর্গোন্মুখে।

লোকং প্র -× — — —

— — — — ॥ [ড]

— —

১২শ ×স্ব বালুকাজালসাক্ষিনঃ।

মীমাংসিতা দিগন্তেষু সঞ্জিতা য × —॥ ঢ]

— — — —

— — — —।

— — — —

১০ম পংক্তি।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

..................জ(নায় প্রী)ত্যা।...............

দ্রষ্টব্য। প্রথম (মৎকৃত) পাঠই ছন্দঃসম্মত এবং মূলে 'বৃত্যা' শব্দই আছে ; কিন্তু উহা 'বৃত্ত্যা'রূপে সংশোধন না করিলে অর্থ হয় না। [ঠ] বসন্ততিলকং ছন্দঃ॥ মাত্র, ১০ পংক্তির আদ্য অক্ষর অভগ্ন আছে॥ [ড] শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্॥ [ঢ] অনুষ্টুম্॥

১১শ পংক্তি।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুর পাঠ,—

* তা প্রধ্বংসং গমিতে চিরায় সুপ্রথি স্বর্গাপবর্গাম্মথে।

লোকং প্র * দ্রষ্টব্য।—মূলে চিহ্নিত পাঠ নাই।

১১শ পংক্তি প্রথম (১টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে।

১২শ পংক্তি প্রথম (১টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে।

১২শ পংক্তি।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

*.........শ্চ বালুকা জাল সাক্ষিণঃ।

মীমাংসিতা দিগন্তেষু সঞ্চিতায় *

দ্রষ্টব্য। চিহ্নিত পাঠগুলি মূলে নাই এবং ঐরূপ পাঠে অর্থ হয় না। অক্ষরগুলি যথাযথভাবে সংবদ্ধ হয় নাই।

১৩শ পংক্তি ×

শ্রীর্ণাগমৎকুলবধূ[রি]ব ব্রতভঙ্গং (ম্) ॥ [য]

সরস্বতীতি যস্যাভূদনু- × — —।

— — — —॥ [ন]

— — — — —

— — —

১৪শ ×। বিনয়ভূর্যস্যাপরা প্রেয়সী।

যামালোক্য সতীপ × — — —

— — — —॥ [য]

— — — —×

১৫শ -[গি?]রো:

রাজিতা রাজহংসীব মানসে যস্য ×—॥ [ব]

— — — —

— — — —।

— — — —

— — —

১৬শ ×পতী: পরমাদরেণ ॥ [ধ]

১৩শ পংক্তি।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

– প্রথম পাঠ। * শ্রী র্ণা গমকুলবধুস্নিবহ স্তদঙ্গং॥ সরস্বতীতি যস্যাভূদ্ *

— ২য় পাঠ। * শ্রী র্ণা গমৎকুলবধুস্নিবহ স্তদঙ্গং॥ স্বরস্বতীতি যস্যাভূদ্ *

দ্রষ্টব্য।—চিহ্নিত পাঠে, শ্লোকের এই চরণের সুন্দর অর্থ টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়।

মূলে, চিহ্নিত পাঠগুলি নাই এবং ঐ সকল হইতে অর্থগ্রহ হয় না।

১৩শ পংক্তি।—প্রথম (১টি) অক্ষর নাই॥ [য] বসন্ততিলকম্॥ [ন] অনুষ্টুভ্॥ [য] শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্॥

১৪শ পংক্তি।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুর পাঠ,—

—* বিনয়ভূর্যস্যা পরা প্রেয়সী। যামালোক্য সতীপ *

দ্রষ্টব্য।—প্রভাসবাবুর ব্যাখ্যাকালে, 'বিনয়ভূর্যস্য' শব্দ বাদ পড়িয়াছে।

১৪শ পংক্তি।—প্রথম (১টি) অক্ষর নাই॥ [ব] অনুষ্টুভ্॥

১৫শ পংক্তি।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

*নী। রাজিতা রাজহংসীব মানসে যস্য সা *

দ্রষ্টব্য।—মূলে চিহ্নিত প্রথম দুইটি পাঠ নাই। শেষ চিহ্নিত অক্ষরটি নিশ্চিতরূপে পড়া যায় না॥ ১৫শ পংক্তি।—প্রথম (১টি) অক্ষর নষ্ট॥ [ধ] বস্থলানিলজন্ম॥

১৬শ পংক্তি।—সংস্কৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

*পদ্মঃ পদ্মযাদবেণ * দ্রষ্টব্য।—মূলে চিহ্নিত পাঠ নাই।

১৬শ পংক্তি।—প্রথম (১টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে।

অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা

[ক] চিহ্নিত শ্লোক—সারল্যের (ঋজুতার) কুল-কে (?)…। তাঁহা হইতে **বিভূষিত-নন্দিনামা** [এক ব্যক্তি] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

[খ] চিহ্নিত শ্লোক,— [সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে।]

[গ] চিহ্নিত শ্লোক,—স্বল্পজল (কৃপণ) সরোবরসমূহের [পক্ষে, যেরূপ] বর্ষারম্ভ; অথবা, নদীগণের [পক্ষে, যেরূপ] সমুদ্র; দরিদ্র ব্যক্তি (কৃপণ)-গণের [পক্ষে] তিনিও তদ্রূপ ছিলেন। তাঁহার গৃহ (বেশ্ম) 'সুজন'রূপ পক্ষিগণের ক্রীড়ার স্থান ছিল। [পক্ষান্তরে, বাসা] *

[ঘ] শ্লোক,—**শ্রীনারায়ণনন্দী**—এই নামে তাঁহার [বিভূষিতের] ধর্ম্মনিধি, ধীমান্ ও সত্যবাদী এক পুত্র হইয়াছিল। তিনি নন্দীকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী ছিলেন।§ [পক্ষান্তরে, তিনি নন্দীদিগের মধ্যে (নন্দিবর্দ্ধন) শিবতুল্য ছিলেন।]

[ঙ] শ্লোক,—[অধিকাংশেই ভগ্ন হইয়াছে।] মুক্তাহারের লীলাকে…॥

[চ] শ্লোক,—**শ্রীনারায়ণনন্দী** পক্ষে,—[তিনি] যশঃ, দয়া ও আনন্দ [রূপ] গুণসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং (শ্রী-) সৌভাগ্য-যুক্ত [ছিলেন]; [তিনি] **গোপ-গৃহে** §§ (এতন্নামক স্থানে) ক্ষমতা (বল) ভোগ করিতেন। **সুদর্শনা**-(-নামক স্ত্রী-)র প্রতি তাঁহার অনুরাগ স্থির ছিল [অথবা, (সম্যক্ দর্শন) আত্ম-জ্ঞান লাভে তাঁহার দৃঢ় অনুরাগ ছিল।]

বিষ্ণু-পক্ষে,—[বিষ্ণুও] 'যশোদা'-কর্ত্তৃক, 'নন্দে'র ¶ গুণসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত ও 'লক্ষ্মী'

---

* "নীড় স্থানকুলায়য়া" ইতি মেদিনী।

§ গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য শ্রীনারায়ণনন্দীকে শিবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মনুষ্য এবং নারায়ণ হইয়াও তিনি শিবতুল্য।

§§ 'গোপ-গৃহ,'-সম্বন্ধে লিপিবিবরণে দ্রষ্টব্য।

¶ 'নন্দিনা নন্দিবর্দ্ধনঃ' (৪র্থ পংক্তি), 'আনন্দগুণৈরলঙ্কৃতঃ' (৫ম পংক্তি) উল্লিখিত শব্দগুলির ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় যে, প্রশস্তিকারের মনে নন্দীবংশের নাম ও গৌরব প্রচার করিবার বলবতী ইচ্ছা এবং জন্যই 'নন্দ' ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের ভূরি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

দেবীর সহিত যুক্ত [ছিলেন] [এবং] গোপালকদিগের গৃহে 'বলরাম'কে † (ভজনা) পূজা করিতেন। [বিষ্ণুরও] অনুরাগ (রতি) সুদর্শন চক্রের প্রতি আবদ্ধ [ছিল] ।§

[ছ] শ্লোক,—সুনয় [নামক ব্যক্তিবিশেষে] র, [অথবা, সুনীতিশীল ব্যক্তিবিশেষের] —নীতিযুক্তা (?), সাধ্বী এবং গুণসমূহ দ্বারা খ্যাতকীর্ত্তি, **অরুন্ধতী** [নামে] এক পত্নী ছিল; যিনি [বশিষ্ঠ-পত্নী] অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতা স্ত্রীলোকদিগের স্তুতি লাভ করিতেন।

[জ] শ্লোক,—[প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে।] [অরুন্ধতী] অতিশয় .** উদার-স্বভাবা ছিলেন— .....[বংশ-] স্থিতির (?) অর্থে উপযুক্তা ছিলেন।

[ঝ] শ্লোক,—সেই দুই জন হইতে, সত্যবাক্যের দ্বারা পবিত্রকণ্ঠ এবং অতুল সৌন্দর্য্য-শালী **কণ্ণাল নন্দী** [নামে] পুত্র হইয়াছিল। পরস্পরের প্রতি প্রেম দ্বারা বদ্ধ (?)

[ঞ] শ্লোক *§-**রাজপক্ষে**—বিদ্বান্‌দিগের সভায় রসের যে প্রাচুর্য্য (বিসল-তা), তাহার আস্বাদনরূপ ক্রীড়ায় যিনি পণ্ডিত [ছিলেন] এবং বহুবার অনেক সুধীর ব্যক্তি-গণের চিত্তের প্রতি পক্ষপাত করিয়া ..[রাজাদিগের মধ্যে সূর্য্য (হংস) রূপে ?] খ্যাত হইয়াছিলেন।

হংসপক্ষে— [মধুর-] রসযুক্ত মৃণালের (বিস-লতার) আস্বাদন-ক্রীড়ায় অভ্যস্ত এবং বিবিধ-পুষ্পযুক্ত মানস-সরোবরে [যে রাজহংস] ডানা (পক্ষ) সঞ্চালন (পাত) করিয়া ... খ্যাত হইয়াছে।

[ট] শ্লোক,—নিজের অধীন ব্যক্তিদিগের প্রতি তিনি কুপিত হইতেন না, অথবা খলদিগের অনুনয় করিতেন না, কিংবা কদাপি জিহ্বা কলুষিত করেন নাই।

[ড] শ্লোক,— [অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে।] বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পরে, বহু কাল ধরিয়া স্বর্গ ও মোক্ষের দিকে—যে উৎকৃষ্ট পথের, উর্দ্ধ লক্ষ্য আছে, সেই পথে লোককে...॥

[ঢ] শ্লোক,— [অধিকাংশ নষ্ট।]......এবং বালুকাসমূহে শুইয়া [পড়িয়া] ছিল। দিগন্তসমূহে মৎস্যের ন্যায় আচরণ করিয়াছিল, ভীত হইয়াছিল...।

---

† 'নামৈকদেশগ্রহণে নামমাত্রগ্রহণম্' এই ন্যায়ের দ্বারা, যেরূপ 'ভীম' শব্দের দ্বারা 'ভীমসেন'কে বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ এখানেও 'বল' শব্দদ্বারা 'বলরাম'কে গ্রহণ করা হইল।

§ এই [চ] শ্লোকে এক ব্যক্তিকে শ্লিষ্ট শব্দের সাহায্যে বিষ্ণুর সহিত উপমিত করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির নাম, বিষ্ণুর পর্য্যায়-ভুক্ত কোনও শব্দ ছিল। অব্যবহিত পূর্ব্বেই মূলে যখন শ্রীনারায়ণ নামক ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তখন এই শ্লোকটি, শ্রীনারায়ণ-নামক নন্দ-বংশীয় ব্যক্তির সম্বন্ধেই লিখিত হইবার বিশেষ সম্ভব।

** পরিজনের প্রতি সদয় ব্যবহার গৃহিণীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। 'শকুন্তলা'র প্রতি উপদেশকালে মহর্ষি কণ্ব বলিয়াছিলেন—"ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে"—"পরিজনের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও।"—'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—চতুর্থাঙ্কঃ।'

*§ এই [ঞ] শ্লোকে শ্লিষ্ট শব্দের সাহায্যে এক রাজবংশোদ্ভব (?) ব্যক্তিকে, সম্ভবতঃ রাজহংসের সহিত তুলিত করা হইয়াছে। ''বিসল্লীলো'—" পদে একদেশ-শ্লেষ আছে। এক পক্ষে,—রসের বিসল-তা এবং অন্যত্র রস (-যুক্ত) বিস-লতা, এইরূপ পদচ্ছেদ ও অর্থ করিতে হইবে।

[ণ] শ্লোক,—[যাঁহার] (শ্রী) রাজ্যলক্ষ্মী *§ কুলবধূর ন্যায় সচ্চারিত্র (বৃত্ত) লঙ্ঘন করেন নাই।

[ত] শ্লোক,— [প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট।] যাঁহার **সরস্বতী** [এই নাম –] ··· ছিল।

[থ] শ্লোক,— [প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট।] যাঁহার অপর প্রেয়সী বিনয়ের আধার ছিলেন। *§* যাঁহাকে দেখিয়া···

[দ] শ্লোক,—রাজহংসী যেরূপ মানস-সরোবরে বিচরণ করে, তেমনি [এই রমণীও] যাঁহার চিত্তে বিরাজ করিতেন।

[ধ] শ্লোক,—[প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট।] পতির পরম আদরের দ্বারা ···॥

শ্রীহরিদাস মিত্র

[ণ]-শ্লোকের তিনটি চরণ সম্পূর্ণ নষ্ট। কিন্তু অবশিষ্ট চরণটি সুন্দর।

*§ লক্ষ্মীর স্বাভাবিক চাঞ্চল্য চিরপ্রসিদ্ধ 'কাদম্বরী' পূর্ব্বভাগে 'চন্দ্রাপীড়ে'র প্রতি 'শুকনাস' লক্ষ্মীর ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সবিস্তর উপদেশ দিয়াছেন। স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মী শ্লোকোদ্দিষ্ট ব্যক্তির গৃহে কুলবধূর আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। কুলবধূর আচার কিরূপ, 'রাজশেখর' তাহা বলিয়াছেন,—

"অভ্যুত্থানমুপাগতে গৃহপতৌ তদ্ভাষণে নম্রতা,
তৎপাদার্পিতদৃষ্টিরাসনবিধিস্তস্যোপচর্য্যা স্বয়ম্।
সুপ্তে তত্র শয়ীত তৎপ্রথমতো জহ্যাচ্চ শয্যামিতি
প্রাচ্যৈঃ পুত্রি নিবেদিতঃ কুলবধূসিদ্ধান্তধর্ম্মাগমঃ ॥"

§ পূর্ব্বশ্লোকের উদ্দিষ্টা সরস্বতীই, বোধ হয়, ব্যক্তিবিশেষের অপরা স্ত্রী ছিলেন। দেবী সরস্বতী, স্বাভাবিক প্রাগল্ভের জন্য সুবিদিতা, কিন্তু এ সরস্বতী মানবী হইয়াও বিনয়ের আধার ছিলেন। আর যে লক্ষ্মী চঞ্চলতার জন্য নিন্দিতা, তিনিও ইঁহার গৃহে কুলবধূর আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যক্তি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র বাস কিরূপ সম্ভব, তাহা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। প্রাচীন শিলালিপির ভাষায় বলিতে গেলে—তিনি শ্রী ও সরস্বতীর একাধিবাসের দর্শয়িতা ছিলেন—"দর্শয়িতা শ্রীসরস্বত্যোরেকাধিবাসস্য"—(বলভীপতি তৃতীয়ধ্রুবসেন মহারাজের তাম্রশাসন — বলভীসংবৎ ৩৩৪)।

[প্রশস্তির অবশিষ্ট সমুদয় অংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। দশম (১০) পংক্তির আদ্য অক্ষর অভগ্ন আছে। তাহা হইতে গণনা করিয়া দেখা গেল যে, প্রতি পংক্তিতে, প্রশস্তিখানিতে ৩৪—৩৮টি করিয়া অক্ষর ছিল।]

তরুণীরমণের পদাবলী *

১৩০৮ সালে রাজসাহী 'কলেজ ক্লাবের' পক্ষ হইতে মৎকর্ত্তৃক অনেকগুলি হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় নামক একখানি গ্রন্থ ছিল। এই সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে তরুণীরমণের কতকগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তরুণীরমণের সম্পূর্ণ পদাবলী এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই এবং প্রকাশিত পদসংগ্রহসমূহের মধ্যেও কোথাও তরুণীরমণের পদ বা তাঁহার উল্লেখ দেখি নাই। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে উদ্ধৃত পদগুলি আমাদের মধুর লাগিয়াছে বলিয়া প্রবন্ধ-শেষে উহাদের কয়েকটি প্রদত্ত হইল।

ভণিতায় নামোল্লেখ ব্যতীত পদগুলি হইতে তরুণীরমণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের কবি মূল গ্রন্থে নিজ পরিচয় অতি সংক্ষেপে দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তরুণীরমণের সময় নির্দ্ধারণের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন,—

সরূপং শ্রীরূপং রঘুনাথং তৎপরং।
তদনু শ্রীকৃষ্ণদাসং বন্দে মৎপ্রাণবল্লভং॥
জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোঁসাই।
তাঁহা বিনু আমার সংসারে কেহো নাই॥
যোহেন পাপী জনের জেহোঁ পরিত্রাতা।
কত দীন নিস্তারিল কেবা তার জ্ঞাতা॥

অন্যত্র,—

জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোঁসাই।
জাহার প্রসাদে মোর এতেক বড়াই॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়-রচয়িতা যে চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য, তাহা ইহা হইতেই কতকটা অনুমান হয়।

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্ত্তী কোন পদকর্ত্তার পদ পাওয়া যায় না। এই জন্য মনে হয়, ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ জীবিত থাকিতে বা তাঁহার পরলোক-গমনের অব্যবহিত পরে রচিত হয়।

চৈতন্যদেবের শেষ জীবনে কবিরাজ কৃষ্ণদাসের বাল্যাবস্থা। ইনি শ্রীজীব, নরোত্তম, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসকে দেখিয়াছেন। ১৫৩৭ শকে চৈতন্যচরিতামৃত রচনার সময় ইনি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত। ইহার অনতিকাল পরেই সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় রচিত হয়। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে নিম্নলিখিত মহাত্মগণের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে,—বিল্বমঙ্গল (?), চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, রঘুনাথ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বল্লভ, তরুণীরমণ।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটি শাখার অধিবেশনে পঠিত।

ইহাঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন চৈতন্যের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও যদুনাথ, চৈতন্যের শেষ বয়সে ও তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে বর্ত্তমান ছিলেন। বঙ্ক ও তরুণীরমণের নাম আমরা এই প্রথম পাইলাম। পদকল্পতরুতে ইহাঁদের উভয়ের কাহারও নাম নাই। চৈতন্যের পারিষদবর্গের মধ্যেও ইহাঁদের কাহাকেও পাই নাই।

তরুণীরমণের পদাবলী হইতে প্রকাশ পায় যে, তিনি ভগবৎপ্রেমিক পরম বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্যের সমসাময়িক হইলে ইনি তাঁহার পারিষদভুক্ত না হইয়া পারিতেন না; চৈতন্যের সময়ে বা তাহার পরে জন্মিলেও ইহাঁর পদাবলীতে চৈতন্য এবং তাঁহার পারিষদগণের কিছু-না-কিছু উল্লেখ থাকিতই। কিন্তু সেরূপ কিছু পাওয়া যাইতেছে না; সুতরাং অনুমান করিতে হয়, তরুণীরমণ চৈতন্যের সমসাময়িক বা তাঁহার বহু পরবর্ত্তী নহেন। এতদ্ব্যতীত কবির সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানা যায় নাই। শেষে আলোচনার পর আমার সন্দেহ হইয়াছে যে, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানির রচয়িতা স্বয়ং তরুণীরমণ।

তরুণীরমণের পদাবলী

পূর্ব্ব-রাগ

১

অম্বর হেরি হুল ধনি সম্বিত
ঘন ঘন কম্পিত অঙ্গ।
বাহু পসারি ধাই ধরু কা করু
কো বুঝে মরম তরঙ্গ॥
সুন্দরী হাসি বচন কহু থোর।
নীল অঞ্চল লই সঘনে আলিঙ্গই
নয়নে নিঝরে ঝরু লোর॥ ধ্রু॥
কি শুনিনু কি পেখনু কে জানে কৈছন
ঐছন পুন কঁহে বাত।
দরশনে পরশ সরস মধু মানস
কোই করব হাতে হাত॥
অধমুখ হোই রহই দিন-যামিনী
ভাবিনী ভাব গভীর।
তরুণীরমণ ভণ মরমহি জাগত
অদভুত শ্যাম শরীর॥

২

নিশি দিন ভাবি ভবনে ধনী রহই।
দারুণ মদন দহনে তনু দহই॥
সুন্দরী আকুল পরাণ।
মরমকো দুখ কোই নাহি জান॥
খেনে তনু কম্পই ঝম্পই কাম।
মনে মনে সঘনে জপই প্রিয়নাম॥
কানু কলেবর জ্যোঁ তনু উজর।
স্মরিতে মনহি নয়নে বহে নীর॥
সখিগণ পরশে সরস যদি হোয়ী।
মনমথ হৃদয়ে বিদারই সোই॥
রেণুপর পতই সুতই খিতিমাঝ।
উঠইতে লুটই ঘটই বহু লাজ॥
সখিগণ পেখি নিমিখ নাহি ছোড়।
তরুণীরমণ ভণ ঘন তনু মোড়॥

৩

কৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগঃ

রাইকো পেখি, উপেখি জগ ভাবিনি, ভাবি বহই হৃদিমাঝ।
এ অতি অপরূপ, রূপসি নিরমায়ল, কো বিধি বিদগধরাজ॥
মাধব, মদন বেদনে তনু ভোর।
খেনে খেনে উঠই, চমকি মহী লোটই, সুবল সখা করু কোর॥
মরম-সখা সঙ্গে, সকল নিবেদল, কিয়ে ভেল পাপ পরাণ।
গুরিমুখ নিরখিত, রখি জীউ জায়ত, কতহি করব সাবধান॥
অরুণিম অধরে, সুধা কত বরিখত, বচন অমিয়া তছু মাঝ।
হেন মনে হোই, চরণে চরণে ধরি, রোদই পরিহরি পৌরুষ লাজ॥
সো নাহি পায়ল, বিহি নাটায়ল, পুন যদি অনুকূল হোয়।
তরুণীরমণ ভণ, এহি নিবেদন, আনি মিলায়বি মোয়॥

৪

সুন হে সুবল সখা আর কি হইবে দেখা
পাসরিতে নারি সুধামুখি ।
ই কথা কহিব কারে কে বা পরতিত জার
মোর প্রাণ আমি তার সাখি ॥
সখা হে, ভাবিতে ভাবিতে তনু সেস ॥
যদি কার্য্য হয় সিদ্ধি না জানি কি করে বিধি
আনন্দে করিবু পরবেশ ॥
সুনিঞা সুবল কয় কিছু না করিহ ভয়
অবিলম্বে আনি দিবু তারে ।
পুরাব মনের আস তবে সে জানিবে দাস
বিলাস করিবে রসভরে ॥
কর জোর করি শ্যাম সখাএ করে পরনাম
ইহলোকে তুমি মোর বন্ধু ।
তরুণীরমণ বলে রাখ রাঙ্গা পদতলে
এ বার তরাহ ভবসিন্ধু ॥

সংক্ষিপ্ত মিলন

কৃষ্ণাভিসার

৫

সুরচন বেশ, বয়েস নব কৈশর, আভরণে ঝলমল অঙ্গ ।
চন্দ্র কোটি জিনি, বদন সুউজ্জ্বল, সুরেশ্বর নয়ান তরঙ্গ ॥
মাধব কুঞ্জে করল অভিসার ।
জয় বলি জগত, পুরল জগমোহন, মুরলী ফুকার ॥
সহচর সঙ্গে, রঙ্গে সুবলাদয়, কুঞ্জে করল পরবেশ ।
কৈছনে মিলব, সো বর নাগরী, ঐছে মাগত উপদেশ ॥
উপজব সুখ, দুখ সব বিমোচব, কোন কামিনি অবলম্ব ।
প্রথম সমাগম, ভয়ে বহু ভাবই, তরুণীরমণ তনু কম্প ॥

কৃষ্ণস্য দূতীগমনম্

৬

সুন ধনি রমণি-সিরমণি রাধে।
হেরইতে কানু করল তোহে সাধে॥
কালিক (?) নিকয় জব জাত্।
কাঁধে কুম্ভ সখিগণ সাথ॥
জব জমুনা তিরে তুহু গেল।
মাধব তবহি তিরুতলে খেল॥
জেই খনে হেরল তুয়া মুখচান্দ।
জামিনি,দিন আ-রে (?) ঝরু কান্দ॥
উচল কুচযুগে হারয়ো জোর।
সঙরিতে কম্পিত নন্দকিশোর॥
রাম-কদলি উরু পদনখ ইন্দু।
সঘনে ফুকারই ব্রজকুলবন্ধু॥
অভিসর সুন্দরি না করু বিলম্ব।
যদি জিয়ে মাধব তুয়া অবলম্ব॥
তরুণীরমণ ভণ বিহিক বিধান।
দারিদ্রে বৈছে করবি হেমদান॥

৭

নব জোবনি ধনি, রমণির শিরমণি, অভিসরু সখিগণ সঙ্গ।
নব নব বসন, ভূষণ মণি আভরণ, বরণ পীতো গুণ অঙ্গ॥
সুন্দরী কুঞ্জে করল অভিসারে।
একে নব কামিনী, নব অনুরাগিণি, ঘন ঘন দীগ নেহারে॥
তরুয় লতাচয়, সমির সমাগম, অনু মনু জাত হি রাই।
পতিত পত্র, পরস সুন পদ কুনি (?), ঘন কম্পিত রাই॥
ফণিগণ বদনে, মণিগণ নিরসই, হেরইতে চমকিত বামা।
দিগ ভরমে ধনি, মরমে বিয়াকুলি, সকল সখি এক ঠামা॥
বাজন বন্ধ, রতন মণি কিঙ্কিণী, ... করু সাবধানে।
অলখিতে ভাবিনি, গজগতি গামিনী, চললহি কোহি নাহি জানে॥
গত সঙ্কেত, চেত রহিত চিত, হরস দরস রস মন্ত্রে।
তরুণীরমণ ভণ, কহু বিধুজন, ধাই ধরল যেন চন্দ্রে॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়* ব্যতীত একখানি পদসংগ্রহেও তরুণীরমণের পদের সন্ধান পাইয়াছি। পদসংগ্রহখানি সাহিত্য-পরিষদে এতৎসহ উপহারস্বরূপ প্রেরণ করা হইল। ইহাতে মোট ৫০টি পদ রহিয়াছে; তন্মধ্যে,—১৫টি বিদ্যাপতির (১-৬, ১২, ২২, ২৩, ২৮, ৩৭, ৪৮-৫০ ও ২৫ সংখ্যক পদ), ৮টি চণ্ডিদাসের (৮, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ২৭, ৪০ ও ৪৭ সং), ১টি নরহরির (৭ সং), ১টি নটবর দাস (৯ সং), ১টি বংশীবদন (১৩ সং), ৩টি জ্ঞানদাস (১৪, ৪১ ও ৪৫ সং), ১টি শেখর রায় (২১ সং), ১টি কৃষ্ণবল্লভ (৪৬ সং), ২টি জগন্নাথ (২৬ ও ৪৪ সং), ৭টি গোবিন্দদাস (২৪, ২৯-৩৩—৩৬ সং), ১০টি তরুণীরমণ (১৭-২০, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯,৪২ ও ৪৩ সং)।

পদসংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত তরুণীরমণের পদসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহার ৩৫ সংখ্যক পদে রূপগোস্বামীর নাম রহিয়াছে।

১

গরলের বীজ প্রথমে রুপিনু
অমিঞা ফলিল তায়।
আনলের মাঝে জলের জনম
কেবা পরতীত জায়॥
অমিঞা খাইতে গরল হইল
গরল হইল সুধা।
গরল অমিঞা একোহি জানএ
তাহার মহিমা জুদা॥
ছয়টি আঁখর সকলের মূল
অমিঞা গরল জাথে।
তিনটি আঁখর শেষে উপজয়ে
পরাণ বন্ধাছে তাথে॥
তিনেরে সাধিতে অসাধন তিন
আপনি মিলয়ে আসি।
মাঝের আঁখর বিনাশ করিয়া
তাহাতে থাকএ বসি॥
সময়াসময় বিচার না করে
সাধয়ে আপন কাজ।
তরণিরমণ করে নিবেদন
সেই সে পড়য়ে বাজ॥ ১৭

---

* অল্প দিন হইল, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের একখানি খণ্ডিত পুথি পাইয়াছি। উহা এখন আমাদের অধিকারেই আছে।

২

সখি হে কি করব না রহে তিন।
পহিল বরণ কঙ্ক হিন॥
তাহে পুবেস কঁন্ধ মোয়।
জানি তনু সিতল হোয়॥
পুন তিনে ইহ লাগাই।
তা মিত স্থত কাহে পাই॥
ইত ওত করি জান।
কোহি করব ইহ পাক॥
হাম রহব কত দিন।
তিনে করল তনু খিন॥
× × পরসে মন ঝুরে।
তরুণিরমণ দুখ পুর॥ ১৮

৩

বেদ বেদান্তর বিচার করিয়া
জাহারে কহএ হিন।
তাহার মাঝারে ভজনের মূল
আছএ আঁখর তিন॥
সাধিতে সাধিতে নিদ্রিত হইব
জখন আঁখর সাত।
গরল গিলিয়া অমিয়া জানিব
তবে সে পাইব নাথ॥
যরেক দারুণ অতি নিদারুণ
সদাই থাকিব সঙ্গ।
ছয়টি আখরে মরণ জিবন
বসিয়া দেখিব রঙ্গ॥
তাহার মাঝারে চারিটি আখর
তাহে উপজিল দুই।

অগত ভাবিতে নিগম পাইএ
তাহার মাঝারে থুই ॥
রসিক সুজন পিএ অনুক্ষণ
আনে করে উপহাস।
দেখিতে শুনিতে সময় পাইব
সভাই হইব দাস ॥
গোপত ধনেরে বেকত করিতে
হৃদএ লাগএ কাঁপ।
ও রস-সায়রে তরুণিরমণ
বুঝিয়া দিলেক ঝাঁপ ॥ ১৯

৪

ভুলল অখিল একই ঠাম।
কি জানি কি লাগি বিধাতা বাম ॥
যাহার লাগিয়া কান্দিয়া মরে।
আপনি আছএ তাহার কোরে ॥
মিনতি করিএ সে যত কয়।
না শুনে শ্রবণে মরমে দয় ॥
না দেখি দেখিঞা সমান দুখ।
কে জানে কেমন কেমন সুখ ॥
যে জন রসিক সে জানে ওর।
তরুণিরমণ ভাবিয়া ভোর ॥ ২০

৫

মধু মন পাখী সাখি ব্রজসুন্দর
তছু পর করল সুবির।
অদ্ভুত অধরে সুধারস বরিখএ
পিবইতে তিপিত শরীর ॥
সখি হে দৈব গতি নাহি জান।
মদন কিরাট সপতন লব লইতে
ফুলসরে করল সন্ধান ॥

বিকুল হিয়াপর　　থর থর কম্পই
পতিত বিহঙ্গম তাই।
× বাধি　　পাখিকুল আকুল
নয়নাধিক মুখ চাই॥
বিবেক রাজচর　　ক্রুততর মিলল
নিরসল ব্যাধ দুরন্ত।
তরুণিরমণ ভণ　　কানু পরসরস
ইসদ ভাব একান্ত॥ ৩৪

৬

রসের সায়রে　　পিরিতি মগর
প্রেম তলয়ারধারি।
আন আন মত　　নানা মিন যত
সভার নিধনকারি॥
ভাবিতে গুনিতে মনু।
পিরিতি বিহনে　　পাইব কেমনে
পিরিতি অধীন কানু॥
বেদ মহোদধি　　মথন করিল
যতনে গোসাঞি রূপ।
পিরিতি রতন　　তাহে উপজিল
সকল মতের ভূপ॥
সে মত আচরিতে　　পারে ব্রজপুরি
সখির অনুগা হৈয়া।
রাধিকা মাধব　　তবে সে পাইবে
দেখ মনে বিচারিয়া॥
শ্রীতিমত নিতে　　মন নিজজিতে
না থাকে রাগের গন্ধ।
কাঁচ আরাধিলে　　রতন পাইব
শুনিতে লাগয়ে ধন্দ॥
শাক রূপিলে　　চন্দন হইব
এ কথা কহিল কে।

সুখনিধি বলি দুখের সাগরে
ধরি ফেলাইল সে ॥
পিরিতি মাধুরি রসের চাতুরি
রসিক হইলে জানে।
তরুণিরমণ করে নিবেদন
ইহা কি বুঝিয়ে আনে ॥ ৩৫

৭

পবন দক্ষিণে গগন ধরি।
বামে বিধিপতি বিনাস করি ॥
যে রহে সে.আমি শুন হে নাথ।
বলিরিপু হঞা সশঙ্কে হাথ ॥
ব্রহ্মার পৌত্রের বাহান পদে।
যাহার জনম লেখএ বেদে ॥
বিরজাতনয় পুরিল জারে।
কামনা করিঞা সাধহ তারে ॥
তবহু কি জানি বিধিক রঙ্গ।
জদি বা মিলএ এ সব সঙ্গ ॥
উড়ুপ বাহন পুত্র * লে।
সোনার কমল বিমল জলে ॥
ভজন পুজন থাকয়ে জায়।
এ সঙ্গ পাইতে সকতি তায় ॥
শুনিঞা নাগর হাসিঞা কয়।
শ্রীপাদ সেবিলে সকলি জয় ॥
বাহিরে কপট হৃদে উদাস।
তরুণিরমণ মধুর ভাস ॥ ৪২

৮

তিনটি আঁখরে না জানি কি আছে
তিনেরে করিল বস।
তিন তয়ে তনু সঘনে কম্পিত
তিনে করে অপজস ॥

সখি হে দুয়ের বাহির সে।
কতি বা আছিল কিরূপে আইল
কি দিয়া গড়িল কে ॥
প্রথম আথরে প্রেম উদগম
মাঝিলা আথরে রস।
সেসের আথরে জগত তিপিত
অতেব সভাই বস ॥
কাহাকে কহিতে নাহি লহে চিতে
ই কথা বুঝিব কে।
তরুণিরমণ কিঞ্চিত জানয়ে
ভাবিয়া মরিছে সে ॥ ৪৩

৯

তিনের মরম জে বা নাহি জানে
×নে কিবা তার কাজ।
পুসিয়া পালিয়া জে তিন রাখএ
তাহাতে পড়ুক বাজ ॥
আগের পাছের ছয়টি আথর
তাহার অধীন কানু।
তাহাতে পসিয়া রস পসারিয়া
সফল করহ তনু ॥
চারিটি আথর সুখের সাগর
তাহা না করিহ আন।
তিনেরে লইয়া কি সুখ সাধিবে
ভাবি দেখ পরিণাম ॥
তাহে দণ্ডধর এগার আথর
তাহার কারণ কি।
তাহার সহিত জে কিছু মিলএ
সভারে করিহ তিন ॥
চতুর হইলে চাতুরি জানএ
রসের হিল্লোলে ভাসে।

আমের মুকুল কোকিল ভুঞ্জএ
কাক নিম্বফল চোসে ॥
হিতের লাগিঞা জে কিছু কহিএ
অহিত করিঞা মানে ।
পরিণামে সব নাহি অনুভব
তরুণিরমণ ভানে ॥ ৩৮

১০

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
বিদিত ভুবন মাঝে ।
জাহারে পসিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে ॥
বেদ বিধিপর সব অগোচর
ইথে কি বুঝিব আনে ।
রসে গরগর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে ॥
দোহার অধর সুধারস পানে
তাহা উপজিল পি ।
নয়ানে নয়ানে বান বরিখনে
তাহে উপজিল রি ॥
হিয়া হিয়া পর পরস করিতে
তাহে উপজিল তি ।
এ তিন আখর মুনি-মনোহর
ইহার তুলনা কি ॥
তাহে সুখ দুখ সদা উনমুখ
সকলি সুখের পাড়া ।
তরুণিরমণ করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া ॥ ৩৯

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালা শব্দকোষের উত্তর

সন ১৩২৫ সালের প্রথম সংখ্যাক পরিষৎ-পত্রিকায় "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" পড়িয়া উপকৃত হইলাম। ইহাতে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর নাই, বরং আবশ্যকের কিঞ্চিৎ অভাব পড়িয়াছে। কয়েকটা নূতন সাঙ্কেতিক চিহ্ন বসিয়াছে, কিন্তু অভিপ্রায় বলা হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ কোষের দোষ দেখাইয়াছেন, হিতও করিয়াছেন। কিন্তু কোনও মুসলমান করেন নাই। শব্দারণ্যে প্রবেশ করিয়া যিনি যত বৃক্ষ চিনিতে ও চেনাইতে পারেন, তিনি কোষের দোষ তত মোচন করেন। আমার বোধ হইতেছে, শব্দারণ্যভ্রমণে মৌলবী মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অভ্যাস আছে। তাঁহার প্রধান দুই চারিটা তর্কের উত্তর লিখিতেছি।

১। কোষের শব্দ। আমি লিখিয়াছি, "বস্তুতঃ বিভক্তিহীন যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে।" হয় ত একটু অত্যুক্তি হইয়াছে। তথাপি সমালোচক যে বাঙ্গালা কাব্য হইতে ইহার ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তি স্মরণ কর্ত্তব্য। 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য বাঙ্গালা বলিতেই হইবে। 'বিশ্বকোষ' ও 'প্রকৃতিবাদ' বাঙ্গালা-শব্দকোষ জ্ঞানে লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রচলিত ও অপ্রচলিতের অবচ্ছেদক নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে সামান্য লক্ষণে সন্তুষ্ট হইতে হয়। "বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে" বলিয়া আমি চালাইতে বলি নাই। কিংবা শিশুপাঠে ও মাসিক-পত্রের গল্পে বাঙ্গালা শব্দকোষ পাওয়া যাইবে, এমনও নয়।

আমার উপস্থিত কোষ বাঙ্গালা শব্দকোষের এক প্রদেশ মাত্র। গ্রন্থের আরম্ভকালেই বুঝিয়াছি, অনেক ভুল কাটিতে হইবে। যেখানে ভুলের শঙ্কা প্রবল, সেখানটা পৃথক্ ছাপাইয়া সমালোচকের দৃষ্টির সম্মুখে ধরা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। সংস্কৃতকোষের শব্দ ও ব্যুৎপত্তি পাইতে বিঘ্ন নাই। সে শব্দ ব্যতীত অন্য যে শত শত শব্দ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা পুষ্ট হইয়াছে, সে সমুদয়ের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি নিরূপণ প্রথম কর্ম করিয়াছি। অবশ্য বা-ঙ্গা-লা শব্দ-কোষ রচনা অভিপ্রায়। উপস্থিত কোষের শব্দ বা-ঙ্গা-লা কি না, প্র-মা-ণ কি না, তাহা কোষকারের বলা সাজে না।

সকলের মনের কথা, তাঁহার চেনা-জানা-শোনা শব্দ প্রমাণ, এবং প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সমাজে পশিয়া আমাদের বিপদ্ হইয়াছে, পরের মুখ চাহিতে হইতেছে। পর-শাসনকে ধিক্কার দিয়া স্বয়ং-শাসন কামনা করি; কিন্তু অল্পেই বুঝি, ভাষার মূলে পর-বশ্যতা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, জেলায় জেলায় প্রতিনিধি আহ্বান করুন, সভা করুন, হাঁড়ী-কাঠ পাত, নুন-তেল-হলুদ, চাল-ডাল-আনাজ প্রভৃতি ঘর-কন্নার সামগ্রী উপস্থিত করুন, রাঁধা-বাড়া খাআ-পরা-শোআ প্রভৃতি নিত্য কর্মের কীর্ত্তন করুন। পরে ভূরি প্রয়োগ গণিয়া ভূয়িষ্ঠকে কোষে নিবদ্ধ করুন। তাঁহারা ভয়ও দেখাইয়াছেন, এইরূপ সভায় শব্দ ধার্য না হইলে তাহা প্রমাণ বলিবেন না।

দুঃখের বিষয়, স্বদেশ-প্রেমিকের নিকট ভূয়িষ্ঠ মতও প্রীতিকর হয় না। প্রেম, বাধা মানিতে চায় না; বলে, তাহার বচনে সুধা ক্ষরিত হয়, সেটাই ভাষা; আর যাহা কিছু শোনা যায়, তাহা অপভাষা, প্রাদেশিক, প্রাদেশিক-দোষদুষ্ট। অর্থাৎ তাঁহার মুখের শব্দ প্রাদেশিক নহে। আমার উপস্থিত সমালোচক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বহুবার শুনিয়াছি, এবং বহুবার প্রাদেশিকের লক্ষণ চাহিয়াছি, কিন্তু পাই নাই। একটা কথা বুঝিলেই এরূপ আপত্তি উঠিত না। ভাষা, সভাদ্বারা ধার্য হয় না, হইতে পারে না। ইহাকে কামচারিণী বলিতে পারেন; কারণ, ইহা স্বদেশ, বিদেশ, প্রদেশ, কিছুই মানে না।

কোষ-কারও স্বদেশ-প্রেমে পড়িয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি এমন অনুরোধ করেন নাই যে, কোষের শব্দ গ্রহণ করিতেই হইবে। দুই দশটা রাঢ়ীয় শব্দ থাকে, থাক্ না, "অধিকন্তু ন দোষায়"।

ইহাও বলিতে পারি, কোষের শব্দ গ্রহণ করিলে দোষী বিবেচিত হইবেন না। সমালোচক যে প্রমাণ-বাঙ্গালা খুজিতেছেন, তাহা, এক কথায়, দক্ষিণরাঢ়ে পাইবেন। বাঙ্গালা শব্দের ও ভাষার পূর্বাপর ইতিহাস স্মরণ করিলে বুঝিতে পারি, ইদানীর এই স্ব-তন্ত্রের দিনেও যিনি যে সাহিত্য রচনা করুন, তাঁহার শব্দের উন-শতটা রাঢ়ের চলিত শব্দ। ইহা নূতন নহে যে, এক এক ভা-খা এক এক ভাষার সাষ্টাঙ্গ দেহ। বাঙ্গালা ভাষার দেহ কোথায়?

১। বর্ণ-বিন্যাসরীতি। অসংযুক্ত শ-ষ-স, এই তিন অক্ষরের বাঙ্গালা উচ্চারণ কি? কিংবা, বাঙ্গালায় হ-ভিন্ন কি কি উষ্মবর্ণ পৃথক্ শুনিতে পাওয়া যায়? আমি ব্যাকরণে লিখিয়াছিলাম, ইহা সংস্কৃতের প্রায় শ-কার। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি, সে ধ্বনি শ-কার নয়, বরং ষ-কার। দেশ ও পাত্র ভেদে ইহার কিছু কিছু অন্যথা হইয়া থাকে। তথাপি, বাঙ্গালা ধ্বনি জানাইতে হইলে ষ-কার বলাই ঠিক। মাগধী কিংবা অর্ধ-মাগধী "প্রাকৃত" হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তি, অতএব বাঙ্গালায় শ-কার, এইরূপ শাস্ত্র-প্রবৃত্তি দ্বারা প্রত্যক্ষের অপলাপ যুক্তিবিরুদ্ধ।

৩। শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ। সমালোচক মহাশয়ের নির্দেশিত ব্যুৎপত্তি দ্বারা কোষের বহু উপকার হইল। সকলের চোখে সব ব্যুৎপত্তি পড়ে না, ইহার বহু প্রমাণ পাইয়াছি। মুদ্রিত শব্দকোষ আর্বী-ফার্সী-জানা বিচক্ষণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু দেখিতেছি, কতকগুলা ব্যুৎপত্তি-ভুল তাঁহার চোখ এড়াইয়া গিয়াছে। মুন্সী-মহাশয়দিগকে একটা কথা স্মরণ রাখিতে বলি, প্রাচীন সংস্কৃত ও ফার্সীর ঘনিষ্ঠতা প্রাচীন কালেই ছিল, পরে ছিল না, এমন নহে। সংস্কৃত পুথী ফার্সীতে অনুবাদিত হইয়াছিল, হিন্দী হইতে উর্দু উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব ফার্সী-শব্দকোষে কোনও শব্দ নিবিষ্ট হইয়া থাকিলেই তাহার উৎপত্তি ফার্সী, এরূপ যুক্তি সকল স্থলে সঙ্গত হইবে না। উৎপত্তি যাহা হউক, ফার্সী হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, এরূপ তর্ক সিদ্ধ করাও সোজা হইবে না। যেমন, জ-ঙ্গ-ল শব্দ। এখানকার কলেজের বড় মৌলবী সাহেব ধ্বনি শুনিয়াই বলিলেন, ফার্সী নহে।

এখানে দুই চারিটা শব্দ বিচার করিতেছি। আ-না-ড়ী—অ-না-র্য হইতে অনায়াসে হইতে

পারে। কিন্তু 'হইতে পারে', ও 'হইয়াছে', এই দুই এক নয়। যাহার না-ড়ীজ্ঞান নাই, সে কি আ-না-ড়ী নয়?

আ-ল্লা—কোষে বলা হয় নাই, স° অ-ল্লা হইতে। অ-ল্লা সমার্থ সমশব্দ মাত্র। কোষে এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে।

উ-প-ড়—স° উ-দ্-ব-র্তি-ত শব্দের অর্থ উ-প-ড় নহে। বোধ হয়, স° উ-প-র্য-স্ত। উ-ল-ট = পা-ল-ট—স° উ-প-র্য-স্ত = প-র্য-স্ত অসম্ভব নহে।

জো-য়া-র—ইহার ব্যুৎপত্তি-কল্পনায় মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। উ-জা-ন শব্দের সহিত মিলাইলে উ-ধ্ব-বা-র অসম্ভব মনে হইবে না।

ত-রে—নিমিত্তার্থক স° অ-ন্ত-র হইতে।

তো-ক-মা-রি—ব্যুৎপত্তি ফা° হইতে পারে। কিন্তু এক কবিরাজ বলিয়াছিলেন, স° তো-ক্ম—কর্ণরোগবিশেষ-নাশক বলিয়া তো-ক = মা-রি। তু° দাদ = মারি।

দ-হ—হ্র-দ প্রথমেই মনে হইয়াছিল। কিন্তু নদীর দ-হ জলবেষ্টিত। কা-লী = দ-হ সমুদ্রে ছিল। হ্রদ না হইতে পারে, এমনও নয়।

ন-বা-ৎ—আ° ন-বা-ৎ গুড়পিণ্ড বটে। কিন্তু আ° শব্দটির মূল কি? মনে রাখিতে হইবে, আ° শ-ক-র, ক-ন্-দ শব্দের মূল স°।

প-ল-ক, পা-জী—ফা° শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? না জানিলে বলা কঠিন।

পু-লি-পি-লাং—মালয়ভাষায় পু-লু দ্বীপ, পি-নাং গুবা বটে। পিনাং দ্বীপ হইতে জাহাজী-সুপরী আসে। দেখিতেছি, কোষে ভুল হইয়াছে।

ব-ড়—বৃ-দ্ধ, বৃ-হ-ৎ, ভ-দ্র,—এই তিন শব্দের অর্থে বা° ব-ড়। যথা, বড় দাদা, বড় গাছ, বড় ঘর। বৃ-দ্ধ অপভ্রংশে বু-ধ ওড়িয়াতে চলিত আছে। বৃ-ধ, বৃ-হ-ৎ প্রায় এক দাঁড়ায়। ভ-দ্র হইতেও ব-ড—ব-ড হইতে পারে।

বে-লী—স° ম-ল্লী হইতেই বোধ হয়।

মা-কু—বড় মুস্কিলে ফেলিয়াছিল। ফা° মা-কু শব্দের মূল কি? বা° মা-কু ফা°তে যায় নাই ত? মুসলমান তাঁতী দ্বারা এ দেশের তাঁত-বোনার উন্নতি হইয়া থাকিলে ফা° মা-কু আসিতে পারে। নতুবা বিশেষ প্রমাণ চাই।

মি-ছ-রী—আ° মি-স-র হইতে। মিসরদেশ স°-তে মি-শ্র। বাঙ্গালী কবিরাজ স° ম-ৎ-স্য-ণ্ডী মি-ছ-রী মনে করিয়া শব্দসাম্য-জাত ভ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। আমি মনে করি, চী-ন দেশ কিংবা চী-না ঘাসের নাম হইতে চী-নি নহে। ফা° ষি-রি-নী বা° সি-ন্নী হইতে চী-নি। তবে যদি চী-ন অর্থে মাত্র বিদেশ বুঝি, তাহা হইলে চী-ন হইতে চী-নী আসিতে পারে।

সি-পী—স° শু-ক্তি হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু মনে ধরে নাই।

পরিশেষে সমালোচক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া আশা করিতেছি, তিনি আরও ভুল বাহির করিবেন।

দ্বিতীয় সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েকটি "মন্তব্য" করিয়াছেন। আমি উপকৃত হইয়াছি। কিন্তু এ কথাও বলিতে হইতেছে, তাঁহার পরিশ্রম-ফল কোষের কাজে বড়-একটা আসিল না। কারণ, তাঁহার কল্পনা ও আমার কল্পনা এক নয়। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার কল্পনা কোষের সমালোচনার উত্তরে বলিয়াছি (২৪।১)। ইহার পর মন্তব্যকারী মহাশয় 'সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা' নামক প্রবন্ধে তাঁহার কল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন (২৪।২)। ইহার পর উপস্থিত 'মন্তব্য' করিয়াছেন।

তিনি আমার কল্পনার নানা অসঙ্গতি ধরিয়াছেন। কিংবা আমার কল্পনা ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু একই বিষয় বারবার বলিবার সময় কই, ধৈর্য্যই বা কই ? বাঙ্গালা ভাষা যে এক প্রাকৃত ভাষা, তাহা কে না জানে ? আর বহু বাঙ্গালী কবি যে এই ভাষাকে প্রাকৃত, প্রাকৃতভাষা বা ভাষা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও আর নূতন নাই। কিন্তু এ সব স্থলে প্রা-কৃ-ত অর্থে সেই দেড় হাজার দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রা-কৃ-ত নহে, যে প্রা-কৃ-তে-র ব্যাকরণ বররুচি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং যে প্রা-কৃ-ত প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে ও সেতুবন্ধ, কর্পূরমঞ্জরী নাটকে পাই। বাঙ্গালা ভাষা সেই প্রা-কৃ-ত হইতে আসিয়াছে, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি-রূপ-ধর্ম্ম কেবল সেই প্রা-কৃ-তের অনুরূপ, যদি কেহ এই কল্পনা দ্বারা জ্ঞাত কথা বুঝিতে পারেন, ভালই, আমি পারি নাই। আমাকে মনে করিতে হইয়াছে, সেই প্রাচীন প্রা-কৃ-ত বাঙ্গালার প্রকৃতি হইলেও, একা দ্বারা বাঙ্গালার উৎপত্তি না হইয়া সংস্কৃত দ্বারাও হইয়াছে। এই হেতু আমার উত্তরে লিখিয়াছি, সং-স্কৃ-ত-প্রা-কৃ-তার বিবাহে বঙ্গভাষার উৎপত্তি। কিন্তু সং-স্কৃ-ত ও প্রা-কৃ-তার সম্বন্ধ কি ? আমার মনে হইয়াছে, সে সম্বন্ধ পাতার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এই হেতু আমি ব্যাকরণে "সংস্কৃত-প্রাকৃত" (সং-প্রা) এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি। এবং এই হেতু আমি কোষে চাই সে পিঠ, যাহা অনেকে জানে ও চেনে। আমি মনে করি, অস্পষ্টতা পরিহার নিমিত্ত যথোচিত করা হইয়াছে।

বোধ হয়, প্রা-কৃ-ত শব্দ অস্পষ্টতার কারণ হইয়াছে। ইহার তিন অর্থ প্রচলিত আছে। যথা, (১) প্রকৃতি-ভব, স্বাভাবিক, অর্থাৎ অকৃত্রিম, অপরিবর্ত্তিত, অ-সংস্কৃত ; (২) সাধারণ, অ-শিক্ষিত, ইতর ; (৩) কথিত ভাষা। আমার লেখায় আমি তিন অর্থেই শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকি। শব্দের আসত্তি ও যোগ্যতা বিস্মৃত হইলে কোন কথা বলা চলে না।

উক্ত তিন অর্থ ব্যতীত প্রা-কৃ-ত শব্দের বিশেষার্থ আছে। প্রা-কৃ-ত এক ভাষার নাম, যে ভাষার ব্যাকরণ বররুচি হেমচন্দ্র প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং যে ভাষার দৃষ্টান্ত সংস্কৃত নাটকে পাই এবং যাহাতে বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার আরম্ভ কোন্ কালে, কে জানে। ভাষা মাত্রেই অনাদি ; মানুষ যেমন অনাদি। কোন্ কালে শেষ, তাহাও জানি না। লেখায় দেখিতেছি, ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও সেই প্রাচীন "প্রাকৃত" ভাষায় গীত লেখা হইয়াছে। কত কাল পর্য্যন্ত কথিত আকারে ছিল, কত কাল হইতে লিখিত আকারে দাঁড়াইয়াছে, এ সব প্রশ্নের উত্তর জানি না। তবে, ইহা বুঝি, সে "প্রাকৃত" যদি

'মৃত' না হইয়া থাকে, তাহা হইলে "সংস্কৃত"ও 'মৃত' হয় নাই, মরিয়া মরিয়া বাঁচিয়া আছে, যদিও জরাজীর্ণ হইয়াছে।

সংস্কৃত-ভাষা নামে আমরা একটা ভাষা বুঝি। দেশ কাল-পাত্র-ভেদে ইহার ভেদ হইয়াছিল, এখন যেমন চলিত বাঙ্গালায় আছে। দেড় শত দুই শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা অবিকল এখন নাই, কিন্তু তা বলিয়া ভাষা দুইটা গণিতেও পারি না। বৈদিক সংস্কৃত ও পরাগত কাব্যের সংস্কৃত অবিকল এক নহে; কিন্তু জগতের কোন্ দুইটা অবিকল এক? আমি এত-শত বুঝি না, যেটুকু নইলে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারা যায় না, সেটুকু পাইলেই সন্তুষ্ট। "সংস্কৃত" হইতে "প্রাকৃত", কি "প্রাকৃত" হইতে "সংস্কৃত" অর্থাৎ কোন্‌টা পূর্ব্বে, কোন্‌টা পরে, তাহা জানি না। তবে দুই-ই সমকালিক। কারণ, জনপদের সকলে সংস্কৃত ভাষণ করিত, এরূপ মনে করা চলে না। কেহ-না-কেহ প্রাকৃত বলিত। সে দুইটাকে দুই গণিব, কি এক গণিব, তাহা নির্ণয়ের পূর্ব্বে জানা আবশ্যক, কি লক্ষণ দ্বারা ভাষা-ভেদ, এবং কি লক্ষণ দ্বারা ভাষা-ও ভাখা-ভেদ কল্পিত হইতে পারে। যাঁহারা মনে করেন, সংস্কৃত ভাষায় কখন ভাষণ হইত না, কিংবা ফোর্ট বিলিয়মের জনকয়েক পণ্ডিত বাঙ্গালাকে "সাংস্কৃতিক" করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তির হেতু ভাল বুঝিতে পারি না। এখন মন্তব্যকারীর শব্দ সমালোচনা দেখি। প্রথমে আবার বলি, আমি শব্দের এমন রূপ চাই, তাহা সে কালের "প্রাকৃত" হউক, কি এ কালের হউক, যাহা দ্বারা মূল "সংস্কৃত" রূপ ধরিতে পারা যাইবে। বাং-তে খা ধাতু আছে, "প্রাকৃতে"ও ছিল, তাহা জানিয়া সম্প্রতি ফল নাই। ফল আছে, যদি জানিতে পারি, অমুক দেশে অমুক সময়ে খা ধাতু প্রচলিত ছিল। তখন বুঝি, খা-দ স্থানে খা কত কালের। কারণ, আমি মনে করি, খা-দ মূল, খা অপভ্রংশ। অতএব "মন্তব্যে" এই খা তুল্য যে সকল 'মন্তব্য' আছে, তাহা কাজে লাগিতেছে না। অন্য ধরণের মন্তব্য বিচার করি।

খ-ই—ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে খ-দি-কা আছে, অর্থ লাজা। বাং, ওং, হিং ভাষাতে খ-ই লাজা অর্থে প্রচলিত আছে। (ওং তে লি-আ, হিং লা-ঈ, মং লা-হা শব্দও আছে। বাং-তেও লা-ই বা লে-ই আঠা বলে।) এখন প্রশ্ন, খ-দি-কা সংস্কৃত, কি সংস্কৃত-ভব, কি অনার্য? সংস্কৃতে অনেক সংস্কৃত-ভব নামক "প্রাকৃত" শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, অনার্য শব্দও প্রবেশ করিয়াছিল। (এখানে একটা চমৎকার কথা মনে পড়িল। ভাষা চলিত না থাকিলে তাহাতে অপভ্রষ্ট কিংবা বিজাতীয় শব্দ প্রবেশ করিতে পারে কি? সে শব্দ সে ভাষার দেহসাৎ হইতে পারে কি? বাহ্য গ্রহণ ও অভ্যন্তর পরিবর্ত্তন, সংস্কৃত ভাষার যদি এই শক্তি ছিল, তবে মরিল কবে? যদি মরিয়াই থাকে, মরণটা সাধারণ প্রকারের নয়।) কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, এমন প্রশ্ন উঠে কেন? উঠিবার হেতু, অমর-হেম-হলায়ুধ-বিশ্ব প্রভৃতি কোষে খ-দি-কা নাই। উত্তর এই, একটা কোষও সম্পূর্ণ নয়।

আর এক পরীক্ষা করি। খ-দি-কা সং হইলে উহাতে সং ধাতু থাকিবে। শব্দদর্পণে দেখিতেছি, সং খ-দ ধাতু আছে, অর্থ হিংসা, ভক্ষণ। অতএব খ-দি-কা প্রাচীন সং-তে না থাকিলেও, অর্বাচীন

সং-তে রচিত হইতে পারিত। নূতন রচিত, তাহাও বলিবার হেতু নাই। ত্রিকাণ্ড-শেষ-কার অন্ততঃ আট শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। বঙ্গ ও উৎকলে খ-ই যত প্রচলিত, অন্যত্র তত নয়। হিং-তে খ-ঈ অর্থে লোহার মড়িচা, বাং-তে সোহাগার খই আছে। এখানেও সং খ-দ ধাতু। কি প্রমাণে বলি, খ-দি-কা "আধুনিক" এবং খ-ই "দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ"?

সং খ-দ ধাতু অস্বীকার করিলেও সং অ-ক্ষ-ত হইতে ক্ষ-ত—খ-ই অনায়াসে আসিতে পারিত, এবং তাহা পণ্ডিতের মুখে খ-দি-কা রূপ ধরিতে পারিত। অতএব খ-ই অনার্য মনে করিবার হেতু পাইতেছি না। অনার্য বলিবার পূর্ব্বে সে অনার্য ভাষার নাম-ধাম শুনিতে চাই। দেখিতে চাই, সে ভাষার খ-ই কেমন। কারণ, কে জানে, আর্যভাষা হইতে অনার্য শেখে নাই? যে ভাষায় যে শব্দ পাই, সে শব্দ সে ভাষার, প্রথমে স্বীকার করিতে হয়। তারপর বিরোধী প্রমাণ পাইলে সে জ্ঞান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সং-তে অনার্য শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা এক কথা; আর এই শব্দ অনার্য, তাহা অন্য কথা।

গ-ড়। শব্দটির একটু বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। কারণ, মন্তব্যকারী হেমচন্দ্রের দেশীনামমালার প্রমাণে গ-ড় "দেশী প্রাকৃত" বলিতে নিঃসংশয়। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত কোষে গ-ড শব্দ নাই। তর্কটা স্পষ্ট করিয়া লিখি,—যেহেতু সংস্কৃত কোষে গ-ড নাই, অতএব সংস্কৃত নয়। এখানে উহ্য রহিল, যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত যাবতীয় কোষে আছে। তার পর, যেহেতু সংস্কৃত নয়, অতএব অনার্য। এখানে উহ্য রহিল, শব্দমাত্রেই হয় "সংস্কৃত", নয় অনার্য। প্রথম অনুমান বরং স্বীকার করিতে পারি, দ্বিতীয়টি পারি না। কারণ (১) সে কালে সংস্কৃতসম, সংস্কৃত-ভব, ও দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দ প্রচলিত ছিল। গ-ড প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর না হইলে তৃতীয় শ্রেণীর হইত। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর না হইবার বাধা কি? (২) হেমচন্দ্র আপ্ত কি? চোখের সামনে কি ঘটিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে কোনও কোষকার কিংবা ব্যাকরণকারকে আপ্ত বলিতে পারি না। তা ছাড়া, যাঁহাকে আপ্ত বলি, তাঁহাকে একাংশে আপ্ত, অন্যাংশে অনাপ্ত বলা চলে কি? হেমচন্দ্র বলেন, প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত আগতং তত্র ভবম্বা প্রাকৃতম্,—মন্তব্যকারী এই উৎপত্তি মানেন না। অর্থাৎ তিনি যুক্তি মানেন, আপ্ত প্রমাণ মানেন না। আমি "দেশীনামমালা" দেখিতে পাই নাই। কিন্তু শুনিয়াছি, এই মালার মধ্যে সংস্কৃত-ভব শব্দও গাঁথা হইয়া গিয়াছে; যেমন ঘ-র (গৃহ), গো-বী (গোপী), কুকৃখী (কুক্ষী)। অতএব গ-ড সম্বন্ধে তাঁহার মতে আমার সংশয়-বৃদ্ধি হইল। হেমচন্দ্র আট শত বৎসর পূর্বে ছিলেন, যখন বোধ হয় "প্রাকৃত" অবসান হইয়াছিল। তিনি উত্তরভারতে ছিলেন না, দক্ষিণভারতে ছিলেন, সেখানে "সং-প্রাকৃত" তাঁহাকে পুথী পড়িয়া শিখিতে হইয়াছিল।

এখন গ-ড় শব্দের অর্থ ও ব্যাপ্তি চিন্তা করি। দেখিতেছি, বাং, হিং, মং, ওং—চারি সংস্কৃতমূলক ভাষাতেই গ-ড় আছে। হিং-তে গ-ঢ়, প্রাচীন বাং-তেও গ-ঢ়। চারি ভাষাতেই

গ-ড় বা গ-ঢ় অর্থে দুর্গ। হিং ও মং-তে কো-ট শব্দও আছে। অর্থাৎ এই দুই ভাষায় গ-ড় ও কো-ট ঠিক একই অর্থে লাগে না। মং-তে গিরি-দুর্গকে গ-ড, এবং প্রান্তরস্থিত দুর্গকে কো-ট বলে। হিং-তেও এইরূপ। তুং গ-ঢ়-বা-ল, সিয়াল-কো-ট। মং ও হিং-তে গ-ঢী শব্দও আছে। হ্রস্বার্থে, গ ঢ শব্দে ঈ। ব্যং-তেও কোট শব্দ আছে, যেমন 'নিজের কো-টে পাইলে বিক্রম পরীক্ষা'। তা ছাড়া, বাং কো-টা-ল, ওং ক-টু-আ-ল আছে। গ-ড় ও কো-ট, দুইটিই বিচার্য। কো-ট, কোট্ট শব্দও প্রাচীন সং কোষে নাই।

প্রথমে দেখি, গ-ড বা গ-ঢ শব্দ প্রায় আ-সমুদ্রাৎ হিমাচল পর্যন্ত প্রচলিত আছে। শব্দটি "দেশী", প্রাদেশিক অনার্য হইলে এই ব্যাপ্তির সম্ভাবনা ছিল কি? বিস্তীর্ণ ভূভাগে পৃথক পৃথক রচিত হইয়া একরূপ এক অর্থ পাইয়াছে? ইহাও অসম্ভব মনে হয়। ইতিহাসে দেখি, পূর্ব্বকালে এমন অনার্য জাতি ছিল, যাহারা গ-ড় করিয়া বাস করিত। আর্য রাজ্যও বিনা গড়ে নিরাপদ্ হইত না।

পূর্বকালের দুর্গ কিরূপ ছিল? চাণক্যে দেখি, নদী-দুর্গ, পর্ব্বত-দুর্গ, স্থল-দুর্গ, মরু-দুর্গ, বন-দুর্গ,—জনপদ অনুসারে পঞ্চবিধ দুর্গ করা হইত। ইহার মধ্যে পাহাড় কাটিয়া গুহা করিলে (কিংবা পর্বতবেষ্টিত হইলে) পার্বত দুর্গ, এবং পরিখা কাটিয়া তাহার মাটির স্তূপ (বপ্র) করিলে স্থল-দুর্গ হইত। দু-র্গ ও দৃ-র্গ-ম শব্দের মূলার্থ এক (Cf. Fort)। স্থলদুর্গ নাম প্রসিদ্ধ নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৪৯ অঃ) ইহার নাম কৃত্রিম দুর্গ; কারণ, মরু-, বা পর্বত- বা উদক-দুর্গ স্বভাবতঃ দুর্গম। এই পুরাণমতে চতুর্দিকে উন্নত প্রাকার ও পরিখা থাকিলে পুর, এবং প্রাকারযুক্ত ও পরিখাহীন হইলে খর্ব্বট পুর বলা হইত। বঙ্গদেশে এরূপ গ-ড় ছিল কি না, জানি না। চাণক্য বপ্র ও খাত, দুই-ই ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ একটা পাইতে হইলে অন্যটাও পাওয়া যাইত। এই নিত্য সম্বন্ধ হেতু গ-ড় শব্দে খাত ও প্রাকার, একটা কিংবা দুইটাই বুঝায়। (তুং বাং প-গা-র। ইহা সং প্রা-কা-র বা বপ্র; কিন্তু কোথাও কোথাও পাশের খাত-কে প-গা-র বলে।)

এখন দেখি, গ-ড় শব্দের সং মূল থাকিলে সেটা কি হইতে পারে। গ-ঢ শব্দের ঢ দেখিয়া অনুমান হয়, মূল শব্দের একটি বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। সং গ-র্ত্ত হইতে গ-ঢ, গ-ড নহে ত? বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশে দেখি, সং গ-র্ত "প্রাকৃতে" গ-ড্ড হইত। বাং-তে ঢেঁকীর গ-ড় ছাড়া, গ-ড়ি-য়া বা গেড়ো, গা-ড়, গা-ড়ি আছে। কিন্তু এ সকল স্থলে, গ-ড় অর্থে ভূমি-বিবর। বিশ্ব ও মেদিনী, অন্য দুই প্রসিদ্ধ অর্থ ব্যতীত, সং গর্ত অর্থে গর্তভেদ দিয়াছেন। কিন্তু বুঝিলাম না। (ফাং গো-র?)। কেশব-স্বামী অন্য অর্থ দিয়াছেন, যথা, গর্তস্তু স্যাৎ সভাস্থাণৌ মন্দিরেঽপ্যবটেঽপি চ॥ অর্থাৎ সভা (রাজ-সভা), খুঁটি, গৃহ, নিম্নভূমি। বোধ হয়, দুর্গের অঙ্গের সহিত এই চারির,—বিশেষতঃ গৃহের সম্বন্ধ দেখিয়া গর্ত হইতে গ-ড় দুর্গ হইয়াছে। জীববিবর্তনে যেমন বৃত্তির অন্যথায় অঙ্গের অন্যথা, এবং অঙ্গের অন্যথায় বৃত্তির অন্যথা দেখা যায়, ভাষায় শব্দের ও অর্থের তেমন অন্বয়ের বহু দৃষ্টান্ত আছে। গর্ত—গ-র-ত—গ-র-অ—গ-র-হ—গ-ড-হ—গ-ঢ—গ-ড।

কো-ট ও কো-ট্ট শব্দও প্রাচীন সং কোষে পাই না। সং কু-ট, কু-টি গৃহ আছে। মেদিনী লিখিয়াছেন, কুটঃ কো-টে। এখানেও গৃহ অর্থ হইতে কো-ট দুর্গ হইয়াছে। কিন্তু কু-ট রূপান্তরে কো-ট? কো-ট রূপান্তরে কো-ট্ট? সং ক-র্ব-ট অর্থে কো-ট্ট বা কো-ট, এবং ম° গ-ঢী। বোধ হয়, এই শব্দ কিংবা গ-র্ত কো-ট্ট উৎপত্তি করিয়াছে।

এখন অপর কয়েকটা শব্দ দেখি।

কা-ড় ধাতু ছাপা হইয়াছে 'সং ক ধাতু'। হইবার ছিল 'সং কৃ ধাতু'। (সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাঙ্গালা-শব্দকোষ ছাপা হইলেও মুদ্রাকরের অবহেলা এড়ায় নাই। পাঠক এ কথা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়।) এই ধাতু ক্ষেপণে ও হিংসায় আছে। সং কৃ-ষ ধাতু "প্রাকৃতে" ক-ঠ্-ট হইত। ইহা হইতে বাং কা-ঢ়, কা-ড় আসিতে পারে।

খ-স, খো-স—হলায়ুধ হেমচন্দ্র খ-স ধরিয়াছেন। তথাপি খ-র্জু, ক-চ্ছু হইতে বোধ হয়। অমরাদি কোষে এই দুই আছে। দেশভাষা দেখি। বাং খ-স বা খো-স; ও° খু-জু-লি, ক-ছু; হিং খু-জ-লী, খা-ঝ; মং খ-রূ-জ, খাঁ-জ। অতএব বোধ হইতেছে, সং খ-র্জ হইতে খ-উ জ—খ-উ স—খো-স আসিয়াছে। আশ্চর্য এই, খ-উ-স শব্দের উ উক্ত সং কোষদ্বয়ের চলিত ভাষায় লুপ্ত হইয়াছিল। (হিন্দী ভাষার এই এক লক্ষণ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক, বাং-তে খ-সু ছিল; অদ্যাপি উচ্চারণেও প্রায় খ-উ-স আছে। ইহা হইতে খো-স। তুং ব-সু—ব-উ-স—বো-স।) সং-তে এইরূপ অর্বাচীন শব্দ দেখিলে মনে হয়, সে ভাষা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। খর্জু প্রাচীন, খ-স অর্বাচীন সং, এইরূপ ধরাই ভাল।

খু-জ ধাতু—গ্রাম্য নহে; খুঁ-জ গ্রাম্য।

খু-দ—তণ্ডুল-কণা বটে, কিন্তু কণা, চূর্ণ, গুঁড়ো একের মাত্রাভেদ।

খে-ঙ্গ-রা—সং খি-খি, খি-ঙ্খি-র শৃগাল। হয় ত শৃগালপুচ্ছ সাদৃশ্যে গৃহমার্জনী অর্থ আসিয়াছে। তুং পূর্ববঙ্গের পি-ছা সং পিচ্ছ। গিরিশ বিদ্যারত্নকৃত 'শব্দ-সার' অভিধানে খি-ঙ্খি-রী অর্থে ঝাঁটা আছে। তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন, জানি না।

গা-হ-ক, গা-হ-কী—চণ্ডীদাসে সং গ্রা-হ-ক হইতে। ও° গ-রা কু বহু প্রচলিত। চণ্ডীদাস আর একবার পড়িবার সময় কোষের ভুল বুঝিয়াছিলাম।

গো-টা—এ-ক-টা সং নহে। কেমন করিয়া 'সং এ-ক-টা' ছাপা হইয়াছে, মনে হইতেছে না। এ-ক-ল সং বলিয়া জানি, যদিও "প্রাকৃতে" এ-ক ল্লো ছিল। তুং গুজরাতী এ-ক-লো। তুং মং এ-ক-টা(- দু-কু-টা), হিং এ-ক-ঠৌ = দো-ঠৌ), ও' গো-টি-এ, গো-টা-এ। বাং-তে এখন যে-কোনো সংখ্যায় টা বসাইতেছি। পুরানা বাং-তে টা পাই না; পাই গোটা, যেমন চারিগোটা শর। এই গো-টা বোধ হয় এ-গো-টা হইতে। ও°-তে গো-টা-এ অর্থ একটা। মং-তে এ-ক-টা = দু-ক-টা এই এক প্রয়োগ। অন্য সংখ্যায় টা বসে না। হিং-তেও সর্বত্র ঠৌ নাই। এই সব দেখিয়া মনে হয়, এ-ক-টা হইতে প্রাদেশিক গো-টা। অর্থে এ-ক-টা যাহা, গো-টা তাহা।

গোড়—"প্রাকৃতে" ছিল বলিয়া যে সংস্কৃত রূপ অন্বেষণ নিষ্ফল, এমন নয়। রূপ দেখিলে মনে হয়, সং গো-হি-র, যদিও শব্দটি প্রসিদ্ধ নহে। অমনে, ঘু-টি-কা। ইহার ঘু-ট, ঘু-টি রূপও অন্ত কোষে আছে। ঘু-ট হইতে গো-ড আসা অসম্ভব মনে হয় না।

ঘো-ল—সুশ্রুতে আছে। ইহার মূল সং ঘু ধাতু হইতে পারে। কিন্তু বাং ঘো-ল্য নাম-ধাতু। জল ঘোরাই, আর জল ঘোল্যাই, অর্থ এক নহে।.

পরিশেষে বক্তব্য, সন্দেহ জন্মাইয়াও কোষ সংশোধনে কিরূপ সাহায্য হইতে পারে, তাহা এই উত্তর হইতে বুঝা যাইবে।

[কোষের সমালোচক-দ্বয় কয়েকটি নূতন চিহ্ন লাগাইয়াছেন। একটি নূতন শব্দ—বি-ভা-ষা—প্রথম সমালোচনায় পাইলাম।

লোকে ভা-খা শব্দে যাহা বুঝে দেখিতেছি, সেই অর্থে বি-ভা-ষা বসিয়াছে। 'অকার-তত্ত্বে' পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "অবান্তর ভাষা বিভাষা" (পং ৫৪ পৃষ্ঠা)। কিন্তু বি-ভা-ষা অর্থে কি অবান্তর, না বিকল্প? আমি বিকল্প বুঝি, এবং বিকল্পে ও অবান্তরে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বুঝি। ঘৃতের বিকল্পে তৈল, কিন্তু ঘৃতের অবান্তর তৈল কি? তা ছাড়া, একটা চলিত সংজ্ঞা থাকিতে নূতন প্রচলন কেন? ভা-ষা হইতে ভা-খা; ব্যুৎপত্তিতে যেমন, অর্থেও তেমন, ভাষার অবান্তর ভাখা। অর্থাৎ ভাখা ভাষার অন্তর্গত। বোধ হয়, পণ্ডিত মহাশয় মনে করিয়াছেন, ভা-খা শব্দ আমার রচিত। তাহা নহে; বাল্যকাল হইতে 'সে দেশের ভাখা এই', 'যোজনান্তে ভাখা,' 'ভাখার বলে', ইত্যাদি প্রয়োগ শুনিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার ভা-খা চাটিগামী, মালদহী, ইত্যাদি বলিলে কেবল শব্দ-প্রভেদ নহে, ধ্বনি-প্রভেদ, প্রয়োগ-প্রভেদ সবই বুঝি। অর্থাৎ কতকগুলি ভাখা (ইং dialect) লইয়া ভাষা।

শব্দটি ধাতু, ইহা জানাইতে, দেখিতেছি, ইংরেজী গণিতের, তথা বাং গণিতের মূল-ক্রিয়ার চিহ্ন √ লাগানা হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে কি? ইং-কোষে ও -ব্যাকরণে √ চিহ্ন লাগানা হইতে দেখিয়াছি। বোধ হয়, বাং-তেও তাহার অনুকরণ হইয়াছে। অনুকরণে দোষ নাই; কিন্তু ভাষার প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া অনুকরণ চাই। নতুবা কেমন 'ইঙ্গ-বঙ্গ' তুল্য ঠেকে। প্রথমে দেখুন, সং ধাতু শব্দে যাহা বুঝি, ইং root শব্দে তাহা বুঝি না। তথাপি এক মনে করিলে, √ ক-র পড়িতে গেলে কি দাঁড়ায় দেখুন। 'ধাতু ক-র'? ভাষা ইং হইয়া গেল। বরং, ক-র √ লিখিলে এই দোষ থাকে না।

জানি; বাং গণিতের পুস্তকে কয়েকটা অবিধি চলিতেছে। দুই একটা উদাহরণ দিই। ক+খ, পড়া হয় ক-যুক্ত খ; ক—খ, ক-বিযুক্ত খ। এই অদ্ভুত পাঠ অপেক্ষা ক ধন খ, ক ঋণ খ,—এইরূপ প্রাচীনের নবীন আকার ভাষায় তত বাধে না। ইং-তে বলা হয় Sine of A. সংক্ষেপে Sin A; অমনই বাং গণিতে হইল শিন্ অ। শিঞ্জিনী-র শি-ন থাক, যদিও জ্যা সাধারণ; 'শিঞ্জিনী অ' বলিলে অ নামক শিঞ্জিনী কিংবা যে শিঞ্জিনীর মান, অ। ইহা ছাড়া, অপর অর্থ আসে কি? সং-র ও বাং-র রীতি অনুসারে আমি আমার এক পুস্তকে অ-জ্যা,

অর্থাৎ অ-কোণের জ্যা লিখিয়াছি। ইং of, নামের পূর্ব্বে বসে, যেমন town of Katak, যাতে কটক-নগর, এইটুকু মনে রাখা উচিত।

কিন্তু √৯ লিখিলে কি সে দোষ আসে না? না। √ এই চিহ্নের অর্থ একটা ক্রিয়া, মূলক্রিয়া। √৯ কত? উত্তর, ৩। সুতরাং যেমনই পড়ি, মূলের বা বর্গমূলের ৯ বলিলে ভাষাদোষ ঘটে না। আশা করি, পরিষৎ কথাটা বিচার করিবেন।]

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

যোগেশ বাবুর

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়' প্রবন্ধের আলোচনা

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম এ মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের লিখিত এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। "প্রত্যক্ষবাদের দিনে আপ্ত প্রমাণ কে মানিতে চায়?" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনি নিজে সংশয় নিরাসের চেষ্টা পাইলে যেমন সংশয়ের নিরাস হইত, তেমনই বঙ্গ-সাহিত্যের একটি সম্পদ্ বৃদ্ধি হইত।

এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তিনি দ্বাত্রিংশৎসংখ্যক সংশয়ের উত্থাপন বা কল্পনা করিয়াছেন। আমরা একে একে সেই সকল সংশয়ের বিষয় আলোচনা করিব।

১। তিনি বলেন, "না ভাষায়, না ভাবে উভয়ের সাম্য আছে।" এই কথাটী আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। এই সাম্যের অভাব দ্বারা তিনি বোধ হয়, প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তন নকল চণ্ডীদাসের লেখা। তাহা কিন্তু বিশ্বাস করিবার হেতু নাই। Merchant of Venice ও Tempest যে কবির লেখা, সেই কবিই Othello ও Julius Caesar লিখিয়াছেন। শ্রুতবোধ যে কবির লেখা, রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তলও সেই কবির লেখা। শিশুপালবধ কাব্যের প্রথম সর্গ ও পঞ্চদশ বা ষোড়শ সর্গের ভাষায় বহু প্রভেদ। তাই বলিয়া আমরা এই সকল কাব্যের কবিদিগের মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করি না। কারণ, বয়স, উদ্দেশ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, স্বভাবের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি নানা কারণে একই লেখকের নানারূপ রচনা আমরা দেখিতে পাই। আমাদের বর্ত্তমান যুগে বঙ্গভাষার কবি ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" আদি প্রভাত-বর্ণনাটী কে না জানেন? এই কবিতাটীতে স্বভাবের সুচারু বর্ণনা আছে, কিন্তু যুক্ত বর্ণবিশিষ্ট কোনও পদ নাই। সুতরাং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই উপভোগ্য। কিন্তু ঐ কবিরই বাসবদত্তার ভাষা স্থানে স্থানে এত কটো-মটো ও সংস্কৃতবহুল যে, ইহাতে আমাদের পরিশ্রম পোষায় না। উদাহরণ দেখুন,—

কামিনীর সজ্জা।

হৃদি বিলসে পট্টবসনা। কুচ কলসে কৃত কসনা॥
স্মর অলসে মৃদুহসনা। তনু উলসে মদলসনা॥
রদনতটে ধৃতরসনা। অধরপুটে স্মিতদশনা॥

জিতবরটা গজগমনা। অরুণ ঘটা সম চরণা॥
কনক-ছটা জিনি বরণা। চমর-সটা কচরচনা॥
ভণতি যথাগতমতিনা। কবি মদন দ্রুতগতিনা॥

স্থানান্তরে এই কবিই সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদে যথেষ্ট কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে	নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে।
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।	দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে॥
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং	ইহা দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ।
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥	দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ॥
	অতএব একবারে বিজ্ঞ হওয়া ভার।
	দেখিয়া শুনিয়া হয় নৈপুণ্য সবার॥
ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন	নয়নে কেবল, নীল উতপল, মুখ শতদল দিয়ে গড়িল।
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।	কুন্দে দন্তপাতি, রাখিয়াছে গাঁথি, অধরে নবীন পল্লব দিল॥
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা	শরীর সকল, চম্পকের দল, দিয়ে অবিকল, বিধি রচিল।
কান্তে, কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥	তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে, পাষাণে তোমার মন গড়িল॥

আবার স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রোমাবতীর ভাষা ও তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উদাহরণ দেখুন—,

"যেরূপ চিরপ্রোষিত পুত্রের গৃহাগমনের নিমিত্ত মাতা, দূরদেশবর্ত্তী প্রিয়সুহৃদের সংবাদ প্রাপ্তির জন্য প্রণয়ী, নভস্যোদিত মেঘমালার প্রতি অবগ্রহক্লেশিত কৃষক, এবং সুদীর্ঘকাল-ঘনাবৃত রবিবিম্বের প্রতি জীবলোক নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ মহিষীর প্রসবদিনের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। অনন্তর নিয়মিত সময়ে রাজ্ঞীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা তাবৎলোকই রাজপুত্র অবলোকন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। রামাগণ শঙ্খহস্ত হইয়া সূতিকাগারের প্রাঙ্গণভূমিতে দণ্ডায়মান রহিল। বাদ্যকরেরা নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য গ্রহণপূর্ব্বক বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইল। নর্ত্তকীরা রঙ্গদর্শনোপযোগী মনোহর বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া নৃত্যশালায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র দীন, দরিদ্র, অনাথ, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরাশ্রয় লোকেরা প্রীতিদায়প্রাপ্ত্যভিলাষে আগমন করত রাজভবন ও রথ্যা সংবাধ করিয়া তুলিল।"—৺রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত রোমাবতী।

"চম্পাই নগরে চাঁদ সওদাগর নামক এক গন্ধবণিক্ মনসা দেবীর প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ

করিতেন। এই জন্ত মনসার কোপে তাঁহার ছয় পুত্র নষ্ট হয় এবং তিনিও নিজে বাণিজ্যে গমন করিয়া সমুদয় পণ্য দ্রব্য হারাইয়া বহুবিধ ক্লেশ পান। তথাপি মনসা দেবীকে গালি দিতে নিবৃত্ত হন না। পরিশেষে লখিন্দর নামে সওদাগরের এক পুত্র জন্মে এবং নিছনি নগর-বাসী সায় বেণের কন্তা বেহুলার সহিত সেই পুত্রের বিবাহ হয়। মনসা দেবীর কোপে বিবাহ-রাত্রিতেই সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া চাঁদ সওদাগর সাতাই পর্ব্বতের উপরিভাগে তাহার নিমিত্ত লৌহময় বাসরঘর প্রস্তুত করিয়া রাখেন। মনসার সহিত বাদ সহজ কথা নহে! বরকন্তা রাত্রিতে তথায় যাইয়া শয়ন করিলেও সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হয়।"—৺রামগতি স্থায়রত্নপ্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

এ ত গেল পূর্ব্বকালের কথা। বর্ত্তমানের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার রচনার রীতি-বিভিন্নতা পরিস্ফুট। আর অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক।

অতঃপর কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুএকটা পদ লইয়া দেখাইব যে, যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে কবির রচনা-ভঙ্গীতে যে প্রভেদ উপজাত হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত পদাবলীতে নাই। কবির যৌবনে কৃষ্ণকীর্ত্তন রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে যৌবন-সুলভ চপলতা, পরকীয়াপ্রাতিরীতি ও তদনুরূপ বর্ণনা আছে। প্রৌঢ় বয়সে রচিত এবং পঞ্চ শতাব্দীর গায়ক-সম্প্রদায়ের সংস্কার-পূত প্রচলিত পদাবলীর বিরহাংশই অতি মধুর। কিন্তু পূর্ব্বরাগাদিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনেরই অনুরূপ ভাব ও ভাষা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। তবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীর ভাব আধুনিক রুচিতে কতকটা অশ্লীল ভাবাপন্ন বটে। সেটার জন্ত কবির যৌবনের উদ্দামতা ও রজকিনী-প্রীতিই দায়ী। এই স্থলে আমরা দুএকটা উদাহরণ সংগ্রহ করিলাম।

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষহরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর॥
নাগিনীরে দেয় খোব, সাপিনী বাড়য়ে কোব,
দন্ত করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলি মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপন॥

খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে "তুমি থাক কোন্ স্থানে ?"
"থাকি বনের ভিতরে, নাগ-দমন বলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে ॥
বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমার ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি ॥"
"বটের ভিখারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, কেমা পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥"
হেসে কহে ধীরে ধীরে, "তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"
"চুপ করে থাক বেসে, যা পাও তা যাও লেখে,
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি, ভিক্ষা করি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে ?
তোমা লঞা করি ক্রীড়া, তুমি কেন মান পীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥

এই পদ এবং ঈদৃশ বহু পদ কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক পদ-সমূহের অভিব্যক্তিজাত। পদাবলীতে কৃষ্ণের দৌত্যের প্রকারভেদ আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই দূতী। কৃষ্ণকীর্ত্তনে অস্ফুটযৌবনা, দ্বাদশবর্ষীয়া রাধা যে ভাবে কথোপকথন করিতেছে, তাহাই স্বাভাবিক। অন্যথা অস্বাভাবিক হইত। উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক একটা পদ দেখুন,—

"আইস গোআলিনী বইস কদমের তলে
সব তত্ত্ব কহোঁ মো তোক্ষারে।

কর কূল আঁ। ঘাটে　　　　কাহ্ন মাহাদানী বাটে
　　কোণ বুঝি কোণ পরকারে ॥১॥"

"শুণ তোঁ নিলজ কাহ্ন　　　　কিসক সাধহ দান
　　কোন বিথু রথুর উপরে।
জীবারে নারহ যবেঁ　　　　হেনক করহ তবেঁ
　　ভিক্ষা মাজহ ঘরে ঘরে ॥২॥"

"আইহন সে জীএ কিকে　　　　হেন নারী পাঠাএ বিকে
　　গোপজাতী ধনের কাতরে।
যার ঘরে হেন নারী　　　　সে কেহে ধন ভিখারী
　　তোহ্মা থাহ্মা দেউ মোর ঘরে ॥"

"হইএ আহ্মে গোপজাতী　　　　পতি ছাড়ী নাহিঁ গতী
　　ঘৃত দুধেঁ সাজিএ পসারে।
তোহ্মে রাখোআল জনে　　　　কড়া চারী কড়ী ধনে
　　আপণাক আপই ঈশ্বরে ॥"

"তোঁএ সে গোআলজায়া　　　　না বুঝসি মোর মায়া
　　আহ্মে ত্রিভুবনে অধিকারী।
আহ্মেঁ গোপরূপ ধারী　　　　আহ্মে সর্ব্বজন [illegible]
　　তোহ্মাহো কিণিতেঁ তবেঁ পারী ॥"

"যেবা হৈল বড় জনে　　　　আর আছে হেন মনে
　　বুঝিলোঁ মো তোহ্মার বচনে।
দুগ্ধ থুইআঁ এক ভিতে　　　　পানে মজাইআঁ চিতে
　　আতীধনী হআঁ সাধ দানে ॥"

"স্বগ্‌র্গ মর্ত্ত্য পাতালে　　　　মোর দান সর্ব্বকালে
　　তোর আগে আছেঁ এহা পথে।
এতেঁ যবে যৌবন　　　　রাখিবারে কর মন
　　বান্ধিআঁ থুইবোঁ দুই হাথে ॥"

"শুনহ মোহোর বচন　　　　নটক চেণ্টন কাহ্ন
　　কেহে কর আপমানকে বাটে।
তোর কি বাড়িতে আছোঁ　　　　তোর কিবা অতথাও
　　না জানসি কংস রাজপাটে ॥"

"হইআ আহ্মে দামোদর　　　　মারিলোঁ অসুর বল
　　কত দাপ দেখাসসি মোরে।

মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কেবা পড়িবাএ তোরে ॥"

"হুঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কেবা পাতিআএ।
তোহ্মে বাটে মাহাদানী. মোহোঁ আইহন রাণী
বল কৈলেঁ আণাইবোঁ রাজাএ ॥"

"রাধা হে তোর বলে ভাণ্ড ভাঁগিআঁ সকলে
দধি খাইবোঁ আপন ইছাএ।"

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ। ল
বড়ু চণ্ডীদাসে গাএ ॥

আর একটা পদ তাহার আধুনিক বিকৃতি সহ পাওয়া গিয়াছে। বসন্তবাবু টীকায় আধুনিক রূপ সংযোজিত করিয়াছেন। নিয়ে উভয় পদই প্রদত্ত হইল। ইহাদের তুলনায় পরিষ্কার দেখা যাইবে যে, একটী অঙ্গের বিকৃতি, যুগান্তরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, লিপিকর ও গায়ক-সম্প্রদায়ের রুচি অনুসারে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। তুলনার সুবিধার জন্য পাশাপাশি লিখিত হইল।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ	আধুনিক পদ
দেখিলোঁ। প্রথম নিশী	প্রথম প্রহর নিশি
সপন সুন তোঁ বসি	সুস্বপন দেখি বসি
সব কথাকহিআরেঁ। তোহ্মারে হে।	সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিআঁ কদমতলে	বসিয়া কদম্বতলে
সে কৃষ্ণ করিল কোলে	সে কানু করেছে কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥১॥	চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥১॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।	
সে কৃষ্ণ আণিআঁ দেহ মোরে হে ॥ধ্রু॥	
লেপিআঁ তনু চন্দনে	অঙ্গে দিয়া চন্দন
বুলিআঁ তবেঁ বচনে	বলে মধুর বচন
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।	আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী	চাহিলেন সুরতি
না দিলোঁ মোঁ আহ্মমতী	নাহি দিল পাপমতি
দেখিলে। মোঁ দুঅজ পহরে ॥ ২॥	দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে ॥২॥
তিঅজ পহর নিশী	তৃতীয় প্রহর নিশি
মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী	মুই কৃষ্ণকোলে বসি

নেহালিলোঁ তাহার বদনে	নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈসত বদন করী	ঈষৎ হাসন করি
মন মোর নিল হরী	প্রাণ মোর নিল হরি
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥৩॥	বিয়াকুল হইল মদনে ॥৩॥
চউঠ পহরে কাহ্ন	চতুর্থ প্রহরে কান
করিল আধর পান	করিল অধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।	মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে	দারুণ কোকিল নাদে
ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে	ভাঙ্গিল আমার নিদে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥৪॥	রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥৪॥

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিকৃতিতে দুই এক স্থল দুর্ব্বোধ হইয়াছে। আর একটী পদের অনুবাদ করা যাউক।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই কালিন্দীর কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল করিল মোর বেআকুল মন।	আকুল করিল আমার বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইলোঁ রান্ধন॥	বাঁশী শুনি আকুলিত করিলাম রন্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই সেবা কোন্ জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপণা॥	দাসী হয়ে তার পায়ে সঁপিব আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই চিত্তেতে হরষ।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥	তার পায়ে কৈনু হাম বল কোন দোষ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।	অঝর ঝরিছে আমার নয়নের পানি।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥	বাঁশীর শব্দেতে আমি হারাই পরাণী॥

যোগেশ বাবু একটু সদয় সমালোচনা করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রচলিত পদাবলীতে ভাবগত বা ভাষাগত তেমন কিছু প্রভেদ নাই। যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে অভিন্ন ব্যক্তির রচনা-ভঙ্গীতে যে প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক, তাহাই আছে। যোগেশ বাবুর ন্যায় সবিশেষ কৃতবিদ্য ব্যক্তি—যাঁহাকে আমরা বঙ্গভাষার স্রষ্টৃবর্গের মধ্যে অন্যতম বলিয়া মনে করি ও শ্রদ্ধা করি, তিনি যে এতটা কঠোর ও চার্ব্বাক-মতাবলম্বী হইলেন, ইহা আমাদের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। আজ মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষা বুঝি বা সত্য সত্যই বেওয়ারিশ হইয়া পড়িয়াছে! আমাদের বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিয়াই সাহিত্যকুঞ্জে একটা ওলট-পালট, একটা প্রলয়-কাণ্ডের সৃষ্টি করিবার জন্যই এবার লিপি চালনা করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাম্যের অভাব হইলেই যে বিভিন্নতা প্রতিপাদন হয় না, তাহাও কি যোগেশ বাবুকে এত করিয়া বুঝাইতে হয়? তবে আর একটা কথা মনে পড়ে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন, কৃষ্ণ-

কীর্ত্তন লইয়া অন্ততঃ দশ বৎসর পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলিবে। তবে কি যোগেশবাবু এই প্রবন্ধ দ্বারা সেই লড়াইয়ের সূচনা করিয়া দিলেন? সে যাহাই হউক, তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, তিনি অনাবশ্যক ভাবে নিষ্ঠুর হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার ভাষায় বিদ্রূপের ভাবও পরিস্ফুট। তিনি লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ছাপিতে পাতার এক পিঠ ভরিয়া গিয়াছে। ইহার মর্ম্মার্থ বোধ হয় সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না। তবে ইহা নিশ্চয় বুঝি যে, তাঁহার উদ্দেশ্য হয় ত মঙ্গলময়। কিন্তু ভাষার ভঙ্গী সে উদ্দেশ্য ঢাকিয়া, বিদ্রূপের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে।

• কাল ও দেশ ও কবি নির্দ্দেশ করিয়া এত পুরাণো পুথি অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই? 'হয় নাই' উচ্চারণ করা কখনই নিরাপদ্ নহে। যাহা হইয়াছে, তাহাই আমাদের বিবেচনা ও বুদ্ধির আয়ত্ত অস্তিত্বের জ্ঞানই আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য। অনস্তিত্বের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আচার্য্য মোক্ষমূলর এইরূপ একটা 'হয় নাই' বলিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোনওরূপ বিদ্যাচর্চ্চা হয় নাই। সাহিত্য ও কাব্যের ইতিহাসে এই যুগটাকে তিনি একটা অস্তিত্ববিহীন শূন্য আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছিলেন। গবেষণা ও অনুসন্ধান এক্ষণে বিপরীত মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতিতে তারিখ-দেওয়া কাব্য ও প্রশস্তি এত প্রকাশ পাইল যে, কাব্যানুশীলনের অভাব অসম্ভাবিত বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু লুপ্ত গ্রন্থেরও উদ্ধার হইতে লাগিল। তবে মোক্ষমূলরের একটা কৈফিয়ৎ ছিল। তিনি এ দেশের কৃতবিদ্যগণের অনভীপ্সিত একটা মত স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচলিত করিলে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই বাধিয়া একটা ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। এ কথা তিনি স্বীকারও করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

পুথিখানা যখন পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত আছে, তখন লোকলোচনের অন্তরালে নাই। যোগেশ বাবু যদি পরিষদে আসিয়া পুথিখানা দেখিয়া যান এবং তাহা হইতে একটা কিছু অনুমান খাড়া করিয়া তুলেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা-কাটাকাটি চলে এবং তাহার ফলে সত্য আবিষ্কার কোন দিন না কোন দিন হইলেও হইতে পারে। নতুবা দেশকাল সম্বন্ধে প্রশ্নের সমাধান বড় কঠিন কাজ।

তিনি বলিয়াছেন, "এই বিচার সংস্কারক ও তাঁহার সহায়কবর্গের প্রীতিকর করিতে পরিলাম না। তাঁহাদিগের মতি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যুক্তি ও ন্যায় পীড়িত করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা ও ছাপা গ্রন্থের মানমর্য্যাদা কিছুমাত্র খর্ব্ব দেখিতে পারি না।"

আমাদের বক্তব্য এই যে প্রীতিকর না করিতে পারাটা তাঁহার যোগ্যতা ও ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। বিচার বিতর্কে কটূক্তি বর্ষণ মহানুভবতা খর্ব্ব করে। 'মতি' শব্দের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না। যদি 'মতি' শব্দের অর্থ 'অভিমত' হয়, আর তাহা যদি অযৌক্তিক ও ভিত্তিশূন্য হয়, তবে তাহা হইতে ন্যায় বা moralityর পীড়া

কি প্রকারে আসিতে পারে? বাঙ্গালা ভাষায় ছাপা ও বাঙ্গালা ভাষায় লেখা গ্রন্থের মান-মর্য্যাদা খর্ব্ব হইল কিসে? কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদন বা প্রকাশ অনুচিত হইল কিসে? তাহা রায় বাহাদুর মহাশয় বুঝাইয়া দিলে আনন্দিত হইতাম।

১। প্রাপ্ত পুথির বয়স ও দেশবিচারে বাহ্য প্রমাণ। ৩—১০। লিপিতত্ত্ব ও পুথির লিপিকাল নির্ণয়-চেষ্টায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় ও গ্রন্থসম্পাদক যে মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা উড়াইয়া দিবার জন্য সংশয়কারী পরিষৎ-পত্রিকার পাঁচ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি নিজে কোনও নির্ণয় করেন নাই। প্রতিষ্ঠিত মতটা চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে তাঁহার এত আনন্দ হইল যে, তিনি কল্পনার পর কল্পনার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, বহু অবান্তর কথা বলিলেন এবং রাখালবাবু ও বসন্তবাবুকে কটূক্তিও করিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নূতন একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার আনন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছাও করিলেন না। অথচ 'ভাঙ্গা সহজ, গড়া কঠিন?'

তাঁহার এই বিচারের দফাওয়ারি উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি। পুথি ও লিপিকাল বিষয়ে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাই এ স্থলে উপস্থিত করিলাম।

রাখালবাবু লিপি পরীক্ষা করিয়া যে ফলাফল জানাইয়াছেন, তাহা হইতে আমরা অভ্রান্ত সত্য এইটুকু পাই যে, "১৩৮৫খ্রীঃ—১৪৯৯খ্রীঃ মধ্যে লিখিত কেম্ব্রিজে সংরক্ষিত কয়েকখানি পুথিতে যে প্রকার অক্ষর আছে, তাহার সহিত তুলনায় কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিতে প্রাপ্ত কতকগুলি অক্ষর প্রাচীনতর।" ইহা হইতে রাখালবাবু অনুমান করিয়াছেন, ১৩৮৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বেই—১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ঐ পুথি লিখিত হইয়াছিল। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে চণ্ডীদাসের জন্ম হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আমরা প্রমাণ কিছুই পাই নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনে যদি ঐতিহাসিক সত্য থাকে, তবে ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চণ্ডীদাসকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারি না। কারণ, আমরা জানি, ১৪৫৬ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাপতি ভাগবত গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ১৪০০খ্রীঃ অব্দে বিস্ফি গ্রাম দানে পাইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তলিখিত ভাগবতের অনুলিপি এবং বিস্ফি গ্রামের দানপত্র এখন সংরক্ষিত আছে। এই কারণে আমরা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মিলন খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করি। তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুলিপি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই বলিতে হয়। বিশেষতঃ বীরভূমের কবির কাব্যের অনুলিপি যখন বিষ্ণুপুরে পাওয়া যাইতেছে, তখন কিছু সময় (অর্থাৎ রচনার পর অন্তত পক্ষে ২০।৩০ বৎসর) ঐ জন্য ছাড়িয়া দিতে হয়। এই অনুমান গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা এই যে, ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের যদি হস্তাক্ষরটা হয়, তবে লিপিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী কি প্রকারে হয়? এই বাধাটুকু উপেক্ষাই করিতে হইবে। কারণ, অন্যথা ঐতিহাসিক

ঘটনার সহিত বিরোধ ঘটে। আর লিপিকরের বয়স একটু বেশী ধরিলে, যে লিপিকর ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিতে শিখিয়াছে, তাহার হস্তাক্ষর পরিবর্ত্তিত হইবে না। এরূপ কল্পনায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দের পর ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে কোনও সময়ে ঐ পুথি লেখা হইয়া থাকিতে পারে—যদি মনুষ্যের পরমায়ু শত বর্ষ ধরা যায়।

এই সূত্রে অনুসন্ধেয় হইতেছে দুইটি বিষয়। ১। পুথিখানা চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত কি না? এবং ২। সালতোড়া গ্রাম বাস্তবিক তাঁহার মাতুলালয় কি না? আমরা কিন্তু লেখাটাকে চণ্ডীদাসের স্বহস্তের বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, পুথির সংস্কৃত অংশে বহু বর্ণাশুদ্ধি পাইয়াছিলাম। ছাতনা গ্রাম মাতুলালয় হইলে এবং মাতুলালয়ে অবস্থিতি-কালে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা হইলে, সময়টা কতক খাপ খায়। যোগেশ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে দুই একটি কথা নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে।

বসন্তবাবু ৮০০ পুথি দেখিয়াছেন কি না, আমরা জানি না। কাগজ ও কালী দেখিয়া লেখার বয়স অনুমান অভ্রান্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে সে কার্য্যটাও যোগেশ বাবুর অসাধ্য ছিল না। "লৌহ মঞ্জুষায় রক্ষিত হইলেও কাগজ ৫০০ বৎসর টিকে না" এ কথা আমরা নিঃসন্দিগ্ধ বলিয়া মনে করি না। বিদ্যাপতির হস্তলিখিত পুথি ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে, কুমারপাল-চরিতের একখানি পুথি ১৪১৪ খৃঃ হইতে, বিদস্কির দানপত্র ১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে রক্ষিত আছে। কি প্রকারে রক্ষিত ছিল, জানি না। পুথিখানির ভিতরে একটা কাগজের টুকরায় লেখা ছিল যে, কোনও ব্যক্তি বিষ্ণুপুর রাজলাইব্রেরী হইতে কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখে পুথিখানি ধার করিয়া লইতেছে। পুথিখানির পক্ষে কায়েথী লেখার দেশে বিচরণপূর্ব্বক তদ্দেশীয় আচার-ব্যবহার শিক্ষা ও হিজিবিজি চিহ্ন অঙ্গে বহন করিয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব। পুথির আকরের বিষয় যোগেশবাবুকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি।

২। আভ্যন্তর প্রমাণ

(ক) শব্দের বানান-বিচার

১১। আমরা বুঝি, প্রাচীন পুথির বানান শুদ্ধ, কি অশুদ্ধ, তাহা বলিবার অধিকারী আমরা নহি। বানানে অনিয়মটাই নিয়ম কি না, তাহা এখন নির্ণয়-সাপেক্ষ। এ নির্ণয়ে সবিশেষ পরিশ্রম আবশ্যক। ইহাতে কত পরিশ্রম চাই, কত বিদ্যাবত্তা চাই, কত উপকরণ চাই, তাহা এক কথায় বলা যায় না। কলনাদিনী স্রোতস্বতীতীরে, নিভৃত নিকুঞ্জে, বিহগকূজনে মুগ্ধ না হইলে কবিতা-রচনায় কবির ভাব আসে না। কিন্তু ওরূপ স্থলে ও ওরূপ উপায়ে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আদৌ সম্ভবপর নহে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে পুথি ঘাঁটিতে হইবে, পুথির ধূলায় ধূসরিতাঙ্গ হইতে হইবে, আহারনিদ্রা ভুলিতে হইবে। বানানের বিভীষিকায় অনেক সময়ই হাল ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে; কিন্তু ছাড়িলে ফললাভ হইবে

না। বিনা উপকরণে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা ফল প্রসব করে না। বরং কল্পনার উর্ব্বরতায় অসংখ্য আগাছার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। সুচতুর কৃষক তাঁহার চাষের ক্ষেতে আগাছা জন্মিতে দিবেন না। প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মে যে আগাছা জন্মিবে, অস্ত্রের সাহায্যে তাহার উৎপাটন করাইয়া লইবেন। ধ্বনির দ্যোতক বসাইলেই সকল সময়ে বানান হয় না। বহু স্থলে বর্ত্তমান সময়েও আমরা বানানে বিভ্রাট দেখি। সংস্কৃত প্রাকৃত, বাঙ্গালা ইংরাজী, হিন্দী পার্সী—সকল ভাষাতেই এ নিয়ম অল্পবিস্তর একই রূপ। উদাহরণ,—

অশোক, অশোগ; আশোত, আশোদ, অশ্বথ; আওটা, আওট, আওড়া, আওড়, আওতা (আ+√বৃত); উপকার, উৎগার; অপগুণ, অবগুণ; আকাশ, আগাশ; কাক, কাগ; বক, বগ, বগা; শকুনি, শকুন্ত, শগুন, শুগুনি, শুকুনি; শাক, শাগ; চাখা, চাকা; বাপা, বাবা, বাপু, বপ্প; খারাপ, খরাপ, খরাব, খরাপ, খরাবী, খরাপী, খারাবী, খারাপী; কপাট, কবাট, কেবাড়; বখশিশ, বখশিস, বখশিষ, বর্খসিস, বখসিশ, বর্খসিষ, বকশিশ, বকশিস, বকশিষ, বকসিস, বকসিশ, বকসিষ; অপমান, অবমান; অপচয়, অবচয়; অপগুণ, অবগুণ; বাদশা, পাদশা, বাদসা, বাদসাহ, পাদসা, পাদসাহ ইত্যাদি; বড়িশ, বড়িশী, বড়িশা, বড়িশ, ডশী, বরিশী, বলিশ; ব্রশুভি, ব্রড়ভি, ব্রশতি, ব্রডতি; ব্রলাক, ব্রলাকা, বলাক, ব্রলাকা; বাষ্প, ব্রাষ্প, বাস্প, বাপ; বিস, বিস, বিশ, বিস, বিষ (মৃণাল); বিসকট, বিশকট; বাণিজ, বাণিজ; বর্হ, বর্হা, বর্হ, বর্হা; বর্হিণ, বর্হিণ, বর্হী, বর্হী; Buckles, বকলস, বগলস, Govrnment, গবর্ণমেণ্ট, গবর্মেণ্ট; train, ট্রেণ, টাইন; শক্তু, সক্তু; সফর, সফরী, শফর, শফরী; শব, সব, (দ্বিতীয়বার কর্ষণ); শম্বর, সম্বর; শম্বল, সম্বল; শর, সর (খাগড়া); শরট, সরট; শরণি, সরণি, শরণী, সরণী, সরান, শরান, সরাণ, শরাণ, (চলিবার পথ); শরা, সরা, সরাব, শরাব; শরাটি, শরাশ্মি, শরাতি, শরারি, শরাসি, শরালী, শরালি, সরালি, সরালী, সরাইল, শরাইল (পক্ষিবিশেষ); সর্ব্বরী, শর্ব্বরী, সর্বরী, শর্বরী; শাল, সাল, শাক্ষ, সাক্ষ, সর্ষ, সর্য্য (তরুবিশেষ); শালু, শালূক, শালুক, সালু, সালূক, সালুক (সুঁদির মূল); শাবর, সাবর; শিক্থ, শিক্থক, সিক্থ, সিক্থক (মোম, গ্রাস); শিতি, সিতি (white); শিপ্রা, সিপ্রা (নদীবিশেষ); শিম্ব, শিম্বি, শিম্বিকা, শিম্বী, শিম, সিম, ছিম; শীতা, সীতা; শীৎকার, শীৎকৃত, সীৎকার, সীৎকৃত; শীধু, শীধু, সীধু, সীধু; শীধুগন্ধ, সীধুগন্ধ; শৈবাল, সৈবাল; শরণ্ড, সরণ্ড; সরণ্যু, শরণ্যু; শরম, সরম; সরল, শরল (বৃক্ষবিশেষ); সিতিকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ; বড়বা, বড়বা, বড়বা, বড়বা; বধ, বধ; বধূ, বধূ, বহু, বহু, বৌ, বউ, বো; এইরূপ বল, বল; বলাক, বলাক ইত্যাদি। স্নেহ, নেহ, নেহা, লেহা, সনেহ, সেনেহ, সনেহা, সেনেহা; নাওয়া, লাওয়া, নাহান, নান; নিতে, লিতে, লওয়া, নেওয়া। পণ্ডিতগণের কথা-কাটাকাটিতে ফাল্গুন, গগন, ফেন শব্দের উত্তর নকার দিয়া বানান সিদ্ধ হইয়াছে। পাণিনিকেও বহু বানান বিকল্পে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইয়াছে। অনেক স্থলে তিনি বহু আচার্য্যের দোহাই দিয়া প্রয়োগবৈত সিদ্ধ করিয়াছেন। যাস্ক এবং সায়ণাচার্য্যও এ নিয়মের বাহিরে যাইতে পারেন

নাই। প্রাকৃতের ত কথাই নাই। প্রাকৃত ব্যাকরণের আমূলান্ত বহুলাধিকার বৈকল্পিক। আবার প্রাকৃত ভাষাও বহুবিধ। শ ষ স, ন ণ, য জ বর্ণশিক্ষার্থীদিগের ভীতির কারণ।

এই সকল বর্ণ-বিভ্রাটের মধ্যে 'এই বানানটী শুদ্ধ, এইটী অশুদ্ধ' এ কথা বলা যায় না, বিশেষতঃ পরিবর্ত্তনের যুগে। এখানে "নিয়মানুবর্ত্তিতা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম" নহে। তাহা হইলে আদালতের লেখকগণকে হয় মানব-পর্য্যায়ের বহির্ভূত, না হয় স্বভাবপর্য্যায়ের বহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সকলের নির্ণয় না হইলে "নিয়মভঙ্গতা" সে কালে নিয়ম ছিল কি না, কি প্রকারে বলা যায়?

ভূত ও বর্ত্তমান পৃথক্ জিনস। ভূত কালের ব্যবহার বর্ত্তমান কালের ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না। বর্ত্তমানে যাহা রুচিসঙ্গত, অতীত কালে তাহা রুচিসঙ্গত না থাকিতে পারে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি, বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সে কালে লোকের রুচিকর ছিল। তাই কবিগণের এত খ্যাতি, এত প্রতিপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এ কালে ওরূপ বর্ণনা আমাদের রুচি বিরুদ্ধ হওয়াতেই আমরা এ সকল উপাদেয় গ্রন্থের সমালোচকগণের মুখে অশ্লীলতাদি দোষের কথা শুনিতে পাই। যাহাই হউক, সে কালের বানানের শুদ্ধাশুদ্ধত্বের পরীক্ষা এ কালের বানানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা হইতে পারে না। তাহা হইলে সকল পুথিতেই অশুদ্ধতা-দোষ জুটিবে এবং শুদ্ধ বলিয়া একটা জিনিস পাওয়া যাইবে না। সকল লেখকের পক্ষেই এক সমালোচনা যুক্ত হইবে—"অক্ষরের ছাঁদ ভাল, অথচ সমাবেশ ভুল। লিপিকর হাতের ছাঁদ অভ্যাস করিত, বানান শিখিত না।" অর্থাৎ কি না, সকলেই অনভিজ্ঞ ও মূর্খ ছিল।

এ স্থলে আর একটা কথা বলিতে হয়। ভাষাবিজ্ঞানের মূল ইতিহাসে। ইহার উপকরণ 'এই ছিল এই আছে।' 'এই হওয়া উচিত ছিল' ভাষা-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞার বহির্ভূত। যাহা ছিল, তাহার সহিত যাহা আছে, তাহার তুলনা এই বিজ্ঞানের অপর কার্য্য। এই ক্ষেত্রে কল্পনা আছে এবং কল্পনার দ্বারা কারণ নির্দেশ হয়। কিন্তু সে নির্ণয়ও আবার ঐ ইতিহাসলব্ধ উপকরণান্তরের সহিত তুলনামূলক পরীক্ষাসাপেক্ষ। এই কথাটী আমরা অনেক সময়েই বিস্মৃত হই। সেই জন্য বিবিধ ভ্রমে পতিত হই।

১২। যোগেশ বাবু যে সকল বানান উদ্ধৃত করিয়া এ স্থলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকরের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ, কি অশুদ্ধ এবং তাহার বিভিন্নতার কোনও হেতু আছে কি না, তাহা বিচার্য্য। এ স্থলে তাঁহার নিন্দাবাদের হেতুতে প্রমাদ আছে। আমরা তাঁহাকে এ বিষয়ে তুলসীদাসের রামায়ণ ও তৎসহ প্রাকৃত পৈঙ্গল ও আমাদের বিদ্যাপতির একটু খুঁটি-নাটি করিতে বলি। তিনি এই সকল গ্রন্থে একই পদের জন্য অসংখ্য রূপ অনুমোদিত হইয়াছে; দেখিতে পাইবেন।

১৩। যোগেশ বাবুর উক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনা করিতে হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—"সংস্কারকের নিকট এই বানান-বিভীষিকা সহজবোধ্য হইয়াছে। তিনি

লিখিয়াছেন, "'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক ; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র।" যুক্তিটা নূতন বটে। তাঁহার বিবেচনায় "প্রাকৃত" শব্দের বানানে নিয়ম ছিল না। কিন্তু "সংস্কৃত" শব্দের বানানেও কি অনিয়ম ছিল? তাঁহার উক্তি প্রমাণসাপেক্ষ। আর, বিচার্য্য বস্তুকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না।'

আমার বোধ হইয়াছে, সংস্কারক মহাশয় প্রথমে কামনার বশ্যতা স্বীকার করায় পরে ব্যাখ্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি কামনা করিয়াছেন, প্রাপ্ত পুথীখানি বড়ু চণ্ডীদাসের। ইহাতে চণ্ডীদাসের "খাঁটি ভাষা" আছে। কবি মূর্খ ছিলেন না, পরন্তু সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। নতুবা সংস্কৃত শ্লোক রচিতে পারিতেন না। অতএব আমাদের চোখে যে বানান ভুল বোধ হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ অশুদ্ধ নহে। যথা, এই পুথীতে ন ও শ স্থানে যে ণ ও স আছে, তাহা শৌরসেনী 'প্রাকৃতে'র প্রভাব। সে "প্রাকৃতে" ণ-কার ও স কার উচ্চারিত হইত। কিন্তু সংশয় এই, সর্ব্বত্র সে প্রভাব থাকিল না কেন? ইহার উত্তর, শ বানান, মাগধী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, ন বানান পৈশাচী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। এইরূপ হ-রি স্থানে যে হ-রী বানান আছে, তাহা মহারাষ্ট্রী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা, জানি না কেন, এত পণ্ডিতকে প্রলুব্ধ করে। বোধ হয়, শাস্ত্রপ্রবৃত্তি দ্বারা তর্ক-বিদ্যা পরাজিত হয়। যেহেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতএব ইহা সে-ই—এই যে যুক্তিহীন বিচার, তাহা শাস্ত্র-প্রবৃত্তির লক্ষণ। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির একটা গুণ আছে, অনায়াসে চিত্তের প্রসাদ জন্মে। ইহাতে কিন্তু অন্বেষণা পরাস্ত হয়, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ প্রচ্ছন্ন হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র সংস্কারক নানা প্রবন্ধে বলিতে চান, যেহেতু এই গ্রন্থে "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দের সংখ্যা অধিক, সেহেতু ইহা বহু প্রাচীন। সম্প্রতি ইহাতেও আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যখন দেখি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ভাষায়, ব্যাকরণে ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে সেই "প্রাকৃতে"র ধুআ, তখন তাঁহার "প্রাকৃত" সংজ্ঞার লক্ষণ পাইতে চাই। অনুমানের অবয়ব-ক্রমে তাঁহার কামনা প্রকাশ করি। (১) "প্রাকৃত" শব্দ পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল (পরকালে ছিল না?); (২) এই পুথীতে "প্রাকৃত" শব্দ আছে; (৩) অতএব এই পুথী পূর্ব্বকালে রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উদাহরণ ও হেতু, দুই অবয়বেই সন্দেহ। 'পূর্ব্বকাল' অর্থে কোন্ কাল, তাহা বলিতে হইবে; "প্রাকৃত" শব্দ অর্থে কোন্ শব্দ, তাহাও স্পষ্ট করিতে হইবে। সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বানান অশুদ্ধ। ইহা হইতে প্রাপ্ত পুথীর দেশ কিংবা কাল, কিছুই জানা গেল না।"

এখানে যে সকল কথা যোগেশবাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বসন্তবাবুকে পণ্ডিত-শ্রেণীর আসনে না বসাইতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সে ইচ্ছা প্রমাদমূলক। বর্ণযোজনাপ্রণালী তাঁহার নিকট সহজ-বোধ্য হয় নাই। তিনি ইহার ভিতর কিছু বিচিত্রতা দেখিয়াছেন এবং সেই বিচিত্রতার কারণ নির্দ্দেশে চেষ্টা করিয়াছেন। যোগেশ-বাবু শাস্ত্রপ্রমাণ মানুন আর নাই মানুন, আমাদিগকে বলিতে হইবে, প্রাকৃতের লক্ষণ

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও প্রাকৃত সাহিত্যেই খুঁজিতে হইবে। কল্পনা বা তর্ক এ স্থলে অযুক্ত। অতীতের বিষয়ে বর্ত্তমানের পাণ্ডিত্য কাজে লাগিবে না। কামনার বশে তর্কের অবতারণা, শাস্ত্রপ্রবৃত্তির অমর্য্যাদা আমাদের মতে বর্জ্জনীয়। সে কথাও যে আজ যোগেশ বাবুকে বলিয়া দিতে হইল, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।' প্রবন্ধলেখক মহাশয়কেও বলিয়া দিতে হইল যে, বররুচি, লক্ষ্মীধর, সেতুবন্ধলেখক, হেমচন্দ্র, গৌড়বধ কাব্যকার, পিঙ্গল পণ্ডিত, কালিদাস, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাকৃত ভাষা ও প্রাকৃত সাহিত্যের নায়ক। তাঁহারা বিধি প্রণয়ন বা উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা প্রাকৃতের যে লক্ষণ আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ে শাস্ত্র। সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হইলে তখন তাহা বাঙ্গালা শব্দ, বাঙ্গালার লক্ষণ তাহার উপর প্রভাবশালী হইতে পারে। ইংরাজিতেও এরূপ হইয়াছে। Cherub, seraph শব্দের বহুবচনে cherubim, cherubs cherubims; Seraphim, seraphs, Seraphims, রূপ পাইয়াছে। উদাহরণ বেশী দিবার প্রবৃত্তি হয় না। সকল ভাষাতেই এক নিয়ম। মনুষ্য-সমাজেও এই নিয়ম। ইংলণ্ডনিবাসী ধনিকন্যাও বঙ্গদেশে বিবাহ করিয়া শাড়ী পরিতেছেন, ভাত খাইতেছেন। ইহার বিপরীত স্থলে বিপরীত ব্যবহার চলিতেছে। যোগেশ বাবু প্রমাণ চাহিয়াছেন। কিন্তু বিচার্য্য বিষয় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না, বলিয়াছেন। তাহা হইলে ওরূপ আদর্শের অভাবে "অন্বেষণা পরাস্ত" হউক, এরূপ উদ্দেশ্য আছে কি না, বলিতে পারি না। আমরা কিন্তু বেশী অনুসন্ধান করিলাম না। তিনি স্বয়ং শব্দকোষ নামে বঙ্গভাষায় যে অমূল্য সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা সেই গ্রন্থ হইতেই দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গার্চ্চনা করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিব। আকাল (অকাল), আগাশ (আকাশ), আপিস (office), আনল (অনল), আনামত (অমানৎ), আন্দাজ (অন্দাজ), আপশোস (অফসোস), আপিল (appeal), আবছায়া (অপচ্ছায়া), আবলুস (আবনুস), আষর (অম্বর), আরক (অর্ক), আরা (অর), আরে (অরে), আর্দালী (Orderly), আল (অল), √আল (√অল), আলো (আলোক), আলা (আলোক), আলখাল্লা (অলখালক্), আলবাত (অলবত্তা), আষ্ট (অষ্ট), আঁসর (অবসর), আসল (অসল), আসাম (অহম), আসেসর (assessor), আস্তর (অস্তর), আস্তে (আহিস্তা), আহাম্মুখ (আহমক) ইত্যাদি শব্দ ব্যুৎপত্তি সহ যোগেশ বাবুর কোষে স্থান পাইয়াছে। অথচ তিনি আজ তর্ক-যুদ্ধে কিছুই স্বীকার না করিয়া একটা 'কিছু না'র প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণপাত করিতেছেন!

বসন্তরঞ্জন বাবু অতীতের সহিত বর্ত্তমানের একটা সম্পর্ক নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রাকৃতে কি ছিল, প্রাচীন বাঙ্গালায় কি ছিল, বর্ত্তমানে কি হইয়াছে, তাহার একটা সম্বন্ধ বাহির করিবার জন্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে যোগেশ বাবু অধীর হইলেন কেন? পাছে "শাস্ত্রপ্রবৃত্তি দ্বারা তর্কবিদ্যা পরাজিত হয়", এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া না কি, তাহা বলিতে পারি না। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্পর্ক "যুক্তিহীন বিচার"?

তাহাতে "অনায়াসে চিত্তপ্রসাদ জন্মে"? তাহাতে "অন্বেষণা পর্য্যন্ত হয়"? যোগেশ বাবু মার্জ্জনা করিবেন, এই কয়টী পংক্তি পাঠ করিতে আমাদের বড় কষ্ট হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, কল্পনার সাহায্যে তর্ক করা অপেক্ষা ভাষার প্রাচীন উপকরণ সংগ্রহ করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। আর সেই জন্যই তাহাতে কৃতকার্য্যতা-জন্য অবিমিশ্র আনন্দও প্রচুর। কল্পনার সাহায্যে অন্বেষণা চলে না—তর্ক চলিতে পারে।

(খ) শব্দবিচার

১৪। কতকগুলি অকারের আকারে পরিণতি দেখিয়া যোগেশ বাবু পুথিখানির দুই দেশ ভ্রমণ 'কল্পনা' করিয়াছেন। তাঁহার মতে "দুই দেশ ভ্রমণ স্বীকার না করিলে **অধিক অধিক** একার্থে লিখিত হইতে পারিত না।" কেন পারিত না, তাহার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই। বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন, "আদ্য অকারের স্থানে আ আদেশ বাঙ্গালা ভাষার একতম বিশেষত্ব।" যোগেশ বাবুর মতে "হেতুটা কাজের হয় নাই," কারণ, পুরাতন পুথি হইতে বসন্ত বাবু এই বিশেষত্বের প্রমাণ দেন নাই। আমরা বলি, যোগেশ বাবুর এ স্থলে একটা মত খাড়া করা উচিত ছিল—নিজে প্রমাণাদির অবতারণা করা উচিত ছিল। কারণ, তিনিই বলিয়াছেন, আপ্ত প্রমাণ কেহ মানিতে চাহে না। আজ পাঁচ সাত বৎসর হইল, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল "প্রাচীন বাঙ্গালার দুইটী বিশেষত্ব।" 'আ' উচ্চারণ যে প্রাচীন বাঙ্গালার একটী বিশেষত্ব, তাহার প্রমাণ-প্রয়োগ ঐ প্রবন্ধে দিয়াছিলাম। যদি অবসর ও কৌতূহল থাকে, তবে যোগেশ বাবুকে ঐ প্রবন্ধটী দেখিতে অনুরোধ করি (সা, প, প, ১৩১৯, ২য় সংখ্যা)। এখানে তদীয় শব্দকোষ হইতে কয়েকটী উদাহরণ সংগ্রহ করিলাম। ইহা হইতেই যোগেশ বাবু বুঝিবেন যে, প্রাচীন কালে বাঙ্গালার লোকে একটু বেশী বেশী আ উচ্চারণ করিত।

শব্দ	আদি	যোগেশ বাবুর ব্যুৎপত্তি	মন্তব্য
আইবুড়া	অব্যূঢ়	অব্যূঢ়—অয়বুঢ়—অইবুড়—আইবুড়া। য স্থানে ই।	পরিবর্ত্তনক্রমের প্রমাণ নাই
আঁক	অঙ্ক		
আঁকশলি	অঙ্কশলাকা		সানুনাসিকতা প্রাং'বাং'র বিশেষত্ব।
আ-কাটা	(অকর্ত্তিত)	কাটা হয় নাই যাহা	
আকাঠ	(অ-কাঠ)	আ সাদৃশ্যার্থে	নঞ্‌ সাদৃশ্যার্থে
আ-কাঁড়া	(অকুট্টিত)	কাঁড়া হয় নাই যাহা	
আ-কাল	অকাল	সংনিষেধার্থ অ বাং'তে আ হইয়া থাকে।	সর্ব্বত্র হয় না।

শব্দ	আদি	যোগেশ বাবুর ব্যুৎপত্তি	মন্তব্য
আঁকুড়	অঙ্কুর		
আঁকুশী	অঙ্কুশ (ষ)		
আঁকোড়	অঙ্কোট (ল)		
আক্রা	অক্রেয়		
আখ	ইক্ষু		
আখম্বা		সংস্তম্ভ, বাংথাম, ওংহিং থম্বা। আ-সাদৃশ্যে। স্তম্ভতুল্য দৃঢ়।	প্রাংথম্ভ, থম্ভ। বাংগ্রাম্য থাম্বা। নঞ্ স্থানে আ। সানুনাসিকতা প্রাংবাংর বিশেষত্ব।
আঁখর	অক্ষর		
আখরোট	অক্ষোড়		শব্দটা সম্ভবতঃ সংতে অঙ্গীভূত। কাবুল হইতে আগত।
আখা	উখা		
আখাড়া, আখড়া	অক্ষবাট		
আঁখি	অক্ষি		সানুনাসিকতাও একটী প্রাংবাংর বিশেষত্ব।
আগ (আগা)	অগ্র		
আগড়	অর্গল		
আগবাড়া	অগ্রবর্ত্তী		
আগম	অগম্য		
আগল	অর্গল		
আগাছা	অগচ্ছ	সংঅগচ্ছ = অগম—বৃক্ষ ; কিন্তু বাংঅর্থ দেখিলে আ-(নিষেধে)+গাছা (গাছ+আ, অনাদরে আ) তুংআঘাসা।	কল্পনার চমৎকারিত্ব আছে। আমরা শব্দকল্পদ্রুমে গচ্ছ শব্দ বৃক্ষার্থে পাইয়াছি। প্রয়োগ পাই নাই। আ = নঞ্। তুং অব্রাহ্মণ। শেষের আ বাংর আকারপ্রিয়তাবশতঃ।
আগাঁথা	(অগ্রথিত)	গাঁথা হয় নাই যাহা	

শব্দ	আদি	যোগেশ বাবুর ব্যুৎপত্তি	মন্তব্য
আগাম	অগ্রিম		
আগু	অগ্র		অন্ত্য উকার আদরে।
আগুন	অগ্নি	সং অগ্নি, ই লোপে অগন্ আগন্ আগুন (গুণ শব্দ সাদৃশ্যে; তু° বেগুন) হিং মং আগ; ও° নিআঁ। (গ্নি অ—নিঅ, গলোপে)	প্রমাণটা কল্পনামাত্র।
আগুসার	অগ্রসর		

এইরূপ বহু আছে; বাহুল্যভয়ে আর উদাহরণ দিলাম না। যোগেশবাবু পুথিখানার দেশান্তর-ভ্রমণ কল্পনার আনুকূল্যে দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—বা-ঙ্গা-লী, ব-ঙ্গা-লী; কলিকাতা, ক-লি-ক-ত্তা। দৃষ্টান্তদ্বয় কিন্তু তাঁহার আনুকূল্য না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিতেছে যে, দেশান্তরে যে স্থানে অন্ত বর্ণের প্রয়োগ আছে, বাঙ্গালা দেশে সে স্থানে **আবর্ণ**। এই আবর্ণপ্রিয়তাকে ভাষাতত্ত্বের সংজ্ঞায় (ধাতুগত) বিশেষত্ব বা idiosyncrasy বলা যায়।

১৫। যোগেশবাবু লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের কতিপয় শব্দে বিশেষ আছে। তাঁহার মতে পুথির দেশ-কাল-নির্ণয়ে সব লাগিতেছে না, তবে একত্র করিলে সন্দেহ সূচনা করিতে পারে। তাঁহার প্রদত্ত উদাহরণগুলি একে একে আলোচনা করিব। (১) শব্দের অন্ত্য স্বর লোপ। যথা—অভরসা—অভরস, রসনা—রসন, কাঁচা—কাঁচ, ঝগড়া—ঝগড়, কিছু—কিছ। আমরা এ স্থলে যোগেশ বাবুকে জানাইতে পারি যে, অন্তিম শব্দটী ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদায় শব্দই বীরভূম জেলার গ্রাম্য ভাষায় প্রচলিত আছে। সুতরাং শব্দগুলি নিতান্ত নীরব নহে। অন্তিম শব্দটী প্রাকৃত ভাষাতেই বিকল্পে অকারান্ত ও উকারান্ত। (২) অন্ত্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটীর লোপ। ইহাকে আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির বিশেষত্ব বলি না। কারণ, প্রাচীন পুথিমাত্রেই এ উদাহরণ পাওয়া যায়। (৩) মধ্যসংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ। এটিও (২) সংখ্যক সূত্রের পর্য্যায়ভুক্ত। (৪) স্থ স্থানে থ ও ষ্ট স্থানে ঠ। ইহা প্রাকৃত ভাষার সাধারণ নিয়ম। (৫) ল স্থানে ন। ইহা অল্পবিস্তর সর্ব্বত্রই আছে। (৬) ত স্থানে ন। ইহার দুইটীমাত্র উদাহরণ; সুতরাং ব্যাপকতা নাই। (৭) পুথিতে ড় ঢ় নাই, তথাপি ড স্থানে র। যথা—বর দুরুবার (১৬ পৃঃ), আড়ী—আরী (১৫১), পরিলোঁ যমুনা নীরে (২৯৫) (পড়িলোঁ)। পুথিতে ড় ঢ় নাই নাকি? আমরা জানি আছে। আর এই র-বর্ণের আধিক্যও বীরভূমের নির্দ্দেশক। বীরভূমের লোকে ব-রি-র অম্বল খায়, বই প-রে, ব-র ব-র মাছেরও অম্বল রাঁধে, র ও ড় বর্ণের উচ্চারণে ভেদ দেখাইতে বলিলেই গোলে প-রে। (৮) শ স্থানে হ, হ স্থানে শ বা স। ইহাও মানুষের কবির জন্মভূমির গ্রাম্য ভাষার বিশেষত্ব। তবে ব্যাপক নহে। ময়ূরাক্ষীতীরে কৃষক-রমণীদিগকে পঁহা-টঁহা দিলে বিনিময়ে মূল্যে

বেগুন পাওয়া যায়। (৯) ম'লো (মরিল), মে'গে (মারিল) বহু স্থানে প্রচলিত আছে। (১০) যোগেশবাবু সুপ্তোত্থিতের ন্যায় একটা বর্ণে র আগম দেখিয়াছেন। "কদমতলাত রাধা রাহী।" আয়ী স্থানে রাঈ—রাহী (অর্থ, রাধা ও বড়ায়ী।) এই অর্থে শূন্যপুরাণও নাকি "লক্ষ্মী চারি জুগের রা-ই" আছে। আর তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, "র আগম উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অধিক"। এই তিনের সমাবেশ একত্রে পাইয়া অমনি অন্বয় দ্বারা ব্যাপ্য-ব্যাপক-জ্ঞান নিঃসংশয় করিয়া বলিলেন, "শূন্যপুরাণও উত্তরবঙ্গ দেখিয়াছিল।" এখানে ওকারের (অপিকারের) প্রভাবে সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তন বুঝাইতেছে। এক ঢিলে দুই পাখী শিকার!

বসন্তরঞ্জন বাবু রাহী শব্দের রাণী অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যুৎপত্তি বোধ হয় এইরূপ,—রাঅ (রাজন্) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রায়ী—রাহী। Grierson অর্থ করিয়াছেন, a beautiful woman. ভাগবতশাস্ত্রের পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে রাধা বা রাহী শব্দের বহু অর্থ পাওয়া যাইবে। উভয় পদের একটীকে অন্যের বিশেষণ করিলেই চলে। তবে আমরা বলি, (رعی) শব্দও হইতে পারে; কারণ, আরবী পার্সী শব্দ তখন ভাষায় চলিয়াছে। শূন্যপুরাণ-সম্পাদক লক্ষ্মীকে চারি যুগের 'রাজা' করিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পাদকের অর্থই সমীচীন মনে করি।

এত বিকল্প থাকিতেও 'শাস্ত্রপ্রবৃত্তিকে' 'পরাস্ত' করিবার উদ্দেশ্যে 'তর্কবিদ্যা' অদ্ভুত উপায়ে রকারাগম কল্পনা করিলেন! আবার যেই রকারাগম, সেই উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ! 'তর্ক-বিদ্যার' অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, বীরভূমের গ্রাম্য ভাষায় কুৎসামূলক একটী রচনা প্রচলিত আছে। সেটী এই,—"আমপুর'র আজা আম বাবুর রামবাগানে একটো র্যাকুশী নিয়েঁ রাম পাস্তে গেল্-ছিলাম। তা রাক্কেল পেঁয়িছি বেশ রামগুলো সত রম্বল স্তত রঁসো'।"

যে কয়েকটি শব্দের নূতনত্ব যোগেশ বাবু এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহার প্রথমটী বীরভূমের নির্দ্দেশক। সেখানে "পান সজিয়েঁ খায়," "বিয়ের সজ পাঠায়।" আর একটা কথা স-রূ-পে-সি, অর্থ স্বরূপেই অর্থাৎ নিজেই। এখানে অন্তিম সি=স' হি, অবধারণে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সি ও হি দুইই আছে। প্রচলিত পদাবলীতে পদসংস্কার-চেষ্টার ফলে সি সে হইয়াছে। যথা,—"তুমি সে শ্যামের সরবস ধন শ্যাম সে তোমার প্রাণ।" এ "সি" মৈথিলী ভাষার তৃতীয়া বা পঞ্চমীর চিহ্ন "স" নহে। অন্য শব্দগুলির ব্যাপকতা নাই।

(গ) বিভক্তি-বিচার

১৬। "শব্দের রূপ যাহাই হউক, বিভক্তির রূপ একপ্রকার না হইলে ভাষা বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কারক মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রত্যয় [?] (?) লোপ ও বিভক্তি বিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল। একাধিক প্রত্যয়ের [?] (?) একত্র প্রয়োগ সাধারণ"। ইহা হইতে সমালোচক অনুমান করিলেন, "পুথিখানি খাঁটি নাই, মিশাল হইয়াছে অর্থাৎ মূল পুথি আর আবিষ্কৃত পুথি

এক নহে। মূল পুথি এক সময়ে এক দেশে লেখা হইয়া থাকিবে। এখন যে পুথি পাইতেছি, সেটা খাঁটি নাই, হয় দেশান্তরে, না হয় কালান্তরে কিম্বা দেশকালান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

এই স্থলে দু'একটী কারক ও ক্রিয়াবিভক্তির রূপবহুত্ব পাইয়া যোগেশ বাবু লিখিলেন, "সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা (?) নাই ?"

এখানে শাস্ত্রপ্রবৃত্তি তথা তর্কবিদ্যা উভয়ই পরাস্ত। ভাষার সংজ্ঞায় "কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা" অপরিত্যাজ্য। শত অনাচার অনিয়ম থাকুক, তাহাকে পারা যাইবে। কিন্তু "কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা" না থাকিলে ভাষা, ভাষা নামে বিদিত হইবে না! তবে তাহার ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা কিন্তু প্রকাশ পায় নাই। আমরা দেখিতেছি যে, এই লক্ষণ লইয়া বিচার করিতে গেলে কোনও ভাষা ও কোনও কবিরই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, ঠিকানা শব্দের অর্থ কি ? কয়েকটি বিভক্তির বিবিধ রূপ আছে বটে; ইহাতেই হইল কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই ? বিভক্তির রূপ এক না হইলে যদি ভাষা বুঝিতে না পারা যায়, তবে 'সংস্কৃত' ভাষাও ত ভাষাপর্য্যায়ভুক্ত হয় না। কারণ, তাহাতেও বহু শব্দে ও বহু স্থলে বিবিধ-রূপ বিভক্তির প্রয়োগ ব্যাকরণ-সম্মত। ক্রিয়াবিভক্তিও বিবিধ। বিশেষ্য-সর্ব্বনাম, লিঙ্গত্রয়, শব্দের আকার, দশগণ, আত্মনেপদ, পরস্মৈপদ, সমস্ত ছাড়িয়া দিলেও বিবিধরূপ। ইহারও কি প্রমাণ চাই ? প্রাকৃতের কথা উল্লেখ করিলে সংশয়-লেখক বলিবেন, প্রাকৃতের সত্তা মানি না। সাধ্যকে সাধন না করিয়াই প্রাকৃতের সত্তার প্রমাণ দিতে হইবে। সুতরাং বিরত হই। তিনি বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ, শূন্যপুরাণ প্রভৃতি মানিয়াছেন। এই তিন গ্রন্থেই কিন্তু এ বিষয়ে ব্যভিচার আছে। **বিদ্যাপতিতে** সংস্কৃত সু বিভক্তি স্থানে কে, কোন, কো, কোহি, কোয়, কেহ, তু, তুহু, তুহুঁ, তোহে, যে, যো, যোই, যেহ, সে, সো, সোই, সেহ, তেহ, মো, মোই, মোয়, হাম, হম, নিবাসা, চন্দা, পরিণাম, প্রেমপরিণামা, জীব, জীউ, অবসান, অবসানা, অনুরাগে, অনুরাগ, অনুরাগা আছে। কর্ম্মকারকে 'পয়োধর হেরি', হামে, 'হানল নয়নবাণে', তোয় তোহে, মোয়, মোহে, কাহে, তাহে, তাহ, কছু, কিছু, কাহুকে, মোরে, অনুগত জনেরে আছে। করণ বা অপাদানে 'যতনহিঁ ঝাঁপ বসনে সব অঙ্গ', কেমনে, পহিলহি, কানুসে, 'চিকুরে গলয়ে জলধারা' আছে। সম্বন্ধে 'শ্রবণক পথ', তুহুঁক, মঝু; মম, মোরি, হামারি, হমারি, মোর, মোয়, যাক, তাক, কাহি, কাহে, কাক, 'রূপগুণবতি কাক', 'তুয়া মুখ', তোহারি, সুবলের, হিয়ার, পুরুখবধের, হিয়ার উপর, কানুর আছে। অধিকরণ-কারকে পহিলহি, দিনহি দিনহি, তহি, তাহি, অলকহি, ততহিঁ, উরহি, তাহে, কাহি, দিনে দিনে নিরজনে, ধরণীয়ে, মাঝে, মাঝারে, হিয়ামাহা, পিঞ্জরমাহা, সকলসময়, সকলকণ্ঠ, 'সিনানক বেলা', 'বিরহসিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে তুয়া কুচকুম্ভ নথ দেই', "হৃদয় মুখেতে, এক সমতুল, ফুটিকে গুটিক পাই" আছে। সংস্কৃত 'তি' বা 'তে' বিভক্তিতে নটতি, রটতি, মহতি, খেলতি, হোতি, মিনায়তি, পুছই, ভণই, হোই, জানই, কহই, চলই, হোয়ত, খেলত, যাওত, মিলাওত, উথায়য়ে, কহয়ে, পাওয়ে, ভণয়ে, গাওয়ে, জানে,

ভণে, কহে, পুছে, জান, ভণ, পুছ, কহ, ভণ, জান, ভাণ, মান, জানি, হানি, চলিয়ে, বিছরিয়ে, জানিয়ে, না পারিয়ে আছে। অতীতে উত্তম পুরুষের একবচনে জানলু, জানহু, পেখলু, পেখল, পেখনু, পড়লহুঁ, জানলি আছে। **কবিকঙ্কণে** কর্ত্তৃকারকে আনে, কলেবরে, যোগরাজে, "তাঁহার উদরে ছিল এ তিন ভুবনে", "নয়নের কোণে আছে কত তুণে?" দুহে, আপনে, দুই জনে, ব্রাহ্মণে, উড়য়ে পতঙ্গে, শ্রীকবিকঙ্কণে, হইলা আকুলে, সে, সেহ, তেঁহ, মুই, মুহি, আমি, তুমি, আপনি, যেই, নানাবিধি, আচম্বিতি, বীপরীতি, বিশ্বকায়া, বন্ধুজনা, বিধাতা হইল বামা, খেলে ব্যাধবালা (পুং), বাঘা, বলয়া, কুন্দু, বাপু, দুহু, পুরুষ, কবি, গজ, হাড়মাল, শ্রীকবিকঙ্কণ, কবিকঙ্কণেতে আছে। কর্ম্মকারকে যাঁরে, তোমারে, নায়কেরে, কার (কাহাকে), তোমায়, ছাড়হ সে জনে, কর অপমানে, করি অনুমানে, করহ বরণে, করিয়া আদরে, তোমা, আমা, দৃঢ় করি মনা, সবাকারে, কোথাকারে, মুক্তির দেখাইল **সরণি** আছে। অপাদানে মধুলোভে, ঝিয়ে হইতে মুহে, আজি হইতে প্রভৃতি আছে। সম্বন্ধে তব, তুয়া, বিশ্বের, দেবের, তাহার, তার, প্রাহের সুকান্তি, ধার, তাঁর, তারে, শোককের কারণে, ইক্ষুকের দণ্ড, সবাকার, তোমাগর সংোষ আছে। অধিকরণে ধরণী লোটায়, পায়, পায়ে, হৃদে, চৌদিকে, মাঝে, জটাতে, যাহাতে, তাতে, শিরে, ডরেতে, তাহে, মাসেত, নামেত ফুল্লরা, বামেত চামরী আছে। বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষে বন্দে, প্রণমহ, দেখি আছে; প্রথম পুরুষে আছে, আছয়ে, করে, করয়ে, গাই, গায়, গান, জানি, দেই, বলিয়ে, বলেন আছে। অতীত কালের উত্তমপুরুষে পাইল, ত্যজিনু, দিনু আছে। ভবিষ্যৎকালে একার্থে করিবেক, করিবেন, করিবে, করিব আছে। **শূন্যপুরাণে** কর্ত্তৃকারকে সভি, তুহি, তুই, আপুনি, আপনি চিরাই, তুহ্মি, আহ্মি, এহি, তিনি (ত্রয়ঃ), জেহি, জেই, সেই, আমিনি, বিম্বু, তুহু, বড়ু, তুষ্টু, তুহে, তিনে (ত্রয়ঃ), তিন ভাইএ, নিরঞ্জনে, নরনাথে, ভকতবৎসলে, রামে, রামাএ, কর্ত্তা, করতার, তুহুত, জলা, মো, গড়ুরেক, পরভু, তপসী আছে। কর্ম্মকারকে কাহারে, আহ্মারে, তোহ্মারে, তুমারে, হংসরে, তারে, কুথাকারে, মোহরে, জাক, তাক, কামেক, তুমাকে, কাকে, মোকে, আপ্তাকে, চরণে, তপস্তাএ, গাএ, চারিজনাঅ, তুহ্মা আছে। অপাদানে তাহা হইতে, অনিল হইতে, তথা হইতে, দেহ হইতে, কুথা হইতে, কুথা থাকে, কুথা থেকে, নিসাসঅ, আস্তাঅ, তপিস্সাঅ, ভকিত্যা আছে। অধিকরণে পিঠে, তাহে, সুন্তে, মাথএ, খুধায়, তৃষায়, তপিস্সাএ, বলুকাঅ, সুন্তত, সুন্তেত, সুখেত, এহি তিন ঠাঞি, এথি, সেথি আছে। সম্বন্ধে কাউর, পরভুর, জমের, মোর, মোহর, আহ্মার, তুহ্মার, সুনার, তামর, রূপার, আবর, দআর, আপুনার, হীরার, তুহার, হুঁহার, কার, তাঁমাকর, রূপাকর, হীরকর, আবকর, অভ্রকের, তুমা, তুহ্মা আছে। বর্ত্তমান কালে প্রথমপুরুষে বোলে, দিএ, জাএ, খাএ, অবহেলে, হঅ, বেড়াঅ, বলন্তি, বোলেন্ত, বোলেন, বোল্লেন, আনেন। অতীত কালে প্রথমপুরুষে ছিল, ছিলা, হইল, হইলা, ভৈল, ভৈলা, কৈল, দিল, জনমিল, করিলা, হইলেক, হইলাক, আইলেক, রহিলাঞ্জ, ডাকিলেন্ত, হইলেন্ত, গেলেন্ত, ভাবেন্ত, জনমিলেন, সৃজিলেন আছে। অসমাপিকা দিএ, ফেলাইএ, শুনিএ, সুনি,

সুনিআ, জনমিআ, বাড়িআ, ভরমিআ, ফেলাইআ বোলিঅ, রেখে, করিঞা, হইঞা, মুছিঞা আছে। আরও কত কত স্থানে কত অনিয়ম (?) আছে। এ জন্য আমরা এই তিনখানি গ্রন্থের ভাষাকে ভাষাপর্য্যায়-বহিভূর্ত করিব না। এ স্থলে বসন্তরঞ্জন বাবু যে সমাধান-চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন ও ইতিহাসসম্মত। তাঁহার উক্তির নিষ্ঠুরতা' আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। কর্ত্তৃকারকে এ, ই, উ, আ বিভক্তি লোপ; অন্য কারকে বিভক্তি-বিনিময় প্রভৃতি সমস্তই বঙ্গভাষা, তজ্জননী প্রাকৃত ভাষার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে।

১৭। (১) হরী, মতী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য স্বরের দীর্ঘতার হেতু কল্পনার সাহায্যে নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র। বঙ্গভাষার জননী প্রাকৃত ভাষাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সদুত্তর পাওয়া যাইত। মৈথিলী ভাষাতে ই স্থানে (যেমন করি) ঈ প্রচুর আছে না কি? (২) "স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তার ভূত কালে স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়াপদ" মৈথিলীর বিশেষত্ব নহে। "অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব" শীর্ষক প্রবন্ধে (সা. প. প. ৩২০, ৪র্থ সং) এ বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। "চলিলী" প্রভৃতিকে মৈথিলীর বিশেষত্ব বলিয়া স্বীকার করিলে মরাঠী ও গুজরাতী ভাষাও মিথিলা ভ্রমণ করিয়াছিল, বলিতে হয়। কারণ, মরাঠী ও গুজরাতীতেও এই ক্রিয়াপদগুলি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয় ও লিঙ্গ-বচনানুসারে তাহাদের রূপভেদ হয়।

মরাঠী লিহিলা (লিখিল)

	পুং	স্ত্রী°	ক্লী°
একবচন	লিহিলা	লিহিলী	লিহিলেঁ
বহুবচন	লিহিলে	লিহিল্যা	লিহিলীঁ

গুজরাতী ছোড়েলো (ছাড়িল)

	পুং	স্ত্রী°	ক্লী°
একবচন	ছোড়েলো	ছোড়েলী	ছোড়েলুঁ
বহুবচন	ছোড়েলা	ছোড়েলো	ছোড়েলাঁ

আমরা বলি, সং ক্ত, শৌরসেনী দ, মাগধী ড় বা ল হইতে বাঙ্গালা 'ল' হইয়াছে। সেই জন্য ইহার বিশেষণবৎ প্রয়োগ দেখি। (৩) দেখিল, পাকিল, ভাঁগিল, কাটিল প্রভৃতি বিশেষণ-পদও উপরিলিখিত কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। বীরভূমের গ্রাম্য ভাষায় হ-ল্-ছে, গে-ল্-ছে, ম-ল্-ছে, আ-ল্-ছে আছে। (৪) চট্টগ্রামী ভাষায় 'দিয়ারে', 'করিয়ারে', 'দেইআরে' প্রভৃতি আছে— অর্থ দিয়া, করিয়া, দেখিয়া প্রভৃতি। "তুই দিয়ারে মুঁই দিয়া"—তুমি দিলে আমি দিব বা তুমি দিলেই আমার দেওয়া হইল। বসন্তরঞ্জন বাবু চট্টগ্রামের এই প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, জানি না। এ স্থলে যোগেশ বাবুর কল্পনামাত্রপ্রসূত অনুমান নিতান্তই ভিত্তিহীন।

১৯। ভাষার অঙ্গ কাহাকে বলে, বুঝিলাম না। কারণ, আমরা বুঝি, ভাষা দুইটী উপাদান

লইয়া,—ধ্বনি ও অর্থ। ধ্বনি (articulated sound) অঙ্গ বা শরীর, আর অর্থ (meaning) প্রাণ বা আত্মা। ইহার অতিরিক্ত কিছু কল্পনা করা যায় না। শব্দ ও ব্যাকরণকে ভাষার দুই অঙ্গ ভাবিয়াই কি যোগেশ বাবু শব্দকোষ ও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন? আবার দুই অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনায় ভাষাজ্ঞান পূর্ণ হয় না? তাই দুই মিলাইয়া বিচার হইয়াছে। আমরা পার্থক্য বা মিল বা আলোচনার দ্বৈবিধ্য বুঝিলাম না। কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন্‌টী বর্ণাশুদ্ধি, কোন্‌টী দেশান্তরীয় পরিবর্ত্তন, কোন্‌টী আড়াই শত বৎসরের, কোন্‌টী তিন শত বৎসরের, কোন্‌টি দুই শত বৎসরের, কোন্‌টী নূতন গায়কের রচিত, আর কোন্‌টী অলঙ্কারে অনৌচিত্য, এই সকল বিচার (?) যাছে। কিন্তু এ বিচারের মাপকাঠি কোথায়? "গোকুলে গোজাতী" ইহার অর্থ **না বুঝায়** কৃতিত্ব কি? বসন্তরঞ্জন বাবু এখানে যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বলা হইল কি? না। কারণ, তাহা হইলে সঙ্গতের অবতারণা দেখিতে পাইতাম। তবে ব্যঞ্জনামূলক একটা অর্থ মনে লাগিতেছে। বসন্তবাবু স্থানটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই; সুতরাং এটা বোধ হয়, বসন্তবাবুকে আক্রমণ। গোকুল শব্দে আমরা বুঝিয়াছি "বৃন্দাবন"—যেখানে গোপকুলের বাস। গো-জাতী বা গোজাতীয়া শব্দে বুঝি—গো-বৎ মুগ্ধস্বভাবা। ইহাই বসন্ত বাবুর অর্থ—"বিমুগ্ধা গোকুলবাসিনী"। একটু সদয় হইলে যোগেশবাবু সম্পাদকের এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে পারিতেন।

২০। এখানে বৃক্ষাদির আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের এ স্থানে অবসর গ্রহণই উচিত। তবে একটা কথা গণ্ড-যুগ-মহুল। এই এক উপমা হইতেই যোগেশ বাবু বুঝিলেন যে, কবির নিবাস বাঁকুড়া। অথবা "বীরভূমও হইতে পারে।" জয়দেবও এই উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন,—

বন্ধুকদ্যুতিবান্ধবোয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
—গীতগোবিন্দ, ১০ম সর্গ।

তাহা হইলে যোগেশ বাবুর মতে জয়দেবও বাঁকুড়াবাসী। কেন, বাঁকুড়ায় কি মধূকবৃক্ষের আধিক্য নাকি? আর একটা কথা কু-শ্লি-আ-র। এটা রাঢ়ে অজ্ঞাত বলিয়াই বোধ হয়, বসন্তরঞ্জন বাবু "লতা আম্র এবং কোশাম্র" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু পদকল্পতরু গ্রন্থে রাধামোহন ঠাকুরের একটী পদ আছে,—"দেখ রাধা মাধব ধারী। রতি রণ মান বিরামক, বৈছন, চরবণ তপত **কুশারি**॥" এই রাধামোহন ঠাকুর রাঢ়ের লোক।

২১। যোগেশবাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েকটা যাবনিক (আরবী-পার্সী) শব্দ পাইয়া, ইহাকে কালান্তর দর্শন করাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ পাইয়াছি। একবার নহে, বহুবার প্রয়োগ আছে।

পা° চাকু	چاقو	ছুরিকা	"চাকুতে কাটিয়া"
পা° জুদা	جدا	পৃথক্	"তাহা মোরে দেহ জুদা"

পাং নজর	نظر	দৃষ্টি	"নজরে নজরে পরাণে পরাণে"
পাং খুসি	خوشي	সন্তোষ	"মনে খুসি"
পাং কারিগর	کاریگر	কর্ম্মকার, নির্ম্মাতা	"কে এমন কারিকর"
বাজি	بازي	ইন্দ্রজাল	"লোক নহে রাজি কেমন সে বাজি রমণী ভুলাবার তরে। চণ্ডীদাস কয় বাজি মিছে নয় রঙ্গ কে বুঝিতে পারে?"
রাজি	راضي	সম্মত	
মহল	محل	আবাস, অন্তঃপুর	"ধরি নাপিতিনী বেশ মহলেতে পরবেশ।"
দোকান	دکان	আপণি	"দোকান দাকান মেলিল তখন"
বলা	بلا	বালাই, আপদ্‌	"বালাই লইয়া মরি।"
বালিস	بالش	পিধান	"অবশ আলিসে বৈসানা বালিসে"
বদল	بدل	পরিবর্ত্তন, exchange	"বসন ভূষণ হৈয়াছে বদল"
নিশান	نشان	পতাকা, পরিচয়	"পাষাণে নিশান তার সাথি" "এ সখি রঙ্গিণী কহল নিশান" "কুন্দবল্লী তরু ধয়ল নিশান"
দরিয়া	دريا	সমুদ্র, নদী	"পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়"
দাগ	داغ	চিহ্ন	"কঙ্কণের দাগ"
বাকী	باقي	শেষ, অবশেষ	"সে কালের কত বাকি"
জোর	جور	অত্যাচার, বল	
খত	خط	পত্র, document	"দাসখত দেখাবার তরে"
তুং বাবা	بابا	(বাপা) পিতা	"মায়ের যেমন বাপার তেমন"
খরচ	خرچ	ব্যয়	"খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়য়ে উছলিয়ে বহি যায়।"
শরম	شرم	লজ্জা	"আজু মঝু শরম ভরম রহু দূর॥"
বল্‌ (বল্‌কে)	بلکه	কিন্তু, অন্যথা	"বল্‌কে জীবন করল পরাধিন"
শোর্‌	شور	শব্দ, গোল	"সোর শুনত"

আরও কত আছে, কে জানে? এই সকল শব্দ বা পদ কি পরের যোজনা? তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। মুসলমানদিগের ভাষার প্রভাব সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতেও ঢুকিয়াছে।

বাকি ও খন্দ রাজস্বসংক্রান্ত কথা। মুসলমান রাজত্বে এই দুই শব্দের প্রচারের জন্ত মকৃতবের আবশ্যকতা দেখি না। কামান যুদ্ধের নবাগত অস্ত্র। এরোপ্লেনের ন্যায় এ শব্দও সত্বর লোকমধ্যে প্রচারিত হইতে পারে। খাঁখার (বর্ত্তমানে বীরভূমের গ্রা° খেঁকার, কর্কশ ভাষায় তিরস্কার) ধ্বন্যাত্মক শব্দ। খেঁক শব্দ এখন কুকুরের চীৎকারের সহিত অর্থতঃ মিশাইয়া গিয়াছে। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে √ খকৃখ হাসে, (ভ্বাদি পরস্মৈ° অক° সেট্ খকৃখতি,' অখকৃখীৎ) ছিল। বাঙ্গালায় খক্ করিয়া কাশি হয়। ইহার যাবনিক মূল কল্পনা করিবার কোনও আবশ্যকতা দেখি না,--বিশেষতঃ পারসী অভিধানে যখন শব্দটী নাই। বিদ্যাপতিতে "কাহ নাহি সুনিয়ে এমতি খাখার" আছে। গুলাল শব্দের উদাহরণে ব্যাপকতা নাই। সং গোল শব্দের বিবিধ অর্থ—গোলং মণ্ডলম্—মেদিনী। গোলঃ সর্ব্ববর্তুলঃ—হেমঃ। মদনবৃক্ষঃ—রত্নমালা। গোলা—মণ্ডলম্। গোল, মণ্ডল হইতে এই শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে। কবিকঙ্কণে গুলাল আছে। অর্থ বুঝি নাই। মজুর, মজুরি, মজুরে' বীরভূমে অজ্ঞাত নহে। মুনিস-মজুর সেখানে পরিচিত শব্দ। বেরুণ আছে, বেরুণে' আছে। তবে বেরুণ ও মুনিস দুইটী শব্দই সমধিক প্রচলিত। গৃহস্থের কোনও কাজ করিয়া যে প্রাপ্য হয়, তাহা বেরুণ। ধান-পোঁতা ইত্যাদি মাঠের কাজের জন্য প্রাপ্যকে মুনিসের দাম বলে। এ উপলক্ষে ৮টা ১০টা মুনিস হয়। মজুর, মজুরি কতকটা রেল বা বাজার-ঘেঁসা। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ তিনটী মজদুর শব্দের তিনটী বিকাশক্রম নির্দ্দেশ না করিয়া থাকিবারই কথা; বিকাশ আরবী পারসী ভাষায়ই হইয়া থাকিবে। বিকশিত রূপ বঙ্গভাষায় গৃহীত হইয়াছে। তবে 'মজুরিআ' মজুর শব্দের বঙ্গীয় উচ্চারণ। আফার শব্দ ز‌ا‌ر নহে। দুইটী মাত্র উদাহরণ। 'অপার' অর্থ করিলে উভয়ত্রই অর্থসমাবেশ হয়। বসন্তরঞ্জন বাবুর অর্থও কষ্ট-কল্পিত। যাহাই হউক, প্রাচীন কালের একটা অজ্ঞাত শব্দ লইয়া কোনও মত খাড়া করা যায় না।

২২। সাধারণ আসামী ভাষার একটা প্রবল লক্ষণ যে নাকী সুর, তাহা আমরা জানি না। এখানে যোগেশ বাবু টীকাকারের উপর এতটা খড়্গহস্ত কেন? বৃথা পরিশ্রম কাহাকে বলে? প্রয়োজনটা কি? আমরা বলি, যোগেশবাবু একটু সার্থক পরিশ্রম করিলে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইত।

২৩। আসামী ভাষায় রচিত "নারায়ণ কবচ" ও "কলঙ্কভঞ্জন" নামক গ্রন্থদ্বয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার অনুরূপ ভাষা আছে, তাহা যোগেশবাবু আমাদিগকে দেখাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। কবি ও কালের উল্লেখ না থাকায় আমরা এ স্থলে নীরব থাকিতে বাধ্য হইলাম।

২। কবি, কাল ও দেশ

২৪। নানুরের কবি কেন বাসলীভক্ত হইয়া ও চণ্ডীর গান না গাহিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন গাহিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ত আমরা অবগত নহি। যোগেশবাবুও সে বিষয়ের নির্ণয়-চেষ্টা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন না। বড়ু বিশেষণ হইতে দুই জন চণ্ডীদাসের

কল্পনা আমরা দুঃসাহস বলিয়া মনে করি। বড় হইতে বড়ু হয় না, বরুআ হিয়া বড়ু আ হয়—ইহার কারণ বুঝিলাম না।

২৫। যোগেশবাবু আধুনিক রুচিতে যাহাকে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বলিতেছেন, তাহা সে কালের রুচি-সঙ্গত ছিল। পরবর্ত্তী কালেও ভারতচন্দ্র ঐরূপ রচনা দ্বারাই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্‌বর্গ ও তাৎকালিক জনগণের মনোহরণ করিয়া প্রসিদ্ধ কবি হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নসমূহ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে আমরা তাহাকে চুরি বলি না। তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্‌বৃদ্ধি হয়।১ এই অপরাধে অভিযুক্ত করিলে বোধ হয়, পৃথিবীর কোনও কবিই মুক্তি পাইবেন না। অনন্ত কবি নারদ মুনির উপহাস করেন নাই। নারদ মুনির ওরূপ বর্ণন সংস্কৃত-সাহিত্যে আছে। তবে বাঙ্গালী ঢেঁকিবাহনকে কন্দল-দোষে অভিযুক্ত করিয়া থাকে। সেটাও ভাগবতাদিতে আছে।

২৬। যৌবনের উদ্দামতা ও প্রৌঢ় বয়সের ধীরতার মধ্যে যে প্রভেদ, কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ ও প্রচলিত পদাবলীতে আমরা তদতিরিক্ত কিছুই কল্পনা করিতে পারি না।

২৮। ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া প্রণয় কামনা চণ্ডীদাসের বঙ্গিনী প্রণয়-কাহিনী ব্যক্ত করিতে পারে। তবে সেটাও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। রুচি সে কালে ও এ কালে ভিন্নরূপ স্বীকার না করিলে উপায় নাই।

২৯। “প্রত্নলিপির সূচাগ্রে বৃহৎ অট্টালিকা টলটল্ করিতেছে,” “একা সংস্কারক মহাশয়ের উক্তি ব্যতীত পুথীর ভাষাতত্ত্বও অজ্ঞাত,” “প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিলে ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার (সতীশবাবুর) ও আমার বিচারফল এক দাঁড়ায়” প্রভৃতি কথাগুলি প্রমাণ-প্রয়োগ সহ বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

৩০। “কোন্ কবিকে পরের ভাব অনুবাদ করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইতে দেখিয়াছেন?” যোগেশ বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনুবাদ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে আছে। ইহাকে চুরি বলা যায় না। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সকল কাব্যই কিছু না কিছু প্রাচীন উপকরণ লইয়া রচিত। কবির রচনাই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া জগতের লোকের মনোহরণ করে। কাব্যের উপকরণে কবির গৌরব নহে—কবির গৌরব রচনায়। কালিদাস, সেক্সপিয়র, মাঘ, পোপ, চসার, চণ্ডীদাস, মিল্টন, মাইকেল, সকলেই কাব্যের উপকরণ যাহা পাইয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। রচনার গৌরবে জগতের মনোহরণ করিয়াছেন।

“দেশে এমন কি বিপ্লব ঘটিয়াছিল, যাহাতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদগুলি বাছিয়া বাছিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল?”—অদৃশ্য হইয়াছিল বা পূর্ব্বে গীত হইত, এ কথা কে বলিতেছেন? আমরা বলি, কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রচারবাহুল্য ঘটে নাই। কবির বাল্যকালের রচনা বলিয়া পদগুলি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই এবং সেই জন্যই ইহার ভাষাকে খাঁটি ভাষা বলা যায়। ভাবগৌরবের

জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন বর্ত্তমান কালের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে না পারে—কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনার জন্য গ্রন্থখানি উপাদেয়।

৩১। সতীশবাবুর সহিত আমরা একমত হইয়া বলি যে, পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসামের ভাষার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সাদৃশ্য থাকাতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার "অসাধারণ প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে।" এখানেও শাস্ত্রপ্রবৃত্তির নিন্দা ও তর্কপ্রবৃত্তির প্রশংসা করিয়া যোগেশবাবু, সতীশবাবুর মত খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যোগেশবাবুর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ ক্ষেত্রে বৃথা তর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক ধীরভাবে অনুসন্ধান করিলেই সুফল পাওয়া যায়। আমরা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে জানি যে, উত্তরবঙ্গ, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় বঙ্গভাষার বহু প্রাচীন রূপ সংরক্ষিত আছে। রাঢ়ের ভাষা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে বিবিধ সংস্কার-চেষ্টা হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতকে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জুড়িয়া যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে এমন কোনও প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা ঐ সময়ের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাকে বিভিন্ন ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায়। তাহা করিলে সংস্কৃত ভাষারও বহু শাখা কল্পনা করিতে হয়।

৩২। একই শব্দের দুই দুই রূপে দেশান্তর বা কালান্তরের অনুমান হয় বটে, কিন্তু এইরূপ বহু কাল ও বহু দেশের প্রভাব সজীব ভাষায় অন্তর্নিহিত থাকে। রূপদ্বৈবিধ্য উত্তরকালের হইলে দেশান্তর বা কালান্তর স্বীকার করিতে হয়। নতুবা এরূপ বৃথা তর্কের নিকট সকল দেশের সকল ভাষাই পরাস্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ (১) যোগেশবাবু লিখিয়াছেন,—'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'—এই পদের একটা শব্দও সংস্কৃত-সম নহে। অথচ জানি, পদটা আধুনিক। স্বীকার করি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" অধুনা-প্রচলিত কয়েকটা শব্দের প্রাচীন রূপ আছে। সে সব একত্র করিতে পারিলে যুক্তির বলসঞ্চার হইত। আমি জানিতে চাই, কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না। মনে রাখিবেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তন" কেবল 'প্রাচীন' নহে, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় 'প্রাকৃত' ও "তজ্জাত শব্দ কি পরিমাণে চলিত ছিল, তাহা ত জানি না। অন্য দিকে দেখুন, বসন্তবাবু যে সকল পুস্তক হইতে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রযুক্ত শব্দ তুলিয়াছেন, বোধ হয়, সে সবের একখানাও তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়। অতএব যে যে শব্দ প্রাচীন ঠেকিতেছে, সে সবের প্রাচীনতার মর্য্যাদা এই। বিপত্তি ঘটাইয়াছে, নবীন বা আধুনিক রূপে। প্রত্নলিপিবিদের বিবেচনায় লিপির প্রাচীন রূপ দেখিয়া পুথীর বয়স গণিতে হইবে; আমার বিবেচনায় নবীন রূপ দেখিয়া গণিতে হইবে।"

এখানেও আমরা সতীশ বাবুর সহিত একমত। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" বাক্যে যে সকল প্রাকৃতজাত শব্দ আছে, তাহা আধুনিক বঙ্গভাষায় অপ্রচলিত বা প্রাচীন হয় নাই, সবগুলিই বঙ্গভাষায় প্রচলিত আছে। কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। তবে সেটা "তর্কে বহু দূর"। "তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়" কথাটায় যুক্তি কি? এই কথা দ্বারাই কি সমালোচক প্রমাণ করিতে চাহেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দসমূহের প্রাচীনতার মর্য্যাদা ৩০০ বৎসর? তাঁহার মাপকাঠি কোথায়? এরূপ গুরু বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত ওরূপ আপ্ত প্রমাণমাত্রের উপর ভিত্তি করিয়া কি প্রতিষ্ঠিত হইবে? আবার ভাষার প্রাচীনতার মর্য্যাদা শব্দ দিয়া নহে, সমগ্র দিয়া। প্রাচীনতার সময় প্রাকৃত-সাহিত্যে পাওয়া যাইবে—বঙ্গসাহিত্যে নহে। তাহাতে বহু পরিশ্রম আবশ্যক। তটস্থ ভাবে তর্ক করিয়া ফল কি? কোমরে গামছা বাঁধিয়া জলে ডুবিতে হইবে। তারপর মাটি তুলিতে পারিলে জানা যাইবে, জলের গভীরতা নির্ণীত হইল। নতুবা তর্কবিদ্যা বৃথা। প্রত্নলিপিবিদ্যা আমাদের আলোচ্য নহে—আমাদের সীমানার বাহিরে। সুতরাং বিরত হওয়াই ভাল।

২। অ-আ বানান বিষয়ে সতীশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। "দেশ-বিদেশের বর্ত্তমান ব্যবহার দেখিয়া সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুমান" ঠিক নহে। যুক্তিটা যেন এইরূপ হইয়া পড়ে,—"বর্ত্তমান কালে জাপানের লোকে ভাত খায়; সুতরাং ভারতবর্ষে ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে ভাত খাইতে জানিত না। উত্তরকালে, জাপানে যাইয়া কোনও মহাপুরুষ ভাতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিয়া, ভারতে ভাতের প্রচলন করিয়া থাকিবেন।" সমালোচক মহাশয় উত্তরবঙ্গ, আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি বহু দেশে ভ্রমণের পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু নান্নুরের কবির দেশে অনুসন্ধানের অবসর করিতে পারেন নাই। "কি ঘটিয়াছে, তাহাও যেন বুঝিতেছি। কামনা জুটিয়া যুক্তির পথ রোধ করিয়াছে।" সমালোচক কামনা করিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্ত্তন বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছিল। অমনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুই চারিটা প্রাচীন বিশেষত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং ডাকঘরের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়াছেন—বর্ত্তমান কালে বিদেশে ঐ সকল প্রাচীন রূপ কিছু কিছু সংরক্ষিত আছে কি না। যেই একখানি পত্র পাইলেন "আছে," অমনি স্থির সিদ্ধান্ত হইল, "আমার তর্ক নিতান্ত অসার নহে।" আমরা সমালোচক মহাশয়কে জানাইতে পারি যে, বীরভূমে আ-উচ্চারণ আছে; প্রাকৃতে আছে এবং অল্পবিস্তর সর্ব্বত্রই আছে। অকার স্থানে আকারের উচ্চারণ বহু প্রাচীন;—প্রাকৃতের যুগে ইহার উৎপত্তি। তখন উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিমবঙ্গে বা আসামে ভাষার বিভিন্নতা ঘটে নাই। এই কারণেই পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে বিভিন্নতা বজায় রাখিবার চেষ্টায় স্ত্রীলিঙ্গে আকারের প্রয়োগ ক্রমশঃ অল্প হইয়াছে। কারণ, আকার পুংলিঙ্গ শব্দের অন্তে স্থান পাইয়াছে। 'বালা' শব্দ পুংলিঙ্গ হইলে স্ত্রীলিঙ্গে 'বালী' না করিলে উপায় কি? তৎপূর্ব্বেই হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

প্রত্যয়ে ঙীর্ন বা ॥ ৩১ ॥ ৩ ॥

প্রত্যয়নিমিত্তো যো ঙীরুক্তঃ স স্ত্রিয়াং বর্ত্তমানান্নাম্নো বা ভবতি ॥ সাহণী। কুরুচরী। পক্ষে আৎ ইত্যাপ্। সাহণা। কুরুচরা ॥

অজাতেঃ পুংসঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

অজাতিবাচিনঃ পুংলিঙ্গাৎ স্ত্রিয়াং বর্ত্তমানাৎ ঙীর্বা ভবতি। নীলী, নীলা। কালী, কালা। হসমাণী, হসমাণা। সুপ্পণহী, সুপ্পণহা। ইমীএ, ইমাএ। ইমীণং, ইমাণং। এঈএ, এআএ। এঈণং, এআণং ॥ অজাতেরিতি কিম্। করিণী। অযা। এলয়া। অপ্রাপ্তে বিভাষেয়ম্। তেন গোরী কুমারী ইত্যাদৌ সংস্কৃতবৎ নিত্যমেব ঙীঃ ॥ অর্থাৎ আকার স্থানে ঈকার হয় বটে, কিন্তু ঈকার স্থানে আকার হয় না।

কিং যত্তদোঃ স্যমামি ॥ ৩৩ ॥ ৩ ॥

সি অম্ আম্ বর্জিতে স্যাদৌ পরে এভ্যঃ স্ত্রিয়াং ঙীর্বা ভবতি ॥ কীও। কাও। কীএ। কাএ। কীসু। কাসু। এবং। জীও। জাও। তীও। তাও। ইত্যাদি ॥ অস্যমামীতি কিম। কা। জা। সা। কং। জং। তং। কাণ। জাণ। তাণ ॥

ছায়াহরিদ্রয়োঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩ ॥

অনয়োরাপ্ প্রসঙ্গে নাম্নঃ স্ত্রিয়াং ঙীর্বা ভবতি ॥ ছাহী। ছায়া। ছাহা। হলদ্দী। হলদ্দা ॥
মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র লিখিয়াছেন,—

আদীতৌ বহুলম্ ॥ ৫ ॥ ৩০ ॥

স্ত্রিয়াং নাম্ন উত্তরে আদীতৌ বহুলং স্যাতাম্। সোহণা। সোহণী ॥ সুপ্পণহা। সুপ্পণহী ॥ রাহা। রাহী ॥ কচিদাদেব। পিআ। বল্লহা। অসহণা। অহণা ॥ মাণিণী। মাণংসিণী। হলন্তাদীদেবেতি শাকল্যঃ ॥

এইরূপ বহু কাল আকার ও ঈকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বর্ত্তমান কালে ঈকারের জয়লাভ হইয়াছে। এক্ষণে সংস্কৃতসম ভিন্ন অন্য শব্দে আকারের প্রয়োগ নাই।'

সমালোচক অনুসন্ধান করিলে মরাঠী, গুজরাতী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায়ও অকারের স্থানে আকারের উচ্চারণ পাইতেন। তাহা হইলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনকে তত্তৎদেশে ভ্রমণ করাইতে পারিতেন! গোড়ায় গলদ এই যে, এত দেশ ভ্রমণ করিয়াও পুথিখানা লুপ্ত! কিন্তু যে সকল বিষয় বহু স্থানে সমাদৃত হয়, তাহার বহু সংস্করণ হওয়াই স্বাভাবিক। মাণিকচন্দ্রের গান বহু স্থানে গীত হইয়া বহু গ্রন্থ প্রসব করিয়াছে। শূন্যপুরাণেরও বহু পুথি, বহু পাঠান্তর। কবিকঙ্কণেরও অসংখ্য পুথি। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই এক কথা। প্রচার-বাহুল্য হইলেই সংস্করণ-

৩। অনুজ্ঞায় আনিআর, কহিআর ইত্যাদি রযুক্ত ক্রিয়াপদ রাজবংশী ভাষায় আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। সমালোচক মহাশয় উদাহরণ সংগ্রহ করিলে ভাল হইত। তাহা না করায় একখানি পত্রের উপর তাঁহার অতিরিক্ত আস্থা প্রকাশ পাইয়া কামনার উদ্দামতা ঘোষণা করিতেছে। এখানে তাঁহারই ভাষায় বলা যায় যে, 'যিনি বলিবেন রাজবংশীতে আছে, তাঁহাকে প্রমাণ দিতে হইবে। সমালোচক মহাশয়ের তর্ক বোধ হয় এই যে, "ছিল না" এ কথার আবার প্রমাণ কি ?, "ছিল না" বলিয়া দিলেই হইল। কিন্তু "ছিল" বলিতে গেলেই প্রমাণ চাই।

৪। সতীশ বাবু প্রান্ত। তাই তিনি বাঙ্গালা, হিন্দী, মৈথিল, তিন ভাষাতেই একই ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির একাধিক প্রয়োগ দেখিয়াছেন। সমালোচক মহাশয় অতি-প্রান্ত। তাই তিনি ঐরূপ বিভিন্ন প্রয়োগকে "অর্থ এক হইলে কেবল দেশান্তর নয়, কালান্তরের ফল" বলিয়াছেন। ভাষা যে দেশ-কালান্তরের চিহ্ন বহন করিয়া আসে এবং পদ্যে যে ভাষা সংযত হয়, তাহা ভাবিলেন না।

৫। শব্দের ও বিভক্তির দুই দুই রূপ দেখিয়া সমালোচক মহাশয় দেশান্তর, কালান্তর, দেশকালান্তর বা কব্যন্তরের কল্পনা করিয়াছেন। সতীশবাবু কিন্তু কালান্তরের একাধিক শব্দ ও বিভক্তির রূপের নিদর্শনকে ভূগর্ভস্থ নানা যুগের প্রাণিসমূহের কঙ্কালের সহিত উপমিত করেন। কিন্তু সমালোচক মহাশয় বলেন, "কথাটা সত্য, যদিও দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই।" তাঁহার মতে "ভাষা যেমন নদীর তরঙ্গ।" দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার যুক্তি গ্রহণ করিতে অক্ষম। সতীশবাবুর যুক্তির যেমন গাম্ভীর্য্য, উপমারও সেইরূপ গুরুত্ব। ভাষা নদী-তরঙ্গের ন্যায় অত চঞ্চল নহে। তরঙ্গে দাগ বসে না। ভাষা যুগ-যুগান্তরের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির প্রভাব নিজ অঙ্গমধ্যে সাদরে সংরক্ষিত করে। বহু কালেও সকল প্রভাব তিরোহিত হয় না। সতীশবাবুর ভূগর্ভস্থ কঙ্কালও সেই-প্রকার—মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও পূর্ব্বরূপ সংরক্ষণ করে। লোপ পাইতে কত কালের আবশ্যক হয়, কে বলিতে পারে ? অনৈতিহাসিক যুগে আর্য্যজাতিসমূহের একত্র বাস, তাঁহাদের সভ্যতা, রাষ্ট্রপরিচালন-পদ্ধতি, কৃষিকর্ম্মশীলতা, পশুপালন, গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি, সমুদ্র হইতে বহু দূরে নিবাস, দেবদেবী কল্পনা প্রভৃতির কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। একমাত্র ভাষা কালের প্রভাবে জর্জ্জরিতদেহ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও ক্ষীণস্বরে মানবের অতীত যুগের কর্ম্ম-কলাপের সাক্ষ্য দান করিতেছে। নদীতরঙ্গ বা জলবিম্বের সহিত ভাষার তুলনা অতি অসঙ্গত। এ যেন অকস্মাৎ ভূম্যুত্থিত তর্কবিদ্যার সহিত অনন্তকাল-পূজিত শাস্ত্রপ্রবৃত্তির তুলনা। তপ্ত ও গরম দুইটি শব্দের মধ্যে বর্ত্তমান কালে নবাগত গরম শব্দটীরই সমধিক প্রতিষ্ঠা। গরম ভাত, গরম জল, গরম বাতাস, গরম মেজাজ, গরম লুচি, গরম মুড়ি, গরম ঘি, গরম গরম পাঁপড় ভাজা, গরম চা প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বত্রই গরমের আদর। কিন্তু তাই বলিয়া তপ্ত লুপ্ত নহে। তপ্ত খোলা, তপ্ত বালি, তপ্ত ভাত, তপ্ত লোহা, তপ্ত কাঞ্চন, তপ্ত তৈল প্রভৃতিতে তপ্ত আশ্রয় লইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে হট্ টি, হট ওয়াটার, হট ডিস্কাসান (discussion) প্রভৃতিও শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গভাষায় প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। আমরা রাগিলে

রাগের কারণভূত ব্যক্তিকে নরম-গরম শুনাইয়া দিই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা, কৃষ্ণকে খর-শীতল শুনাইয়াছেন। প্রাচীনের দূরীভবন ও নবীনের অভ্যুত্থান ভাষার নিয়ম হইলেও প্রাচীনের তিরোধান সহজে হয় না। অন্তত পক্ষে নদীতরঙ্গের ন্যায় অকস্মাৎ হয় না।

সমালোচক মহাশয় সম্পাদক মহাশয়কে অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায় অনুমোদন করাইতেছেন কি প্রকারে, তাহা আমরা বুঝিলাম না। পদাবলী ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবে আমরা এমন কোনও বিভিন্নতা দেখি না, যাহাতে ঐ দুই রচনা অভিন্ন ব্যক্তির নহে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে পারে। জনশ্রুতিদ্বয়ে কোনও বিরোধ দেখি না। নান্নুরে জন্ম হইলে তখন ছাতনায় মাতুলালয় হওয়া অসম্ভব নহে—তখন নান্নুর ও ছাতনা এক বিষ্ণুপুর-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রাজধানী গমনের আবশ্যকতায় ছাতনা-নান্নুরের দূরত্ব লোপ করিতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন অনন্তনামা গায়নের পুথি কি না, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই; তবে চণ্ডীদাসের ভণিতা পদে পদেই আছে; এত আছে যে, অনন্ত থিওরি স্থান পায় না।

"প্রাপ্ত পুথিতে যে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড আছে, তাহাই যে চৈতন্য-প্রভুর সময় প্রচলিত ছিল, এ কথা বলিবার হেতু নাই" বলিবার হেতু কি? অন্য দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদির সন্ধান কি সমালোচক মহাশয় পাইয়াছেন? এখন পর্য্যন্ত যখন অন্যতরের প্রতিষ্ঠা নাই, প্রতিদ্বন্দ্বীই নাই, তখন তুলনা চলিবে কি প্রকারে?

সমালোচক মহাশয় বড় কড়া কথা লিখিয়াছেন,—"কবি চন্দ্রাবলীর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা হইতে চন্দ্রাবলীর প্রভেদ জানিতেন না।" বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহাতে চন্দ্রাবলী ও রাধা বস্তুতঃ অভিন্না। শ্রীকৃষ্ণের দর্পহারিত্ব প্রতিপাদন ও রাধার দর্পহরণ, এই দুই উদ্দেশ্যে এক রাধা দ্বিধা হইয়া গুণাতীতা রাধা ও ত্রিগুণময়ী চন্দ্রাবলীর সৃষ্টি করিয়াছে। ভাগবতে রাধা নাই, চন্দ্রাও নাই। পরবর্ত্তী কালে যে কল্পনা হইয়াছে, তাহাতে কবিত্ব ও মাধুর্য্য আছে।

"কবি কৃষ্ণ ও কল্কী অবতারের ক্রম জানিতেন না" কথাটী প্রমাণ-সাপেক্ষ। সমালোচক মহাশয় কৃষ্ণ অবতার কোথায় পাইলেন?

"মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কির্দশ স্মৃতাঃ॥"

"রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ" পাঠান্তর আছে কি? আমাদের কবি অতি অসঙ্কোচে অবতার-ভূত বলভদ্রের দ্বারা কৃষ্ণের চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া এবং "কৃষ্ণ" অবতারের নাম না করিয়া দেখাইতেছেন যে, তিনি "কৃষ্ণকে" অবতার-ভূত করিতে পারেন নাই। ভাগবতে ইঁহারা অংশ অবতার; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম—অবতার নহেন। অবতার-দশকের নয়টীর নাম করিয়া এবং নিজের নামটী বাদ দিয়া, বলভদ্র কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া যে "এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ" বলিতেছেন, তাহাতে উৎকৃষ্ট কবিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা বুঝিতে না পারায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আবিষ্কারক ও সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থমধ্যে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ভাল হয় নাই। আমরা এত কাল জানিতাম, কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে পুথির আদর্শানুরূপ পাঠ আছে। কিন্তু

আজ যে একটী ব্যতিক্রম প্রকাশ পাইল, তাহার জন্য সম্পাদক মহাশয় দায়ী। তবে তিনিও উপক্রমণিকা ও টীকায় পরিবর্ত্তনের কথা সকলের গোচর করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার উচিত ছিল, মূল অক্ষুন্ন রাখিয়া টীকায় স্বীয় অভিমত প্রকাশ করা। কারণ, টীকা ও ভূমিকা অনেকেই দেখেন না। প্রথম বারে আমরাও দেখি নাই।

পরের ভুল ধরা যেরূপ সহজ, নিজের ভুল স্বীকার করা তদপেক্ষা কষ্টদায়ক। স্বর্গীয় কবির শান্তিভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে দূর হইতে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "ওহে কবি, শুন। তুমি যখন কৃষ্ণ ও কল্কি অবতারের ক্রম জানিতে না, তখন তোমার গানে, বোধ হয়, আরও ভুল পাওয়া যাইবে (যদিও সেটা অন্বেষণ করিবার অবসর আমাদের নাই)। চন্দ্রাবলী উৎকৃষ্ট কবির সৃষ্টি। তুমি বাপু তার ধার দিয়াও যাও নি। তুমি মানের পালা জান না, অথচ বৃন্দাবনখণ্ডে এক ব্যর্থ ভাণ করিয়াছ।" এরূপ সমালোচনার সমালোচনায় প্রবৃত্তি হয় না। সমালোচক মহাশয় যে কবির এত নিন্দা করিতেছেন, আমরা তাঁহার কবিত্বের মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি। যতই দেখি, ততই সুন্দর সুন্দর পদ চোখে পড়ে। যে কবি যৌবনে এই সকল কবিতা লিখিতে পারেন, তিনিই বয়ঃপ্রাপ্তিতে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী লিখিতে পারেন। সামান্য কবির পক্ষে এরূপ কবিত্ব রচনা করা অসম্ভব। চণ্ডীদাস হৃদয়-রাজ্যের ঈশ্বর। তাই তিনি বিদ্যাপতির অনেক উচ্চে আসন লাভ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির রচনা অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়াছে, শব্দের যোজনায় কর্ণ-সুখাবহ হইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাস ভাষার আড়ম্বর বা পাণ্ডিত্যের অভিমানে দৃপ্ত হন নাই। মনের কথা, বুকের ব্যথা সরল ভাষাতে যেমন ব্যক্ত হয়, পাণ্ডিত্যে তাহা হয় না। সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে না পারিলে চণ্ডীদাসের স্মৃতি এত কালের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া জাগরূক থাকিত না। আমাদের চণ্ডীদাস পণ্ডিত-শ্রেণীর জন্য লেখনী সঞ্চালন করেন নাই। অশিক্ষিত গোপালক ও গোপবধূগণের উদ্দেশে যে ভাষা, তাহাতে পাণ্ডিত্যাভিমান অন্বেষণ করা বৃথা। পাণ্ডিত্য প্রকাশ অভিপ্রেত হইলে চণ্ডীদাস সংস্কৃত লিখিতেন; সে কালে বাঙ্গালার সমাদর করিতে পারিতেন না। একটা উদাহরণ দেখুন। আমাদের কবি অশিক্ষিতা গ্রাম্য-রমণীর মুখে ভাদ্র মাসের বিরহ-কষ্ট বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন,—

ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক॥—৩৯৩ পৃঃ।

বিদ্যাপতি পণ্ডিত; তিনি পণ্ডিতোচিত ভাষায় লিখিলেন,—

কুলিশ শত শত- পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি জাওত ছাতিয়া॥

সরলা গোপবালার মুখে এত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভাষা কি স্বাভাবিক ? না প্রাণের আবেগসম্ভূত ? অতঃপর আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের কতিপয় বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে, তাহা অদ্যাপি বীরভূমের গ্রাম্য ভাষায় প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ কতিপয় শব্দের উল্লেখ করা যাউক।

১। আজোল (স্ত্রীলিঙ্গে আজুলী), বিশেষ্য পদ আজুলোমি, আজুলি ; অর্থ—নেকা, নেকী, নেকামী। দেখি তোহ্মাক আজলী। পর কাজে তোঁ বিকলী ॥ ২১ পৃঃ। আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী হের পাঞ্জী পরমাণে ॥ ৩৮ পৃঃ। হেন সে আজল দেবরাজে ॥ ২৪৭ পৃঃ।

২। আথান্তর=বিপদ্, বিষম সমস্যা। আহ্মা দুখমতী লআঁ। ভৈল আথান্তর। ৯৬ পৃঃ। তোহ্মা দেখী রাধার না কর আথান্তর ॥ ২১৯ পৃঃ। আজী কোণ আথান্তর করিবেক রাধা ॥ ৩২৩ পৃঃ। বীরভূমে "আথান্তর হওয়া", "আথান্তর করা", "আথান্তরে পড়া" হয়।

৩। আঁধ্‌লা=কাণা, রাতকাণা। কামে আন্ধল হআঁ। বাট নাহিঁ দেখ। ৯৪ পৃঃ

৪। আপ্‌চো=অপচয়। সব ঠাঁয়ি আপচয় কৈল মোর হরী। ১৯৪ পৃঃ

৫। আমোল=অম্ল। ক্রিয়া—"আম্‌লানো"। ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী। ১৭৫ পৃঃ

৬। আল্‌পাই ধরেছে=যেরূপ কাজ করিতেছে, তাহাতে এ বেশী দিন বাঁচিবে না। মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ। ৬৫ পৃঃ

৭। ওঁঝোঁট হোঁচোট্‌=চরণাগ্রে আঘাত। হাঁচী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ। ৩১৮

৮। উ'র্‌বার কাপড়। বীরভূমের নিম্নশ্রেণীর লোকে জারে ক্যাঁথা ও'রে। কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ। ৩৯২

৯। কুটুরি=মেটে পাথরের বড় বাটি। বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল কুচ উলট কটোরে। ৯১

১০। ক'নে—কন্যা, পাত্রী। মেয়ে শব্দ অপ্রচলিত। মেয়ে=স্ত্রী।

১১। থাবল=এক হাতে যতগুলো ধরে। ঠিফিলেক রাধা কবল দস হাটাল। ২৬৬

১২। কাঁক্‌নি=কঙ্কন। হার কাঙ্কন মোর কাঙ্কুলীতে দেএ টান। ৮৬

১৩। কাঁচো=অপক। কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ। ৬৯। কার কাঁচ আলিতে না কেও মোএ পাএ ॥ ৪৩। কাঁচ ফল ভাঙ্গিলেঁ কিছু রস না পাই। ১১৮

১৪। কেনে=কেন ? কি জন্য ? কৃষ্ণকীর্ত্তনে "কেহ্নে"।

১৫। থাপুরী=মৃণ্ময় পাত্রবিশেষ। হাথে থাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী। ৩১৮

১৬। খেড়=খড়। খেড় আগুনী এক করিআঁ। বড়ায়ি গেলী এক ভিতে। ১৩১.

১৭। খোজ=খোঁজ। খোজিলেঁ আহ্মা পাইবেঁ নাহি। ৮৪। সামীর নিজ ধন খোজসি কাহ্নাঞি। ৮৬। মোর থানে খোজসি। ৩২৫। বিরহে বিকলী খোজো মো নান্দের পোঅ। ৩৭২

১৮। গজমুতী হার। সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী। ৫৮। গিএ শোভে গজমুতী। ৯০। মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী। ১২২। তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতী হার। ১৫৪

১৯। গ'ল্=গোয়ালা। কলিকাতার গয়লা। বীরভূমের উচ্চারণ ইংরাজী gaul শব্দের ন্যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'গোআল' আছে। ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৬ ইত্যাদি। "গোপালা" শব্দজ "গোআল" বীরভূমের উচ্চারণে "গো'ল্"। "খো'ল্"(সর্ষপপিষ্টক)বৎ উচ্চারণ।

২০। ঘসি=গোময়পিষ্টক। একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ আরে কেনা জালে ফুকে। ৩৪৯

২১। ঘুসুঘুসিয়েঁ=মৃদু মন্দ ভাবে। এবেঁ ঘুস ঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন। ৩৩৫

২২। সিঁয়ে=আসিয়া। অন্য ক্রিয়ার সহযোগে ব্যবহার।' আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ। ১৪৬। আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ। ১৫২

২৩। চামড় (ট)=চর্ম্মসদৃশ অভঙ্গুর বা চর্ম্মসংলগ্ন। যথা, চামড় কাঠ, চামট এঁটোলি। চামড় কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ। ১৭৭

২৪। ছিনারী, ছেনারী=কুলটা। পামরী ছেনারী নারী। ৮৩। নটকী গোআলী ছিনারী পামরী। ৩১৮। ছিনারী পামরী নাগরী রাধা। ৩৭১

২৫। জোরো=জ্বররোগী। জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল। ৪৯

২৬। জুৎ=শ্রী, শৃঙ্খলা। রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ। ৩০৬

২৭। ঝাঁও—ঝামা (প্রস্তরভেদ)। ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ। ১৬৮

২৮। মাছ জ্যাঁয়েঁ রাখা=জীবিত করিয়া রাখা। বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে। ৩২৯

২৯। কচাল, খচল=বিবাদ। বাক্‌কলহ, ঝ্যাঙা, বিড়ম্বনা। ঘুচাহ কচাল কাহ্নাঞিঁ তেজ মোর আশে। ৭০ ; না কর কচালে॥ ৮২। কিকে কাহ্নাঞিঁ করহ কচালে। ৮৩। কচাল না পাত তোহ্মে···১১৩। কিসক করহ কচালে। ১৪৯

৩০। ঠেঁটী=দুষ্টা, লজ্জাহীনা। ঠাঁঠী বড় গোআলিনী তোঁ। ৩২৫

৩১। ডালি=বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। তাম্বুলে ভরাআঁ ডালী। ১৮। ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালী। ১৪। ডালি ভরাআ ফুল পানে। ১৬। ডালী ভরী ফুল পানে। ৩৩৬

৩২। ঢুঁসিয়েঁ=ঢুঁ মারিয়া। মুণ্ডে মুণ্ডে ঢুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে। ৮৬

৩৩। তিনাঞ্জলি, তৃণাঞ্জলি=বিদায়, ত্যাগ। আজী লাজক দিআঁ তিনাঞ্জলী॥ ১৮৫। লাজে দিআঁ তিনাঞ্জলী। ২২৭। তার নেহে তিনাঞ্জলী দিআঁ। ৩৩৭

৩৪। তেলানী, থেলানী=হাঁড়ী। তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল॥ ৬৯

৩৫। তেরছ=বক্র। তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে। ৩৭৭

৩৬। থান (স্থান)=দেবভূমি। অর্থসঙ্কীর্ণতা ঘটিয়াছে। আপণা চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা। ২৪

৩৭। গভীর জলে "থা" পাওয়া। কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল। ৫

৩৮। দ'=দহ। দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুথাইল। ৩৪৫

৩৯। দুআর=দ্বার। যাইবোঁ রাজদুআরে। ১২৬

৪০। দুগুন=দ্বিগুণ।

৪১। নটী, লটী=কুলটা, বেশ্যা। নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে। ৩৯৬। নটকী গো-আলী। ৩১৮

৪২। নাচুনী=নর্ত্তকী। গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী। ২৪২

৪৩। নাছ=বহিরঙ্গন, বহির্দ্বার। নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন। ৩০৯

৪৪। নিশেশ=নিশ্বাস। নিশাশ এড়িতে মোকে দেহ অবসর। ২৯১

৪৫। পণী=কুম্ভকার-চুল্লী। যেন উয়ে কুমারের পণী। ৩৪২। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী। ২৯৪

৪৬। পত্যাশ—প্রত্যাশা। বিশেষণ—পত্যাশী। যদি সুরতীক তোর আছে পতিআশ।১৯৮

৪৭। পরখিয়েঁ দেখা=পরীক্ষা করা। কোপ ছলেঁ পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে। ৩০৮

৪৮। পহুরী=প্রহরী। তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল। ৫

৪৯। পাকুড় (লাল অশ্বত্থ), নাকুড় (সাদা অশ্বত্থ)। পাকড়ী নাকড়ী বন সোণাকড়ী। ২০৭

৫০। পাতল=পাতলা। হার পেলাহ পাতল হউ তন। ১৫৯

৫১। পান্তর=প্রান্তর, মাঠ। তে-পান্তর। মাঝ পান্তরে বাট কাড়ায়িআঁ। ১৩০। ভর পান্তরে তিরীবধ করে। ১৩১

৫২। পুটুলী=বুঁচকি। পোঁটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।

৫৩। ফুকুরে' মরা=চীৎকার করিয়া ক্লান্ত হওয়া। বাহা বাহা করি তবেঁ রাধিকা ফুকরে। ১৫৭

৫৪। ফুরিয়েঁ দেওয়া=ঠিকা চুক্তি করিয়া দেওয়া, পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া। ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেঁসি একো কাজ। ১৭৬

৫৫। বো'ল ফুল=বকুল ফুল। বহুল মহুল সেআলী। ২০৬। খোঁপাত উপর তোর বউল মাল দেখী। ১০৪। পিন্ধি বউল পুষ্পের হার। ৩৪১

৫৬। বর গাছ=বটবৃক্ষ। খদির পিণ্ডার বর। ২০৭

৫৭। বাহুঠী, বাউঠী, বাওটা=বাহুভূষণ। হাথের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুঠী। ১৩৪। সোবন বাহুঠী পত্নী রূপসী রাধিকা। ১৪৪

৫৮। আঙ্গুঠী=অঙ্গুরী। কনক কঙ্কন নিলেঁ আঅর আঙ্গুঠী॥ ১৩৪

৫৯। বীদ্=ছিদ্র। সাতগুটি বিন্ধ তাত করি আমুপাম। ২৯২

৬০। বিনিয়েঁ বিনিয়েঁ কাঁদা=সুর করিয়া রোদন। করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী। ২৩৩

৬১। বিয়েণ বেঁলা=প্রাতঃকাল। তাম্বাচুড়া রাএ হৈল বিহাণ। ২৫৮। বিহাণ আইলাহোঁ হৈল দুঅজ পহর। ২৮৬

৬২। বুলুক=বলুক। √বুল=√ব্রূ। দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ বুলুক বচন। ৫২

৬৩। বোলাবুলি করা=পরস্পর কহা। বোলাবুলি (বলিতে বলিতে) রাধিকা পাইল নিজঘর। ২৫১

৬৪। ভরস=ভরসা, প্রবোধ। হৃদয়ে ভরস কর। ৩৪৫

৬৫। ভার=ভার-বহন-দণ্ড ও সিকা। সুচাঁছে চাঁছিল ভার দুঈ মুঠী। ১৬৮

৬৬। ভিনু=ভিন্ন, পৃথক্। লেখা করহ ভিন ভিন দাণে। ১৯৩

৬৭। খাড়ু=করাভরণ। 'কটক' শব্দজ।

৬৮। পুকুর মারা=জলসেচনপূর্ব্বক জলশূন্য করা। ঝাঁট মার পাণী। ১৫৬

৬৯। রুখু=রুক্ষ। যথা—রুখু মাথায় তেল্। না বোল না বোল রুখ বাণী। ২৪৮

৭০। সুগুনী=শকুন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সগুণী=নিমিত্তজ্ঞ, শাকুন।

৭১। সজ্=উপহার। "ভাত সজি করা।" "পাণ সজি করা," "পাণ সজিয়েঁ খা"। ভার সজ করিবারে করিলান্ত মন। ১৬৮। এবেঁ সজ করু কাহ্ন আপণে পসার। ১৭৯। পসার সজাআঁ নৈল ঘৃত ঘোল দহী। ১৭০

৭২। সতন্তরী=স্বাধীনা। এ কালের বহু সব নহে সতন্তরী। ২০১

৭৩। সতর=সতর্ক, সাবধান, চতুর। সত্বর হআঁ রাহি থাক মাঝ নাএ। ১৫৭। বুলী চোর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে। ৩২০

৭৪। সমাই, সোমাই=সবাই। সহ্মাই চরিলে নাঅ না সহিব ভরা। ১৪৫। সহ্মাক্রিঁ চলিলা বড় মনের হরিষে। ২০৩। সহ্মাক্রি যুগতি করি। ১৪৫। সহ্মেক্রিঁ চাহেন্ত তোক। ২৫৩

৭৫। সান কাড়া বা দেওয়া=ঘোমটা টানা। মাঙ্গে সুরতিদান সান দেই মাথে। ৮৭

৭৬। সিয়ান, সিয়ান ঠগ্=চতুর। তোহ্মেক্রিঁ বড় সিআন। ৩২০। আতি বড় সিআন সে কাহ্নে। ৩৭৫।

৭৭। সেজা, সীজ=শয্যা। নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ। ৩৫৩

৭৮। হাকুলি বিকুলি=অতিব্যগ্রতা। বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল। ৪৯

৭৯। হালা=কাঁপা। ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা॥ ১৬০। ভএঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে॥ ৩৮৯

৮০। হের=এইখানে। হোর=ঐখানে। হের ভাল ফুল হোর ভাল ফল। ২১৩

৮১। হিঁচোল, হেঁচল=আকস্মিক আকর্ষণ। হিঁছোলেঁ লএ পরাণে। ১৩১

৮২। কতি=কোথায়। ২২২, ২৩২

৮৩। আমারা—২০২। তোমারা—২৩২

৮৪। নোটন খোঁপা—১৩১

৮৫। ভর যুবতী, ভর যোবন—১৩১

৮৬। পাণে=দিকে ১৮৬

৮৭। মিছে ছ্যাচা ১২৪ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বীরভূমের ভাষায় সংস্কৃত 'ক্‌ত্বা', প্রা° 'ইঅ' স্থানে য়েঁ, ইয়েঁ হয়। ব্যঞ্জনের সহিত যোগ থাকিলে হয় না। হয়েঁ, খেয়েঁ, যেঁয়ে, দিয়েঁ, কয়েঁ, পাঠিয়েঁ, সজিয়েঁ, হারিয়েঁ, পেয়েঁ,

ভরিয়েঁ, পালিয়েঁ, রয়েঁ, সয়েঁ, থুয়েঁ, ফুরিয়েঁ ইত্যাদি। কিন্তু রেখে', করে,' ধরে', মেরে' ইত্যাদি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই সানুনাসিকতা একটু ব্যাপক ভাবে আছে। ব্যঞ্জন সম্পর্ক থাকিলেও সানুনাসিক।

সংস্কৃত বিধিলিঙ্‌এর অনুরূপ একপ্রকার ক্রিয়াপদ বীরভূমের ভাষায় প্রচলিত আছে। হোথা যেয়ে না (ওখানে যাইতে নাই), ভাইকে না দিয়েঁ খেয়ে না (খেতে নাই), যে আমাকে এত কষ্ট দিলে, তার কুষ্ঠব্যাধি হ'য়ে (হউক), সে যেনে ছুটী চোখ খেয়ে, তোর দাদা যেনে না এ'সে, আগুনে হাত দিয়ে না, ইত্যাদি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার অনুরূপ অসংখ্য প্রয়োগ আছে। যথা,—"পুণ্য কইলেঁ স্বর্গ জাইএ, নানা উপভোগ পাইএ ;" "কাহ্নাঞিঁর নেহা রাধা বড় পুনে পাইএ। মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ॥" "ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ ছুঈ হাথে না খাইএ॥" হইয়াছে, গিয়াছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদের স্থানে বীরভূমে হ'ল্‌ছে, গেল্‌ছে প্রভৃতি হয়। ইহা মিথিলার অনুরূপ ; এই লকারাগম সর্ব্বত্র হয় না। যে সকল স্থানে ইদানীন্তন কালে কথিত ভাষায় য়কারের প্রয়োগ আছে, সেই সকল স্থানে হয়। যেমন হয়েছে— হ'ল্‌ছে, গিয়েছে—গেল্‌ছে, এয়েছে—আ'ল্‌ছে, করিয়েছে—করা'ল্‌ছে, ভরিয়েছে—ভরা'ল্‌ছে ; এইরূপ হ'ল্‌ছিল, গে'ল্‌ছিল, আ'লছিল, ইত্যাদি অতীত (অনদ্যতনী) রূপ। য়কার সম্পর্ক না থাকিলে হয় না ; যেমন করেছে, ভরেছে, মেরেছে। কিন্তু ম'ল্‌ছে (মরেছে), খেঁয়েঁছে (খেয়েছে)। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে কুটিল্‌ছে, রহিল্‌ছে, আসিছিল আছে।

একটী স্থলে আমরা সম্পাদক মহাশয়ের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি নাই। নিম্নে সে স্থল উদ্ধৃত হইল।

> "হসিত বদন কর রাধা ল
> আল ধরিলোঁ তোর আঁচলে।
> হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই
> হরিএঁ ভুঞ্জে কমলে॥"—১২৯ পৃঃ

এখানে সম্পাদক মহাশয় অবসই=অবশ্যই করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অর্থসঙ্গতি হয় কই ? মূল পাঠ দেখিয়াই আমাদের মনে হইল যে, অবসই ক্রিয়াপদ। তাহার পর দেখি, ১৩৭ পৃষ্ঠায় আছে, "হংসে যেহ্ন সরোবর বিগুতিল, বড়ায়ি ল, তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে।" এখানে সম্পাদক মহাশয় টীকা করিয়াছেন, "হাঁস যেমন পুকুরের জল তল-উপর করে, কানাইও তেমনি রাধাকে (নাস্তা-নাবুদ) করিল। বিগুতিল—আলোড়ন করিল।" আমরা বলি, এইরূপ অর্থই উদ্ধৃত স্থলে সঙ্গত হইবে। এখানে অবসই=(সং অব+সো ধাতু+তিপ) অবস্যতি, অবসান করে, একশেষ করে, তল-উপর আলোড়ন করে অর্থাৎ যথেচ্ছ উপভোগ করে। আর হরি শব্দের বহু অর্থ হইলেও এখানে কমলের কবি-প্রৌঢ়ি-প্রসিদ্ধ নায়ক "সূর্য্য"ই অর্থ। এইরূপ করিলে একটা সুস্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। "রাধা, বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া একবার হাসিমুখ কর, এই আমি তোমার অঞ্চল স্পর্শ করিলাম। উপভোক্তা ও উপভোগ্য একত্র হইলে

উপভোগ অবশ্যম্ভাবী। সরোবর দর্শনে হংস কি স্থির থাকিতে পারে? নামিয়া সরোবরের জল তল-উপর করিয়া স্নান করে। কমলিনীনায়কও কমল পাইলেই উপভোগ করে। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, তোমার এড়ান নাই।" সম্পাদক মহাশয়ের অর্থ গ্রহণ করিলে অন্বয়টা এইরূপ হয়,—"হরি হংস-সরোবর পাইলে অবশ্যই কমলকে উপভোগ করে।" "হংস-সরোবর" না হইলে কি "রবি-কমলিনীর" মিলন হয় না? আমাদের বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় এ স্থানটী এড়াইয়া গিয়াছেন। কারণ, তাহা না হইলে হরি শব্দের অর্থ টীকায় পাইতাম।

সমালোচক মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক মহাশয়ের অতিপরিশ্রমে বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, কৃষ্ণকীর্ত্তনে বহু পরিশ্রম আবশ্যক হইবে; একজনের পরিশ্রম কখনই যথেষ্ট হইবে না। উদ্ধৃত স্থলে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ অনেক স্থলে সম্পাদক মহাশয় অনেক শব্দ "অর্থ বুঝা গেল না" বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর তিনি যাহা অভ্রান্ত মনে করিয়াছেন, তাহাতেও ভ্রম-প্রমাদ নাই, এ কথা কে বলিবে?

বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে লুপ্তাধিগত রত্ন। একমাত্র এই পুথিখানির আলোচনায় বঙ্গভাষার অভিব্যক্তি বিষয়ে অসংখ্য লুপ্ত সূত্রের উদ্ধার হইবে। কত শব্দ, কত শব্দার্থ, কত শব্দসজ্ঞ, কত বিভক্তির ঐতিহাসিক পরিচয় এই পুথিতে পাওয়া গিয়াছে! আর আলোচনা করিলে আরও কত কত বঙ্গভাষাবিষয়ক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ষড়্‌বিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

কলিকাতা

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩২৬

ষড়্‌বিংশ ভাগের সূচীপত্র

দশম মাসিক অধিবেশন

১৮ই ফাল্গুন ১৩২৫, ২রা মার্চ্চ ১৯১৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীরামহরি ভড় বি এল্, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্ সি, শ্রীসত্যচরণ নন্দী, শ্রীসতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমধুসূদন পাল, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীচারুচন্দ্র শীল, শ্রীবিজনকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ের "সমতটের পূর্ব্বে", (খ) ও (গ) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ বাহাদুরের "এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ" এবং "আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৫। শোক-প্রকাশ—অধ্যাপক ভাগাধর মল্লিক এম্ এস্ সি মহাশয়ের পরলোক গমনে; ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও বর্ত্তমানে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত সভার সভাপতি নির্ব্বাচনে তাঁহাকে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এক আনন্দজ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইবে। তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে এসিয়াটিক সোসাইটি, সভাপতি-পদে বরণ করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কর্ত্তৃক পরলোকগত ডাক্তার

রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশার্থ আহূত পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে গত নবম মাসিক ও সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীনিতাইসুন্দর সিংহ এম্ এ হেড মাষ্টার, জগবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
„	„	শ্রীনিশিকান্ত বসু চৌমুহিনী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ	শ্রীসত্যচরণ নন্দী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, বি এস্‌সি, বি এল্, ১১ উল্টাডিঙ্গি মেন রোড।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন কোন বঙ্গসাহিত্যানুরাগিণী মহিলা পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণে সম্মত আছেন। পরিষদের নিয়মে কোন বাধা না থাকিলে তিনি অন্যকার সভায় একজন মহিলাকে পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচন জন্য প্রস্তাব করিবেন। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, মহিলা সদস্যগ্রহণে পরিষদের নিয়মে কোন বাধা নাই। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীমতী জগৎমোহিনী সিংহ মহাশয়াকে (১৩ বলরাম বসুর ফার্ষ্ট লেন, ভবানীপুর) পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচন করা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত মহিলা পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) পুণ্যপ্রতিমা, শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—(২) তত্ত্ব-সন্দর্ভ, শ্রীযুক্ত স্যর যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—(৩) বসুরহাট বাণী-সম্মিলনী ২য় অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ (ধান্যকুড়িয়া), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, (৪, কতকগুলি মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র, (5) On Some Proverbs from the Tangail Sub-Division in the District of Mymensingh in Eastern Bengal. (6) Further Notes on a Case of Human Sacrifice and Cannibalism from the District of Nadiya, Bengal. (7) Indian Ophiolatry and Snake-worship of the Negroes of the West Indies. (8) Riddles current in the District of Chittagong in Eastern Bengal. Pt. I, (9) Notes on Some Ho Riddles. (10) On the Use of the Swallow-worts in the Ritual, Sorcery and Leech-craft of the Hindus and the Pre-Islamitic Arabs. (11) Further Note on the

Use of Swallow-worts in the Ritual of the Hindus. Director General of Archaeology in India. (12) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Part I. 1916-17. Superintendent, Archaeological Survey of India, Western Circle—(13) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st March 1918. Director of Statistics—(14) Statistics of British India Vol. II, 1918. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(15) Progress of Education in India, 1912-17.

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির নিম্নোক্তরূপে আলোচ্য বিষয়গুলির উল্লেখ করিলেন। প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ;

"সমতটের পূর্ব্বে"—অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধের সার মর্ম্ম এইরূপ,—

চীন-পর্য্যটক যুয়নচুয়াং বলেন যে, সমতটের পূর্ব্বে এই দেশগুলি ছিল,—(১) শি-হ-লি-চ-ট-লো—সমতটের উত্তরপূর্ব্বে, সমুদ্রতটে ও পর্ব্বতমধ্যে। (২) ক-মো-লং-ক—শিহলিচটলোর দক্ষিণপূর্ব্বে সমুদ্রের শাখার উপরে। (৩) তো-লো-পো-তি—কমোলংকের পূর্ব্বে। (৪) ই-শং-ন-পু-লো—তোলোপোতির পূর্ব্বে। (৫) মোহ চন্-পো—ইশংনপুলোর পূর্ব্বে। (৬) ই-য়েন্-সো-ন-চো—মোহচন্পোর দক্ষিণ-পশ্চিম।

Thomas Watter-এর অনুবাদ অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। চীন পর্য্যটকের মতে সমতটের অবস্থান এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০ লি পূর্ব্বে করতোয়া নদী পার হইয়া, কামরূপ উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে ১২০০ কি ১৩০০ লি দক্ষিণে সমতট। অর্থাৎ ঢাকা, ফরিদপুর লইয়া বর্ত্তমান ঢাকা-বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ ও সুন্দরবন লইয়া সমতট। সমতট হইতে ৯০০ লি পশ্চিমে তান্-মো-লি-তি অর্থাৎ তাম্রলিপ্তি বা তমোলুক।

প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রবন্ধলেখক স্থির করিয়াছেন যে,—(১) শি-হ-লি-চ-ট-লো—শ্রীহট্ট। (২) কমোলংক—কমলাঙ্ক বা কোমিল্লা। (৩) তোলোপোতি—ত্রিপুরাপাতর রাজ্য। (৪) ইশংনপুলো—ত্রিপুরা ও সান্-রাজ্যের মধ্যে যে জনপদ, তাহাই ইশংনপুলো বা বিষ্ণুপুর (ভুবন পাহাড়ের পূর্ব্বভাগের পাদপ্রদেশে বিষ্ণুপুর নগর ছিল)। (৫) মোহচন্পো—ব্রহ্মদেশের ভামোর উত্তরে "শম্পানাগো" অর্থাৎ 'চম্পানগর'। (৬) ইয়েন-সোনচো—জম্বুদ্বীপ। "তম্বুদ্বীপের অধিপতি" ব্রহ্মরাজগণের একটি উপনাম ছিল। 'তম্বুদ্বীপ' জম্বুদ্বীপের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়।

"এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়-লিখিত। প্রবন্ধের স্থূল মর্ম্ম এইরূপ,—

(১) পৃথিবীর আপন অক্ষে আবর্ত্তনের কথা আর্য্যভট এ দেশে প্রচার করেন। তাঁহাকে সেই গতির আবিষ্কর্ত্তা বলা যায় না। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বীরা পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন। (২) পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ বা পৃথিবীর বার্ষিক গতিও প্রাচীনগণের অপরিচিত ছিল না। প্রবন্ধে তাহাই সপ্রমাণের চেষ্টা।

"আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ"—শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়-লিখিত। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এইরূপ,—

টিভেণ্ড্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থাবলীভুক্ত অমরকোষের ১ খানি টীকা হইতে বহু বাঙ্গালা শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাহার কতক রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কিছু বা বিলুপ্ত হইয়াছে। পরে শব্দগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া কএকটি সূত্র নির্মাণের প্রযত্ন করা হইয়াছে। টীকাকার বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ। টীকার নাম 'টীকা সর্ব্বস্ব', রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পরলোকগত অধ্যাপক ভাগ্যধর মল্লিক এম্ এস্ সি মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশ প্রসঙ্গে বলিলেন, অকালে পরলোকগত ভাগ্যধর মল্লিক মহাশয়কে আমি বাল্যাবধি জানি। তিনি সুচরিত্র, মেধাবী ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে কলিকাতা করপোরেশনের গঠিত ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ঔষধালয় খুলিয়া নানা ভাবে পল্লীবাসিগণের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার জন্মভূমি হাওড়া আমতার নিকটস্থ প্রদেশে এই মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাগ্যধর বাবু নিজ ব্যয়ে ডাক্তার ও ঔষধ-পথ্যাদি সহ পীড়িত দেশবাসীর সেবা করিতে গিয়া নিজে মহামারীতে আত্মবলিদান দেন। তাঁহার ন্যায় অল্পবয়স্ক পরদুঃখকাতর শিক্ষিত ব্যক্তি বিরল। তিনি প্রসিদ্ধ মান্যবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। দুঃখের বিষয় বা সুখের বিষয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী মাত্র ৮।৯ মাস পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ স্বর্গগত এই নবীন দম্পতির যুগল-আত্মার মঙ্গল ও শান্তি বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা। ভাগ্যধর বাবু বঙ্গের সাহিত্য জাতির অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া সাহিত্য-জাতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩২৫, ২৫শে মার্চ্চ ১৯১৯, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

উপস্থিতি—

সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীযামিনীকান্ত সেন বি এ, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্ব-ভূষণ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ ডি, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ ডি, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি ই, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ এম এ, শ্রীবিনয়কুমার সেন এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি এল্, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণি, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, শ্রীগৌরহরি সেন, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীবিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার বি এ, শ্রীশ্রীশচন্দ্র পাল, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীললিতমোহন দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী, শ্রীললিতমোহন ঘোষ, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, শ্রীসর্ব্বেশ্বর পাল চৌধুরী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বটব্যাল, শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাসবিহারী দত্ত রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ }
" কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদক।

পরিষদের সভাপতি সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত পঞ্চম বক্তৃতার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

বক্তৃতার বিষয়—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্ মহাশয়-কর্ত্তৃক "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো-

চনা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরকে "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

প্রথম বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার

স্বাস্থ্য ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। মানুষ যখন নিজ কর্ম্মদোষে এই আশীর্ব্বাদলাভে বঞ্চিত হয়, তখন তাহার ন্যায় দুঃখী জগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। খাদ্যের দোষে অথবা খাদ্যের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইলে আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং রোগ ও অকাল-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শরীর ধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের মধ্যে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক। আমরা পরে এই সকল উপাদান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ বক্তব্য এই যে, এই সকল ভিন্নজাতীয় উপাদানসমূহের যে-কোন একটির কম-বেশী হইলে দেহমধ্যে নানাবিধ রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্যবিশেষের মধ্যে অনেক সময়ে নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে। বিশেষ সাবধানের সহিত এই সকল খাদ্য ব্যবহার না করিলে নানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। মাছ বা মাংস বিকৃত হইলে উহার মধ্যে অনেক সময়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Ptomaines) উৎপন্ন হয়। এরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিলে মহা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অধর্ম্মাচারী ব্যবসায়িগণ যৎসামান্য লাভের জন্য নিত্য-ব্যবহার্য্য অনেকানেক খাদ্য দ্রব্যের সহিত নানাবিধ দুষ্পাচ্য বা অখাদ্য পদার্থ ভেজাল দিয়া থাকে। এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। জাতি দুর্ব্বল হইলে, উহার রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং যে-কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হইলে বহুসংখ্যক লোক উহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা জীবন্মৃত হইয়া থাকে। জাতি দুর্ব্বল হইলে শীঘ্র দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং দারিদ্র্য জাতিগত গুণরাশিনাশের কারণ হয়। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার প্রধান সহায়—যথোচিত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। (এই স্থলে বক্তা বাঙ্গালী যুবকের দেহ যাহাতে বলিষ্ঠ হয়, তৎসম্বন্ধে স্বদেশভক্ত ও স্বজাতি-বৎসল স্বামী বিবেকানন্দের একটি উপদেশ উদ্ধৃত করেন এবং ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ্ সাহায্যে এই মহাপুরুষের আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন)।

খাদ্যের ব্যবহারিক ব্যবস্থায় মানবজাতির সামাজিক ও নৈতিক জীবন যথেষ্ট উন্নতি

লাভ করিয়াছে এবং ইহা দ্বারা আমাদের সৌন্দর্য্যগ্রাহিকা শক্তিও বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনেকের ধারণা এই যে, বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের অবনতির কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা এই উপলক্ষে আমাদিগের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

খাদ্য কাহাকে বলে? যাহা গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হয় এবং যাহা দ্বারা আমরা তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি প্রাপ্ত হই, তাহাই খাদ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা চারি প্রকার; যথা,—(১) শারীরিক ক্ষয়পূরণ, (২) দেহের বৃদ্ধি-সাধন, (৩) তাপ-জনন, (৪) শক্তি-উৎপাদন।

(১) শারীরিক ক্ষয়পূরণ—আমরা সর্ব্বদা কোন-না-কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি। আমাদিগের দেহাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রসমূহও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজ নিয়ত সম্পন্ন করিতেছে। যে-কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিলেই শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা পরিপাক-যন্ত্রমধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া শারীরিক উপাদান নির্ম্মাণের উপযোগী হয়। পরে উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং যে স্থানে যে উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, শোণিত-বাহিত জীর্ণ খাদ্য দ্বারা সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে।

এই স্থলে বক্তা কতিপয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে অস্থি, মাংস, রক্তবাহিকা শিরা ও ধমনী, স্নায়ুমণ্ডল, মেদ, চর্ম্ম, মস্তিষ্ক, কসেরুকা, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক উপকরণ ও যন্ত্রাদি এবং তাহাদিগের ক্রিয়া সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

(২) দেহের বৃদ্ধি-সাধন—শরীরের ক্ষয়-পূরণ ব্যতীত দেহের বৃদ্ধিসাধনও খাদ্যের আর একটি কার্য্য। খাদ্য গ্রহণ করিয়াই শিশুর ক্ষুদ্র দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের বৃহদাকার দেহে পরিণত হয়। ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের পর দেহ আর বাড়ে না, সুতরাং বালক ও যুবকের দেহের ওজন অনুসারে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লোকের সে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হয় না। শারীরিক বৃদ্ধি স্থগিত হইলে পরিশ্রম-জনিত শারীরিক ক্ষয়-পূরণের জন্যই কেবল খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে।

(৩) তাপ-জনন—খাদ্যের আর একটি বিশেষ কার্য্য তাপ উৎপাদন করা। খাদ্যের সারাংশ যখন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয়, তখন উহা হইতে শারীরিক ক্ষয়-পূরণের জন্য যতটুকু সার পদার্থের আবশ্যক হয়, দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ প্রয়োজন মত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ রক্তস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া সূক্ষ্মভাবে দগ্ধ হয় এবং এই দহনের ফলস্বরূপ তাপ উৎপন্ন

হয়। কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পদার্থ যেমন বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় এবং তাপ ও কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উৎপাদন করে, সেইরূপ আমাদিগের দেহ-মধ্যস্থ অঙ্গারঘটিত জীর্ণ খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থ প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইয়া তাপ ও কার্ব্বনিক্-এসিড্ বাষ্প উৎপাদন করিতেছে। নিশ্বাস-বায়ুর সহিত অক্সিজেন আমাদিগের ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে ও তথায় রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং তদ্দ্বারা মৃদুভাবে দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া তাপ ও কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উৎপন্ন হয়। ইহা হইতেই আমরা শারীরিক উত্তাপ লাভ করিয়া থাকি এবং যে কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা দূষিত পদার্থ বলিয়া প্রশ্বাসের সহিত আমাদিগের শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়।

এই স্থলে বক্তা কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা প্রশ্বাস-বায়ু-মধ্যে যে কত অধিক পরিমাণ বিষাক্ত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প থাকে, তাহা প্রদর্শন করেন এবং বাসগৃহ-মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চালনের আবশ্যকতা সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন।

(৪) **শক্তি উৎপাদন**—আমাদের দেহমধ্যে নিয়ত যে তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইতেই আমরা কার্য্য করিবার সমস্ত শক্তি প্রাপ্ত হই। এঞ্জিন্ (Engine) চালাইবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা যেমন পাথুরে কয়লা পুড়াইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ আমাদিগের দেহ-যন্ত্র চালাইবার এবং পরিশ্রমঘটিত কার্য্য করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, জীর্ণ খাদ্য দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আমরা ঐ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

তাপ এক প্রকার শক্তিমাত্র (A form of Energy)। তাপকে কৌশলে কার্য্য করিবার শক্তি (Mechanical energy), আলোক (Light), তড়িৎ (Electricity) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। পুনশ্চ তড়িৎ প্রভৃতি যে কোনরূপ শক্তিকেও তাপ বা আলোক প্রভৃতি অন্য প্রকৃতির শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে।

এই স্থলে বক্তা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এক প্রকৃতির শক্তি কিরূপ সহজে অপর প্রকৃতির শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন।

জড় (Matter) ও শক্তি (Energy) লইয়াই এই জগৎ। জগতে যে পরিমাণ জড় পদার্থ আছে, তাহার সমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। এক কণা জড় পদার্থও নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে না, আবার এক কণাও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যাহাকে আমরা বিনাশ বা ধ্বংস বলি, তাহা পদার্থের রূপান্তর মাত্র। পদার্থের এককালীন বিনাশ বা ধ্বংস নাই।

জড় পদার্থ সম্বন্ধে যে নিয়ম, শক্তি (Energy) সম্বন্ধেও ঠিক তাই। জগতে মোটের উপর যে শক্তি আছে, তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তবে জড় পদার্থের ন্যায় শক্তিরও রূপান্তর হইয়া থাকে। তাপ, আলোক, তড়িৎ, চুম্বকাকর্ষণ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি এক একটি

প্রাকৃতিক শক্তি আমরা পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করিলেও ইহারা একই আদিশক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহাদিগের মধ্যে যে-কোন একটি শক্তিকে সহজেই আর একটি শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। তড়িৎশক্তি হইতে আলোক উৎপাদন এবং ট্রাম-গাড়ীচালন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, 'আহার-তত্ত্ব' সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে বুঝাইতে চুণীবাবুর ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি আর নাই, তাই তাঁহাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। তারপর এইরূপ সাধারণ বক্তৃতা দ্বারা বঙ্গদেশের কি পরিমাণে প্রভূত উপকার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে, এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতার অন্তর্গত চিত্রগুলি প্রদর্শন করার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৭শে চৈত্র ১৩২৫, ১০ই এপ্রিল ১৯১৯, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬া০টা

উপস্থিতি—

মাননীয় সার্ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার কে টি, এম্ এ, এম্ ডি (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ (পুষা), শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, কবিরাজ শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনশাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীললিতমোহন ঘোষ, শ্রীহরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীশান্তিসাধন বিশ্বাস, শ্রীভূদেব হালদার, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদক।

পরিষদের অন্যতম সভাপতি সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বক্তৃতামালার অন্তর্গত ষষ্ঠ বক্তৃতার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

আলোচ্য বিষয়—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্, রসায়নাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার্ মাননীয় সার্ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার কে টি এম্ এ, এম্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, সাহিত্য-সভার সম্পাদক এবং প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং যথাসময়ে উপযুক্তভাবে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত চুণীবাবু আরও জানাইলেন যে, তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন জন্য আগামী ২রা বৈশাখ পরিষদের কার্য্যালয় বন্ধ রাখা হইবে এবং পরিষৎ কি ভাবে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

তৎপরে তিনি সেই দিনকার সভাপতি মহাশয়, বঙ্গদেশে উচ্চ-শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার-কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে বহু বৎসর ব্যাপিয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে ভাইস চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেণ্ট অতি যোগ্য ব্যক্তির উপর এই গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তির জন্য তিনি পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সভাপতি মহাশয় সাধারণভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার উপকারিতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে তাঁহার বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, এই বিষয়ে আলোচনা করিতে রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয়ের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরল।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ-মত শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

(দ্বিতীয় বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার)

আমাদের দেহ—অস্থি, মাংস, চর্ব্বি, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা গঠিত। এই সকল উপকরণ এক একটি যৌগিক পদার্থ (Compounds) অর্থাৎ কতকগুলি মূল পদার্থের (Elements) রাসায়নিক সম্মিলনে ইহারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত—মৌলিক ও যৌগিক। যে সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া সেই পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন নূতন পদার্থ উৎপাদন করিতে পারা যায় না, তাহাদিগকে মৌলিক পদার্থ (Element) কহে। অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্, অঙ্গার, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র দস্তা, লৌহ ইত্যাদি এক একটি মৌলিক পদার্থ। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ এই পর্য্যন্ত ৮২টি মূল পদার্থ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখনও অনেক মৌলিক পদার্থ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

মৌলিক পদার্থগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোনটি বা কঠিন, যেমন লৌহ; কোনটি বা তরল, যেমন পারদ; অন্যগুলি বাষ্পাকারে অবস্থিতি করে, যেমন অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ ইত্যাদি। কোনটি রক্তবর্ণ, যেমন তাম্র; কোনটির বর্ণ উজ্জ্বল পীত, যেমন স্বর্ণ; কোনটি ধূসর বর্ণের, যেমন লৌহ; কোনটি কৃষ্ণবর্ণের, যেমন অঙ্গার; কোনটি বা উজ্জ্বল শুভ্র, যেমন রৌপ্য; আবার কতকগুলি একেবারে বর্ণহীন, যেমন অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ ইত্যাদি। মানুষের মত কাহারও প্রকৃতি অতি উগ্র, যেমন ক্লোরিণ (Chlorine); কেহ বা নিরীহ শান্তস্বভাব, যেমন নাইট্রোজেন্। মানুষের মত কেহ বা পাঁচ জনকে জ্বালাইয়া মারে, যেমন অক্সিজেন্; কেহ নিজেই পুড়িয়া মরে, অপরকে পোড়ায় না, যেমন হাইড্রোজেন্।

এই স্থলে বক্তা বিবিধ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কতিপয় মৌলিক পদার্থের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বৈষম্য সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ একত্রে মিলিত হইয়া এক একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যৌগিক পদার্থের সংখ্যা করা যায় না। অস্থি, মাংস প্রভৃতি শারীরিক উপকরণসমূহ এক একটি যৌগিক পদার্থ। এই সকল উপকরণ ১৬টি মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক উপকরণের মধ্যে ১৬টি মূল পদার্থের যে সকলগুলিই আছে, তাহা নহে। মাংসপেশীর মধ্যে নাইট্রোজেন্, অঙ্গার, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ ও গন্ধক আছে; অস্থির মধ্যে এই কয়টি মৌলিক পদার্থ ব্যতীত ক্যাল্সিয়ম্ (Calcium) ও ফস্ফরাস্ (Phosphorus) আছে; চর্ব্বির মধ্যে কেবলমাত্র অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ থাকে।

আমাদের দেহ হইতে এই সকল উপকরণ নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; খাদ্যের দ্বারা সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে। অতএব যে সকল পদার্থ আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহাদের মধ্যে এই সকল মৌলিক পদার্থের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, এই সকল মৌলিক পদার্থদিগকে তাহাদিগের মৌলিক আকারে গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ হয় না। পাথুরে কয়লা বা কাঠের কয়লার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গার আছে, কিন্তু কয়লা ভক্ষণ করিলে আমরা উহা হইতে আমাদিগের শরীর পোষণের উপযোগী অঙ্গার সংগ্রহ করিতে পারি না। বায়ুর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন্ ও

কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প আছে, কিন্তু আমাদিগের দেহরক্ষার জন্য যে নাইট্রোজেন্ ও অঙ্গারের আবশ্যক হয়, তাহা আমরা বায়ুস্থিত নাইট্রোজেন্ অথবা কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প হইতে সংগ্রহ করিতে পারি না। উদ্ভিদ্‌জগৎ, বায়ুর নাইট্রোজেন্ হইতে এবং ভূমির মধ্যে নাইট্রেট্ (Nitrate) নামক যে লবণ থাকে, তাহা হইতে নাইট্রোজেন্ গ্রহণ করে ও বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক্ এসিড বাষ্প হইতে দেহপোষণোপযোগী সমস্ত অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ নাইট্রোজেন্ ও অঙ্গার অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া উদ্ভিদ্‌শরীরে প্রোটীন্ (Protein), তৈল (Fat), শ্বেতসার বা চিনি (Carbohydrate) প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদিগের প্রাণধারণোপযোগী নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীতে পরিণত হয় এবং উহারা বৃক্ষের ফল, মূল, কন্দ, বীজ প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। জীবগণ, উদ্ভিদ্‌জাত এই সকল সার পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নিরপেক্ষ মাংসভোজী প্রাণিগণও প্রত্যক্ষভাবে না হউক, গৌণভাবে উদ্ভিদ্‌জগৎ হইতেই নিজ নিজ আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারা গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা সকলেই উদ্ভিদ্‌ভোজী অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌জগৎ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব কি আমিষভোজী, কি নিরামিষভোজী, সকল প্রাণীরই আহার সংগ্রহের আদিস্থান উদ্ভিদ্‌জগৎ।

এই স্থলে বক্তা কতিপয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ্ ও জীবজগতে অঙ্গার এবং নাইট্রোজেন্ সংগ্রহের প্রণালী ও পরস্পরের মধ্যে এই দুই পদার্থের আদান-প্রদান সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প জীবগণের পক্ষে অতীব বিষাক্ত পদার্থ। জগদীশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে জীবগণ প্রতিনিয়ত প্রশ্বাসের সহিত উহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছে এবং বায়ু হইতে জীবনধারণের প্রধান সহায় অক্সিজেন্ বাষ্প গ্রহণ করিতেছে। জগৎরক্ষার এক অতি আশ্চর্য্য কৌশলে বায়ু হইতে এই বিষাক্ত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উদ্ভিদ্‌জগতের সাহায্যে দূরীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডল পুনরায় নির্ম্মল এবং জীবগণের শ্বাসোপযোগী হইতেছে। কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প অঙ্গার ও অক্সিজেন্, এই দুই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন। গাছের পাতায় যে সবুজ রং প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে, তাহা সূর্য্যকিরণ-সাহায্যে বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্পকে বিশ্লেষণ করিয়া, উহা হইতে শরীর-পোষণোপযোগী অঙ্গার সংগ্রহ করে এবং জীবের প্রাণরক্ষায় প্রধান সহায় অক্সিজেন্ বাষ্পকে বায়ুমধ্যে পুনরায় প্রত্যর্পণ করে। অতএব জীবগণের পক্ষে যাহা বিষ, সেই কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্পই উদ্ভিদ্‌গণ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং উহার মধ্যে যে অক্সিজেন্ আছে, জীবগণের প্রাণরক্ষার জন্য উহাকে বায়ুমধ্যে পুনরায় ফিরাইয়া দেয়। এইরূপে জীব ও উদ্ভিদ্‌জগতের এই আশ্চর্য্য শ্বাসক্রিয়ার কৌশলে বায়ুর নির্ম্মলত্ব সংসাধিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের শরীর-পোষণের জন্য খাদ্যের মধ্যে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় সার পদার্থের

(Nutritive principles) অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেই সকল সার পদার্থ কি, তাহাই আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দুগ্ধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদ্য। দুগ্ধ আমাদিগের জীবনের এক অবস্থায় শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। জীব শৈশবে স্তনদুগ্ধ পান করিয়া শরীর ধারণ করে, তাহার অন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। দুগ্ধ দ্বারাই তাহার শরীর পোষণ হয়, দুগ্ধ পান করিয়াই তাহার দেহ দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও ওজনে বাড়িতে থাকে। শরীর রক্ষার জন্য যে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তাহা সে দুগ্ধ হইতেই সংগ্রহ করে এবং চঞ্চল শিশু হাত-পা নাড়িয়া, হামা দিয়া, চলিয়া বা দৌড়িয়া যে পরিশ্রমের কার্য্য করে, তাহার জন্য তাহার যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা সে দুগ্ধ হইতেই আহরণ করে। অতএব দুগ্ধ শিশুর পক্ষে সর্ব্ববাদিসম্মত পূর্ণ খাদ্য (Complete food)।

এক্ষণে দেখা যাউক, দুগ্ধের মধ্যে কি কি সার পদার্থ (Nutritive principles) আছে। দুগ্ধের মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ অবস্থিতি করিতে দেখা যায়; এ সকলগুলিরই আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন। দুগ্ধের মধ্যে ছানা, মাখন, শর্করা বা চিনি, লবণ এবং জল আছে। আমাদের খাদ্যমধ্যে এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইংরাজীতে ছানাজাতীয় পদার্থকে প্রোটীড্ (Proteid) বা (Protein), মাখনজাতীয় পদার্থকে ফ্যাট্ (Fat), শর্করাজাতীয় পদার্থকে কার্ব্বোহাইড্রেট্ (Carbohydrate), লবণজাতীয় পদার্থকে সল্টস্ (Salts) এবং জলকে ওয়াটার্ (Water) বলা হয়। ইংরাজী নামের পরিবর্ত্তে আমরা দুগ্ধজাত সার পদার্থসমূহের নাম লইয়া এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের নামকরণ করিলাম, যথা,—

(১)	ছানাজাতীয় উপাদান	...	...	Proteid
(২)	মাখনজাতীয় „	...	...	Fat
(৩)	শর্করাজাতীয় „	...	...	Carbohydrate
(৪)	লবণজাতীয় „	...	...	Salts
(৫)	জল „	...	...	Water

দুগ্ধ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত ও পূর্ণ খাদ্য হইলেও বয়স্থ ব্যক্তির শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করা চলে না; কারণ, তাহা হইলে প্রায় চার পাঁচ সের দুগ্ধ পান করিবার আবশ্যক হয়। এত দুগ্ধ খাইতে গেলে জল এবং ছানাজাতীয় উপাদান অনাবশ্যক অধিক পরিমাণে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। পুনশ্চ প্রত্যহ কেবল দুগ্ধ পান করিলে আহারে অরুচি জন্মিয়া পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

যখন আমরা শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে পারি না, তখন দুগ্ধের মধ্যে যে সকল সার পদার্থ আছে, উহাদিগকে অন্যান্য খাদ্য হইতে আমাদিগের সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয়। আমরা মাছ, মাংস, ডিম, চাউল, ডাল, ময়দা, ঘি, তৈল, চিনি, ফল, তরকারি প্রভৃতি

নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী হইতে উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি। মাছ, মাংস, ডিম, ডাল প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। মাখন, ঘি, চর্ব্বি এবং উদ্ভিদ্‌জাত তৈল, এ সমস্তই মাখনজাতীয় পদার্থ। চাউল, ময়দা, যব, ডাল, চিনি, গুড়, ফল প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে শর্করাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। এই সকল খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে বিবিধ লবণ জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে এবং ব্যঞ্জনের সহিত লবণ গ্রহণ করিয়া লবণের অভাব আমরা পূরণ করিয়া থাকি। সকল খাদ্যের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে জল থাকে ; এতদ্ব্যতীত পানীয়রূপে জল গ্রহণ করিয়া আমাদের দেহের জলের অভাব পূরণ হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই সকল বিভিন্ন জাতীয় সারপদার্থের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে উপযোগিতা কি, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

(১) ছানাজাতীয় উপাদান। শুদ্ধ এই জাতীয় উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন্ আছে। সুতরাং মাংসপেশী প্রভৃতি নাইট্রোজেন্‌যুক্ত দেহের উপকরণসমূহের পুষ্টি-সাধন ও ক্ষয়-পূরণ ছানাজাতীয় পদার্থের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। মাংসপেশীর ক্ষয়-পূরণ মাখনজাতীয় (Fat) বা শর্করাজাতীয় (Carbohydrate) উপাদানের দ্বারা হয় না। এই জন্য ছানাজাতীয় খাদ্যকে মাংস-গঠক (Flesh-former) খাদ্য কহে।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান কম থাকিলে দেহ সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি থাকে না এবং মাংসপেশীর দৃঢ়তার অভাবে অধিক পরিশ্রম-জনিত কার্য্য করিবার সামর্থ্য কমিয়া যায়। আমরা যত দূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের খাদ্যে ছানাজাতীয় উপাদানের অর্থাৎ প্রোটিডের ভাগ কম থাকে, ইহাই আমাদের ধারণা। ইহার প্রধান কারণ যে অর্থাভাব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থাভাব ব্যতীত খাদ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবও ইহার আর একটি কারণ। দারিদ্র লোকে প্রত্যহ মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য দ্রব্য যথোচিত পরিমাণে আহরণ করিতে অসমর্থ। কিন্তু ডালের মধ্যে মাছ, মাংস অপেক্ষা ছানাজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে এবং ডাল, মাছ-মাংস হইতে অনেক সস্তা। সাধারণ বাঙ্গালীর ধারণা এই যে, ডাল অধিক পরিমাণে না খাইলে অজীর্ণ ও পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা। এই ধারণা ঠিক সত্য নহে ; এ সম্বন্ধে পরে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এ স্থলে কেবল এই কথা বলিতেছি যে, বাঙ্গালী যুবকদিগের খাদ্যে প্রোটীড্ বা ছানাজাতীয় উপাদানের বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার অভাবে তাঁহাদিগের শরীর যথোচিত বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না এবং তাঁহারা দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ছানাজাতীয় খাদ্যের দ্বারা মাংস গঠিত হয় ; সুতরাং পরিশ্রম-জনিত মাংসপেশীর ক্ষয় কেবল এই জাতীয় খাদ্যের সাহায্যে পূর্ণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ছানাজাতীয়

খাদ্যের দ্বারা স্নায়বিক বল (Nervous Energy) বৃদ্ধি হয় এবং নানাবিধ দেহস্থিত রস প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা শারীরিক উত্তাপ এবং কার্য্য করিবার শক্তিও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(২) **মাখনজাতীয় উপাদান**—ইহার মধ্যে কার্ব্বন্, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ আছে, নাইট্রোজেন মোটেই নাই ; সুতরাং ইহার দ্বারা মাংস-গঠন বা উহার ক্ষয়-পূরণ হয় না। ইহার প্রধান কার্য্য—তাপ এবং শক্তি উৎপাদন করা। শরীরের মধ্যে ইহা অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপের কতকাংশ কার্য্য-করী শক্তিতে পরিণত হইলে, তদ্দ্বারা যাবতীয় পরিশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই-জাতীয় খাদ্য অধিক খাইলে কতকাংশ দেহমধ্যে চর্ব্বিরূপে পরিণত হয়, অপরাংশ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই জাতীয় খাদ্য অপর সকল জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণ তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ।

(৩) **শর্করাজাতীয় উপাদান**—এই জাতীয় খাদ্য হইতে আমরা কেবল তাপ ও শক্তি আহরণ করিতে সমর্থ হই। ইহা মাখনজাতীয় খাদ্যের ন্যায় তত অধিক তাপ উৎপন্ন না করিলেও দেহমধ্যে উহা অপেক্ষা সহজে ও শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য আমরা এই জাতীয় খাদ্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়া থাকি। এই জাতীয় খাদ্যের মধ্যে নাইট্রোজেন্ নাই, সুতরাং ইহা মাংসপেশী গঠনের সহায়তা করে না। ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া চর্ব্বিতে পরিণত হয় এবং দেহমধ্যে সঞ্চিত হইয়া মানুষকে মোটা করে। ঘি ও চিনি-মিশ্রিত মিষ্টান্ন যাঁহারা অধিক ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের দেহ প্রায় স্থূল হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ এই জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরে বল বিধান করে। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, মাংস ভক্ষণেই শরীরে বল উৎপন্ন হয় ; এক্ষণে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। মাংসপেশীর গঠন ও দৃঢ়তা ছানাজাতীয় খাদ্য (Proteid) দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে কিন্তু মাংসপেশী চালনা করিবার শক্তি মাখনজাতীয় ও শর্করাজাতীয় উপাদান হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রমসাধ্য ব্যায়াম বা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিবর্ত্তে মাখন বা শর্করাজাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া অধিক সুফল লাভ করা যায়।

— (৪) **লবণজাতীয় উপাদান**—ছানাজাতীয় পদার্থের ন্যায় ইহাও শরীর-গঠনের সহায়তা করে। অস্থি-গঠনে ক্যাল্সিয়ম্ ফস্ফেট্ নামক লবণ, পাচক রস (Gastric juice) প্রস্তুত করিবার জন্য সোডিয়ম্ ক্লোরাইড্, অক্সিজেন্ শোষণের জন্য রক্তের মধ্যে লৌহঘটিত লবণ, রক্তের ক্ষারত্ব সম্পাদনের জন্য নানাবিধ ক্ষারঘটিত লবণ, স্নায়ুমণ্ডলীর জন্য ফস্ফরাস্-যুক্ত লবণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। এই সকল লবণের অভাবে শরীরের উপকরণসমূহ ঠিক ঠিক ভাবে নির্ম্মিত হয় না।

(৫) **জল**—জল না হইলে জীবনধারণ করা যায় না। জল রক্তকে তরল অবস্থায় রাখে,

নতুবা রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। জল পরিপাকের সাহায্য করে এবং পরিপাকপ্রাপ্ত খাদ্যকে তরল করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার সুবিধা করিয়া দেয়। জল, শরীরের যাবতীয় দূষিত পদার্থ মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের আকারে শরীর হইতে নির্গত করিয়া দেয়। জল না পাইলে কার্ব্বন, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি মূল পদার্থগুলি শরীর গঠন করিতে পারে না।

(৬) ভিটামিন্ (Vitamines)—উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ ব্যতিরেকে ভিটামিন্ নামক আর এক জাতীয় সারপদার্থ আমাদের খাদ্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকার একান্ত আবশ্যক। ইহা যে কি পদার্থ, তাহা নিশ্চয় করিয়া এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু ইহা স্থির হইয়াছে যে, খাদ্যের মধ্যে অপর সকল জাতীয় সারপদার্থ যথাপরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও একমাত্র ভিটামিনের অভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না এবং বেরিবেরি (Beriberi), স্কর্ভি (Scurvy) প্রভৃতি কতকগুলি দুরারোগ্য রোগ উপস্থিত হয়। মাংস, দুধ, ডিম, চাল, ডাল, তরকারি ও ফল প্রভৃতির মধ্যে এই পদার্থ অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। টাট্‌কা খাদ্যের অভাবে স্কর্ভি রোগ জন্মে। চাউল বেশী মাজা হইলে উহার ভিটামিন্ নষ্ট হইয়া যায়; এইরূপ চাউল ব্যবহার করিলে বেরিবেরি নামক এক প্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় বক্তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

বক্তা শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয়কে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণযোগে চিত্রাদি প্রদর্শন জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

কার্য্য-বিবরণী

পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, ১লা জুন ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্, শ্রীযদুনাথ সরকার এম্ এ, পি আর এস্, মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পিএচ ডি, রায় শ্রীকিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্, শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম এ, বি এল্, শ্রীসুধীরলাল বন্দোপাধ্যায় এফ আর ই এস (লণ্ডন), শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডাঃ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি এচ ডি, ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, পি এচ ডি, পি আর এস্, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্, এম আর এ এস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, কবিরাজ শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীনীরজাকুমার বসু শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্ সি, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এফ আর এ এস্, শ্রীনিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীভুজেশ্বর শ্রীমানী বি এল্, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যাবিনোদ, শ্রীহবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীতারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীদেবেন্দ্রশঙ্কর সেন গুপ্ত, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ বসু বি এল্, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরিপদ মাইতি এম্ এ, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীধীরেন্দ্র-কৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীবামাচরণ মজুমদার, শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, শ্রীননীগোপাল শীল, শ্রীনিরঞ্জন সিংহ, শ্রীকালী-

কুমার বসু, শ্রীকুমুদবন্ধু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার, জে, এন্, গুপ্ত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, এস্, মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যচরণ নন্দী, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুগলগোপাল চৌধুরী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, বি, মুখার্জি, কে এন্, মজুমদার, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্—সম্পাদক।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রী কিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত দশম মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভাপতির অভিভাষণ। ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচন। ৫। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৬। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত চৌদ্দটি প্রাচীন রৌপ্য-মুদ্রা। (খ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক উৎকলাধিপ দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রশাসন। ৭। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয়-প্রদত্ত (ক) পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড এবং (খ) পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র। ৮। পুরস্কার ও পদক বিতরণ। ৯। পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ১০। ২৬শ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন ও অনুমোদন। ১১। (ক) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, পত্রিকাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাধ্যক্ষ, ছাত্রাধ্যক্ষ, চিত্রশালাধ্যক্ষ এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব। ১২। ২৬শ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন। ১৩। শোক-প্রকাশ—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দিনাজপুর), বঙ্কিমচন্দ্র রায় (আজিমগঞ্জ), নীলকান্ত রায় (খোসবাসপুর), রামগোপাল সিংহ চৌধুরী (রসোড়া), কাশীকান্ত মৈত্রেয় (কাশী), হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), যাদবগোবিন্দ রায় (কলিকাতা), জিতেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা), শরচ্চন্দ্র দেব এম এ (কলিকাতা), [illegible]মোহন মুখোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা), কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি এ (কলিকাতা), বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং অমরচন্দ্র দত্ত (ময়মনসিংহ) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১৪। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য দার্জিলিঙ্ গমন করায় অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে অষ্টম ও নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণদ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, তিনি শারীরিক অসুস্থতা এবং সময়ের অল্পতা-বশতঃ তাঁহার অভিভাষণ লিখিতে পারেন নাই এবং সময়ান্তরে তাঁহার অভিভাষণ পাঠের ব্যবস্থা করিবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, পরিষদের পুথিশালা হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একখানি পুথি হইতে অমর কবি চণ্ডীদাসের পরলোকগমনের বিবরণ পাঠ করিলেন। (এই বিবরণ ২৬শ ভাগ পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের নিয়মানুসারে ৫ বৎসরের জন্য (১৩২৬—১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত) সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (পুনর্নির্ব্বাচিত)
(২) „ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী
(৩) „ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৫। (ক) নিম্নলিখিত পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

(খ) নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল এবং বেঙ্গল লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

৬। প্রদর্শন—(ক) আসাম, তেজপুর হইতে শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নীর ইচ্ছাক্রমে নিম্নলিখিত ১৪টি প্রাচীন মুদ্রা পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। এই জন্য প্রদাতাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মুদ্রাগুলি প্রদর্শন করিলেন। (মুদ্রার তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

(খ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের অসনখালি পরগণায় নবাবিষ্কৃত উৎকলের গঙ্গবংশীয় রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের একখানি তাম্রশাসন প্রদর্শন করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, এই তাম্রশাসনে উক্ত গঙ্গবংশীয় রাজগণের পরিচয় এবং বিভিন্ন-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের নামাদি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উৎকলের দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে পাণিগ্রাহী, পাঠী, ত্রিপাঠী, দাস, কর, ধর প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণগণের গোত্র ও উপাধি

সহ নাম এই শাসনে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই লিপির পাঠ বিহার এবং উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৭। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড সাহেবের একখানি তৈলচিত্র এবং পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। প্রদাতাকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, সভাপতি মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরকে শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড সাহেবের বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত চুনীবাবু বলিলেন যে, বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ১৩০০ সালে স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেবের চেষ্টাতেই প্রধানতঃ এই সভার সূচনা হয়। তখন সভার কাজ-কর্ম্ম ইংরাজিতেই চলিত; তৎপরবৎসর এই সভাই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎরূপে পরিণত হয়—তখন হইতেই সমস্ত কাজ বাঙ্গালা ভাষাতেই আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেব যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা আমাদের এই সভার সূচনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু তাঁহার চিত্র পরিষৎকে উপহার দিয়া পরিষদের অন্যতম অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করিলেন; তজ্জন্য তিনি পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের জীবন-চরিত অনেকটা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আত্মজীবনচরিত। পরিষৎ যখন শিশু, তখন বিদ্যানিধি মহাশয় কি ভাবে ইহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার কার্য্যবিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। পরিষৎ সামান্য অবস্থা হইতে আজ যে এত বড় হইয়াছে, তাহার মূলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের কতখানি আত্মদান ছিল, তাহা স্মরণ রাখা উচিত। তাঁহাকে নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে পরিষদের দপ্তর বগলে করিয়া কলিকাতার সাধারণের দ্বারে দ্বারে পরিষদের জন্য সাহায্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল—তিনি কোথাও সম্মান এবং কোথাও অপমান লাভ করিয়াছিলেন;—কিন্তু পরিষদের কল্যাণকামী বিদ্যানিধি সে অপমানকে পুরস্কার জ্ঞান করিতেন। পরিষৎ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার চিত্রখানি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবন-চরিত রচনা করিবার প্রথা প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বর্গীয় মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি চিরদিন বীরের মত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের মহান্ আদর্শ চিরদিন আমরা স্মরণ রাখিব।

সভাপতি মহাশয় চিত্র দুইখানির আবরণ উন্মোচন করিলেন।

৮। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, বিগত বর্ষের বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও পদকের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির পরীক্ষার ফল জানাইয়া বলিলেন যে, বিজ্ঞাপিত ৮টি পদক ও পুরস্কারের বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ের প্রবন্ধলেখকগণ নিম্নলিখিত পদক বা পুরস্কার পাইয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ে পুরস্কার বা পদকের উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই।

(ক) ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক। বিষয়—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পদক পাইবেন।

(খ) শশিপদ রৌপ্য-পদক। বিষয়—"জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব"। শ্রীযুক্ত সুশীলানন্দ সেন মহাশয় এই পদক পাইবেন।

(গ) শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার ২৫৲। বিষয়—"নরহরি সরকারের জীবনী"। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা এই পুরস্কার পাইবেন।

তৎপরে তিনি ১ম ও ৩য় বিষয়ে প্রবন্ধগুলি পরীক্ষার জন্য যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে এবং ২য় প্রবন্ধ পরীক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধ-পরীক্ষকগণকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক প্রদান করিলেন এবং গত পূর্ব্ব বৎসরের বিজ্ঞাপিত স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্রগণের প্রদত্ত দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কারের জন্য (১০০৲ টাকা) "বঙ্গের নাট্য-সাহিত্য ও দীনবন্ধু" প্রবন্ধ রচনার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল্, পি আর এস্ মহাশয়কে উক্ত ১০০৲ টাকা প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি উক্ত প্রথম পদকের প্রদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, দ্বিতীয় পদকদাতা দেবালয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, তৃতীয় পুরস্কারের টাকা প্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্রগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৯। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে এবং সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

১০। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ২৫শ বার্ষিক আয়ব্যয়-বিবরণ এবং তাহা পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক মহাশয়গণের মন্তব্য পাঠ করিলেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই আনুমানিক আয়-ব্যয়-তালিকা গৃহীত হইল।

১১। (ক) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-

সমিতির প্রস্তাব-মত নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত সদস্যগণ কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।—

সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সহকারী সভাপতি—(১) শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(৩) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী

(৪) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

(৫) মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

(৬) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

(৭) মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

(৮) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী

সম্পাদক প্রস্তাবকালে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু পরিষদের সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত ব্যক্তি। তিনি কয়েক বৎসর সহকারী সম্পাদক-পদে থাকিয়া পরিষদের সকল অবস্থার সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের অন্যতম প্রাণস্বরূপ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সাহচর্য্যে থাকিয়া পরিষদের সেবা করিবার একটা প্রবল প্রেরণা তিনি পাইয়াছেন। তাঁহার মধ্যে স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের ছায়া দেখা যায়। আমাদের বিশেষ ভরসা আছে, পরিষৎ তাঁহার নেতৃত্বে দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে।

সহকারী সম্পাদক—(১) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

(২) ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী

(৩) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

(৪) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(৫) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র

সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী

সমর্থক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

সমর্থক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী

প্রস্তাবক—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

সমর্থক—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

১১। (খ) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, পত্রিকাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাধ্যক্ষ, ছাত্রাধ্যক্ষ, চিত্রশালাধ্যক্ষ এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় এবং শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় অনুপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রস্তাব আলোচিত হইল না।

১২। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, ভোটের সংখ্যাক্রমে নিম্নোক্ত ২৮ জনের মধ্যে ২০ জন সদস্য সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক ২৬শ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই তালিকামধ্যে তারকা-চিহ্নিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহাদের পরবর্ত্তী সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

১ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী* | মহামহোপাধ্যায়
২ " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী* | ৪ শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৩ " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত | ৫ " রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর*

৬	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১৮	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৭	„ রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু	১৯	„ মন্মথমোহন বসু
৮	„ খগেন্দ্রনাথ মিত্র*	২০	„ কিরণচন্দ্র দত্ত*
৯	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২১	„ মৌলবী মোহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
১০	„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ*		
১১	„ মৃণালকান্তি ঘোষ	২২	„ বাণীনাথ নন্দী
১২	„ রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন	২৩	„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়*
১৩	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি	২৪	„ ডাঃ শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত
১৪	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৫	„ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
১৫	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬	„ সতীশচন্দ্র ঘোষ
১৬	„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী*	২৬	„ রায় সারদাপ্রসাদ সেন বাহাদুর
১৭	„ ললিতচন্দ্র মিত্র	২৮	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পাঁচ জন সদস্য পরিষদের শাখা-সমূহ হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধি-রূপে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় (গৌহাটী)
২। „ নবকৃষ্ণ রায় (মীরাট)
৩। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)
৪। „ মহেন্দ্রনাথ দাস (মেদিনীপুর)
৫। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, ২৫শ বর্ষের যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। তন্মধ্যে সভাপতি শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে পরিষদের উন্নতির জন্য তাঁহার আরব্ধ কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘ আট বৎসরকাল পরিষদের সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে ভাবে পরিষৎকে রক্ষণাবেক্ষণ ও ইহার কার্য্য পরিচালন করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়কেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইলেন।

৩। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সাহিত্যিক এবং পরিষদের সদস্যগণের পরলোক-গমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।—

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দিনাজপুর), বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (আজিমগঞ্জ), নীলকান্ত রায় (খোসবাসপুর), রামগোপাল সিংহ চৌধুরী (রসোড়া), কালীকান্ত মৈত্রেয়

(কাশী), হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), যাদবগোবিন্দ রায় (কলিকাতা), জিতেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা), শরচ্চন্দ্র দেব বি এ (কলিকাতা), মণিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা), কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি এ (কলিকাতা), বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং অমরচন্দ্র দত্ত (ময়মনসিংহ)।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরলোকগত সুবিখ্যাত সাহিত্যিক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের জন্য শোক প্রকাশার্থ পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইবে। তিনি পরিষদের ২য় ও ৩য় বর্ষের সম্পাদক ছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—নির্ব্বাচিত সদস্য তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীহরিপদ মাইতি এম্ এ, ১০ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীভূধরচন্দ্র বসু, ৬৭ সিমলা রোড। প্রঃ—আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—মৌলবী মাহ্‌তাবদ্দীন আহ্‌মদ বি এ, পোঃ সাতক্ষীরা খুলনা। মৌলবী আবদর রহমন সিদ্দিকী মণ্ডল, ঐ ঐ। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম। প্রঃ—শ্রীমণিমোহন মিত্র, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—শ্রীমতী জ্যোতিমালা দাস, ২৯ মদন মিত্রের লেন। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু বি এ, ৩ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—ডাঃ শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ, কোতলপুর, বাঁকুড়া। প্রঃ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীঅনিলবরণ রায় এম্ এ, হেতমপুর। শ্রীরামাচরণ কুণ্ডু, ১১২ ময়সিংহ দত্ত লেন, ব্যাটরা, হাওড়া। শ্রীকেদারনাথ রায়, গোপাল ব্যানার্জ্জির লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল, মুন্সেফ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, পোঃ ছুরি, বিলাসপুর। শ্রীনগেন্দ্রকুমার দত্ত, উকীল, চিকন্দি, ফরিদপুর। শ্রীজীবন কালিদাস পাঠক, পোরবন্দর, কাথিবার। প্রঃ—শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত বি এ, বি ই, ১৯ নবীন কুণ্ডুর লেন, কলিঃ। শ্রীসুহৃদ্‌কুমার বসু, ২৫।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। প্রঃ—শ্রীসরলকুমার বসু, সমঃ—শ্রীরামকমল সিংহ; সঃ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র রক্ষিত, ৫ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমঃ—শ্রীখগেন্দ্র-

নাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীকালিদাস রায়, ১৮ বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট, হাটখোলা। প্রঃ—শ্রীহরিদাস মজুমদার, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীচুনীলাল মণ্ডল, ৩২ হোগলকুড়িয়া গলি। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া, হুগলী। প্রঃ—ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমঃ—ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীপ্রমথনাথ মিশ্র, উকীল, মালদহ। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীশ্যামানাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ মদন চট্টোপাধ্যায় লেন। প্রঃ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীনলিনীমোহন রায়, ৬৫ আমহার্ষ্ট রো। প্রঃ—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমঃ—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সঃ—মাননীয় নবাব নবাব আলি চৌধুরী সাহেব, ধনবাড়ী। প্রঃ—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ ঘোষ, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৪৮ হ্যারিসন রোড। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সঃ—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ১৭।১।১ লক্ষ্মী দত্ত লেন। শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীসুশীলকুমার দে, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ২৭ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী, ৫৪ সোণারপুরা, কাশীধাম।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তক ও পুথির তালিকা

পুস্তক—১ শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গণ ১ খানি। ২ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১ খানি। ৩ শ্রীযুক্ত সুরেন রায় ১ খানি। ৪ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ১ খানি। ৫ শ্রীযুক্ত সেখ হবিবর রহমান্ মণ্ডল ৪ খানি। ৬ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ খানি। ৭ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ২ খানি। ৮ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ১ খানি। ৯ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী ১ খানি। ১০ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১ খানি। ১১ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ২ খানি। ১২ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ খানি। ১৩ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ১ খানি। ১৪ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় ১ খানি। ১৫ শ্রীযুক্ত লাবণ্যকুমার বসু ৭৫ খানি। ১৬ লাইব্রেরীয়ান্, বেঙ্গল লাইব্রেরী ৯৭৭ খানি। ১৭ Secretary, Smithsonian Institution ৯ খানি। ১৮ শ্রীযুক্ত সুরেন রায় ১ খানি। ১৯ Registrar, Calcutta University ২ খানি। ২০ Agricultural Advisar to the Govt. of India ১ খানি। ২১ Supdt. Govt. Printing, India ৯ খানি। ২২ Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot ৫ খানি। ২৩ Secretary, Hyderabad Archaeological Society ১ খানি। ২৪ Superintendent, Govt. Printing, Bihar and Orissa ১ খানি। ২৫ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ১ খানি। ২৬ Under-Secretary to the Govt. of Bengal ৮ খানি। **পুথি**—২৭ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ খানি। ২৮ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ৯ খানি। ২৯ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ১ খানি।

পরিশিষ্ট—মুদ্রার তালিকা

১।	রৌপ্যমুদ্রা		সাহ আলম ২য় (১৭৫৯—১৮০৬খৃঃ) মুরশিদাবাদ টাকশাল
২।	ঐ		ঐ　ঐ
৩।	ঐ	অৰ্দ্ধমুদ্রা	ঐ　ঐ ফরূকাবাদ টাকশাল
৪।	ঐ	মুদ্রা	রুদ্রসিংহ (আসাম), সং ১৬৩৫ = ১৭১৩ খৃঃ
৫।	ঐ	ঐ	আসামের রাণী প্রমথেশ্বরী দেবী (রাজা শিবসিংহের স্ত্রী) শক ১৬৬৫ = ১৭৩০ খৃঃ
৬।	ঐ	ঐ	আসামরাজ শ্রীশিবসিংহ এবং তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বেশ্বরী দেবী, শক ১৬৬৬ = ১৭৪৪ খৃঃ, রাজ্যাঙ্ক ৩১
৭।	ঐ	ঐ	রাজেশ্বর সিংহ (আসাম) শক ১৬৭৪ = ১৭৫২ খৃঃ
৮।	ঐ	ঐ	আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ, শক ১৬৯৫ = ১৭৭০ খৃঃ
৯।	ঐ	½ মুদ্রা	ঐ　তারিখ নাই
১০-১১।	ঐ	¼ ঐ	আসামরাজ গৌরীনাথ সিংহ, তারিখ নাই
১২-১৩।	ঐ	⅛ ঐ	ঐ　ঐ　ঐ
১৪।	ঐ	১/১৬ ঐ	ঐ　ঐ　ঐ

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

সময়—২১শে আষাঢ় ১৩২৬, ৬ই জুলাই ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্, কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় এম্ এ, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, মাননীয় চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল্, শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণি, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল্, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ, শ্রীসীতানাথ প্রধান এম্ এ, শ্রীহারাণচন্দ্র চাক্লাদার এম্ এ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীসত্যচরণ

বসু এম্ এ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীবিজয়লাল দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক বি এস্ সি, শ্রীসত্যেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীবিজয়গোপাল রায় এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীগৌরহরি সেন, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত ব্যারিষ্টার, রায়সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ, শ্রীমনোরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, লেফ্‌টনেণ্ট শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীশ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, স্বামী শ্রীশুক্লানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ঘোষ এম এ, বি এল, শ্রীহরিপদ মাইতি এম্ এ, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন, কবিরাজ শ্রীবঙ্কুবিহারী রায় কাব্যচিন্তামণি, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশরচ্চন্দ্র দে বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীযাদবচন্দ্র মিশ্র, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅমর-নাথ খাঁ, শ্রীআশুতোষ রায়, শ্রীগোপালমোহন ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীসুদর্শন দাস, শ্রীরবীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীঅমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীমোহনকান্ত গুপ্ত, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, শ্রীপূর্ণেন্দুলোচন সেন, শ্রীগুরুপদ মিত্র, শ্রীসুরেন্দ্রভূষণ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅনাদিনাথ সরকার, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনিলকুমার রায়, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচুনীলাল মিত্র, শ্রীচারুগোপাল রায়, শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীআশুতোষ ভড়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত দাস, শ্রীরামগোপাল ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, কে, এ, গাঙ্গুলী, শ্রীপীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরিমল-চন্দ্র রায়, শ্রীশিবনন্দন মিশ্র, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, শ্রীমন্মথনাথ সিংহ, শ্রীসুশীলগোপাল বসু, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমোহনলাল ধর, শ্রীঅমূল্যচরণ রায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী, শ্রীহরিদাস হালদার, এম্, এন্, ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— সম্পাদক।

„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
„ হেমচন্দ্র ঘোষ
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

} সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ এবং ইহার সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষাদির ব্যবস্থা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভার আরম্ভে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়, স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের বংশ-পরিচয় প্রদান করিয়া একটি অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

যে সকল ব্যক্তিগণ অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া, সহানুভূতিসূচক পত্রাদি পাঠাইয়াছেন, সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় তাঁহাদের নাম ও পত্র এই সময়ে সভার সমক্ষে পাঠ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার "রামেন্দ্রসুন্দর স্মরণে" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

এই সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়, পরিষদের জন্মাবধি ইহার সম্পর্কে যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। (২৬শ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপা হইয়াছে।)

অতঃপর পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নোক্ত প্রথম প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন,—

"যিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সাহিত্য-পরিষৎকে জন্মাবধি যিনি প্রাণপণ যত্নে ও সেবায় সঞ্জীবিত রাখিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন, যিনি পরিষদের সর্ব্ববিধ সঙ্কটে অকৃত্রিম সুহৃদের কার্য্য করিয়াছেন, সাহিত্য-পরিষদের অভ্যুদয়ে যাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে বঙ্গভাষা যাঁহার কৃতিত্বে যথেষ্ট পরিপুষ্ট ও সম্পৎশালী হইয়াছে, যাঁহার অভাবে আজ বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা এবং বিশেষতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত, সেই সর্ব্বজনপ্রিয়, সৌজন্য ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তি, আদর্শচরিত্র, পরিষদের সভাপতি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাধারণ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।"

এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিলেন,—আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্বন্ধে বেশী কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। সাহিত্য-পরিষৎ যে রামেন্দ্রশূন্য হইয়া আছে, ইহা ভাবিতে আমাদের কষ্ট বোধ হয়। তিনি যে পরলোকগত হইয়াছেন, এ কথা আমরা এখনও ভাবিতে পারিতেছি না। সভাপতি মহাশয় যেরূপ বলিলেন, সেইরূপ আমারও মনে হয়, তিনি এখনও জীবিত আছেন—আবার তাঁহার সেই চিরসুন্দর হাস্য মুখে তিনি পরিষদে আসিবেন। তাঁহার মৃত্যু, সাহিত্য-

পরিষদের পক্ষে বজ্রাঘাতের সমান হইয়াছে। পরিষদের পক্ষে রামেন্দ্র বাবুর ঋণ পরিশোধ করা দূরের কথা, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। পরিষৎ মন্দিরের প্রতি ইষ্টকে এবং প্রত্যেক জিনিষের সহিত তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। বঙ্গভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করিবার জন্য শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে আজকাল যে চেষ্টা দেখা যাইতেছে, স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবু ইহার মূলে যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে কোন কথা সংযত হইয়া বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যেরূপ শোকগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার ভাষা আমাদের নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর সহিত সাহিত্য-পরিষদের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সে সম্বন্ধে বেশী কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তখন প্রথম তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। কি সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি—সাত্ত্বিক ভাব—তাঁহাকে দেখিলে আপনিই যেন মস্তক নত হইয়া আসিত—সেই যুবা বয়সে তিনি যেন একটি সারল্যের পুত্তলিকা ছিলেন। "এক দিন তার সনে করিলে যাপন। দশ দিন শান্ত থাকে দুর্বিনীত মন।"—রামেন্দ্র বাবু এই প্রকারের লোক ছিলেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতেই তিনি বঙ্গভাষার সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি নবজীবনে "মহাশক্তি" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। (বক্তা এইখানে উক্ত প্রবন্ধের প্রথম হইতে কতক অংশ পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন)। রামেন্দ্র বাবু নিজ ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন—বৈদিক ও হিন্দুর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে দয়ানন্দ স্বামী মহোদয় বলিলেন,—আমি বহু দিন যাবৎ বাঙ্গালা দেশে ছিলাম না—সেই জন্য রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমার তত পরিচয়ও ছিল না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা আজ শুনিলাম, তাহাতে মনে হইতেছে, তিনি ভারতবর্ষের নেতা হইবার এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিদেশী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াও স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং স্বদেশী ভাষার অনুরাগী ছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য, এমন দেশে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যেখানে এমন একজন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে যে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। তিনি পরিষদের সঙ্গে যেরূপ জড়িত ছিলেন, তাহাতে পরিষদের পক্ষে শোক প্রকাশ করাও অসম্ভব। আজকার সভার নিমন্ত্রণ-পত্রে লেখা হইয়াছে—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ"—আমার বোধ হয়, "পরিষৎ যাঁহার প্রাণ ছিল", এইরূপ লিখিলেই ভাল হইত। পরিষৎকে অনেকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই দান করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া যান নাই। কিন্তু রামেন্দ্র বাবু যাহা পরিষৎকে দান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে নিঃস্ব হইয়াছেন—

পরিষদের কাজে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তিনি অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। যদি আমরা রামেন্দ্র বাবুর স্মৃতি রাখিতে চাই, তবে আমরা তাঁহার মত যেন পরিষদের সেবা করিতে চেষ্টা করি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তবে দূর হইতেও তাঁহার চরিত্রের সৌরভে আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। অমন মধুময় ও মিষ্ট চরিত্রের লোক আমি কমই দেখিয়াছি। তাঁহার প্রতিভা ক্ষুরের ধারের মত ছিল। তাঁহার বই পড়িলে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি সত্যের প্রচারক ছিলেন না—সত্যের সাধক ছিলেন। তিনি শাস্ত্র শুনতেন, মনন ক'রতেন এবং ভাবতেন। তাঁহার সহিত সকলে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তার পদ্ধতি খুব শ্রেষ্ঠ ছিল। আমি তাঁহার মনীষা স্মরণ করিয়া প্রণাম করি।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবু পরিষদের প্রাণ ছিলেন, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার গুণে আমরা মুগ্ধ—বিদ্যায় আমরা গৌরবান্বিত ছিলাম। ইংরাজী শাস্ত্রের কথা তিনি মাতৃভাষায় যেমন সহজ ভাবে ব্যক্ত করিতেন, এমন আর কেহই পারেন নাই। অমন মুখ-ভরা হাসি আমি আর কোথাও দেখি নাই। তাঁহার অকাল-বিয়োগে আমরা যে ক্ষুণ্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"অদ্যকার গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমার পরিচয়। কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান—ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বলিয়া যে প্রবাদ আছে, রামেন্দ্রবাবুর লেখায় তাহা থাকিত না। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের ও দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবে না। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত এবং ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় উভয়ে স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া, উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

অতঃপর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় অন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"রামেন্দ্রবাবুর উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করা হউক এবং এই সমিতিকে প্রয়োজন-মত সদস্য-সংখ্যা বাড়াইবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হউক।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর
মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর
সার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
মাননীয় মহারাজা সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়
সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ
শাখা-পরিষদের সভাপতিগণ
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
মুন্সী আবদুল করিম
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" দীনেশচন্দ্র সেন
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
" ললিতচন্দ্র মিত্র
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" মন্মথমোহন বসু
" মৌলবী মহম্মদ রৌসন আলি চৌধুরী
" বাণীনাথ নন্দী
" সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত
" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র ঘোষ
" সারদাপ্রসন্ন সেন
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
" নবকৃষ্ণ রায়
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" মহেন্দ্রনাথ দাস
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত
ডাঃ " আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র
" পঞ্চানন মিত্র
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী
কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী
" " সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক
রায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
" " অবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর
রাজা " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
রায় " হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র
" ক্ষুদিরাম বসু
" জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য
" গিরিশচন্দ্র বসু
" সারদারঞ্জন রায়
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" শিশিরকুমার মৈত্র
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
" জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
" কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" কৃষ্ণকুমার মিত্র
" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
" জলধর সেন
" রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
" গৌরহরি সেন
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" রায় বিনোদবিহারী বসু
" নরেশচন্দ্র সিংহ
" বিজয়কুমার মৈত্র
" অমরনাথ খাঁ
" স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" কুমারকৃষ্ণ দত্ত
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
" গিরিজাকুমার বসু

শাখা-পরিষদের সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর— ধনরক্ষক
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত ঐ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ঐ
" হেমচন্দ্র ঘোষ ঐ

এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—রামেন্দ্রবাবুর শেষ অবস্থার দৃশ্য মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি কখন মনে ভাবি নাই যে, তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আপনারা শুনিয়াছেন যে, পরিষদের প্রতি ইষ্টকের সহিত তাঁহার স্মৃতি-কথা গাঁথা আছে।—ইহা অপেক্ষা আমি আর বেশী কি বলিব? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সেই মহাপুরুষ আবার আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, আমাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করুন।

অতঃপর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় উক্ত তৃতীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন, ইহা আপনারা অনেকে জানেন। পরিষদের প্রত্যেক জিনিষের সহিতই তাঁহার স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। তথাপি আমাদের কিছু করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে এই কয় রকম প্রস্তাব আসিয়াছে—একটি অৰ্দ্ধ মর্ম্মর-মূর্ত্তি, বার্ষিক ১০০৲ টাকা করিয়া একটি বৃত্তি স্থাপন এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশ। স্বনামধন্য পরিষদের বান্ধব লালগোলার রাজা বাহাদুর এই উদ্দেশ্যে ৫০০৲ টাকা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় এই সভাস্থলে ৯০০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

অতঃপর উপস্থিত সভাগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তৃতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন।

পরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

সময়—১১ই শ্রাবণ ১৩২৬, ২৭শে জুলাই ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা

উপস্থিতি—

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী এম এ, এল এল বি, (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীঅমৃতলাল বসু, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীরামেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ, শ্রীজগবন্ধু মোদক, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীরাধানাথ মিত্র, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীআশুতোষ মহলানবীশ, শ্রীবিজেন্দ্রনাথ বাগচী, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, ডাঃ শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীশশিভূষণ

মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষকুমার লাহিড়ী, মৌলবী আবু ইস্মাইল সিরাজি, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীমণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমিহিরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যপ্রসাদ বসু, শ্রীবনমালী গোস্বামী, শ্রীহরিনিত্য মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ পরামাণিক, শ্রীগণদেব গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ দেবশর্ম্মা, শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলকুমার সেন, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীঅজয়কুমার সেন, শ্রীরাধানাথ মিত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দাস, শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামরাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅনঙ্গকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅমরনাথ বসু, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীজানকীরাম ভট্টাচার্য্য, শ্রীহেমদাস ঘোষ, শ্রীবলদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিকুঞ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনঙ্গচরণ সেন গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—সম্পাদক

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ } সহকারী সম্পাদক
„ হেমচন্দ্র ঘোষ }

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রচার-কর্ত্তা ও বঙ্গসাহিত্য-সেবীদিগের পরম সুহৃৎ স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুর "স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"নদীয়া জিলায় দাদুপুর নামক পল্লীগ্রামে আনুমানিক ১২৪৪ কি ১২৪৫ বঙ্গাব্দে জগমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ঔরসে গুরুদাস বাবু জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি তাদৃশ বিদ্যাশিক্ষালাভে সমর্থ হন নাই। অতি অল্প বয়সেই সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগরে চাকুরী করেন, তৎপরে তিনি কলিকাতার হিন্দুহোষ্টেল নামক গবর্ণমেন্টপ্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাসে জনৈক কর্ম্মচারিরূপে

নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্মকালে সেখানে স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সার রাসবিহারী ঘোষ, মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ঐ ছাত্রাবাসে থাকিতেন। একত্র অবস্থানের ফলে গঙ্গাপ্রসাদ বাবু ও যদুবাবুর সহিত গুরুদাস বাবুর সখ্যতা জন্মে। ইঁহার ফলে তাঁহাদের এবং স্বর্গীয় ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের উৎসাহে ও সাহায্যে তিনি পুস্তক বিক্রয়-ব্যবসা আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি স্বর্গীয় ডাঃ দুর্গাদাস করের সুপ্রসিদ্ধ "মেটিরিয়া মেডিকা", ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর লিখিত ডাঃ রবার্টসের "Practice of Medicine"এর বঙ্গানুবাদ এবং ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "জ্বর-চিকিৎসা" এই তিনখানি ডাক্তারী পুস্তক লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন বলিয়া তাঁহার পুস্তকালয়ের নাম "বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী" রাখেন।

প্রথমে অতি সামান্যভাবে এই লাইব্রেরী হিন্দু হোষ্টেলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎপরে ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীটে ইহা স্থানান্তরিত হয়। কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত এবং প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বাড়ী ক্রয় করিয়া, সেইখানে স্থায়িভাবে পুস্তকালয় স্থাপন করেন। মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন এবং জীবনের শেষ ৭।৮ বৎসরকাল দৃষ্টিহীন অবস্থায় কালযাপন করেন। গত ১৩২৫ সালের ১২ই বৈশাখ ৮১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক-গমন করেন।

এই ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি দরিদ্র সাহিত্যসেবকদিগের বন্ধু ছিলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার ব্যবসায়ের সততা ও ব্যবহারের অমায়িকতা আমাদের দেশের পুস্তক-ব্যবসায়ীদিগের আদর্শ হওয়া উচিত। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি বঙ্গীয় পুস্তক-বিক্রেতা ও পুস্তক-প্রকাশকদিগের সমবায়ে "The Calcutta Bookseller's and Publisher's Association" স্থাপন করিয়া যান এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে "ভারতবর্ষ" নামক সুবৃহৎ ও সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি বাহির হয়। আমাদের মহামান্যা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলীর সময় বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি বাহাদুর স্বর্গীয় গুরুদাসবাবুকে, তাঁহার বঙ্গসাহিত্য-সম্পর্কিত কার্য্যের জন্য "Certificate of Honour" প্রদান করেন।"

প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষৎ অনেক সাহিত্য-সেবীর স্মৃতিরক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থের অস্বচ্ছলতাবশতঃ পরিষদের কর্তৃপক্ষ এই সকল কাজ সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। স্বর্গীয় গুরুদাসবাবুর উপযুক্ত পুত্রেরা ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের পিতার নামে একটি স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপিত করিয়া, বাৎসরিক ৫০৲ টাকা করিয়া পরিষৎকে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই টাকা পরিষদে "গুরুদাস-স্মৃতিভাণ্ডার" নামে রক্ষিত হইবে এবং যাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য পরিষৎ ভারগ্রহণ করিয়াছেন, এই টাকা হইতে তাঁহাদের চিত্র প্রস্তুত হইয়া, পরিষদে রক্ষিত হইবে

এবং এই স্মৃতিভাণ্ডারের ব্যয়ে প্রস্তুত তাহার উল্লেখ থাকিবে। এই বলিয়া তিনি সভার সমক্ষে বর্ত্তমান বর্ষের ৫০৲ টাকা সম্পাদকের হস্তে প্রদান করিলেন এবং যে সকল পুস্তক-প্রকাশক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের প্রকাশিত এক এক খণ্ড পুস্তক পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার দেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু আমার বহুদিনের সুহৃৎ ছিলেন। আজ সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; এ জন্য পরিষৎকে বিশেষ ধন্যবাদ। তাঁহাকে সাহিত্যের কত দিক্ হইতে আমরা দেখিতে পাই। বিদ্বানের সমাদর অনেকে করেন, কিন্তু ব্যবসায়ীর সমাদর করিবার যে আগ্রহ হইয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ। পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সততার গুণে তিনি উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য মানুষ মরিলেই খেদ হয়; কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে মরিয়াছেন, তাহাতে খেদের কোনও কারণ নাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁহার পুত্রেরা দীর্ঘজীবী হউন।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমি গুরুদাস বাবুকে বলিতাম, আপনি সরস্বতীর ভাণ্ডারী। সাহিত্যের পুষ্টি এবং বিস্তারকল্পে তিনি যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমি দৃঢ়ভাবে বলিব। তিনি আধুনিক সাহিত্যের একজন বাহন ছিলেন, সে কালের হিন্দু হোষ্টেলের তিনি একজন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং সেইখান হইতেই তিনি পুস্তকের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি সুগায়ক সুরসিক এবং প্রাচীন পাঁচালী, কবি ও টপ্পার একটি আকর ছিলেন। অমৃত বাবুর ন্যায় আমিও বলি—তাঁহার নাম তাঁহার পুত্রের দ্বারা উজ্জ্বল হউক এবং তাঁহার পুত্রেরা স্মৃতিরক্ষায় যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে শোভন হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহারা যেন নিজ পিতার আয়ু ও যশ লাভ করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু সাহিত্যিক না হইলেও, সাহিত্যের প্রচারক ছিলেন। তিনি নিজের সাধুতা, সততা ও অধ্যবসায়ে নিজের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাধুতা এবং সততার মূল তাঁহার দারিদ্র্য—কেন না, "আত্মৌপম্যেন ভূতানি দারিদ্র্যঃ পরমীক্ষতে"। তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষৎ যে সাধু অনুষ্ঠান করিলেন, ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—আমি স্বর্গীয় ডাঃ করের অনুরোধে ১৮৯৫ সালে "ফলিত রসায়ন" (Practical Chemistry) নামে একখানি বই লিখি। এই বই বিক্রয় করিবার ভার স্বর্গীয় গুরুদাস বাবু গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমার যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন বাংলা ভাষায় রসায়ন সম্বন্ধে বই লিখিবার জন্য তিনি আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার ও ডাক্তার কর, এই দুই জনের উৎসাহেই আমি রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়খানি পুস্তক রচনা করি। এ জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তিনি তাঁহার ব্যবসা-জীবনের একটি বড় আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। লোকে তাঁহার সেই

আদর্শ এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রেরা পরিষৎ মন্দিরে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদিগের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত পরিষৎকে বার্ষিক ৫০৲ টাকা করিয়া দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই দানের জন্ত পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ জানাইতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—৺গুরুদাস বাবু আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। কেবল সততার জন্ত নহে, শিষ্ট ব্যবহারের জন্তও তিনি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থকারদের বন্ধু ছিলেন; তাঁহার বিলাসিতা ছিল না। তাঁহার আদর্শ ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর যে দুর্নাম আছে, তাহা দূর হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমার বোধ হয়, তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন—তাই তিনি এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। যে সমস্ত দরিদ্র লেখক অর্থের অভাবে বই লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন না, এমন সব লোককে তিনি উৎসাহ দিয়া বই লিখাইতেন এবং তাহা প্রকাশ করিতেন। তিনি না থাকিলে অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সম্পৎ হইতে বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি বঞ্চিত হইতেন। পরিষৎ তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন; এ জন্য পরিষৎ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এই সময় বুকসেলার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে স্বর্গীয় গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিলেন এবং তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত পরিষৎকে ধন্তবাদ প্রদান করিলেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু অতিশয় সাধু ব্যক্তি ছিলেন। আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি; তাহাতেই আপনারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার যে দিন মৃত্যু হয়, সেই দিন আমি সহরের কোন বিখ্যাত ইংরেজের দোকানে যাই। দোকানের মালিক আমাকে বলিলেন, "আপনাদের গুরুদাস বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, আপনি ইহা শুনিয়াছেন কি? ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার মত সততা আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত আমরা আজ দোকান বন্ধ রাখিব এবং সমস্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের ছুটী দিব।" আপনারা ভাবিয়া দেখুন, ইহা বড় কম আশ্চর্য্যের কথা নয়। পরিষদে এরূপ লোকের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা খুব আনন্দের কথা। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন এবং উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, সভাপতি মহাশয়কে সভার পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

সময়—১১ই শ্রাবণ ১৩২৬, ২৭শে জুলাই ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের পরলোকগমনে একজন সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য বিজ্ঞাপন, ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৪। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত কয়েকটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডী-মঙ্গল," ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, (খ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, (গ) মনো-রঞ্জন গুহঠাকুরতা, (ঘ) অতুলগোপাল রায় ও (ঙ) বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়গণের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ, ৮। বিবিধ।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পরিষদের ২৬শ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এবং প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণদ্বয় রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পরলোকগমন করায়, তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গত ২রা আষাঢ় ৩২৬ তারিখের অধিবেশনে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি-পদে এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অন্যতম সহকারী সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সংবাদে সমবেত সভ্য মহোদয়গণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৩। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য-রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। উপহারপ্রাপ্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহারদাতৃ-গণকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। (পুস্তক-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৫। (ক) দিনাজপুর, রায়গঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তাঁহার প্রদত্ত একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা এবং (খ) ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত একটি অটোম্যান গবর্মেণ্টের রৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শিত হইল। মুদ্রা-প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদসূচক পত্রপ্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমণ্ডল" নামক প্রবন্ধ পাঠার্থ উপস্থিত করা হইলে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধ-লেখক, পরিষদের বিজ্ঞাপিত এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত "ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক" পাইয়াছেন। এবং এই প্রবন্ধটি বর্ত্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। তৎপরে সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৭। শোক-প্রকাশ—(ক) কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, (খ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, (গ) মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, (ঘ) অতুলগোপাল রায় এবং (ঙ) বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ করা হইল এবং স্থির হইল যে, অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে উক্ত পরলোকগত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরিত হউক। তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, স্বর্গীয় কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর এবং স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের নিমিত্ত শোক-প্রকাশ করিবার জন্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সমর্থন করায় স্থির হইল যে, এই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আলোচনার্থ উক্ত সমিতিতে উপস্থিত করা হউক।

৮। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, গত ২১শে আষাঢ় তারিখে পরিষদের সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত শোকে সহানুভূতিজ্ঞাপক যে পত্র ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তদুত্তরে ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় পরিষদের সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত সদস্যের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—(১) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অফিস অব দি গবর্ণমেন্ট প্রিণ্টিং, ইণ্ডিয়া, দিল্লী। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(২) শ্রীঅনিলপ্রকাশ বসু, এম্ এ, বি এল্, বার-এট-ল, ২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন। প্রস্তাবক—ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—(৩) এম্ সোনাউল্লা, এম্ এস্ সি। (৪) ডাঃ ভাণ্ডারকর এম্ এ। (৫) শ্রীহরিতকৃষ্ণ দেব, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, চৌরঙ্গী। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—(৬) শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—(৭) শ্রীনলিনীনাথ ভট্টাচার্য্য, ৩৭।১ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(৮) শ্রীগোলোকবিহারী রায় বি এল্, কোতলপুর। (৯) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যালঙ্কার, কোতলপুর। (১০) শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-টি, সাব ইন্‌স্পেক্টার অব স্কুলস্, কোতলপুর, বাঁকুড়া। (১১) শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাংখ্যাচার্য, ১৯০।১এ, হ্যারিসন রোড। (১২) প্রস্তাবক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ, চট্টগ্রাম। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—(১৩) শ্রীলালমনি সাধুখাঁ, ১ কাশীবাগান লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহরিদাস মজুমদার, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(১৪) শ্রীপূর্ণচন্দ্র নায়েক, ২৫২ আপার সার্কুলার রোড। (১৫) শ্রীসিদ্ধেশ্বর গরাই, ৫ পিয়ারাবাগান ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—(১৬) শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায়, সভাপতি—উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ, উত্তরপাড়া, হুগলী। (১৭) অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, স্কটিস চার্চ্চ কলেজ। প্রস্তাবক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(১৮) শ্রীনলিনীমোহন সান্ন্যাল এম্ এ, ১৩৫ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—(১৯) শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯ বারিক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, সদস্য—(২০) শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ, বি এ, ১ হাজরা রোড, কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুর, সদস্য—(২১) রাজা শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, পোঃ চাঁচল, মালদহ। প্রস্তাবক শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(২২) রায় সাহেব শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, ৩৯।এ, হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জীর রোড, ভবানীপুর। (২৩) শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তর ব্যাটরা, হাওড়া। (২৪) শ্রীসত্যচরণ মিত্র, ১৫ বীডন রো। প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—(২৫) শ্রীরাজকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—(২৬) শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক—১। Orissa and her Remains. Secretary, Indian Science Association, ২। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol. IV, Part III. 1918, ৩। Do. Do. Director, Geological Survey of India, ৪। Records of the Geological Survey of India, Vol. XLIX. Part 4. 1919., Superintendent, Govt. Printing, India, ৫। Patent Office Journal, January to March, 1919. ৬। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, March, 1919. ৭। Do. Do. April, 1919 Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot ৮। Satistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal, 1918. ৯। Report of Public Instruction in Bengal for 1917—18 ১০। Do. Supplement for 1917-18. ১১। Annual Report of the Royal Botanical Garden and Gardens in Calcutta and the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling 1918-19. ১২। Statement showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year, 1917-18. ১৩। Report on the Maritime Trade of Bengal, 1918-19. ১৪। Annual Returns of the Lunatic Asylum in Bengal with brief Notes for the Year 1918. ১৫। Administration Reports on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1918. ১৬। Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1913. ১৭। Annual Report on the Police Administration of the Town, Madras ১৮। Inscriptions of the Madras Presidency Vol. I, 1919. ১৯। Do. Vol. II, 1919. ২০। Do. Vol. III, 1919. Assistant Secretary to the Government of the Punjab—২১। Annual Progress Report of the Chief Inspector of Explosives in India, 1919., Director, Geological Survey of India. ২২। Records of the Geological Survey of India, Vol. I. Part I, 1919. Supdt. Govt. Printing, India,—২৪। Statistics of British India, Vol. V, Education, 1917—18.

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১। দাস আমি, শ্রীসতীশচন্দ্র দেব, ২। রামকৃষ্ণ, শ্রীপঞ্চানন দত্ত, ৩। কালিদাসের কবিতা, ৪। অবসর, ৫। রত্নঝাঁপি, ৬। নেক্‌লেস, ৭। খোকা, ৮। প্রীতি ও পূজা, ৯। ভাবসিন্ধু, ১০। সাবিত্রী, ১১। অমৃতপুলিন, ১২। উপন্যাস-লহরী, ১৩। কোমল কবিতা, (১ম ভাগ) ১৪। সীতার বনবাস, ১৫। সুশীলা সুন্দরী, ১৬। পাণ্ডবগীতা বা তুলসীমাহাত্ম্য, ১৭। শ্রীশ্রীমনসা (১ম খণ্ড), ১৮। যজ্ঞেশ্বর-গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ), শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ—১৯। স্রোতের ফুল, ২০। দুই তার, ২১। পঙ্কতিলক, ২২। পরগাছা, ২৩। চাঁদমালা, ২৪। চোরকাঁটা, ২৫। হের-ফের, ২৬। যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী, ২৭। মণিমঞ্জীর, ২৮। রাবেয়া, শ্রীসুশীলকুমার দে—২৯। ভখেলো,

ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী—৩০। আশেকে রাসুল (১ খণ্ড), শ্রীরামেশ্বর দে, ৩১। ভেল্-দিগ্-দিগ্ বা কপাটী নিয়মাবলী, ৩২। লীলা, ৩৩। যোগিক সাধন, ৩৪। দেব-জন্ম, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ৩৫। রুবেইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম্, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—৩৬। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ, জ্ঞানপ্রচার-সমিতির কার্য্যবিবরণী—(১ম পুস্তিকা) ১৩২৬।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৫ই শ্রাবণ ১৩২৬, ৩১শে জুলাই ১৯১৯, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬॥০টা

উপস্থিত—

মাননীয় বিচারপতি সার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম এ, এল্ এল্ বি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, রসায়নাচার্য্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, ডাঃ কে, এন, বসু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ শ্রীবঙ্কুবিহারী কবিকণ্ঠ, শ্রীহেমেন্দ্র খাসনবীশ বি এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীশশিভূষণ দে, শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীতারানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীঅশোককুমার ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বসাক, শ্রীহরিদাস হালদার, শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, শ্রীসত্যচরণ বসু, বি, এল, ধর, শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী, শ্রীভোলানাথ হাজরা চৌধুরী, শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমৃতলাল দে, শ্রীসুধন্যকুমার সরকার, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সার্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত বক্তৃতা—রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুরের "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়, বক্তা রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরকে তাঁহার "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত চুনী বাবু আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

(৩য় বক্তৃতা)

শরীরধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের মধ্যে যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের অবস্থিতি আবশ্যক, তাহাদিগের নাম আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যদি আপনাদের স্মরণ না থাকে, এ জন্য প্রথমেই তাহাদের পুনরুল্লেখ করিতেছি। সেগুলি এই,—

১। ছানাজাতীয় উপাদান (Proteid or Protein)

২। মাখনজাতীয় উপাদান (Fat)

৩। শর্করা-জাতীয় উপাদান (Carboyhydrate)

৪। লবণ-জাতীয় উপাদান (Salts or Mineral water)

৫। জল (Water)

ইহাদিগের প্রত্যেকটির গঠন, গুণ ও শরীররক্ষার পক্ষে উপযোগিতা সম্বন্ধে আমি আমার দ্বিতীয় বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছি। এই সকল ভিন্ন-জাতীয় সার পদার্থ দিবসে কোন্‌টি কত পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং কার্য্য করিবার শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহাই অদ্যকার বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেহ নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং আমরা খাদ্য গ্রহণ করিয়া সেই ক্ষয়ের পূরণ করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত আমরা সর্ব্বদা কোন-না-কোন-রূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি। কার্য্য করিতে হইলেই শক্তির প্রয়োজন হয়; আমরা খাদ্য হইতে সেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকি।

আমি গত বারের বক্তৃতায় নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের সকলগুলির ক্রিয়া একরূপ নহে। ইহাদের মধ্যে কেবল ছানা-জাতীয় পদার্থই জল ও লবণের সাহায্যে শরীর গঠন এবং দেহক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে, কিন্তু ছানা-জাতীয় পদার্থ শক্তি উৎপাদনের সবিশেষ সহায়তা করে না। মাখন ও শর্করা-জাতীয় পদার্থ দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ ও উহার ক্ষয়ের পূরণ হয় না, কিন্তু এই দুই জাতীয় পদার্থ হইতেই আমরা কার্য্য করিবার যাবতীয় শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকি।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, দিবসে কি পরিমাণে এই সকল ভিন্ন-জাতীয় সার পদার্থ খাদ্য-রূপে গ্রহণ করিলে আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি।

বলা বাহুল্য যে, সকল মানুষের জন্য একই পরিমাণে খাদ্যের আবশ্যক হয় না। যাহার দেহের ওজন ও পরিসর যত অধিক এবং যে যত অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করে, তাহার তত অধিক পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। বয়স-ভেদে, দেশের আব্‌হাওয়া-ভেদে, স্ত্রীপুরুষ-ভেদে, পরিশ্রম-ভেদে খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এ স্থলে একজন সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের,

দিবসে খাদ্যস্থিত পূর্ব্বোক্ত পাঁচ জাতীয় সার পদার্থগুলির কোন্‌টি কত পরিমাণে আবশ্যক হয়, তাহারই আলোচনা করিব।

ইহা স্থির করিতে হইলে চারিটি বিষয় আমাদের জানিবার আবশ্যক হয়,—

১। দেহের দৈনিক ক্ষয়ের পরিমাণ নিরূপণ করা।

২। কার্য্য করিবার জন্ত দিবসে আমাদের কি পরিমাণ শক্তির আবশ্যক হয়, তাহা নির্ণয় করা। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তি (Energy) তাপের রূপান্তর মাত্র। দেহোৎপন্ন তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই আমরা শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারি। আমাদের দেহে দিবসে যত তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় $\frac{1}{5}$ ভাগ কার্য্য করিবার শক্তিতে পরিণত হয়, অবশিষ্টাংশ দেহের স্বাভাবিক তাপ রক্ষা করিয়া শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়।

৩। চাল, ডাল, মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছানা-জাতীয়, মাখনজাতীয়, শর্করাজাতীয় প্রভৃতি সার পদার্থগুলি শতকরা কত পরিমাণে থাকে, তাহা নির্ণয় করা।

৪। কোন্ খাদ্য হইতে কত পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা নিরূপণ করা।

এই কয়টি বিষয় আমাদের জানা থাকিলে দেহের ক্ষয়পূরণ এবং পরিশ্রম করিবার শক্তি সঞ্চয়ের জন্ত দিবসে কোন্ জাতীয় সার পদার্থ কত পরিমাণে গ্রহণ করিবার আমাদের আবশ্যক হয়, তাহা সহজেই স্থির করিতে পারা যায়। ইহা স্থির করিতে পারিলেই চাল, ডাল, মাছ, মাংস প্রভৃতি নানাবিধ নিত্য-ব্যবহার্য্য খাদ্যসামগ্রী কোন্‌টি কত পরিমাণে দিবসে ভক্ষণ করিলে আমাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, কি উপায়ে আমরা আমাদিগের দেহের দৈনিক ক্ষয়ের পরিমাণ এবং দেহমধ্যে দিবসে কত তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হই।

আমাদের খাদ্যস্থিত সার পদার্থসমূহের মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থই (Proteid) শরীর গঠনের প্রধান উপাদান এবং কেবল এই জাতীয় সার পদার্থের মধ্যেই নাইট্রোজেন্ থাকে। অতএব আমাদের দেহ হইতে প্রত্যহ কত পরিমাণ নাইট্রোজেন্ বহির্গত হইয়া যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, আমরা সেই পরিমাণ নাইট্রোজেন্‌যুক্ত ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিয়া, নাইট্রোজেন্-জনিত দৈহিক ক্ষয়ের পূরণ করিতে পারি। আমাদের মল ও মূত্রের সহিত দেহক্ষয়-জনিত নাইট্রোজেন্ বিভিন্ন আকারে বহির্গত হইয়া যায়। আমরা পরীক্ষাগারে এক ব্যক্তির সমস্ত দিবসের মল-মূত্র সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যস্থিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারি। রেস্পিরেশন্ ক্যালরিমিটার (Respiration Calorimeter) নামক এক প্রকার যন্ত্র-সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া দ্বারা কত পরিমাণ কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প দিবসে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায় এবং দিবসে শরীরে কত তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। পুনশ্চ ফুড্ ক্যালরিমিটার (Food Calorimeter) নামক অপর

এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে কোন্ খাদ্য কত পরিমাণ তাপ উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহাও সহজে নিরূপণ করিতে পারি। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রধানতঃ মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ হইতে আমরা দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ এবং কার্য্য করিবার যাবতীয় শক্তি আহরণ করিয়া থাকি। সুতরাং দিবসে কত পরিমাণ তাপ আমাদের শরীরে উৎপন্ন হয়, যন্ত্র-সাহায্যে তাহা নিরূপণ করিতে পারিলে, কত পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ হইতে আমরা ঐ পরিমাণ তাপ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহা গণনা দ্বারা সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। অতএব দেহ হইতে পরিত্যক্ত নাইট্রোজেন্ এবং দেহমধ্যে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া, যদি আমরা যথাপরিমাণ ছানা, মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমাদের শরীর সুস্থ ও কর্ম্মঠ থাকিবার কথা।

পরীক্ষাগারে মানুষের মলমূত্রাদি পরীক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, একজন সুস্থকায়, সহজ-পরিশ্রমী, প্রায় ১ মণ ৩৫ সের ওজনের ইয়ুরোপীয় যুবা পুরুষের শরীর হইতে দিবসে ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ বহির্গত হইয়া যায়। ৩০০ গ্রেণ নাইট্রোজেন্ মোটামুটি ৪ আউন্স্ বা ২ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের (Proteid) মধ্যে অবস্থিতি করে। অতএব সহজ-পরিশ্রমী, পৌনে দুই মণ ওজনের একজন ইয়ুরোপীয় যুবা পুরুষের জন্য দিবসে ২ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর ওজন গড়ে ১$\frac{১}{২}$ মণের অধিক নহে; বাঙ্গালীর শরীরের দৈর্ঘ্য গড়ে ইয়ুরোপীয়দিগের শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু কম এবং বাঙ্গালীর ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণও ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত সমান নহে। সুতরাং বাঙ্গালীদের দিবসে ২ ছটাকের কিছু কম ছানাজাতীয় খাদ্যের আবশ্যক হয়।

অধিকাংশ শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে দেহের ওজনের প্রতি সেরের অনুপাতে দিবসে প্রায় $\frac{১}{৮০}$ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক হয়। এই হিসাবে একজন সহজ-পরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবা পুরুষের জন্য অন্ততঃ ৩ আউন্স্ অর্থাৎ ১$\frac{১}{২}$ ছটাক নির্জ্জল ছানা-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমি পরে দেখাইব যে, অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীই এই পরিমাণ ছানাজাতীয় খাদ্য দিবসে গ্রহণ করিবার সুবিধা পায় এবং বাঙ্গালীর খাদ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের সম্যক্ অভাবই তাহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও স্বাস্থ্যহীনতার একটি প্রধান কারণ।

এই ত গেল ছানাজাতীয় পদার্থের কথা। এক্ষণে দেখা যাউক যে, যথারীতি পরিশ্রমের কার্য্য করিবার জন্য দিবসে আমাদের কত শক্তির প্রয়োজন হয়।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, একজন সুস্থকায় সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের কার্য্য করিবার শক্তি সংগ্রহের জন্য দিবসে ২৮০০ হইতে ৩০০০ ক্যালরি-পরিমিত তাপ তাহার শরীরে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। ক্যালরি—তাপের একটি পরিমাণ মাত্র। কোন এক নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ শীতল জলকে এক ডিগ্রী উষ্ণ করিতে হইলে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাহাকে এক ক্যালরি কহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ

করিলে, উহারা আমাদের শরীরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করে। অতএব আমাদিগের সেই পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক, যাহা হইতে আমরা ২৮০০—৩০০০ ক্যালরি-পরিমিত তাপ দিবসে সংগ্রহ করিতে পারি। এই পরিমাণ তাপ আমাদের শরীরে উৎপন্ন হইলেই আমরা সহজ পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া, সবল ও সুস্থ-দেহে থাকিতে সমর্থ হই।

কোন্ খাদ্য দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া কত পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে, তাহা আমরা ফুড্ ক্যালরিমিটার নামক যন্ত্র দ্বারা সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। সুতরাং কত পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে আমরা দিবসে ২৮০০—৩০০০ ক্যালরি তাপ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা পরীক্ষা ও গণনা দ্বারা স্থির করিতে পারা যায়।

রেস্পিরেশন্ ক্যালরিমিটার নামক যন্ত্র দ্বারা দিবসে আমাদের শরীর হইতে কত তাপ বহির্গত হইয়া যাইতেছে এবং কত পরিমাণ অঙ্গার (কার্ব্বণ্) দগ্ধ হইয়া, এই তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। মোটামুটি ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ্ দিবসে দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া, এই পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে এবং এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা যে কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদিগের দেহ হইতে প্রশ্বাসের সহিত নির্গত হইয়া যায়। আমরা উপরোক্ত যন্ত্র-সাহায্যে এই কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া, তন্মধ্যস্থিত কার্ব্বণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। সুতরাং আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে যাহাতে অন্ততঃ ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ্ থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই পরিমাণ কার্ব্বণ্ সংগ্রহ করিবার জন্য এক ছটাক নির্জ্জল মাখনজাতীয় খাদ্য (ঘৃত বা তৈল) এবং ৭½ হইতে ৮½ ছটাক নির্জ্জল শর্করাজাতীয় (চাউল, চিনি, ময়দা, আলু ইত্যাদি) খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। ছানাজাতীয় খাদ্যের মধ্যে কার্ব্বণ্ আছে, সুতরাং ঐ জাতীয় পদার্থ হইতেও আমরা কতক পরিমাণ কার্ব্বণ্ প্রাপ্ত হই।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী-মতে আলোচনা করিয়া আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, একজন সুস্থকায় সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের দৈনিক খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ২ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ, ১ ছটাক মাখনজাতীয় এবং ৭½ হইতে ৮½ ছটাক নির্জ্জল শর্করাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক হয়। ইহাদের মধ্যে কোন একটির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কম হইলে, দেহ সম্যক্ পুষ্টি লাভ করিতে পারে না এবং আমরা যথোচিত পরিশ্রমের কার্য্য করিতে সমর্থ হই না। এই তিন জাতীয় খাদ্য ব্যতীত শরীরগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য লবণজাতীয় পদার্থ ও জলের আবশ্যক হয়। কত পরিমাণ লবণজাতীয় পদার্থ ও জল আমাদের দেহ হইতে দিবসে মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও প্রশ্বাসের সহিত নির্গত হইয়া যাইতেছে, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়া স্থির হইয়াছে যে, স্বাস্থ্যরক্ষায় জন্য অন্ততঃ আধ ছটাক লবণজাতীয় পদার্থ এবং প্রায় ২ সের জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি

যে, বিভিন্ন জাতীয় সারপদার্থগুলি নিম্নলিখিত পরিমাণে আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে থাকা আবশ্যক ;—

ছানাজাতীয় পদার্থ	(নির্জ্জল)	...	৪ আউন্স্
মাখনজাতীয় পদার্থ	„	...	২ আউন্স্
শর্করাজাতীয় পদার্থ	„	...	১৫ হইতে ১৭ আউন্স
লবণজাতীয় পদার্থ	„	...	১ আউন্স্

আমি নির্জ্জল ছানাজাতীয়, মাখনজাতীয় ও শর্করাজাতীয় পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যে সকল খাদ্যসামগ্রী হইতে আমরা এই সকল সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহাদিগকে কখনই নির্জ্জল অবস্থায় পাওয়া যায় না। আমরা যে সকল পদার্থ খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, তাহাদের প্রায় সকলগুলির মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে জল থাকে। দুগ্ধে শতকরা ৮৭ ভাগ, মাংসে ৭০ ভাগ, মৎস্যে ৭৫ ভাগ, চাউল ও ময়দায় ১১ ভাগ, তরিতরকারী ও ফল-মূলাদিতে গড়ে প্রায় ৯০ ভাগ জল বিদ্যমান আছে। মোটামুটি ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ জল ও ৫০ ভাগ নির্জ্জল পদার্থ থাকে। তাহা হইলে আমি যে নির্জ্জল সারপদার্থগুলির পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা দ্বিগুণ করিয়া লইলেই আমাদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ নিরূপিত হয়। সুতরাং এই হিসাবে জলসমেত ৪ ছটাক ছানাজাতীয় পদার্থ, ২ ছটাক মাখনজাতীয় এবং ১৫ হইতে ১৭ ছটাক শর্করাজাতীয় ও ১ ছটাক লবণজাতীয় খাদ্যের অর্থাৎ মোটামুটি দিবসে আমাদের ২৩।২৪ ছটাক অর্থাৎ দেড় সের পরিমাণ মাছ, মাংস, চাউল, ডাল, দুধ, তরি-তরকারি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের একত্রে প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুবিধার জন্য দিবসে দুই তিন বারে ভাগ করিয়া আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১½ সের জল দিবসে আমাদের পান করিবার আবশ্যক হয়।

আমরা কোন একজাতীয় খাদ্য সামগ্রী হইতে ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ ও ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বণ একত্র সংগ্রহ করিতে পারি না। এক সের মাংস খাইলে আমরা ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ পাইতে পারি, কিন্তু তাহা হইতে ১৮০০ গ্রেণের অধিক কার্ব্বণ্ পাওয়া যায় না। পুনশ্চ ৩ পোয়া চাউল হইতে ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বণ সংগ্রহ করা যায় বটে, কিন্তু উহা হইতে ৭৮ গ্রেণের অধিক নাইট্রোজেন্ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং শুদ্ধ মাংস বা শুদ্ধ চাউল ভক্ষণ করিলে আমাদের দেহের নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বণের অভাব পূর্ণ হয় না। এই জন্য ভাত, রুটী, মাছ, মাংস, দুধ, ডাল, তরকারী প্রভৃতি নানাজাতীয় খাদ্য সামগ্রী যথাপরিমাণে একত্রে ভক্ষণ করিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বণ্ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই।

দিবসে কত পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ (Proteid) গ্রহণ করিলে আমাদের শরীর সবল থাকিতে ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে, এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মত-

ভেদ দৃষ্ট হয়। চিটেন্ডেন্ (Chitsenden) নামক একজন আমেরিকাবাসী শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বহু গবেষণা ও পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষে সাধারণতঃ অনাবশ্যক অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিয়া থাকে। তিনি বলেন যে, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দৈনিক খাদ্যে নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের যে পরিমাণ (২ ছটাক) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ (অর্থাৎ ১ ছটাক মাত্র) গ্রহণ করিলেই দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে। চিটেন্ডেন্ নিজে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া, দিবসে এইরূপ স্বল্পপরিমাণ ছানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া, সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রহিয়াছেন। তিনি কতকগুলি সাধারণ ছাত্র, কতিপয় ব্যায়াম-বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সৈনিক পুরুষ লইয়া খাদ্য বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাহাদের প্রত্যেককে যথা-পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের সহিত স্বল্প-পরিমাণ (১ ছটাক মাত্র) ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিতে দেন এবং তাহাদের শরীর হইতে প্রত্যহ কত পরিমাণ নাইট্রোজেন্ বহির্গত হইয়া যায়, তাহা যথারীতি পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করেন। যাহার যে কার্য্য, সে ব্যক্তি প্রত্যহ সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ছয় মাসের অধিক কাল এইরূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি অত অল্প পরিমাণ (১ ছটাক মাত্র) ছানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়াও সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল ছিল; বরঞ্চ তাহারা এই স্বল্পাহারে অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারিত। তাঁহার মতে ১ ছটাক-পরিমাণ নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ একজন সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট—ইহার অধিক স্বাস্থ্য-রক্ষা ও সহজ পরিশ্রমের জন্য সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। চিটেন্ডেনের মতে অধিকাংশ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ২ ছটাক-পরিমিত নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অযথা অপচয়ের দৃষ্টান্ত।

চিটেন্ডেনের সহিত অধিকাংশ শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতের মিল না হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। খাদ্য সম্বন্ধে তিনি বহু আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার বিপক্ষ-মতাবলম্বিগণ বিশেষ কোন দোষ বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে খাদ্য সম্বন্ধে ব্যয়ের পক্ষে মানুষের—বিশেষতঃ গরীব মানুষের—যথেষ্ট সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য দ্রব্য পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সকল দ্রব্য চিটেন্ডেনের সিদ্ধান্ত অনুসারে অল্প-পরিমাণে ভক্ষণ করিলে যদি শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে কোন হানি না হয়, তাহা হইলে মানুষের আহারের ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে সংক্ষেপ হইয়া পড়ে। পুনশ্চ চিটেন্ডেন বলেন যে, লোকে ছানাজাতীয় খাদ্য অনাবশ্যক অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং এই জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কম হইলে খরচ ও স্বাস্থ্য, এতদুভয় বিষয় সম্বন্ধে সুবিধা হইবার কথা।

তবে এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পৃথিবীর সকল স্থানের সকল জাতির খাদ্যের ব্যবস্থা বিবেচনা করিলে, চিটেন্ডেনের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। চিটেন্ডেন্

দিবসে ১ ছটাক ছানাজাতীয় পদার্থ যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন, কিন্তু অধিকাংশ শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন সবল জাতি প্রত্যহ ২ ছটাক, অন্ততঃ ১½ ছটাকের কম ছানাজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করে না। যাহারা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করে, তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। তাঁহারা বলেন যে, মাছ, মাংস প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য মহার্ঘ সত্বেও যে সর্ব্বসাধারণে ইহা এত অধিক পরিমাণে গ্রহণ করে, তাহার জন্য কেবল যে তাহাদের খেয়াল বা পেটুকতা দায়ী, ইহা বলিলে চলিবে না। সমস্ত জগতের মানুষই যদি চিটেন্‌ডেনের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ভক্ষণ করে, তাহা হইলে উহা স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া লইতে হইবে। অতএব সাধারণ মনুষ্যের জন্য দিবসে অন্ততঃ ১০০ গ্রাম্ অর্থাৎ ১½ ছটাকের কিছু অধিক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক, ইহা অধিকাংশ শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মত। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, যথোচিত-পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের সহিত চিটেন্‌ডেনের নির্দ্দিষ্ট স্বল্প পরিমাণ (১ ছটাক মাত্র) ছানাজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া মানুষ যে সুস্থশরীরে থাকিতে পারে না, তাহা নহে। তবে তাঁহাদের মতে আজীবন এইরূপ স্বল্পপরিমাণ ছানাজাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করিলে, দেহ যথোপযুক্ত বিকাশ লাভ করিতে পারে না, জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, রোগ-প্রতিষেধ-শক্তি কমিয়া যায় এবং জাতি দুর্ব্বল, পুরুষকারহীন, ভগ্নস্বাস্থ্য, নিরুদ্যম, আলস্যপরায়ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তাঁহারা বলেন যে, যে সকল জাতির খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের অংশ কম থাকিতে দেখা যায়, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে বহু পশ্চাদ্ভাগে পড়িয়া রহিয়াছে।

কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের শারীরতত্ত্বের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাক্তার ম্যাকাই (Mc Cay) সাহেব ভারতবর্ষবাসী নানা জাতির খাদ্য এবং শরীরের গঠন, শক্তি ও পুরুষকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের যে সকল জাতির খাদ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ কম থাকে, তাহাদিগকেই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল, নিরুৎসাহী, স্বল্পকষ্টসহিষ্ণু, পুরুষকারহীন এবং পরিশ্রমের কার্য্যে সহজে বিমুখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বহু পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ বাঙ্গালীর খাদ্যে ১ ছটাকের অধিক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ থাকে না—উড়িষ্যাবাসীর খাদ্যে ইহা অপেক্ষাও কম থাকে। তিনি বলেন যে, যথোচিত পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থের অভাবে বাঙ্গালী ও উড়িয়া জাতি ভারতের অপর সকল জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল ও হীনস্বাস্থ্য, তাহাদের রোগপ্রবণতা অধিক এবং তাহাদের সাহস্ ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয় নহে। চিটেন্‌ডেন্ যে পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ (১ ছটাক) খাদ্যের মধ্যে থাকিলে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করা যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ডাক্তার ম্যাকাই বলেন যে, সেই পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ বাঙ্গালী সাধারণতঃ প্রত্যহ গ্রহণ করিতেছে, অথচ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও দেহ-বল যে আদর্শনীয়, তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। ডাক্তার

ম্যাকাই তাঁহার "Protein Element in Nutrition" নামক পুস্তকে এ বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের খাদ্যে, ছানা-জাতীয় পদার্থ বড় কম পরিমাণে থাকে এবং এই পদার্থের অভাবেই তাহাদের দেহ সম্যক্ বিকাশ লাভ করে না অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, পরিসর ও ওজনে যথোচিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, কার্য্যে তাহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অভাব লক্ষিত হয়, ব্যায়ামক্ষেত্রে ও ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে ইয়ুরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রগণ তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া অধিক-সংখ্যক উচ্চ পুরস্কার পাইবার অধিকারী হয় এবং জীবনীশক্তি কম বলিয়া, বাঙ্গালী ছাত্রেরা সহজেই রোগে আক্রান্ত হয় এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগ এ দেশে ছাত্রদিগের মধ্যে পূর্ব্বে এত প্রবল ছিল না। জীবনীশক্তির অল্পতা হেতু অধিক-সংখ্যক ছাত্রকে এক্ষণে এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যাইতেছে। অবশ্য ছানাজাতীয় খাদ্যের অভাবই যে বাঙ্গালী জাতির শারীরিক বিকাশ ও যথোচিত জীবনীশক্তি লাভ করিবার একমাত্র অন্তরায়, তাহা নহে। অপরাপর অনেক কারণে জাতিগত দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই যে আমাদের জাতিগত দৌর্ব্বল্যের একটী প্রধান কারণ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ের প্রতিবিধান সত্বর আবশ্যক। চিটেন্‌ডেনের মত যাহাই হউক না কেন, আমরা আপাততঃ পৃথিবীর অধিকাংশ শরীর-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগের যে মত, তাহাই স্বীকার করিয়া, আমাদের দেশের ছাত্রমণ্ডলীর খাদ্যের মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, দুধ প্রভৃতি ছানাজাতীয় পদার্থ (proteid) যাহাতে অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে, তাহার প্রতি অভিভাবকগণের এবং ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ডাক্তার ম্যাকাই বলেন যে, যে সকল বাঙ্গালী ছাত্র গভর্ণমেণ্ট ছাত্রাবাসে থাকে, তাহারা ১ ছটাকের কিছু অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দৈনিক খাদ্য হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে সকল ছাত্র আপনারা মেস্ (Mess) করিয়া থাকে, তাহাদের খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের ভাগ্যে দিনে ১ ছটাকও ছানাজাতীয় পদার্থ জুটিয়া উঠে না। তিনি গভর্ণমেণ্টের ছাত্রাবাসের ইয়ুরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রদিগের দৈনিক খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহারা দিনে ১½ ছটাকের অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। ছাত্রজীবনে তাহাদের শারীরিক উন্নতি ও শক্তি, বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সহিত তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দেখিয়াছেন, তাহা পর-পৃষ্ঠার তালিকা দেখিলেই সহজেই বোধগম্য হইবে।

ম ু তালিকা

বাঙ্গালী ও ইয়ুরেশীয় ছাত্রদিগের খাদ্য ও শারীরিক বিকাশ।

(৩ বৎসরব্যাপী পরীক্ষার ফল)

শ্রেণী	সংখ্যা	দৈনিক খাদ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের পরিমাণ	গড়ে শরীরের ওজনের বৃদ্ধি	শরীরের ওজনের হ্রাস	গড়ে বুকের ছাতির বৃদ্ধি	গড়ে শরীরের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি
ইয়ুরেশীয় ছাত্র	১২৬	২⅙ আউন্স	৭ সের	শতকরা ২ জন	ইঞ্চি	খুব বেশী
বাঙ্গালী ছাত্র	৫৬৮	১⅙ ঐ	২ ঐ	৪২·৮ জন	নগণ্য	যৎসামান্য

কি ইয়ুরোপীয়, কি ইউরেশীয়, কি বাঙ্গালী, সকল ছাত্রই ১৭।১৮ বৎসর বয়সে ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে এবং তথায় ৪ বৎসর কাল বাস করে। প্রতি বৎসর তাহাদের দেহ সুযোগ্য চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, শরীরের দৈর্ঘ্য, ওজন এবং বুকের ছাতির পরিমাণ রীতিমত লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। একমাত্র খাদ্য ব্যতীত বাঙ্গালী ও ইয়ুরোপীয় বা ইয়ুরেশীয় ছাত্রদিগের সম্বন্ধে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ডাক্তার ম্যাকাই উভয়ের দেহের বিকাশ সম্বন্ধে যে বিভিন্নতা দেখিয়াছেন, তাঁহার মতে খাদ্যের বিভিন্নতাই তাহার জন্য দায়ী।

এই ত গেল গভর্ণমেণ্ট্ ছাত্রাবাসের কথা। সাধারণ ছাত্রাবাসে ছাত্রেরা যে খাদ্য প্রত্যহ গ্রহণ করে, ম্যাকাই সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে ⅘ ছটাকের অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ থাকে না। ছাত্রজীবনেই দেহ, বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ২৪।২৫ বৎসরের মধ্যেই শরীর পূর্ণতা লাভ করে, তাহার পর দেহের আর বৃদ্ধি সাধন হয় না। ছানাজাতীয় খাদ্যের দ্বারাই শরীরের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয় পূরণ হয়। যে সময়ে (অর্থাৎ ১৭ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে) তাহাদের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শরীরের পূর্ণতা লাভ করিবার কথা, আমাদের ছাত্রেরা ঠিক সেই সময়েই উপযুক্ত পরিমাণে পেশী-গঠক (Muscle-former) ছানাজাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হয় না। ইহার ফলে তাহাদের দেহ পুষ্টিলাভ না করিয়া কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া এবং অন্যরূপে দেহ ক্ষয় করিয়া তাহারা সহজে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইয়াছে।

বাঙ্গালার খাদ্য এবং তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া চিটেন্‌ডেনের মত সমর্থন করিতে পারা যায় না। চিটেন্‌ডেন্ যে পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ, সুস্থ ও সবল থাকিবার জন্য যথেষ্ট মনে করেন, সাধারণ বাঙ্গালী প্রত্যহ প্রায় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের শারীরিক

গঠন ও বল একেবারেই প্রশংসনীয় নহে। যুবা বয়সে যেরূপ ব্যায়াম ও শরীরচালনা করা উচিত, তাহা তাহারা করে না বা করিতে পারে না; ঐ বয়সে মনে যেরূপ স্ফূর্ত্তি ও কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ থাকা উচিত, তাহা তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যথোচিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাব তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়; বাঙ্গালী, যুবা বয়সেই বার্দ্ধক্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল পিতামাতার দুর্ব্বল সন্তান জন্মিয়া জাতি দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী, ভারতের অপরাপর জাতির তুলনায় স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেও আমাদের এরূপ অসহায় অবস্থা ত পূর্ব্বে ছিল না। এই বাঙ্গালীই এক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শারীরিক বল এবং সাহসের পরিচয় দিয়াছে। বাঙ্গালী সৈন্য এক সময়ে দিল্লীর বাদসাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ-চালিত ক্ষত্রিয় ও মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। তখন দেশে যথেষ্ট মাছ ও দুধ ছিল, সেই জন্য তাহারা যথেষ্ট-পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিবার অবসর পাইত; তাহাদের দেহও সেই জন্য সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া সুগঠিত ও সুদৃঢ় হইত। সেই সকল বীর্য্যশালী পুরুষের মনে ভয় বা নিরুৎসাহ স্থান পাইত না।

লর্ড ক্লাইবের অধীনে যে ভারতীয় সেনা নবাবের সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকই এই বাঙ্গালা দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। সে ত ১৫০ বৎসরের অধিক দিনের কথা নহে। তবে আজ আমাদের এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল কেন? বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থে যে "লাঠি"র স্তব করিয়া গিয়াছেন, পল্লীগ্রামে এক সময়ে রাজা-প্রজা-নির্ব্বিশেষে সকলেই সেই লাঠির সদ্ব্যবহার করিতে জানিত। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, এখন অনেক বাঙ্গালী যুবকের সেই লাঠি অধিক দূর বহন করিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই! জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়াছে বলিয়া আজ এ দেশের এত অধিক-সংখ্যক লোক ম্যালেরিয়া, কালা-জ্বর প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগে পীড়িত হইয়া, হয় জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে, নতুবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আমাদের খাদ্যের উন্নতি হইলে, আমরা আবার আমাদের হারানো জীবনীশক্তি পুনরায় লাভ করিতে সমর্থ হইব।

যাঁহাদের অর্থ-সামর্থ্য আছে এবং মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি সামগ্রী খাইতে আপত্তি নাই, তাঁহারা পুত্র-কন্যাদের খাদ্যের মধ্যে ভাতের পরিমাণ কমাইয়া, এই সকল পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিন, ইহাই আমার প্রার্থনা। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকে পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, পরিবারবর্গের জন্য উপরোক্ত পুষ্টিকর আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করুন। যাঁহাদের মাছ-মাংস খাইতে আপত্তি আছে, তাঁহারা যথাপরিমাণে ডাল, দুধ, ছানা, দধি প্রভৃতি দুগ্ধজাত সামগ্রী ভক্ষণের ব্যবস্থা করুন। যাঁহারা গরীব, তাঁহারা ভাতের পরিমাণ কমাইয়া রুটী ও ডাল খাইবার ব্যবস্থা করুন। ডাল খাইতে আমরা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত; সুতরাং ডালের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে আমাদের কোন অসুখ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার উপদেশ-মত এখন অনেক ছাত্র অধিক পরিমাণে ডাল খাইতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাতে তাহারা কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছে না। ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী

খাইলে (অন্ততঃ এক বেলা), খাদ্যের সহিত অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিতে পারা যায়; কারণ, ভাত অপেক্ষা রুটীর মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে অবস্থিতি করে। যে জাতি ডাল-রুটী খায়, সে জাতির লোকেরা "ভেতো" বাঙ্গালী ও উড়িয়া জাতি অপেক্ষা যে অধিক বলশালী ও পুরুষকারসম্পন্ন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ছানা অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং পুষ্টিগুণ সম্বন্ধে ইহা মাছ-মাংস হইতেও উৎকৃষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা। মাছ-মাংসের ন্যায় ইহার কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় না। সুতরাং সকল দিক্ দেখিতে গেলে, ইহা একটী সস্তা খাদ্য সামগ্রী। ছাত্রেরা বৈকালে অন্য জল-খাবারের পরিবর্ত্তে ছানা খাইলে, তাহাদের একটী বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করা হইবে। গরীব ছাত্রেরা রুটী, ডাল ও ছানা, এই তিনটী পদার্থের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে, তাহারা দেহের পুষ্টি ও বল সম্বন্ধে বিশেষ লাভবান্ হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, দিবসে কোন্ খাদ্য সামগ্রী কত পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমাদের দেহ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে এবং আমরা কার্য্য করিবার জন্য যথোচিত শক্তি লাভ করিতে পারি। কোন্ খাদ্যের মধ্যে শতকরা কত পরিমাণ পাঁচজাতীয় সারপদার্থ থাকে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে এবং ২য় তালিকায় তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। ইহা হইতে মানুষের দৈনিক খাদ্যের তালিকা সহজেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

২য় তালিকা

নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সারপদার্থসমূহের শতকরা পরিমাণ।

খাদ্য	জল	ছানাজাতীয় পদার্থ	মাখনজাতীয় পদার্থ	শর্করাজাতীয় পদার্থ	লবণজাতীয় পদার্থ
চাউল (গড়ে)	১১'০৬	৬'৭১	০'৯	৮০'১	০'৬৮
ডাল ঐ	১১'৩০	২৩'৫০	২'২৯	৫৫'৯	৭'১০
ময়দা	১৫'০	১১'০	২'০	৭১'২	০'৮
ওটমিল্	১৫'৫	১২'৬	৫'৬	৬৩'০	৩'০
পাউরুটী	৪০'০	৮'০	১'৫	৪৩'১	১'৩
রুটী (হাতেগড়া)	১৭'৩৩	৯'৪৩	৩'৭১	৬৯'২	০'৩৩
গো-দুগ্ধ	৮৬'৮৭	৩'৯৭	৪'২৮	৪'২৮	০'৬০
মাখন	৭'৫	১'০	৯০'৫	০	১'০
ছানা	৫৭'০	২২'৩৩	১৮'৬৪	০'৩৮	১'৬৩
পনির	৩৬'০	৩১'০	২৮'৫	০	৪'৫
মাংস	৭৪'৪	২০'৫	৩'৫	০	১'৬
মাছ	৭৮'০	১৮'১	২'৯	০	১'০
ডিম	৭৩'৫	১৩'৫	১১'৬	০	১'০
আলু	৭৪'০	২'০	০'১৬	২১'৮	১'০
লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি (গড়ে)	৯৫'০	০'৮	০'৪	৩'০	০'৮
চীনাবাদাম	৮'৩০	২৪'০	৪৪'৩০	১৭'০	১'৯
বাদাম	৬'০	২৪'০	৫৪'০	১০'০	৩'০
কলা (চাঁপা)	৭১'৪৭	১'৮	০'১৩	১৪'১৫	০'৯৭

বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে, উহা হইতে দিবসে আমরা ৩০০ গ্রেণ, নাইট্রোজেন, ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ, এবং ২৮০০ হইতে ৩০০০ ক্যালরি পরিমাণ

তাপ আহরণ করিতে পারি। আমি ১ মণ ৩০।৩৫ সের ওজনের সহজপরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবকের খাদ্যের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এই পরিমাণ খাদ্য দিবসে ২।৩ বারে ভাগ করিয়া গ্রহণ করিলে দেহের সকল অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য যাহার শরীরের ওজন অধিক এবং যে যত অধিক পরিশ্রম করিবে, তদনুসারে তাহার খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে। যাহাদের দেহের ওজন ১½ মণের বেশী নহে, তাহারা চতুর্থ তালিকা-নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করিলে, তাহাদের শারীরিক উন্নতি হইবার আশা করা যাইতে পারে।

৩য় তালিকা

১ মণ ৩০।৩৫ সের ওজনের পরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবকদিগের উপযুক্ত পরিমাণ দৈনিক খাদ্য।

খাদ্যসামগ্রী (কাঁচা)	পরিমাণ
চাউল	২½ ছটাক
ডাল	১ „
মাছ বা মাংস	৩ „
আলু	৫ „
ময়দা বা আটা	৫ „
সুজী	১ „
ঘৃত ও তৈল	¾ „
চিনি	½ „
দধি	২ „
লবণ	½ „
মসলা	যথাপরিমাণ

উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্য হইতে দিবসে ৩০০ গ্রেণ নাইট্রোজেন, ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বণ এবং ৩০০০ ক্যালরি পরিমিত তাপ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই দুধ খাইতে নারাজ, সেই জন্য এই তালিকা হইতে দুধ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৪র্থ তালিকা

সহজপরিশ্রমী দেড় মণ ওজনের বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্য।

খাদ্যদ্রব্য (কাঁচা)	পরিমাণ (ছটাক)
চাউল	৩
আটা বা ময়দা	৫
ডাল	১½
মাছ বা মাংস	২½
আলু	২
অন্যান্য তরকারী	২
ঘৃত ও তৈল	½
দুগ্ধ	৮
লবণ	½
মসলা	যথাপরিমাণ

এই পরিমাণ খাদ্য হইতে ২৫১ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্, ৪৫০৭ গ্রেণ্ কার্ব্বণ এবং ২৮০৪ ক্যালরি-পরিমিত তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে যে সকল কথা এ পর্য্যন্ত আপনাদের বলিয়াছি, ছায়াচিত্র সাহায্যে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এই স্থলে বক্তা ১৮ খানি ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন। ভারতবর্ষের শিখ, রাজপুত, পাঠান, নেপালী, ভুটিয়া, বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির চিত্র প্রদর্শন করেন এবং তাহাদের শারীরিক বিকাশের প্রভেদ দেখাইয়া বলেন যে, অপর সকল জাতিই দৈনিক খাদ্যের সহিত প্রায় ২ ছটাক ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করে, কেবল বাঙ্গালী ও উড়িয়া সাধারণতঃ ১ ছটাকের অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ পায় না। এই ছানাজাতীয় পদার্থের অভাবে বাঙ্গালী ও উড়িয়াদের শরীর এত শীর্ণ ও দুর্ব্বল। এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

সময়—২৫শে শ্রাবণ ১৩২৬, ১০ই আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি (সভাপতি)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীবিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীমোহন রায়, শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ,—সম্পাদক

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ } সহকারী সম্পাদক
" শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ }

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়-লিখিত "নরহরি সরকারের" জীবন-চরিত, ৫। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—অদ্যকার আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত "নরহরি সরকারের জীবন-চরিত" নামক প্রবন্ধ-পাঠ অন্যতম। এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ৭টার ট্রেণে আবার বাড়ী চলিয়া যাইবেন। সেই জন্য আমি প্রস্তাব করি, ১—৩ সংখ্যক আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখিয়া প্রথমেই উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করা হউক। উপস্থিত সভ্যগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলে, সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে প্রবন্ধ-পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন এবং তিনি উক্ত প্রবন্ধের জন্য পরিষদের বিজ্ঞাপিত "শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার ২৫৲ টাকা" পাইয়াছেন, এই কথা জানাইয়া, সভার সমক্ষে তাঁহাকে উক্ত পুরস্কার (২৫৲) প্রদান করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার লিখিত "নরহরি সরকারের জীবন-চরিত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। তবে একটি কথায় আমার আপত্তি আছে। বৃন্দাবন দাস, তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে ঈর্ষাবশতঃ নরহরি সরকার ঠাকুরের নাম উল্লেখ করেন নাই, প্রবন্ধকার যাহা বলিয়াছেন, এ কথা ঠিক নহে। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতই নিজেকে প্রকাশ

করিতে ইচ্ছা করেন না। সম্ভবতঃ নরহরি ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমেই বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-ভাগবতে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, বৃন্দাবন দাসকে এইরূপ ভাবে যে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহা অন্যায়।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—ভগবৎকথা সুকৃতি না হইলে শোনা যায় না। সাহিত্য-পরিষদে আজ অনেক দিন পরে ভক্তের কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গালা ভাষা পুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলেন,—প্রাচীন পদাবলীর মধ্যে এমন সব জিনিষ আছে, যাহা কঠিন দার্শনিক বিষয়কে প্রাঞ্জল করিয়া দেয়। বৈষ্ণব কবিতা বড়, কি আধুনিক কবিতা বড়, তাহা হৃদয় দিয়া বুঝিতে হয়। এইরূপ প্রবন্ধের এরূপ আলোচনায় প্রবন্ধলেখক ধন্য, সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য, আমরাও ধন্য।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি যেরূপ হৃদয়গ্রাহী, সেইরূপ শ্রুতিমধুর হইয়াছে। যাঁহারা প্রবন্ধটি শুনিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয় অতি উচ্চ। লেখক মহাশয় বয়সে নবীন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও ভক্তি-ভাবে প্রবীণ। বাংলা দেশ গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবে ধন্য, আবার বাংলা ভাষা ধন্য—বৈষ্ণব-সাহিত্যের আবির্ভাবে। বৃন্দাবন দাস নরহরি ঠাকুরকে দেখিতে পারিতেন না, ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। পরম-বৈষ্ণব ভক্ত-শ্রেষ্ঠ দুই জন মহাপুরুষের মধ্যে ওরূপ বিদ্বেষ ভাব থাকা সম্ভবপর নহে। প্রবন্ধলেখক যে ঘটনাটি এই বিদ্বেষের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ১ম মাসিক এবং ২য় ও ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যের নামের তালিকা পাঠ করিলে পর, নিম্নলিখিত মহোদয় পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীঅনঙ্গকুমার মুখোপাধ্যায়, পাইকপাড়া রাজবাটী,—কাশীপুর পোঃ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, পুস্তক উপহারদাতাদের নাম এবং পুস্তকের নাম পাঠ করিলে পর, সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তকের নাম

শ্রীযুক্ত করুণাময় কর, ১। পদাগুচ্ছ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ২। শিবাজী, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, ৩। গোপীচন্দ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ৪। ইষ্টীয় ধর্ম্ম, ডাঃ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, ৫। ডিজিজ অব ভাইট্যাল অর্গাণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। বসুধ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৭। উপাসনা, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ৮। অভি-

সম্পাত, শ্রীযুক্ত বৈকেশচন্দ্র রক্ষিত. ৯। বৌদ্ধ-নীতি। Supdt. Govt. Printing, India. ১০। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. May 1919, Registrar, Calcutta University. ১১। Lectures on the Ancient History of India.

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "সধবার একাদশী" নামক গ্রন্থের প্রচার সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের কোনও কর্ত্তব্য আছে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার জন্ত আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিকট এই বিষয় উপস্থিত করা হউক।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সভার
বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

রঙ্গপুর শাখা—১৩২৪

১৩২৫ বঙ্গাব্দে এই সভা চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ বিবৃত হইল।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন সদস্য ১, বিশিষ্ট সদস্য ৫, অধ্যাপক সদস্য ৪, সহায়ক সদস্য ৭, সাধারণ সদস্য ২৩৯, ছাত্র সদস্য ৫২, একুন ৩০৮।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম উৎসাহী সদস্য পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় পরলোকগমন করেন। পূর্ণেন্দু বাবুর পরিবারের জন্য এই সভা অর্থ সাহায্য সংগ্রহে তৎপর হইয়াছেন।

বিগত ২৮শে মাঘ রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৩২৪ তারিখে এই সভার দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, বি এস সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনিবার্য্য [illegible] ত্রয়োদশ বর্ষের শেষ [illegible] সাংবৎসরিক [illegible] সংঘটিত হওয়ায় অব্যবহিত পরে ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক [illegible] স্থগিত রাখিয়া ১৩২৫ বঙ্গাব্দের [illegible] একত্রে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ সাংবৎসরিক অধিবেশন আহ্বান করা স্থির হইয়াছে [illegible] সাংবৎসরিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই চতুর্দ্দশ বর্ষারম্ভ [illegible]

বিগত দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ (১৩২৪।২৫) বর্ষদ্বয়ের ১ জন সভাপতি, ৫ জন সহকারী সভাপতি, ১ জন সম্পাদক, ৪ জন সহকারী সম্পাদক এবং ছাত্রাধ্যক্ষ ও চিত্রশালাধ্যক্ষ মোট ১৪ জন লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং ত্রয়োদশ বর্ষে ২টী সাধারণ ও দুইটী বিশেষ মোট ৪টী কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে।

ত্রয়োদশ বর্ষে একটী মাসিক ও দুইটী বিশেষ অধিবেশন হয়। দ্বাদশ বর্ষে নিম্নোক্ত দুইটী অধিবেশন হয়।

	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক	
৫ম অধিবেশন ২৩শে বৈশাখ,১৩২৪।	হেগেলের দার্শনিক মতবাদ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বাগ্‌চি এম্ এ,	রঙ্গপুর সুবর্ণদহ সরকারী স্কুলের দপ্তরীর চাপরাস (সন ১২৬৮ বাং)	শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস কর্ত্তৃক উপহৃত।
৬ষ্ঠ অধিবেশন। ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	বর্ত্তমান ভূগোলের প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ,		

প্রথম অধিবেশন	সংস্কৃত ভাষার	গৌড়ের চিত্রাবলী	শোক প্রকাশ
২৮শে ফাল্গুন, ১৩২৪	পরিণাম।	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ	সভার উৎসাহী সদস্য
	শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র	গুপ্ত এম্, এ,	পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
	বেদান্ততীর্থ	আই, সি, এস।	মহাশয়ের পরলোক গমনে

বিশেষ অধিবেশন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এসসি মহাশয় "উদ্ভিজ্জের মনস্তত্ব" (Psychology of Plants) সম্বন্ধে দুইটী বিশেষ বক্তৃতা করেন। উহার প্রথম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও দ্বিতীয় অধিবেশনে তাজহাটের রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর সভাপতির কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, মিঃ পি, জে, মেটা, এম্, ডি, বার-এট-ল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, বি এসসি মহাশয় কতিপয় পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিকাশ, প্রবাসী, নারায়ণ, গৃহস্থ, স্বাস্থ্য-সমাচার, বিজ্ঞান, ব্রাহ্মণ-সমাজ, অর্ঘ্য, সাহিত্য-সংবাদ, সাহিত্য-সংহিতা, অর্চ্চনা, জগজ্জ্যোতি, বাঁশী, প্রতিভা, তোষিণী, সৌরভ, উপাসনা, হিন্দু-পত্রিকা, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, হিন্দুরঞ্জিকা, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষা-সমাচার, রঙ্গপুরদিক্প্রকাশ, গৌড়দূত, মালদহ-সমাচার, সঞ্জয়, সুরমা, সুরাজ ও রঙ্গপুরদর্পণ—এই সকল সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে।

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বগুড়া অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে এই সভা বিগত বর্ষে বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন যে, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যসেবিগণের প্রতিনিধিরূপে একজন সাহিত্যসেবীকে টেক্স্ট বুক কমিটিতে গ্রহণ করা হউক। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় গত ১৭।৭।১৮ তারিখে ২২০১ এসি পত্রদ্বারা ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করায় উক্ত সম্মিলন কর্ত্তৃক এতদর্থে গঠিত শাখা-সমিতির গত ৩।১১।২৪ তারিখের অধিবেশনে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন ও এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে ঐ টেক্স্ট বুক কমিটিতে গ্রহণার্থ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

বিগত, বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলর মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, ডি এল মহাশয় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

আলোচ্য বর্ষে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে ২৬ এ ও ২৭ এ শ্রাবণ তারিখে জন্মাষ্টমীর অবকাশে বগুড়া নগরীতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ, বার-এট-ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত নবাবজাদা সৈয়দ আফতাব আলি সাহেব বাহাদুর বগুড়াবাসীর পক্ষ হইতে সমাগত সাহিত্যিকদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং বগুড়ার

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল এম এস মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

সভার মুখপত্র রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দশম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গপুর-শাখা—১৩২৫

১৩২৬ বঙ্গাব্দে এই সভা পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ বিবৃত হইল।

সদস্যের মৃত্যু :—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে রঙ্গপুর বামনডাঙ্গার ভূম্যধিকারী বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী ও মালদহ ইংরেজাবাদের জমিদার কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষদ্বয়ের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির চারিটী মাত্র অধিবেশন হইয়াছে।

বিগত ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শেষভাগে চতুর্দ্দশ সাংবৎসরিক অধিবেশন না হওয়ায়, বর্ত্তমান ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৮শে বৈশাখ তারিখে আহূত অধিবেশন লইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষে মোট দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ।	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক
প্রথম মাসিক অধিবেশন। ২২শে বৈশাখ, রবিবার	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতি-সাংখ্য-মীমাংসা-পুরাণতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে বক্তৃতা (পূর্ব্বাংশ)।
দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন। ২২শে বৈশাখ, রবিবার	শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয় লিখিত অদ্বৈত-মঙ্গল পুথি ও অদ্বৈতাচার্য্যের কাল নিরূপণ প্রবন্ধের প্রতিবাদ।
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন। ২৯শে বৈশাখ, রবিবার	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতি-সাংখ্য-মীমাংসা-পুরাণতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সাধনা (উত্তরাংশ) (বক্তৃতা)।
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন। ১৯শে শ্রাবণ, রবিবার	শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয়-লিখিত "ভট্ট কবিতা"। এই অধিবেশনে (ক) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রদত্ত স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং (খ) ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় প্রদত্ত সাহ আলম বাদশাহের মুদ্রা প্রদর্শিত হয়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। ২২শে ভাদ্র, রবিবার — শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয়ের লিখিত "বদরপুরের কেল্লা ও শিলালিপি"।

বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহদাতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন। ২৭শে কার্ত্তিক, রবিবার — শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন সেন মহাশয়ের লিখিত "সৃষ্টিতত্ত্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন। ৭ই পৌষ, রবিবার — শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "বিবেককার শূলপাণি"। এই সভায় (১) রংপুর বামনডাঙ্গার জমিদার বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ও হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন ১২ই ফাল্গুন, রবিবার — শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের লিখিত "সত্যনারায়ণের পাঁচালী সম্বন্ধে আলোচনা।"

নবম মাসিক অধিবেশন ১৬ই চৈত্র, রবিবার — শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয় লিখিত "বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীহট্ট"।

দশম মাসিক অধিবেশন ২৮ বৈশাখ, রবিবার — শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস বি এ,বি টী মহাশয় লিখিত "গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুথি"।

নিম্নলিখিত হিতৈষী বন্ধু ও সদস্যগণ শাখার গ্রন্থাগারে পুথি ও পুস্তকাদি উপহার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজা জগদিন্দ্রদেব রায়কত, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, মৌলবী মোহাম্মদ অমিরুদ্দিন আহম্মদ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার সাহিত্য-সভার সম্পাদক, গৌহাটী শাখা-পরিষৎ-সম্পাদক ও সারস্বত-সম্মিলন সম্পাদক।

বিগত বর্ষে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিকাশ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, প্রবাসী, নারায়ণ, স্বাস্থ্যসমাচার, ব্রাহ্মণসমাজ, অর্ঘ্য, সাহিত্য-সংবাদ, অর্চ্চনা, সাহিত্য-সংহিতা, জগজ্জ্যোতিঃ, প্রতিভা, তোষিণী, সৌরভ, উপাসনা, হিন্দু পত্রিকা, The Devalaya Review, আর্য্যবিভূতি, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, হিন্দুরঞ্জিকা, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষা-সমাচার, রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ, গৌড়দূত, মালদহ সমাচার, সঞ্জয়, জন্মভূমি, সুরাজ, রঙ্গপুর-দর্পণ।

"নারায়ণ"-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিগত ২৪এ ফাল্গুন, শনিবার ১৩২৫ বঙ্গাব্দ তারিখে স্থানীয় এডওয়ার্ড স্মৃতিভবনে এক সাহিত্যসম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল।

চিত্রশালা পরিদর্শন—বিগত বর্ষে অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম এ, পি আর এস্ এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ, ব্যারিষ্টার ও মুর্শিদাবাদ বালুচরের জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপৎ সিং ও শ্রীযুক্ত জগপত্র সিং মহোদয়গণ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন,—জন্মাষ্টমীর অবকাশে বিগত ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র হইতে জলপাইগুড়ী নগরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ করা হইয়াছিল। সাময়িক জ্বরের প্রাবল্য নিবন্ধন তত্রত্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুরোধে কেন্দ্রসভা এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন যে, ৺পূজাবকাশের অন্তে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক কালনির্দ্দেশ পূর্ব্বক সম্মিলনের অধিবেশন করা হইবে। বর্ত্তমানে এতৎসম্বন্ধে পত্র ব্যবহার চলিতেছে।

সভার মুখপত্র,—বিগত বর্ষে সভার মুখপত্র রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৩, ১ম—৪র্থ এবং ১৩২৪, ১ম—৪র্থ সংখ্যাদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রসভা উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনের বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

রাজসাহী শাখা—১৩২৫

পৃষ্ঠপোষক—সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, সহকারী সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল এবং রায় শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এম এ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম এ প্রভৃতি সাহিত্যসেবকগণ ইহার বিশিষ্ট সভ্য। সভার সাধারণ সভ্যসংখ্যা ৬০।

আলোচ্য বর্ষে তিনটি মাসিক অধিবেশন এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১ম অধিবেশন ৬ই বৈশাখ। আলোচ্য-বিষয়—বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার স্থান। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মজুমদার বি এ। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী এম্ এ, বি টি, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম এ, মাতৃভাষা অবলম্বনে শিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইয়া দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন দত্ত এম এ, এবং শ্রীযুক্ত কৌষিকীচরণ ভট্টাচার্য্য এম এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা-সম্বলিত শিক্ষাপ্রণালীর একটি ধারা দেখাইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৫ই আষাঢ়। আলোচ্য বিষয়—"শিক্ষায় মাতৃভাষার উপযোগিতা", প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী এম্ এ, বি টি। মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিশেষ অধিবেশন—২০শে মাঘ। পরলোকগত ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য এই অধিবেশন করা হয়। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি টি, মৃত মহাত্মার জীবনী বিস্তৃতরূপে আলোচনা করেন।

শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

ভাগলপুর শাখা—১৩২৫

পরিষদের নিয়মানুসারে বৎসরের প্রারম্ভে একটি সাধারণ অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এবং কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হয়। পরে চারিটি অধিবেশনে নিম্নোক্ত চারিটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ এবং লেখকের নাম—

১। মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র

২। মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধ শিল্পকলা— ঐ ঐ

৩। ব্রাহ্মণের আভিজাত্য—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী

৪। জীবন-চরিতে দ্বিজেন্দ্রলাল—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ

প্লেগ্ এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে এ বৎসর আর কোন অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে সভ্যসংখ্যা ছিল ৩২; পুস্তকাগারে পুস্তক-সংখ্যা ৩৯২। আয় ৬০৲, ব্যয় ৫০৷৶১০।

শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু।
সম্পাদক।

চট্টগ্রাম শাখা—১৩২৫

বিগত বর্ষে চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আদর্শ-চরিত্র পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর-গমন, মহাকবি নবীনচন্দ্রের সাংবৎসরিক স্মৃতি-উৎসব, কবি শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অভিনন্দন, মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে আনন্দ প্রদান ও চট্টলের সুকৃতি সন্তান শ্রীযুত বিভূতি-ভূষণ দত্ত এম্-এস্-সি মহোদয়ের পি-আর-এস্ উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা প্রভৃতি উপলক্ষে যথাক্রমে পরিষদের পাঁচটি বিশেষ অধিবেশনও হইয়াছে।

২রা চৈত্র রবিবার নন্দাপাড়া 'মগধেশ্বরী' তটে জন্মভূমির অমর কবি নবীনচন্দ্রের শ্মশান-ক্ষেত্রে সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুত বিপিনবিহারী নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমিল্লা, নোয়াখালী, খণ্ডল প্রভৃতি স্থান হইতেও প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে কবি নবীনচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের এ পরিষৎ বিশেষ গৌরব ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়, বিদূষী মহিলা কুমুদিনী রায় চৌধুরী, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ মহাত্মগণের পরলোকগমনেও এ পরিষৎ বিশেষ শোক প্রকাশ করেন।

পরিষদের অধিবেশনে নিম্নোক্ত ভদ্র মহোদয়গণের রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতি পঠিত হয়। কবিতা—

মহাত্মার মাতৃদর্শন—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
গোবিন্দ-প্রয়াণ— " "
বনপথে আত্মপ্রসাদ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেন
চট্টল-বন্দনা—শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, সূত্রতীর্থ
আত্মানুভূতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ
শ্মশানে—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
পল্লীবাসী—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লালা এম্-এ, বি এল্
মায়ের আহ্বান—শ্রীযুক্ত মোক্ষদাকুমার বিশ্বাস এম এ
সৈরিন্ধ্রী কাব্যের কয়েক সর্গ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ
নবীন-স্মৃতি—শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
মিলন—শ্রীযুক্ত হরিকৃপা চৌধুরী

(প্রবন্ধ)

শৈলপথে হাতীখেদাভিযান—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লালা এম্-এ, বি-এল্
মীনচেতন—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস
মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দর—শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ
রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্-এ
কৈকেয়ী-কলঙ্ক—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বি এল্
আয়ুর্ব্বেদীয় সাহিত্য ও তাহার দার্শনিক ভিত্তি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রমোহন সেন বি এ, কবিরঞ্জন, বৈদ্যশাস্ত্রী
বঙ্গভাষা—শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
মৃত্যুঞ্জয়—শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
অতীতের স্মৃতি-কণা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সাংখ্যতীর্থ
আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিশেষত্ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যানিধি
স্বপ্নতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র ঘোষ
আর্য্যা—শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, সূত্রতীর্থ

সদস্য-সংখ্যার বৃদ্ধি সত্বেও গত বৎসর পরিষদের আয় আশানুরূপ হয় নাই এবং অর্থানটন-বশতঃ অনেক প্রয়োজনীয় কাজ অনারব্ধ ও অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। সদস্য-সংখ্যার

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও রীতিমত চাঁদা আদায়ের অন্য কোন প্রকৃষ্ট বিধান না করিলে পরিষদের উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তৎপ্রতি পরিষদের ভক্ত ও হিতৈষিগণের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পরিষদের বর্ত্তমান সদস্যসংখ্যা—১১৪ এবং চাঁদা, বাং উশুল হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ মোট ১৭২।/০ গত বৎসরের আয়; ব্যয় হইয়াছে ১২৩৬/১০। সম্পাদক মহাশয় নিজ তহবিল হইতে ১০৬/১০ আনা খরচ করিয়া পরিষদের আবশ্যকীয় ব্যয় কোনমতে নির্ব্বাহ করেন।

বর্ত্তমান বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্। সহঃ সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক। ২। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। ৩। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ। সহঃ সম্পাদক ১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লাহা এম এ, বি এল্। ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি এ, বি-টি। ৩। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র গুহ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন বড়ুয়া এম এ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বি এল্, শ্রীযুক্ত রমেশচরণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ এবং মোক্তার শ্রীযুক্ত হরিমোহন নাথ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র লাহা
সহকারী সম্পাদক।

বারাণসী শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষদের দশম বর্ষ অতীত হইল। এ বৎসর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং ৺নিখিলনাথ মৈত্র এম এ মহাশয়গণ সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত হরিদাস কাব্যসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত চারুশশী বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত তারাচরণ কাব্যতীর্থ সাহিত্যোপাধ্যায় গ্রন্থাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় কোষাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ আয়-ব্যয়-পরীক্ষক, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম এ, শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ।

আলোচ্য-বর্ষে শাখা সভার চারিটী অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল।

	প্রবন্ধ	লেখক	সভাপতি
১।	চন্দ্ররশ্মি	শ্রীযুক্ত রামাপদ শাস্ত্রী	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন
২।	শব্দতত্ত্ব	” হরিহর শাস্ত্রী	”

প্রবন্ধ	লেখক	সভাপতি
৩। অধ্যাপক নিখিলনাথ।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ।	রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম এ এল, এল বি, আই এস ও, বাহাদুর।
৪। জয় গুরুদাস।	শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই।

প্রথম প্রবন্ধ অগ্রহায়ণের "সাহিত্যে" (১৩২৫), দ্বিতীয় প্রবন্ধ বৈশাখের "ভারতবর্ষে" (১৩২৬), তৃতীয় প্রবন্ধ মাঘের "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" (১৩২৫), চতুর্থ প্রবন্ধ চৈত্র-বৈশাখের "অর্চ্চনায়" (১৩২৬) প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধদ্বয় স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত হইয়াছে।

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কাশীতে সমাগত হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ২১শে চৈত্র (১৩২৫) এক বিশেষ সভা আহূত হয়। অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রের নির্দ্দেশপূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়া শাখা সভাকে উপকৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠের সভার অধিবেশনে মূল পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন।

সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি ৺নিখিলনাথ মৈত্র এম এ মহোদয়ের অকাল-মৃত্যুতে শাখা-সভা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

প্রত্নাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারাচরণ কাব্যতীর্থ সাহিত্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় স্থানীয় রাধারাণী লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি পাওয়ায় শাখা-পরিষদের পুস্তকালয় বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে প্রায় আড়াই হাজার পুস্তক পরিপুষ্ট হইয়াছে।

শাখা-পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনই স্থানীয় এংলো বেঙ্গলী স্কুলে সম্পন্ন হইয়াছে। এ জন্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকটে শাখা-পরিষৎ কৃতজ্ঞ। শাখা-পরিষদের পুস্তকালয় ও অধিবেশন—এই উভয়ের উপযোগী স্থানের অভাব। এ বিষয়ে আমরা বাঙ্গালা ভদ্র মহোদয়-গণের সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী
সম্পাদক।

গৌহাটী শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধির প্রকোপে অনেক দিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় ও সভাসমিতির অধিবেশন বাঞ্ছনীয় না হওয়ায়, পরিষদের অধিবেশন-সংখ্যা কিছু কম হইয়াছে। মাত্র ৬টী অধিবেশন হইয়াছে। মোট ১০টী প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছে। নিম্নে উহার বিবরণ দেওয়া হইল।

১ম অধিবেশন—১২ই আশ্বিন, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ—"লোটা সাগর"—লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল এম এস। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—"ইংরাজ রাজত্বের

প্রাক্‌কালে আসামের শিক্ষা ও বাণিজ্যের অবস্থা" (দ্বিতীয় অংশ), লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২য় অধিবেশন—২৪শে কার্ত্তিক, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ—"সে কাল ও এ কাল"—লেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ। ২য় প্রবন্ধ—"রঞ্জন রশ্মি"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

৩য় অধিবেশন—১লা পৌষ, ১৩২৫। "আসামে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী চাম জাতি"—লেখক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে। স্থানীয় "অসমীয়া সাহিত্য উন্নতি-সাধিনী সভার" অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কেত্রধর বর গোহাঁই বি এ মহাশয় যে এই শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, গোপাল বাবু তাহারই অনুবাদ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে এই সভায় ৺ স্যর্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ৺ গোবিন্দচন্দ্র দাস ও স্থানীয় নাট্য-রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

৪র্থ অধিবেশন—১২ই মাঘ, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ—"আসামে আহোম রাজত্ব"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভুঞা এম্ এ। ২য় প্রবন্ধ—"মুকুন্দরামের পরিচয়"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

৫ম অধিবেশন—৫ঠা ফাল্গুন, ১৩২৫। "সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ও পঞ্জিকাসংস্কার"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ।

৬ষ্ঠ অধিবেশন—৩রা চৈত্র, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ "কবিতাকুসুমাবলী"—লেখক—শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ (রংপুর)। ২য় প্রবন্ধ "ডি, এল, রায়ের 'সীতার সমালোচনা"।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ এবং শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গাঙ্গুলী বি এ, বি টি মহাশয়দ্বয় সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

ত্রিপুরা শাখা—১৩২৫

এই বৎসর ৫টী সভা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩টীতে উপযুক্তসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় কোন কার্য্য হয় নাই। বাকী দুই সভায় নিম্নলিখিত দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল,—

১। উপাধি ব্যাধি—শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর।

২। ৺নবীনচন্দ্র সেন—বক্তা—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অনুকূলচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত মৌলবি দৌলত আহম্মদ এবং শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

গত বৎসর সভ্য-সংখ্যা ১১১ ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে তাহা বৃদ্ধি হইয়া ১১৫ হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে পুথি-সমিতির সভ্যগণ বিশেষ কোন কাজ না করিয়া থাকিলেও, সম্পাদকের চেষ্টায় ১০ খানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে একটী পিত্তল-নির্ম্মিত মূর্ত্তি সম্পাদক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে ঢাকা যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছে। হাতীর উপর সিংহ ও তাহার উপর স্ত্রী-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগে টাকার ন্যায় গোল দুইটি বৃত্ত চিহ্ন ও তাহার মধ্যে কয়েক লাইন অস্পষ্ট লেখা আছে—বহু কষ্টেও লেখা পড়িতে পারা যায় নাই।

বার্ষিক অধিবেশনের সময় চাঁদা আদায় হয় বলিয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া গেল না।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়
সম্পাদক।

বর্দ্ধমান শাখা—১৩২৫

অধিবেশন	তারিখ	প্রবন্ধ	লেখক
১ম মাসিক	১৩২৫ সাল ৮ই আষাঢ়	কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা	শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল।
২য় ”	৭ই ভাদ্র	চণ্ডীদাস	শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল।
৩য় ”	৩।৪ আশ্বিন	বঙ্গসাহিত্যে নব রোমান্সের প্রসার	শ্রীআনন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি এল।
৪র্থ ”	৭ই পৌষ	কপালকুণ্ডলায় মতিবিবি	শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

এই চতুর্থ অধিবেশনে প্রথমে স্বর্গীয় স্যর গুরুদাসের তিরোভাবে শোকপ্রকাশ উপলক্ষে তাঁহার আদর্শ জীবনের আলোচনা হয়। আদায় করিবার লোকাভাবে চাঁদা একেবারেই আদায় হয় নাই। পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ হইতে বিবিধ খরচের জন্য ২০৲ টাকা লওয়া হয়। তন্মধ্যে ১৩।১০ খরচ হইয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কালনা শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-শাখার অবস্থা ভাল নয়। অনেকগুলি উৎসাহশীল সভ্য স্থানত্যাগ করায়, সর্ব্বোপরি দুই জন সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষের মৃত্যুতে, শাখা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

শোক-প্রকাশ;—সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল (হাইকোর্ট উকীল) এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক বসন্তকুমার উপাধ্যায় মহোদয়দ্বয়ের মৃত্যুতে তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে শাখা-পরিষৎ শোক-প্রকাশ করিয়াছেন।

অধিবেশন ;—আলোচ্য বর্ষে ম্যালেরিয়া ও মহামারিতে এতদঞ্চলে উৎপাত হওয়ায়, পাঁচটির অধিক মাসিক অধিবেশন হয় নাই। ৭ই পৌষ একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রঙ্গপুর গাইবান্ধার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল নন্দী মহাশয়কে এই অধিবেশনে সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

প্রবন্ধ পাঠ ;—বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টি পঠিত হইয়াছে,—

প্রবন্ধ	লেখক
(১) বেদের ব্যভিচার	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।
(২) প্রাকৃত ভাষায় কাব্য	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।
(৩) সৌন্দর্য্যের স্বরূপ	শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়।
(৪) বস্তুতান্ত্রিকতা	শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়।
(৫) আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক কবিরত্ন।

হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে শাখা-পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত সভ্যগণ যোগ দিয়াছিলেন ;—

(১) শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ, (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার কাব্যতীর্থ, (৩) শ্রীনৃসিংহ-দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪) শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা এবং (৫) শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ;—আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হয়।—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী মল্লিক এম এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

সহকারী সভাপতি {
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পল্লীবাসী" সম্পাদক।

ছাত্রাধ্যক্ষ— „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্

গ্রন্থাধ্যক্ষ—পণ্ডিত „ বঙ্কেশ্বর স্মৃতিচূড়ামণি

সম্পাদক—ডাক্তার „ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্ এম্ এস্

সহকারী সম্পাদক {
৺ বসন্তকুমার উপাধ্যায়
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার কবিরত্ন
শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল	শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সান্ডাল
„ হরগোবিন্দ বেজ	ডাঃ „ ক্ষেত্রনাথ মজুমদার
„ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	মৌলবী „ আব্দুল খালেক

শাখার নিজস্ব গৃহ নাই। অধিবেশনাদি কাল্নার টাউন হলে হয়। কিন্তু

নিজস্ব গৃহ না থাকায় কার্য্যালয়ের বড়ই অসুবিধা। পুথি-পুস্তক যাহা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, সবই স্থানাভাবে বিশৃঙ্খলাবস্থায় রহিয়াছে।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ
সহযোগী সম্পাদক।

মেদিনীপুর-শাখা—১৩২৪,

আলোচ্য বর্ষে দেশপূজ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয় শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং শাখা-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি সঙ্গীতাচার্য্য চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ মহোদয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ বি এল্ ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ মহাশয়গণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা

(১) আলোচ্য বর্ষে নবাবজাদা সৈয়দ আলি আসরফ মহোদয়ের শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন।

(২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পত্র প্রাপ্তি। আমাদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেশনাথ দাস মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতৃদেবকে তিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। ইহার তারিখ ১৭৮৩ শকাব্দা, জ্যৈষ্ঠ মাস। আমাদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন মহাশয়ের যত্নে উহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

(৩) আমাদের সহৃদয় ডিষ্ট্রীক্ট জজ মিঃ ডব্লিউ এন ডেলেভিঙ্গ মহোদয় শাখা-পরিষদে সংগৃহীত পুথির প্রচারকল্পে এবং সাহিত্যানুরাগী ও সৎকর্ম্মে উৎসাহদাতা ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এল্ এন্ বসু মহোদয় ও আমাদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, পচেটগড়ের জমিদার সঙ্গীতাচার্য্য চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ মহোদয় পরিষৎ-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ-সদস্য—৭৪, অভিভাবক-সদস্য—৯, অধ্যাপক-সদস্য—৪, মোট ৮৭ জন সদস্য ছিলেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, গত বর্ষ হইতে এ বৎসরও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কর্ম্মকর্ত্তৃগণ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি

সভাপতি,—রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর,

সহঃ সভাপতি
১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল
২। চৌধুরী শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ

সম্পাদক,—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল

সহঃ সম্পাদক,— { ১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস
২। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থাধ্যক্ষ, { ১। শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় গুপ্ত
২। শ্রীযুক্ত শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

হিসাব-পরীক্ষকগণ,— { ১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন
২। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসগুপ্ত

উক্ত দশ জন কর্ম্মকর্ত্তা ও শ্রীযুক্ত দেবকিশোর আচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে মহাশয়গণকে লইয়া আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

পরিষৎ মন্দির

গত বর্ষে আমরা দানশীল নাড়াজোলাধিপতির ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে আমাদের অন্যতর অভিভাবক সহৃদয় শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন এবং যাবতীয় কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার এই বদান্যতায় আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন ব্যতীত সর্ব্বসমেত ৬০টি অধিবেশন হয়, তন্মধ্যে মাসিক—৭, সাপ্তাহিক—৩৯, বিশেষ—৭, অভ্যর্থনা-সমিতি—৩, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি—৪। মূল পরিষদের নিয়মানুসারে অত্রত্য বেলী হলে শাখা-পরিষদের মাসিক অধিবেশন হইয়া থাকে, এই প্রসঙ্গে আমাদের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ বি, টম্সন্ এবং বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ. এ মার মহোদয়গণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। মিঃ টম্সন্ বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং তাঁহার সভাপতিত্বে বেলী হলে প্রথম মাসিক অধিবেশনের ব্যবস্থা হয় এবং মিঃ মার বাহাদুরের অনুমতিক্রমে আমরা অদ্যাবধি মাসিক অধিবেশনের জন্য বেলী হল ব্যবহারের অধিকার পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে ৭টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১টি ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১টি ৺সারদাচরণ মিত্রের ও ১টি ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্মৃতি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ১০৭ প্রবন্ধ পাঠ, সংরক্ষণ ও প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্প বৃদ্ধি হইলেও গুরুত্বে গত বর্ষ অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি এল মহাশয়ের "ইতিহাস-চর্চ্চা" ও

"সাহিত্যে অধিকার"; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পরিষৎ হইতে সংগৃহীত ৬খানি পুথির পরিচয়, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সিংহ বি এল মহাশয়ের "গীতাভাব", শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র গুপ্ত এম এ, মহাশয়ের "মেদিনীপুরে জাতি ও উপাধি" এবং "সাঁওতালি ভাষার উপর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব", ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনীলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আই, এম, এস্ মহাশয়ের "প্রাণী বা আমিষ খাদ্যের অপকারিতা", শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল মহাশয়ের "জাতীয়-সাহিত্য" ইত্যাদি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে কবিতার ভাগই অধিক।

অন্যান্য জেলার সহৃদয় ব্যক্তিগণ, গ্রন্থকার ও পুস্তক-প্রকাশকগণের কৃপায় শাখার পাঠাগার ও পুস্তকাগার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। আলোচ্য বর্ষে আমাদের পুস্তকাবলীর ও পাঠের নিমিত্ত পাঠাগারে রক্ষিত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাদির সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত শ্রেণীভেদে ৫১৬খানি পুস্তক শাখায় রক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আমরা ১৭ খানি পুস্তক নিম্নোক্ত সদস্যগণ ও অন্যান্য গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণের নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। মিঃ বি, এল, সাসমল, ২। ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বসু, ৩। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৪। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মণ্ডল, ৬। সন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠাগারে নানাবিধ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি সর্ব্বদা পাঠের জন্য রক্ষিত হয়। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়, মেদিনী-বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র গিরি ইত্যাদি মহোদয়গণ পত্রিকাদি দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের শাখা-পরিষদের প্রাণস্বরূপ মহাত্মা ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি তৈল-চিত্র সম্পাদক কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ পাইন মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে তৈলচিত্রখানি বাঁধাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য শাখা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। মেদিনীপুর একটী অতি পুরাতন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। মেদিনীমাতার কৃতি সন্তানগণের জীবনী সংগ্রহ, লুপ্তপ্রায় হস্ত-লিখিত পুথি সংগ্রহ, উদ্ধার এবং প্রচার ইত্যাদি কার্য্যের জন্য কয়েকজন সদস্য লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সমিতি আলোচ্য বর্ষে ৩১খানি হস্ত-লিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১১খানির পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় ও শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণের চেষ্টায় ৬খানি সম্পাদিত হইয়াছে। পুথির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ বিশ্বাস মহোদয়গণ পুথির স্বত্ব পরিত্যাগ করায় পরিষৎ তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী। পুথির উদ্ধার ব্যতীত এ বার নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণকে তাঁহাদের সুবিধা অনুসারে মেদিনীপুরের ভিন্ন ভিন্ন থানায় অন্তর্গত গ্রামসমূহের ঐতিহাসিক তথ্য আদি সংগ্রহের ভার দেওয়া হইয়াছে।

১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মিত্র বি এ, ২। শ্রীভাগবতচন্দ্র দাস বি এল, ৩। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, ৪। শ্রীচারুচন্দ্র সেন, ৫। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ৬। শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু বি এল, ৭। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৮। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৯। শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মাসিক চাঁদা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্ব্বসমেত ১৫৫।/১২। টাকা আদায় হইয়াছে। পুস্তকাদি ক্রয় এবং বাঁধাই, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদি ক্রয় এবং অন্যান্য কার্য্যে ১০৯৵৴১ টাকা ব্যয় হইয়া ৪৬৵৭॥০ তহবিলে মজুত আছে। পরিষদের বার্ষিক উৎসবের ব্যয় সদস্যগণের ও সাধারণের নিকট বিশেষ চাঁদা তুলিয়া নির্ব্বাহিত হয়। এই অর্থের সহিত পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারের কোন্ সম্পর্ক নাই। যাঁহারা আমাদের এই মহৎ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোকপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে শাখার অন্যতম অভিভাবক, নাড়াজোলের জমিদার, দানবীর, সৎকর্মে উৎসাহদাতা সতীশনারায়ণ সাহস রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

পুর শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শোকাবহ ও স্মরণীয় ঘটনা—আমাদের স্থায়ী সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ মহাশয়ের ও অভিভাবক সদস্য কালীপদ হাজরা মহাশয়ের পরলোকগমন। এতদ্ব্যতীত পূর্ণচন্দ্র জানা এবং সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ও পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ণবাবু সঙ্গীতাদি আলাপদ্বারা এবং সুরেন্দ্রবাবু শাখার অনুষ্ঠানাদিতে কবিতাদি রচনা দ্বারা শাখার বিশেষ সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের পরলোকগমনে গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ২১শে ভাদ্র, ২৯শে কার্ত্তিক ও ৮ই শ্রাবণ তারিখে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানপূর্ব্বক শোক প্রকাশ করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত বার্ষিক উৎসবের কথা।

পরিষদের সাপ্তাহিক ও মাসিক ব্যতীত প্রতিবৎসরই বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা ও মেদিনীপুরের মফঃস্বল হইতে অনেক প্রথিতনামা সাহিত্যরথী আগমন করেন। গত বর্ষে বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি এচ্ ডি, ডি এস্ সি, সি আই ই মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং শাখা-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, চিল্কিগড়ের রাজা, বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবল দেব বি এ, মহোদয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে আরও দুইটী

বিশেষ কথা এই যে, এ বিষয়ে জেলার রাজপুরুষগণের উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভে শাখা বিশেষ উপকৃত হইয়াছে এবং নাড়াজোলাধিপতি রাজা নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর আজ কয়েক বৎসর কলিকাতা হইতে আগত সাহিত্যিকগণের ও সভাপতি মহাশয়ের আতিথেয়-তার-ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা।

(১) আলোচ্য বর্ষে প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা, আমরা এ বৎসরও পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় আর একখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; এখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভার গৌরব বর্দ্ধনার্থ পরিষৎকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

(২) প্রধান অভিভাবক সদস্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিষদের সংগৃহীত পুথির মধ্যে প্রকাশযোগ্য একখানি পুথি প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(৩) বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, অক্লান্তকর্ম্মী স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজ নামক সভাটি মূল পরিষদের শাখারূপে পরিগণিত হইয়াছে। শাখায় সেই মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূল-পরিষদে গত ৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি বিরাট সভা হয়। শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(৪) এ বার পিঙ্গলা হইতে কতিপয় প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পিঙ্গলা স্কুলের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে এই মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক মূর্ত্তিগুলি এই সভায় প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া আমদিগকে বিশেষ বাধিত করিয়াছেন।

(৫) শাখার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম এ মহাশয় স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ মহাশয়ের স্মৃতি উদ্দেশে আমাদের শাখা-পরিষদের ছাত্র সভ্যগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-রচয়িতাকে "প্রহরাজ রৌপ্যপদক" প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা।

আলোচ্য বর্ষে শাখার সাধারণ সদস্য—৯৬, অভিভাবক সদস্য—১০, অধ্যাপক সদস্য—৬, মোট ১১২।

কর্ম্মকর্ত্তৃগণ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

সভাপতি — ৺ কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর

সহকারী সভাপতি — শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল; রাজা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্

সহকারী সম্পাদক — শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ সেন

গ্রন্থাধ্যক্ষ — শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়; শ্রীভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ

কাব্যতীর্থ মহাশয় কিছু দিন অবসর গ্রহণ করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত কার্য্য করেন।

হিসাব-পরীক্ষক — শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর সান্যাল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু

উপরোক্ত ১১ জন কর্ম্মকর্ত্তা ও শ্রীযুক্ত দেবকিশোর আচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণকে লইয়া আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি। ইঁহাদের মধ্যে সভাপতির কথা পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহার অভাবে আমাদের সুযোগ্য সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

পরিষৎ মন্দির

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের স্থায়ী মন্দির নির্ম্মাণকল্পে শাখার কোন আশাই এ পর্য্যন্ত ফলবতী হয় নাই—ভিক্ষা-ভাণ্ড তেমনই শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; স্থানের আশা যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষেও অন্যতম অভিভাবক সদস্য শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয়ের দয়ায় তাঁহারই বাটীতে পরিষদের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। তাঁহার নিকট শাখা এ জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে মাসিক—৬, সাপ্তাহিক—৩৯, বিশেষ—১০, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি—৫, অভ্যর্থনা সমিতি— ৩, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সমিতি—১৬, নাট্যসমিতি—৪, মোট ৮৩টি অধিবেশন হয়।

সাপ্তাহিক অধিবেশনের কার্য্য পরিষদ্‌গৃহেই সম্পন্ন হয়। স্থানীয় বেলী হলে মাসিক অধিবেশন হইয়া থাকে। বেলী হলের কর্তৃপক্ষগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রবন্ধ পাঠ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সিংহ বি এল মহাশয়ের গীতাভাষ (শেষাংশ,) শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি এল্ মহাশয়ের "আর্য্য সভ্যতার যুগানুক্রমিক ইতিহাস" (সত্যযুগ), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের "জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের স্থান," "সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্পর্ক," শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল্ মহাশয়ের "জাতীয় সাহিত্য", শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "বাক্যবিবৃতি ও অভিধা নির্ণয়" ও মৌলভি সমিরুদ্দিন আহম্মদ সাহেবের "হিন্দু-মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া অনেক কবিতাও পঠিত হইয়াছে।

পুস্তকাগার ও পাঠাগার

শাখার পুস্তকাগার ও পাঠাগার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেশের ও অন্যান্য জেলার সহৃদয় ব্যক্তিগণ, গ্রন্থকার ও পুস্তকপ্রকাশকগণের কৃপাই ইহার প্রাণ। পরিষদের তহবিল হইতেও যথাসম্ভব পুস্তক পত্রিকাদি ক্রয় করা হয়। আলোচ্য বর্ষে নানা বিষয়ের পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা ৫৭২।

আলোচ্য বর্ষে ৩২ খানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধানাথ পতি বি এল, নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ, মেদিনীবান্ধব ও হিতৈষী সম্পাদকগণ, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র গিরি, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দে বক্সী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় এবং শ্রীযুক্ত মণিভূষণ সেনগুপ্ত প্রমুখ অনেক মহোদয়গণ নানাবিধ পুস্তক ও পত্রিকাদি দান করিয়াছেন।

পুথির পরিচয়

এ বার মাত্র ৩ খানি উল্লেখযোগ্য পুথি আমরা লাভ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে একখানি বাঙ্গলা, দুইখানি পার্শি। বাঙ্গলা পুথিখানি সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতের রচয়িতা কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ গদাধর দাসপ্রণীত "জগন্নাথমঙ্গলের" প্রতিলিপি। অন্যতম সহকারী সম্পাদক মহেন্দ্রবাবু এই জীর্ণ পুথিখানির শব্দবিন্যাস ও পাঠোদ্ধার করিতেছেন। পার্শি দুইখানি পুথির একখানি কিয়দংশ সেকন্দরনামা অর্থাৎ মহাবীর আলেকজেণ্ডারের ইতিহাস এবং বাকি অংশটুকু সম্রাট্ সাজাহানের সমকালীন পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ কালন্দরের ইতিহাস। এই পুথিখানির লেখক বর্দ্ধমান জেলার বোরগ্রামনিবাসী মুন্সি মির মহম্মদ ওয়ালি। প্রতিলিপির তারিখ সন ১২৩৫ সাল। অপরটির মধ্যে সম্রাট্ সাজাহানের কতিপয় পত্র, পার্শি ব্যাকরণ এবং ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতি-

বিষয়ক কতকগুলি গজলের সমাবেশ দেখা যায়। এই পুথিখানির লিপিকার মুন্সি রামপ্রসাদ মাইতি, সাকিম মহরপুর, থানা নারায়ণ-গড়। প্রতিলিপির তারিখ সন ১২২৭ সাল।

অন্যতম সদস্য, বাঙ্গলা সাহিত্যসেবক মৌলভি সমিরুদ্দীন আহম্মদ সাহেব এই দুইখানির পাঠোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষের তিনখানি পুথি লইয়া আমরা সর্ব্বসমেত দেড় শত (১৫০) পুথি সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি। ইহাদের মধ্যে ২।১ খানি স্বদেশবাসী কবির রচনা প্রকাশ বাঞ্ছনীয়।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মাসিক চাঁদা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্ব্বসমেত ১৭৩॥০ ২॥০ টাকা আদায় হইয়াছে। পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয়, বাঁধাই ও অন্যান্য কার্য্যে ১৩২৵০ টাকা ব্যয় হইয়া ৪১।৵২॥০ টাকা তহবিলে মজুত আছে। বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয়ের সহিত এই তহবিলের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষ চাঁদায় দ্বারা এই উৎসব-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এই উপলক্ষ্যে যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

মৌরাট শাখা—৪র্থ বর্ষ

বিগত ১৩ই এপ্রেল, ১৯১৯ মৌরাটস্থ শ্রীশ্রী৺দুর্গাদেবীর মন্দির-বাটীতে মৌরাট শাখা-পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে "সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তার" বিষয় বুঝাইয়া দেন। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ ৪র্থ বর্ষের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ	সভাপতি।
„ রমেশচন্দ্র মিত্র „ শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় „ বিজয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি এ	সহঃ সভাপতি
„ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ „ ব্রজকিশোর রায়	সহযোগী সম্পাদক
„ কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ „ নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম এসসি, এল এল বি „ ললিতমোহন রায়	সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ } সদস্য
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ }

আলোচ্য বর্ষে মীরাট শাখা-পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল,—

প্রথম অধিবেশন, ২১শে এপ্রিল, ১৯১৮।

"আর্য্যজাতির যন্ত্রযুক্ত অস্ত্র"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৯শে মে, ১৯১৮।

"সৃষ্টিপ্রকরণ"—লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বসু।

বিশেষ অধিবেশন, ৩রা আগষ্ট, ১৯১৮। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তিনি "মহাত্মা কালীপদ বসু" শীর্ষক একটী আলোচনা পাঠ করেন। তিনি এই প্রবন্ধে, মীরাটে বাঙ্গালীর গৌরব, স্বর্গীয় কালীপদ বসু মহাশয়ের জীবনের বিবিধ ঘটনা ও তাঁহার সদ্‌গুণরাজির পরিচয় দেন। তৎপরে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য চিত্র ও স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৃতীয় অধিবেশন, ১৫ই সেপ্টম্বর, ১৯১৮—"প্রাচীন আর্য্য-সমাজে বিবাহের উৎপত্তি ও উহার প্রসার"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

৪র্থ অধিবেশন, ১৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯—"প্রাচীন ভারতে জাতিবিভাগের উৎপত্তি ও উহার প্রসার"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

৫ম অধিবেশন, ৩রা মার্চ্চ, ১৯১৯,—"রবীন্দ্র সাহিত্য"। লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি এ।

শ্রীললিতমোহন রায়
সহকারী সম্পাদক।

দিল্লী শাখা—১৩২৫

১৩২৪ সালের ৪ঠা চৈত্র, রবিবার দিল্লী-শাখা-পরিষদের ৪র্থ বাৎসরিক অধিবেশন ইণ্ডিয়া স্পোর্টস ক্লাব তাঁবুতে সম্পাদিত হয়। মাননীয় কণিকাধিপতি রাজা নরেন্দ্রনাথ ভঞ্জ দেও বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কার্য্যকারী সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২২ ও ১৩২৩ সালের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে সঙ্গীত, কবিতা-পাঠ ও বক্তৃতার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৩২৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যপদে মনোনীত হন।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীচরণ দত্ত বি এ। সহঃ সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু বি এ, শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র দে। সম্পাদক—শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (কার্য্যকারী), শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী),

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যধন রায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীভোলানাথ দাস, সহঃ ঐ ও গ্রন্থরক্ষক—শ্রীতারাপদ বসু, শ্রীহরিচরণ দাস। সদস্যগণের প্রতিনিধি ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদুগোপাল মিত্র। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য কারণে ১৩২৫ সালে পরিষদের কার্য্য তেমন সুবিধাজনক হয় নাই। প্রায় ৪ মাস পরিষদের কার্য্য একেবারে বন্ধ ছিল। এই বৎসরে ৩টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। তিনটি অধিবেশনে ৫টী প্রবন্ধ ও ৩টি কবিতা আবৃত্তি হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের সুদূর প্রবাসের শাখা-পরিষদের পুস্তকাগারে নিম্নলিখিত পুস্তক প্রদানপূর্ব্বক সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তজ্জন্য শাখা-পরিষদের সভ্যগণ তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়ানিবাসী)—ডালি
" গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—আত্মদৈবত
" নেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—ভক্তিরত্নসার
" হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—জন্মান্তর-দম্পতী

এই বৎসর আমাদের সভ্য ও শাখা-পরিষদের মেরুদণ্ডস্বরূপ নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরলোক গমন করিয়াছেন,—৺হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সুরেশচন্দ্র ঘোষ, ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৺নারায়ণচন্দ্র বসু, ৺আবদুল মান্নান্। ৺আবদুল মান্নান মহাশয়, শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহঃ কোষাধ্যক্ষ ও গ্রন্থরক্ষক-পদে তিন বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পরিষৎ (শাখা) উপস্থিত শ্রীযুক্ত চুনীলাল দাস মহাশয়ের বাহিরের ঘরে অবস্থিত। তিনি আজ ৪ বৎসর কাল আমাদের পরিষদের পুস্তকাগারটির স্থান তাঁহার বাহিরের ঘরে রাখিতে দিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

১৩২৫ সাল হইতে মাসিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় পুস্তকাগারের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—ভারতবর্ষ, মানসী, উৎসব, অর্চ্চনা, মাধুরী, হিতবাদী। এই বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ সভ্যগণের নিকট হইতে ১৭৫৲ টাকা আদায় হইয়াছে। ১০৲ টাকা পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা আছে।

১১২৲ টাকার পুস্তক ক্রয়, ৩০৲ টাকায় পুস্তক বাঁধান, ২০৷৷০ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের বাৎসরিক মূল্য, ১২৷৷০ টাকা কাগজ কলম প্রভৃতিতে খরচ হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কার্য্যকারী সম্পাদক।

নদীয়া শাখা—১৩২৫

বর্ত্তমান বর্ষের ২৬শে কার্ত্তিক এই শাখা-পরিষদের বাৎসরিক সম্মিলন মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক সাহিত্য-বন্ধু এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এই বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন এবং পাঁচটি কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন এবং দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পৃষ্ঠপোষক মিঃ এস্, সি, মুখার্জ্জি আই সি এস, নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্। সভাপতি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর। সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বিদ্যাবিনোদ, এম্ বি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি এ, বিদ্যাবিনোদ। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন, বি এ। সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি ই। ধনাধ্যক্ষ জমীদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি এ। হিতকামী সদস্য—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি এ, এম বি, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তরত্ন, এম এ, মৌলবী আজিজুল হক বি এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিদ্যাবিনোদ।

আলোচ্য বর্ষে দুই শত ব্যক্তি সাধারণ সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। এ বৎসর আমরা অনেক ছাত্রসভ্য লাভ করিতে পারিয়াছি।

বর্ত্তমান বর্ষের আলোচ্য বিষয়—১৫ই বৈশাখ, ১ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য হয়। প্রবন্ধ-পাঠ—"নব বর্ষের আবাহন," লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন। "ভাষাবিজ্ঞান ও আবেস্তা," লেখক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ। অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতে ভগবত্তত্ত্বালোচনা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ।

১লা জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হয়। প্রবন্ধ-পাঠ—"বৈষ্ণব দর্শন," শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী। "উমার তপস্যা," শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন, বি এ। বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল।—৮ই জ্যৈষ্ঠ, বিশেষ অধিবেশন। "দাশুরায়ের কলঙ্ক ভঞ্জন," লেখক—শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর।

২৮শে আষাঢ়, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, প্রবন্ধ—"চার্জ্জ সিট," লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ। "দাশরথি রায়ের সমালোচনা," রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর। ২৬ই ভাদ্র, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—"আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য," লেখক—

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। "নদীয়াতে পাল-রাজাদের কীর্ত্তি," লেখক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ।

১৫ই আশ্বিন, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, "বিবাহে পণপ্রথা," লেখক—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন। "শ্রাবনায়" শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় বি এল। ৩রা পৌষ, সপ্তম ও অষ্টম মাসিক অধিবেশন হয়। সপ্তম অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়—'কবিতা' শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। "মানবতা" শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সিংহ রায়। অষ্টম অধিবেশনে—"মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী ও অন্যান্য কবিতা সমালোচনা" রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর। 'গত বর্ষের হিসাব প্রদর্শন' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন।

১৭ই মাঘ, দশম মাসিক অধিবেশন হয়। আলোচ্য বিষয়—"সান্ত ও অনন্ত," লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম্ এ। "প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন," লেখক—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি. এ।

১লা চৈত্র, একাদশ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ পাঠ—"সাহিত্য ও সমালোচনা," লেখক শ্রীযুক্ত রামপদ মজুমদার এম এ।

৮ই চৈত্র, দ্বাদশ মাসিক অধিবেশন। "সাহিত্য ও সমালোচনার অবশিষ্টাংশ," অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামপদ মজুমদার এম এ। বক্তৃতা—পণ্ডিত প্রমথনাথ বিদ্যাবিনোদ—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী এম এ।

নদীয়া সাহিত্য-পরিষদের একটি বাৎসরিক সম্মিলন ২৩শে কার্ত্তিক নিষ্পন্ন হয়। ভারত-সম্রাটের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা ও আনন্দপ্রকাশ করার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নদীয়ার প্রাচীন কাহিনী ও সাধারণ বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন গত পাঁচ বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। শান্তিপুর-নিবাসী মৌলবী মোজাম্মেল হক একটি কবিতা পাঠ করেন। নিম্নলিখিত তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। "ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার আবশ্যকতা," লেখক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি, আর, এস,। "বঙ্গসাহিত্যে দীনবন্ধু," লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বি এস সি। "বঙ্গসাহিত্যে নদীয়ার দান," লেখক—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ। অনন্তর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় "বাঙ্গালা সাহিত্যের বানান ও ভাষা" বিষয়ে একটি সরস বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি ই এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল রায়

মহাশয়দ্বয় এই উপলক্ষে সঙ্গীতালাপ করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শাখাপরিষদের উন্নতির জন্য অনেক গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন আলোচ্য বর্ষে আয় ৮৮৷৴১০, খরচ—৪১৷৷৴১০, মজুত ৪৬৷৶৹।

শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন
সহকারী সম্পাদক।

উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। শাখা সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র যাহাতে সমস্ত হুগলী জেলাময় বিস্তৃত হয় এবং ইহার বিভিন্ন স্থানে সদস্য সংগৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। হুগলী জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ এবং উপকরণ সংগ্রহের জন্য শাখা-পরিষদের আনুসঙ্গিকরূপে একটি অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির কয়েকজন সদস্য হুগলী, ব্যান্দেল, ত্রিবেণী, নয়াসরাই, বংশবাটি, সপ্তগ্রাম, মাগরা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

"উত্তরপাড়ার অতীত ও বর্ত্তমান" সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণী সংগ্রহের জন্য সদস্য শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের প্রতিশ্রুত "মহেশ-কমলিনী" সুবর্ণপদক পুরস্কার প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ১লা চৈত্র ১৩২৫ তারিখে চারিটি রচনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—উহাদের পরীক্ষা-ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বর্ত্তমানে ইহার সদস্যসংখ্যা ৫১ জন। উত্তরপাড়ার বাহিরে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ইহার সদস্য গৃহীত হইয়াছে,—শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলী, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী, ইটাখোলা, শিমলাগড়, কৈকালা, আরামবাগ, কলিকাতা, বালি তেজপুর এবং বাঁশওড়া।

পরিষদের আভ্যন্তরিক কার্য্য পরিচালন জন্য কোন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় নাই। নিম্নলিখিত সদস্যগণ ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য ও কর্ম্মচারী ছিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), ২। শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, (সহকারী সভাপতি) ৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), ৪। শ্রীযুক্ত শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, সারস্বত সম্মিলন), ৫। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস্‌সি, ৬। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭। শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, ৮। শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এ (পৌষ মাস পর্য্যন্ত), পরে শ্রীঅনাথনাথ রায় চৌধুরী, ৯। শ্রীললিতমোহন রায় চৌধুরী এবং ১০। শ্রীজহরলাল বসু বি-এল, কাব্যতীর্থ।

দ্বিতীয় বর্ষে পরিষদের সর্ব্বসমেত ২১টি অধিবেশন হইয়াছিল; ইহার মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৪টি, সদস্যগণের ১টি, সাধারণ অধিবেশন ৫টি ও বিশেষ অধিবেশন ১টি। জনসাধারণের সাধারণ অধিবেশনগুলিতে আশানুরূপ উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া

উহার অনুষ্ঠান-সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষ ও সাধারণ অধিবেশনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম অধিবেশন, ১লা বৈশাখ। "নব বর্ষ" (কবিতা) শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি-এল, কাব্য-তীর্থ। প্রবন্ধ "আধুনিক চিকিৎসক," লেখক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন শাস্ত্রী। "হীরক," লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস্ সি।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ৫ই জ্যৈষ্ঠ। প্রবন্ধ "সুবর্ণ ও প্লাটিনাম"—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্ সি। "সূর্য্যমুখীর শিল্পালয়"—শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র-স্মৃতিসভা—৫ই জ্যৈষ্ঠ। "বঙ্কিমচন্দ্র," লেখক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, "বঙ্কিম-স্মৃতি," শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত চৌধুরী।

তৃতীয় অধিবেশন—সারস্বত সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন, ৮ই ভাদ্র। 'আবাহন' (কবিতা)—শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ। সারস্বত-সম্মিলন ও ইহার বিভিন্ন বিভাগের নবম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী এবং আয়ব্যয়ের তালিকা (১৯১৭—১৮)। "হুগলী ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সমিতি" স্থাপনের প্রস্তাব—সম্পাদক কর্ত্তৃক উপস্থাপিত।

বিশেষ অধিবেশন [চুঁচুড়া ট্রেনিং একাডেমি গৃহ] "হুগলী ঐতিহাসিক অনুসন্ধান" সমিতির অনুষ্ঠানপত্র ও প্রাথমিক কার্য্যবিবরণী সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

চতুর্থ অধিবেশন [গঙ্গাতীরস্থ রাজপ্রাসাদ, উত্তরপাড়া,] ৪ঠা ফাল্গুন। "হরিপাল"—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ। "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ"—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ।

এই অধিবেশনে ২৭টি প্রাচীন ও বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা (রৌপ্য, তাম্র ও পিত্তল), কারুকার্য্য-খচিত ও মূর্ত্তিবিশিষ্ট ৫খানি ইষ্টক, সারস্বত-সম্মিলন পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হুগলী জেলার গ্রন্থকারগণের পুস্তক ও কতকগুলি ঐতিহাসিক চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতির মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্র প্রচার।

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত সম্মিলন পুস্তকালয়ে গত ৩১শে চৈত্র পর্য্যন্ত সংগৃহীত পুস্তকের মোট সংখ্যা ১২২৩। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ৯৫৮ ও ইংরাজী ২৬৫ খানি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকালয়ে পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছেন,—সম্পাদক বর্দ্ধমান শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ, সম্পাদক রঙ্গপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ, সম্পাদক—বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ (কৈকালা), শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ রায় চৌধুরী (শিমলাগড়), শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল (চুঁচুড়া), শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস্ সি, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।

নিম্নলিখিত সভার সম্পাদকগণ তাঁহাদের সভার কার্য্যবিবরণী প্রদানের জন্য ধন্যবাদ-

অর্জন হইয়াছেন,—চন্দন-নগর পুস্তকাগার, চুঁচুড়া ফ্রেণ্ডস্ ডিবেটিং ক্লাব, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ও বলদবাঁধ হরিসভা এবং অনাথ আশ্রম।

নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি পুস্তকালয়ের জন্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—(১) ভারতবর্ষ, (২) মানসী ও মর্ম্মবাণী, (৩) প্রবাসী, (৪) ব্রহ্মবিদ্যা, (৫) সবুজপত্র, (৬) অর্চ্চনা, (৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র "সত্য-সমাচার" বিনামূল্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ"-সম্পাদক মহাশয় বৎসরের শেষভাগ হইতে অনুগ্রহ করিয়া পত্রখানি প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলের মোট আয় ১৮২॥১৫ টাকা ও ব্যয় ১৭৮৸৵১৫ টাকা বাদে ৩৷৵ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। বর্ষশেষ হইতে পোষ্ট অফিসে ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা হইয়াছে ও উহাতে ৪৲ টাকা গচ্ছিত আছে। পরিষদের নিজস্ব গৃহ না থাকাতে বাটিভাড়া হিসাবে মাসিক ৭৲ টাকা ও ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ১৸৵৫ টাকা প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

(আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ আহূত)

স্থান—কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হল

সময়—১৮ই শ্রাবণ ১৩২৬, ৩রা আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

এই বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সেই জন্য এ স্থানে পুনরায় আর উহা মুদ্রিত হইল না।

ভ্রম-সংশোধন।—উক্ত কার্য্যবিবরণের মধ্যে যে চাঁদাদাতৃগণের নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত নামটি ভুলক্রমে ছাড় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত——২৫৲। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সহঃ সম্পাদক।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৯শে কার্ত্তিক ১৩২৬, ১৫ই নবেম্বর ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা

(৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত)

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গণ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ।—সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য এই বিশেষ অধিবেশন ৫।০ টায় হইবার কথা। কিন্তু অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও এই দুর্য্যোগবশতঃ আসিতে পারেন নাই। এত অল্পসংখ্যক লোক লইয়া এই সভা করা উচিত কি না, এই সম্বন্ধে সভাস্থ সকলের মত চাহিলে, সকলে বলিলেন—অদ্যকার শোকসভা স্থগিত রাখিয়া, আগামী ৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টার সময় এই অধিবেশন পুনরায় আহ্বান করা হউক। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ১৯শে নবেম্বর ১৯১৯, বুধবার, অপরাহ্ণ ৪॥০ টা

আহারতত্ত্ব বক্তৃতামালার অন্তর্গত 'পরিপাক-তত্ত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা

বক্তা—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস এম এ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম, এন, পি, এস্, শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত বিশ্বাস, কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদ-বিহারী বসু, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনী-কান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত পান্নালাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, মৌলবী গোলাম হোসেন, মৌলবী আবদুল মজিদ, মৌলবী করিম রহমন, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্যামা-কান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভৌমিক, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হরিচরণ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দাস, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত চারুপদ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত প্রভাতকান্ত ঘোষাল, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রসীদেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শান্তি-কুমার বসু, শ্রীযুক্ত রাধারঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দে, শ্রীযুক্ত সুমিত্রানন্দ বৈরাগী, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস রায়, শ্রীযুক্ত অমৃত ঘোষ, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত রামদত্ত সিংহ, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দে, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল, শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ, মিঃ এস্, দত্ত চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত বক্তৃতা—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর মহোদয়ের আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরকে তাঁহার আহারতত্ত্ব সম্পর্কীয় পরিপাক-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তৎপরে বক্তা তাঁহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বলিলেন—,

আমাদের পরিপাক-যন্ত্রের গঠন ও পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। আমাদিগের খাদ্যের মধ্যে যে সকল ভিন্নজাতীয় সার পদার্থ আছে, পরিপাক-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন প্রণালীতে তাহাদের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

আমাদের প্রধান পরিপাক-যন্ত্রের আকার একটি সুদীর্ঘ, নানা পাকে জড়িত নলের ন্যায়। পরপৃষ্ঠায় ইহার একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। এই নলের কোন অংশ প্রশস্ত, কোন অংশ বা নিতান্ত সরু এবং ইহার দুইটি মুখ আছে। আমাদের মুখগহ্বর ইহার প্রবেশদ্বার এবং মলদ্বার ইহার নির্গম-পথ। শেষোক্ত পথ দ্বারা খাদ্যের অসার অংশ মলরূপে বহির্গত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত যকৃৎ (Liver) এবং ক্লোম্ (Pancreas) নামক অপর দুইটি যন্ত্র উদর-গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া পরিপাককার্য্যের সবিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

মুখগহ্বরের মধ্যে দন্ত, জিহ্বা এবং লালানিঃসারক গণ্ডগুলি (Salivary glands) দ্বারা খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া আরম্ভ হয়। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত না হইলে জারক রস উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে জীর্ণ করিতে পারে না। এ জন্য খাদ্য ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিলে পরিপাকের বিশেষ সুবিধা হয়।

জিহ্বার দ্বারা মুখস্থিত খাদ্য দন্তের নিকট সর্ব্বদা পরিচালিত হয় এবং মুখের মধ্যে যে তিনটি প্রধান লালাগণ্ড আছে, তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ লালা (Saliva) নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের শ্বেতসার (Starch) অংশের পরিপাক সাধন করে। লালার মধ্যে টায়ালিন্ (Ptyalin) নামক এক প্রকার কিণ্ব পদার্থ (Ferment) আছে; ইহার সংযোগে মুখের মধ্যে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ (Starch) প্রথমতঃ ডেক্ষ্ট্রিন্ (Dextrin) এবং পরে দ্রাক্ষাশর্করায় (Grape sugar) পরিণত হয়। শ্বেতসার দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত না হইলে উহা রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং আমাদের দেহের ব্যবহারে লাগে না। এ দেশের লোকের খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসারজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে, সুতরাং তাড়াতাড়ি খাইলে এই জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের ব্যাঘাত হয় এবং এই কারণে অনেক স্থলে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়।

খাদ্যভেদে পরিপাক-প্রণালীর প্রভেদ হইয়া থাকে এবং একটি পরিপাক-প্রণালী অপরটির সহায়তা করে। মুখের মধ্যে শ্বেতসার আংশিকভাবে জীর্ণ হইয়া ডেক্ষ্ট্রিন্ নামক যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা আমাশয়ে উপস্থিত হইলে উহার সাহায্যে আমাশয়মধ্যে অধিক পরিমাণ জারক রস (Gastric juice) নিঃসৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে ডেক্ষ্ট্রিন্ আমাশয়স্থিত জারক রস নিঃসরণের উত্তেজকের কার্য্য করে। সুতরাং ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া মুখের মধ্যে পরিপাককার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

খাদ্যদ্রব্য এইরূপে চর্ব্বিত, লালার সহিত মিশ্রিত এবং আংশিকভাবে পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া মুখগহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত একটি অপ্রশস্ত নলের মধ্যে প্রবেশ করে। পরিপাক-নলের এই অপ্রশস্ত অংশের নাম অন্ননালী (Æsophagus)। অন্ন-নালীর পুরোভাগে

(১) অন্ন-নালী; (২) আমাশয়; (৩) পিত্তকোষ ও তাহার নালী; (৪) ক্লোমনালী; (৫) ডিওডিনম্; (৬) ক্ষুদ্র অন্ত্রের অপর দুই অংশ; (৭ ও ৮) বৃহদন্ত্র; (৯) মলদ্বার।

শ্বাস-নালী (Wind-pipe) অবস্থিত; ইহার মধ্য দিয়া শ্বাসবায়ু আমাদের বক্ষোগহ্বরস্থিত ফুস্‌ফুস্ (Lungs) নামক যন্ত্রে প্রবেশ করে। সুতরাং খাদ্যকে শ্বাস-নালীর ছিদ্র পার হইয়া অন্ন-নালীতে প্রবেশ করিতে হয়। গলাধঃকরণের সময়ে যদি কোন প্রকারে খাদ্যের এক কণামাত্র শ্বাস-নালীতে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রবল কাসি উপস্থিত হইয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। চলিত কথায় ইহাকে "বিষম লাগা" কহে।

এই বিপদ্ নিবারণের জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। শ্বাসনালীর উপরিভাগে বাক্সের ডালার ন্যায় একখানি ঢাক্‌না সংযুক্ত থাকে। চর্ব্বিত পিচ্ছিল খাদ্য-পিণ্ড মুখগহ্বরের পশ্চাদ্-ভাগে (Pharynx) উপস্থিত হইবামাত্র ঢাক্‌নাখানি আপনাআপনি নিম্নগ হইয়া শ্বাসনালীর মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেয়, সুতরাং খাদ্যপিণ্ড স্বচ্ছন্দে উহার উপর দিয়া অন্ন-নালীতে প্রবেশ করে। তাড়াতাড়ি খাইলে "বিষম" লাগিবার সম্ভাবনা, এ জন্য তাড়াতাড়ি খাওয়া কোন-মতে উচিত নহে। শিশুরা যখন কাঁদে, তখন শ্বাসনালীর মুখ উন্মুক্ত থাকে। এ সময়ে শিশুকে জোর করিয়া দুধ খাওয়াইলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া চর্ব্বিত খাদ্য নিম্নমুখে গমন করে এবং উদরগহ্বরের ঊর্দ্ধদেশে অব-স্থিত একটি নাতিপ্রশস্ত থলির মধ্যে আগমন করে। এই থলির নাম আমাশয় (Stomach)। ইহার আকার তিত্তির মশকের ন্যায় এবং উহার অভ্যন্তরপ্রদেশ মৌচাকের ন্যায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে বিভক্ত। এক একটি গহ্বরের মধ্যে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীর মুখ অণুবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। খাদ্য আমাশয়ে পৌঁছিলে এক প্রকার জারক রস সেই সকল নালীর মুখ হইতে ক্রমাগত নিঃসৃত হইতে থাকে। আমাশয়-নিঃসৃত এই জারক রসকে ইংরাজিতে গ্যাষ্ট্রিক্ জুস্ (Gastric juice) কহে। এই জারক রসের সাহায্যে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ছানা প্রভৃতি যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যস্থিত ছানাজাতীয় সার পদার্থ (Proteid) জীর্ণ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাশয়ে প্রধানতঃ ছানাজাতীয় খাদ্যই পরিপাক প্রাপ্ত হয়। আমা-শয়ে খাদ্য জীর্ণ হইয়া কর্দ্দমের আকার ধারণ করে, এই জীর্ণ খাদ্যকে ইংরাজীতে কাইম্ (Chyme) বলে। আমাশয়ে খাদ্য পরিপাক হইতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

আমাশয় হইতে জীর্ণ খাদ্য ক্রমশঃ ক্ষুদ্র অন্ত্রে (Small intestine) আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাশয়মধ্যে যতক্ষণ পরিপাককার্য্য চলিতে থাকে, ততক্ষণ উহার নিম্নমুখ (Pylorus) এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ থাকে যে, খাদ্যকে কোন মতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করিতে দেয় না। আমা-শয়ের পরিপাককার্য্য শেষ হইলে পর নীচের মুখটি খুলিয়া যায় এবং জীর্ণ খাদ্য অল্পে অল্পে ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে। আমাশয় হইতে যে জারক রস নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে পেপসিন্ (Pepsin) নামক একটী কিণ্ব পদার্থ (Ferment) এবং হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড (Hydrochloric acid) নামক একটি অম্ল পদার্থ থাকে। এই দুইটি জারক পদার্থের সাহায্যে ছানাজাতীয় সার পদার্থ জীর্ণ হইয়া পেপ্টোন্ (Peptone) নামক পদার্থে পরিণত হয়। ছানাজাতীয় সার-পদার্থ এইরূপে পরিবর্ত্তিত না হইলে উহার পরিপাক সাধিত হয় না। পেপ্টোন্ ক্ষুদ্র অন্ত্রে গমন

করিলে তৎস্থানের জারক রসের সহিত মিলিত হইয়া উহার পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এবং জীর্ণ পেপ্টোন্ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে।

আমাশয়ের জারক রস অম্লরসসংযুক্ত বলিয়া উহার জীবাণু নাশ করিবার শক্তি আছে। আমাদের খাদ্য দ্রব্যের সহিত রোগোৎপাদক জীবাণু কোন প্রকারে মিশ্রিত হইয়া থাকিলে আমাশয়ে যাইবামাত্র তথাকার অম্লরস-সংযোগে অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় খালি পেটে থাকা নিষিদ্ধ। কারণ, আমাশয়ে খাদ্য-না থাকিলে তন্মধ্যে অম্লরস নিঃসৃত হয় না, সুতরাং আমাশয়ের রোগের বীজাণু নাশ করিবার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

আমাশয় হইতে কোন খাদ্য—এমন কি, জল পর্য্যন্ত শোষিত হইয়া রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে না। জীর্ণ খাদ্য অন্ত্রের মধ্যে গমন করিলে পর দেহমধ্যে উহার শোষণ-কার্য্য আরম্ভ হয়।

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে পর পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, বক্তা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়কে বক্তৃতার জন্য এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে চিত্রপ্রদর্শনের জন্য এবং রামমোহন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদের ম্যাজিক্ ল্যান্টার্ণ ব্যবহার করিতে দিবার জন্য ধন্যবাদ জানাইলে তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
সভাপতি।

স্থগিত নবম বিশেষ অধিবেশন

(৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত)

৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ২২শে নবেম্বর ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)

শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅমৃতলাল বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীমতী অবস্তী দেবী, ডাঃ শ্রীসুন্দরী-মোহন দাস এম বি, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্ এ, ডাঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীরেবতীমোহন সেন এম্ এ, শ্রীরজনীকান্ত গুহ এম্ এ, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, শ্রীললিতমোহন দাস, ডাঃ জে, এম্, ঘোষ, মৌলবী আবদুল রসিদ, ডাঃ শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীননীগোপাল মজুমদার এম্ এ, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দেব, শ্রীরমণীমোহন ঘোষ,

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী বি এ, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীশোভাময় ঘোষ, শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসুললিত সরকার, শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, শ্রীসন্তোষকুমার হাজরা, শ্রীসমতুলচন্দ্র গুহ, শ্রীসন্তোষকুমার দাস, শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীসুহৃদ্‌কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা, শ্রীসুধাংশুকুমার সরকার, শ্রীসীতেশচন্দ্র দাস গুহ, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, শ্রীশ্যামলাল দে, শ্রীমঙ্গবিহারী কর, শ্রীশিবশঙ্কর বিশ্বাস, শ্রীশশিকুমার লাহা, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, শ্রীমোহিতলাল দাস, শ্রীমাণিকলাল শেঠ, শ্রীমঙ্গলারঞ্জন চৌধুরী, শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীউমাপদ রায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র নাথ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সান্যাল, শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা, শ্রীযতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাঁচুদাস মিত্র, শ্রীপ্রভাময় ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীপুলিনবিহারী মজুমদার, শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত, শ্রীভবানীচরণ দে, শ্রীফণীন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅমূল্যধন পাইন, শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅবিয়কৃষ্ণ শীল, শ্রীঅনাথনাথ দাস, শ্রীঅনাথনাথ শীল, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ নন্দী, শ্রীঅন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীগোষ্ঠলাল কুণ্ড, শ্রীগণপতি চক্রবর্ত্তী, শ্রীকানাইলাল মিত্র, শ্রীকিশোরীমোহন মিত্র, শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীকেশবলাল দাস, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীকল্যাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীচন্দ্রশেখর বসু, শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত, শ্রীচারুচন্দ্র সরকার, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র নাথ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীনলিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীহীরালাল মিত্র, শ্রীহরিদাস বসাক, শ্রীরোহিণীকুমার গণ, শ্রীরাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাধারমণ সুর, শ্রীরামপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ কুণ্ড, শ্রীবামনদাস মজুমদার, শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবরদাকান্ত বসু, শ্রীব্রজমোহন দাস, শ্রীবাসুদেব দে, শ্রীবিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমলেন্দুভূষণ বসু, শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার পিতা যেরূপ দীর্ঘজীবী ছিলেন, সে হিসাবে তাঁহার এ মৃত্যুকেও অকালমৃত্যু বলিলে চলে। তাঁহার পিতা অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় খুব কৌতুকপ্রিয় এবং আমোদপ্রিয় লোক

ছিলেন—এটি তাঁহার পৈতৃক গুণ; তাঁহার পিতার নিকট হইতে তিনি ইহা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবগুণে তিনি কলেজের সকলের প্রিয় ছিলেন এবং সকল বিষয়েই কলেজে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ছাত্র-জীবনের অন্তে প্রথমে তিনি হেয়ার স্কুলে একটি চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ কার্য্যের—ধর্ম্মের আহ্বানে এ সকল বিষয় অতি তুচ্ছজ্ঞানে ত্যাগ করিলেন। তৃণাদপি সুনীচেন ভাবে তিনি ধর্ম্ম সাধনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে তাঁহাকে যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি করা হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি এই সম্মানকর পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি রক্ষার জন্য তিনি ৮০৲ সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনিই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের মৃণ্ময় মূর্ত্তি (Bust) এবং তাঁহার ব্যবহৃত পাগড়ীটি বিলাত হইতে আনিয়া, পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই দুইটি জিনিষেই পরিষদের চিত্রশালার সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন। তাঁহার রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" পড়িয়া আমি প্রথমে মুগ্ধ হই। তিনি সিটি কলেজের সম্পাদক ছিলেন; আমি তাঁহার নিকট কলেজে একটি চাকরি পাইবার জন্য যাই। এই সূত্রে এবং পরে অন্যান্য ব্যাপারে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তাঁহার উপদেশ শ্রোতৃগণের মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকিত। আমরা রবিবারে সাত আট জনে মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতাম। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া কি মহত্ত্বেরই পরিচয় পাইয়াছি। কোন কোন বন্ধু বলেন, তাঁহার মত প্রতিভাশালী লোক যদি কাব্যজগতে প্রবেশ করিতেন, তবে আমরা কি না জিনিষ পাইতাম! এই প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, ইহা অপেক্ষাও উচ্চ ধর্ম্মপথে তিনি গিয়াছিলেন; তাঁহার এই ত্যাগ বড় সোজা কথা নয়। তিনি সত্যপ্রিয়তার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সকল কথা বলিতেন। ক্রমে যত দিন যাইবে, তাঁহার উপদেশ আমরা তত অধিক ভাবে গ্রহণ করিব।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমাদের হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় একজন যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষ। মনীষী, মনস্বী, যশস্বী প্রভৃতি কথা তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না। ভাবে, ভাষায়, ব্যাখ্যায় অমন লোক আর মিলে না। তিনি বাঙ্গালী—বাঙ্গালার বাঙ্গালী ছিলেন। যেটা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, সব ছাড়িয়া সেই সত্য বিশ্বাসকে তিনি আলিঙ্গন করিয়া থাকিতেন। তখনকার হিন্দুসমাজ কি রকম ছিল, শিবনাথ কি কষ্ট সহিয়াছিলেন,—কি রকম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আজকালকার লোকে বুঝিবে না। তাঁহার সহিত পাটনায় আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি কোন বিষয়েই তাঁহাকে রাগাইতে পারি নাই। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের ভক্ত ছিলেন, স্বাদেশিকতা তাঁহার অস্থি-মজ্জার সহিত মিশান ছিল,

দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইবার জন্ত তিনি ব্রাহ্ম যুবকগণকে উপদেশ দিতেন। তিনি একজন সাহিত্যগুরু ছিলেন—স্বতন্ত্র একটা সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের স্রষ্টৃগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৮৭৫—১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে একটা ত্যাগের ভাব বহিয়া গিয়াছে। আজকাল আর সে ভাব নাই। তিনি মনুষ্যত্বের স্রষ্টা এবং প্রচারক ছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণ হইয়াছে। প্রার্থনা করি, তাঁহার স্মৃতি লইয়া বাঙ্গালা মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হউক।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—১৯১০ সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁহার বেশ সবল ও কর্ম্মঠ শরীর। আমার বোধ হয়, শাস্ত্রী মহাশয় একুট্রৈনশনে বাঁচিয়া ছিলেন। সাহিত্যে যে রকম সম্রাটের ছড়াছড়ি, তাহাতে তিনি সম্রাট্ না হউন, অন্ততঃ একটা রায় বাহাদুরও হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মের পথে ধাবিত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি যখন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনি, তখন ভাবিয়াছিলাম, অমন সুন্দর, উদারচরিত্র লোকের সংস্রবে আসিয়াও আমি নিজেকে উন্নত করিতে পারি নাই—তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই। আমাদের দেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যিনি, তাঁহাকে সার্ব্বভৌম উপাধি দেওয়া হইত। আমার মনে হয়, তিনি একজন সার্ব্বভৌম ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম—সকল সম্প্রদায় মিলিয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইহাই তাঁহার সার্ব্বভৌমিকতার প্রমাণ। তন্ত্রে আছে—সঙ্ঘ-শক্তিঃ কলৌ যুগে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চে। "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় শেষ নহে। তিনি "সোমপ্রকাশে" শিক্ষানবীশী করিয়াছিলেন—পরে তাঁহার রচনায় উহা অলঙ্কৃত হয়। আজ-কালকার যুবকেরা জানেন না যে, "বঙ্গবাসী"র গঠনে তিনি কতখানি বুকের রক্ত ঢালিয়া-ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রেরণায় প্রমদাচরণ সেন মহাশয় 'সখা" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ই আমাকে উৎসাহ দিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণে তদীয় পিতা ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে আমি দেখিয়াছি, পুত্রের গৌরবে তিনি গৌরব বোধ করিতেন। তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব আদর্শে আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিলেই ধন্য হইব।

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় বলিলেন যে, ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তিনি অসাধারণ সমালোচক ছিলেন—তাঁহার সমালোচনায় আমরা মুগ্ধ হইতাম। আমাদের লইয়া তিনি একটি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মণ্ডলীতে তাঁহার মুখেই আমরা স্বায়ত্তশাসনের কথা প্রথম শুনিতে পাই। এইরূপে তিনি ধর্ম্মের সহিত দেশহিতৈষণার মিলন ঘটাইয়াছিলেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেন,—হে ভগবান্,

এই দেশকে তুমি ছাড়া আর কেহ উদ্ধার করিতে পারিবে না। এই বলিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল এবং এতদ্বিষয়ক সমস্ত ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হইল।

ইহার পর বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ২২শে নবেম্বর ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ন ৫৷৷০টা
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—(সভাপতি)
(বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—রাজসাহী, তালন্দনিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র মহাশয়-প্রদত্ত একটি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি। ৫। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "যোগেশ বাবুর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয় শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা." ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, (খ) রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, (গ) কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, (ঘ) ডাঃ অমৃতলাল সরকার এল্ এম্ এস্, এফ সি এস, (ঙ) প্রকাশচন্দ্র মিত্র।

নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে পর, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিগত বিশেষ ও মাসিক অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব এবং সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীরাধাবিনোদ চৌধুরী, খোলাহাটী, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। প্রঃ—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীমন্মথমোহন

বসু, সঃ—শ্রীবিজয়রাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, খাল্সা কলেজ, অমৃত সহর, পাঞ্জাব। প্রঃ—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীমহেন্দ্র গোস্বামী এম্ এ, ২৪ হ্যারিসন রোড। শ্রীবরদাপ্রসাদ প্রামাণিক এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, এম্ এস সি, ঐ ঐ। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ঐ ঐ। প্রঃ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীলালবিহারী দাস, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মালদহ। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—মিঃ গিরিরাজ মিশ্র শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, কালীকোটা কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীঅভিমন্যু দাস, ২৪৭ লোয়ার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীমোহিনী-মোহন মুখোপাধ্যায়, ৩৪৩ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত, এডওয়ার্ড ইন্ষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। প্রঃ—ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীসুকুমার রায় বি এস্ সি, ১০০ গড়পার রোড। ডাঃ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ৫৬ হ্যারিসন রোড। প্রঃ—রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, সমঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সঃ—শ্রীশচীন্দ্র-কুমার বসু বি এ, ২৭ চুণাপুকুর লেন, বৌবাজার।

৩। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, উপহৃত পুস্তক ও উপহারদাতাগণের নাম পাঠ করিয়া, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

উপহারদাতা—শ্রীরামেশ্বর দে, উপহৃত পুস্তক—১। নবযুগের কথা। ২। অরবিন্দের পত্র। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, বিবেকানন্দ সোসাইটীর সম্পাদক—৩। বীরবাণী। স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ—৪। সামসন্ধ্যাগান। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৫। নব্য বিজ্ঞান। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৬। তোমরা ও আমরা। শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়—৭। লুৎফউন্নিসা। শ্রীকালী-প্রসন্ন দাস গুপ্ত—৮। ছোট বড়। ৯। দাদার ঘরে। ১০। দেবতার মেয়ে। ডাঃ শ্রীরাখাল-চন্দ্র নাগ—১১। ইঞ্জেক্সন্ চিকিৎসা (১মখণ্ড)।

Officer-In-Charge, Bengal Sectt. Book Depot—(12) Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the year 1918. (13) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 31st March, 1919. (14) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1918. Supdt. Govt. Printing, India, (15) Monthly Satistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July, 1919. (16) Do. Do. August, 1919. (17) Dates of Votive Inscriptions on the Stupas at Sanchi No 1. (18) Statistical Tables showing for each of the years 1901—02 to 1917—18 Supdt. Archæological Survey, Burmah,—(19) Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burmah, 1919. Do. Do. Madras—(20) Annual Report of the Archæological Dept. Southern Circle, Madras, 1918—19. (21) Annual Report on Epigraphy 1918—19. Surveyor General of India.

(22) General Report on the Survey of India, 1917—18. Registrar, Calcutta University (23) Post Graduate Teaching in the University of Calcutta, 1918—19.

শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর দে—(24) The Uttarpara Speech by Aurobindo Ghosh Supdt. Govt. Press, United Provinces (25) List of Sanskrit and Hindi Manuscripts purchased by order of Govt. and deposited in the Sanskrit College, Benares, 1917—18. (26) A Catalogue of Sanskrit Manuscripts acquired for the Govt. Sanskrit Library 1918—19. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন (27) The Great Faith. (28) My Mission to London 1912-14. (29) Mesopotamia.—The Key to the Future. (30 The Montagu-Chelmsford Proposals for Indian Constitutional Reform. (31) The Battle of Jutland. (32) Gita and Gospel (33) A Primer of Hinduism (34) Hinduism—Its Content and Value. (35) China and the Manchus. (36) The Evolution of New Japan. (37) The Hohenzollerns. (38) A Soldier's Answer, (39) The Fact and Meaning of Islam (40) The Land of two Rivers. Director General of Observatories (41) Report on the Administration of the Meteorological Dept. of the Govt. of India in 1918-19. Supdt. Archaeological Survey, Frontier Circle (42) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Frontier Circle for 1918-19. Secretary, Smithsonian Institution 43 Cambrian Geology and Paleontology, IV. 1918.

৪। রাজসাহী জেলার তালন্দনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত একটি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল এবং এই মূর্ত্তিটি পরিষৎকে দান করিবার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৫। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "যোগেশ বাবুর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সংশয় শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৬। শোকপ্রকাশ—সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ কিছু লিখিতেন না। তিনি যাহা কিছু লিখিতেন, সমস্তই ইংরাজী ভাষায়। তাহাও আবার সাধারণের জন্য নহে—তাঁহার লিখিত গ্রন্থ বিশেষজ্ঞেরাই পড়িয়া আনন্দ লাভ করেন। সাধারণের অবসর-বিনোদের জন্য তিনি কোন বই লেখেন নাই। সেই জন্য জনসাধারণের নিকট ইনি তত পরিচিত নহেন। কিন্তু তিনি যে সব কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ দরের। তাঁহার প্রদত্ত ঐতিহাসিক উপকরণ আজকালকার অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যবহার করিতেছেন এবং পরেও করিবেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে ধোয়ী কবির "পবনদূত" তিনি প্রকাশিত করেন।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—সরকারী কাজে মনোমোহন বাবুকে খুব পরিশ্রম করিতে হইত। এই পরিশ্রমের পরেও তিনি অনেক কাজ করিতেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার যত গেজেটিয়ার, ইহা সবই তিনি রিভাইজ করিয়া দেন। উড়িষ্যার মাদলা পাঁজীর সঙ্গে তাম্রশাসন মিলাইয়া তিনি যে ঐতিহাসিক তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালা এবং মিথিলার স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে যে সব কোটেশন ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি অতি নিপুণভাবে তাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এই রকম আরও বহুবিধ কার্য্য তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নয়টি পুত্র। অতি অল্প দিনই তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় মনোমোহন বাবুর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া, প্রস্তাব করিলেন যে, আজকার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য যে সকল সদস্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার কথা আছে, আজ তাহা স্থগিত থাকুক। আগামী কল্য ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে ইহাঁদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইবে। সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষৎ মন্দিরে মনোমোহন বাবুর একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হউক। শ্রীযুক্ত হরিদাস সরকার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর এতদ্বিষয়ক ভার অর্পিত হইল।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ২৩শে নবেম্বর ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৩।০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই ই, এম্ এ (সভাপতি),

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীভবেন্দ্র-লাল নাথ বি এল্, সি, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ পুততুণ্ড, শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত,

মিঃ ডি, এন্, দাস, মিঃ জি, সি, রায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীমন্মথনাথ বসু, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীঅঘোরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ প্রামাণিক।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত —সহকারী-সম্পাদকদ্বয়।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের লিখিত "সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ লিখিত না হওয়ায় পঠিত হইল না।

২। নিম্নলিখিত আট জন ব্যক্তি যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১। শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত ১৮০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	ঐ	২। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা প্রেস, ১।এ ঠাকুর কাস্‌ল রোড, কলিকাতা।
ঐ	ঐ	৩। শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	ঐ	৪। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন, ভবানীপুর।
ঐ	ঐ	৫। শ্রীকুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন, ভবানীপুর।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	৬। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, বি এল্ ১৮।১ গৌরীবেড়ে লেন।
ঐ	ঐ	৭। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাল ৫৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট।
ঐ	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৮। শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র [illegible] ৭১এ হালদার লেন, বৌবাজার।

২। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত পুস্তকের উপহারদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—উপহৃত পুস্তক—কমণ্ডলু। অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাধর দাস চক্রবর্ত্তী—A Short History of Sanskrit Literature.

৩। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অন্যতম সহায়ক সদস্য শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় লিখিত "সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয় এই উপলক্ষে বৌদ্ধ মহাযানের কিছু বিবরণ দিলেন ও তাহা হইতে হীনযান ও মহাযান হইতে সহজিয়া ও সহজিয়া হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, সহজিয়ারা বলে যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাদেরই ধর্ম্ম কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে প্রচার করিয়াছেন এবং সহজিয়াই আদি বৈষ্ণবধর্ম্ম।

৪। গত কল্যকার পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে সময়াভাবে নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করা হয় নাই।

(ক) রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর পরিষদের একজন পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রায় দুই সহস্রাধিক টাকা মূল্যের মর্ম্মরপ্রস্তরের টালি দান করিয়া পরিষৎ মন্দিরের নিম্নতল মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন।

(খ) কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় পাণিনি ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন; তন্মধ্যে কবিরাজি চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের সকল প্রকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অনুষ্ঠান আয়োজনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত বন্ধুবৎসল ছিলেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন উদার-চরিত্রের লোক ছিলেন।

(গ) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, প্রথিতনামা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় ডাঃ অমৃতলাল সরকার মহাশয় "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টি-ভেশন অফ সায়ান্স" নামক বিজ্ঞান-সভায় পিতার সহকারিরূপে থাকিয়া অনেক কার্য্য করেন এবং ১৯০৪ সালে পিতার মৃত্যুর পর সম্পাদক হইয়া ১৪ বৎসর ঐ সভার সেবা করেন। সম্পাদক থাকিয়া কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্স, বটানি ইত্যাদি বহু বিষয়ে বহু বক্তৃতা দিয়া ঐ সভাকে পুষ্ট করেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি "বিজ্ঞান" নামক বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার জন্য তাঁহাকে বহু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে "সায়ান্স এসোসিয়েশনে"র যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; এখনকার সভাটি দেশের মধ্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন। সম্প্রতি তথায় মৌলিক গবেষণার কাজ চলিতেছে। গত ২।৫ বৎসরে তিনি এই সভার নানাভাবে উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি গত দুই বৎসর ধরিয়া কলিকাতার "সায়ান্স কন্‌ভেন্‌শন্" নামক বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বিশেষ অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সভার কার্য্য এ বৎসরও চলিতেছে। এই সভার প্রবর্ত্তক হিসাবে তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। তিনি 'ক্যাল্‌কাটা জর্ণাল অব মেডিসিন' নামক পত্রখানি উপযুক্তভাবে পরিচালন করিয়াছিলেন।

তৎপরে (ঙ) কলিকাতার এটর্ণি প্রকাশচন্দ্র মিত্র, (চ) ডাক্তার অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (ছ) চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্তম্ভ কুঞ্জলাল দত্ত, (জ) পাবনা সিরাজগঞ্জের ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের সেক্রেটারী ব্রজেন্দ্রকুমার রায় ও (ঝ) মেদিনীপুর কুঁয়াপুরনিবাসী উদীয়মান সাহিত্যিক মন্মথনাথ পান মহাশয়গণের পরলোকগমনে বিশেষ ভাবে শোকপ্রকাশ করা হইল। অতঃপর (ঞ) প্রবীণ সাহিত্যিক ও দার্শনিক, বর্দ্ধমান শাখা-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের বিশেষ উদ্যোক্তা, পরোপকারী, গীতার ব্যাখ্যাতা, সুপণ্ডিত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল্ মহাশয়ের মৃত্যুতে বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করা হইল।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, উক্ত পরলোকগত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র লেখা হউক।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১২ই পৌষ ১৩২৬, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, শ্রীযাদীনাথ নন্দী, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পণ্ডিত শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, মৌলবী শেখ হবিবর রহমান, মৌলবী এ, লোহানী, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ শীল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমৃতলাল মজুমদার, শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানদাচরণ দাস, শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস, শ্রীননীলাল পাঠক, মিঃ টি, পি, চাটার্জ্জি, মিঃ এল্, মিত্র, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ মহাশয় লিখিত "বগুড়ার নবাবিষ্কৃত শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ। ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিবশতঃ অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত ৫ম ও ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে, উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। এতদ্ব্যতীত চতুর্থ ও নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নাম পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হইলে পর তাঁহারা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (পরিশিষ্টে প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৩। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির ও প্রদাতাগণের নাম পাঠ করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক ও উপহারদাতার নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল)।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার আলোচ্য প্রবন্ধটি রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম সহকারে শিলালিপির বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্যকার সভায় তিনি উপস্থিত না থাকায় সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয়কে এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। পঞ্চানন বাবু কর্ত্তৃক প্রবন্ধ পঠিত হইলে, প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃক প্রেরিত শিলালিপির ছাপ সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় বলিলেন যে, শিলালিপির মধ্যে এক স্থলে "সম্যক্দর্শন" অর্থে আত্মদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। "সম্যক্দর্শন" কথাটি কেবল জৈন দর্শনেই পাওয়া যায়। হিন্দুদর্শনে ইহার উল্লেখ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার জানা নাই।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপা হইবে স্থির হইয়াছে। গত শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় এই

শিলালিপির যে পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখক তাহার সহিত অনেক স্থলে একমত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ের আলোচনা হইতে পারিবে। তৎপরে তিনি বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিকে এই প্রবন্ধ প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখককে ও প্রবন্ধ-পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ অর্পণ করিলেন।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার সভায় কার্য্যতালিকাভুক্ত না থাকিলেও একটি শোকের সংবাদ তিনি সকলকে জানাইতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন সদস্য, বঙ্গদেশের অন্যতম প্রাচীন জমিদার-বংশের উজ্জ্বল রত্ন, দিনাজপুরের মহারাজ স্যর গিরিজানাথ রায় কে সি আই ই বাহাদুর গত ৬ই পৌষ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক এবং সৌজন্য প্রভৃতি অনেক গুণে বিভূষিত ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সম্মান করিতেন। পরিষদের তিনি একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। পরিষদের নানা অনুষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন এবং কলিকাতায় অবস্থান-কালে বহু সভায় উপস্থিত হইতেন। পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত "কল্কিপুরাণ" মুদ্রণ জন্য তিনি সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিতে-ছেন। অদ্যকার সভার বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশের পর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে বলিয়া আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এই শোকপ্রকাশের উল্লেখ নাই। আজ শোক-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল মাত্র, তাঁহার জন্য শোক প্রকাশের ব্যবস্থা পরে করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সমর্থক—রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুর, প্রস্তাবিত সদস্য—১। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ১২ হরিতকীবাগান লেন। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—২। শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ১১২।১ লোয়ার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সঃ—৩। শ্রীবিপিনবিহারী রায় এম্ এ, ৩৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু বি এ, ৭ কুণ্ডু লেন, ভবানীপুর। ৫। শ্রীসতীন্দ্রনাথ মিত্র, ৫৭ বীডন ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ। সঃ—৬। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮৭ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, ৭। শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য্য, ১০৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনিত্যানন্দ রায়। সমর্থক—ঐ, সঃ—৮। শ্রীঅবি-নাশচন্দ্র মিত্র, ২৫।২ কানাইলাল ধর লেন। ৯। শ্রীব্রজলাল দাস, ১৮ কানাইলাল ধর লেন।

১০। শ্রীহরেকৃষ্ণ দে, ৬৪ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সঃ—১১। শ্রীশশিভূষণ দত্ত, ২২ বদরিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। ১২। শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪২ আপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—১৩। শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য, ৩৪ আমহার্ষ্ট রো। প্রস্তাবক—সেখ হবিবর রহমান্ মণ্ডল, সমর্থক—ঐ, সঃ—১৪। এ, সোহানী, ৪২ বৈঠকখানা রোড।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, উপহৃত পুস্তক—১। ঘরজামাই, ২। উত্তরাধিকারী, ৩। বিলাত-ফেরত। শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী—৪। বনফুল, ৫। আত্মদর্শন, ৬। কর্ম্মফল। শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়—৭। রূপের ফাঁদ। শ্রীগণপতি চক্রবর্ত্তী—৮। সমাজসংস্কার ও সত্যপীর ব্রতকথা, ৯। শিষ্টাচার। শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ—১০। শ্রীবৃন্দাবন-শতক। শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—১১। রাজমঙ্গল। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১২। মায়ে-পোয়ে। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—১৩। মাতৃস্তুতি, ১৪। কল্যাণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবিবেকোল্লাস। শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়—১৫। সৃষ্টিতত্ত্বে পুরাণ ও বিজ্ঞান, ১৬। নূতন উপনিবেশ, ১৭। সতুর মা। শ্রীগৌরহরি সেন—১৮। চৈতন্য লাইব্রেরীর বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯১৮। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ—১৯। বালক-বন্ধু (১মখণ্ড) (অসম্পূর্ণ ও ছিন্ন)। রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর—২০ রাজা রামমোহন রায়।

Supdt. Govt. Printing, India—(21) Calcutta University Commission, Report, Vols. VII. VIII, IX, X, (22) Patent Office Journal, July to Sept. 1919. (22) Scientific Reports of the Agricultural Research Institution, Pusa, 1918-19. (24) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Sept. 1919. (25) Statistics of British India, Vol, IV. 1917-18, Officer-in charge, Bengal Sectt. Book Depot—(26) Report on the Operations of the Department of Agriculture, Bengal 1918–19. (27) Annual Report of Bengal Veternary College and of the Civil Veternary Department, Bengal, 1918-19. (27) Fifty-Seventh Annual Report of the Govt. Cinchona Plantations and Factory in Bengal, 1918-19. (28, Report on Wards attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1918–19, 1325 B S.) Secretary, Indian Science Association—(29) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol. V, Pt. I, 1919. রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর—(30) The Health of Indian Student, Director Geological Survey of India (31) Records of the Geological Survey of India, vol, L, part 3, 1919. শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(32) A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods. Secy, Smithsonian Institution—(33) Smithsonian Miscellaneous Collections, vol, 6. No. 9, (34) Do—vol. 69, No 10 (1919) (35) Do—No 11 (36) Do—No. 12 (37) Spencer Fullerton Baird.

Registrar, Calcutta University (38) Calcutta University Minutes, Vol. LIII parts I to VII, 1912 (42) Do Vol LVII, pt I to VIII 1913 (43) Do Vol LVIII pt I to VIII 1914 (44) Calcutta University Calendar, 1882 Do part I to III 1907 (45) Do II to IV. 1913 (46) pt I to III, 1914, (47) Do part III 1915 (48) Do pt I 1918-19 শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ—(49) A Brief History of the Acharyya Brahims.

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৮ই পৌষ ১৩২৮, ৩রা জানুয়ারী ১৯২০, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ, বি এ, ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এম বি, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, কবিরাজ শ্রীমনোরঞ্জন সেন, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীবিদ্যুৎপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, মিঃ এন্. সি. রায়, শ্রীঅমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রী[illegible]শ্বর দাস, শ্রীমাণিকলাল সেন, শ্রীহরিচরণ মিত্র, শ্রীরাধাশ্যাম সরকার, শ্রীরাধারমণ রায়, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীচিরসুন্দর লাহিড়ী, শ্রীআনন্দমোহন পাল, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীবিজয়নাথ সান্ন্যাল, শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত বি এ, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীহরলাল মিত্র, শ্রীমণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস সি, শ্রীরামকমল সিংহ, মিঃ বি. এল্. ধর, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, মিঃ ইউ. এল্. চক্রবর্ত্তী।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত বক্তৃতা—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস, রসায়নাচার্য্য মহাশয়ের "আহারতত্ত্ব" বিষয়ান্তর্গত পরিপাকতত্ত্ব বিষয়ে আলোকচিত্রাদি সহযোগে পঞ্চম বক্তৃতা।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে বক্তা তাঁহার আহারতত্ত্বসম্পর্কীয় পরিপাকতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে আলোকচিত্র

প্রদর্শন দ্বারা বক্তার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যানে সহায়তা করিলেন। নিম্নে বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

ক্ষুদ্র অন্ত্র তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম ডিওডিনম্ (Deodenum)। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ হাত লম্বা। ইহার অব্যবহিত পরের অংশের নাম জেজুনম্ (Jejunum); ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত। ক্ষুদ্র অন্ত্রের শেষাংশের নাম ইলিয়ম্ (Ileum); ইহা প্রায় সাড়ে সাত হাত লম্বা এবং বৃহদন্ত্রের সহিত সংযুক্ত।

ডিওডিনমের মধ্যে একটি নালীর মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃৎ হইতে পিত্তবাহী নালী (Bile duct) এবং ক্লোম্ (Pancreas) হইতে রসবাহী নালী (Pancreatic duct) উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া যে একটি নালী গঠিত হইয়াছে, তাহারই মুখ ডিওডিনমের মধ্যে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। এই নালীর মুখ দিয়া পিত্ত ও ক্লোম্‌রস অন্ত্রমধ্যে আসিয়া আমাশয় হইতে আগত খাদ্যের পরিপাক সাধন করে। অম্লরসযুক্ত খাদ্য অন্ত্রে আগমন করিলে তথায় সিক্রিটীন্ (Secretin) নামক এক পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাহার উত্তেজনায় ক্লোম্‌রস প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নালীর মুখ দিয়া অন্ত্রমধ্যে ক্ষরিত হইতে থাকে।

ক্লোম্‌রসের মধ্যে তিনটী কিণ্ব পদার্থ (Ferment) অবস্থিতি করে। ইহাদিগের প্রত্যেকটীর ক্রিয়া পৃথক্। ষ্ট্রিপ্‌সিন্ (Strypsin) নামক কিণ্ব পদার্থের সাহায্যে আমাশয় হইতে আগত, আংশিক ভাবে জীর্ণ, ছানাজাতীয় পদার্থের পরিপাকক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া, উহা রক্তের সহিত শোষিত হইবার উপযুক্ত হয়। ছানাজাতীয় পদার্থের পরিপাক আমাশয়ে আরম্ভ হইয়া অন্ত্রমধ্যে শেষ হয়। লাইপেজ (Lipase) নামক আর একটী কিণ্ব পদার্থ ক্লোমরসের মধ্যে অবস্থিতি করে; ইহা পিত্তের সহিত মিলিত হইলে, উহা দ্বারা খাদ্যস্থিত মাখনজাতীয় পদার্থ জীর্ণ হইয়া দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ পদার্থে পরিণত হয় এবং লাক্‌টীল্ (Lacteals) নামক একজাতীয় শিরা দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। আমিলেজ্ (Amylase) নামক ক্লোমরসস্থিত তৃতীয় কিণ্ব পদার্থ দ্বারা খাদ্যস্থিত শ্বেতসারজাতীয় পদার্থ (মুখের মধ্যে যাহা জীর্ণ হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই) দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হইয়া রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া যকৃতে উপস্থিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য যে সকল জারক পদার্থের প্রয়োজন, তাহার সকলগুলি ক্লোমরসের মধ্যে থাকে।

যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া ক্লোমরসের সহিত একত্রে ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে আগমন করে এবং প্রধানতঃ মাখনজাতীয় খাদ্যের পরিপাক-কার্য্য সম্পাদন করে। ক্লোম্‌রস পিত্তের সহিত মিলিত না হইলে মাখনজাতীয় খাদ্য জীর্ণ হয় না। পাণ্ডুরোগ (Jaundice) হইলে পিত্ত অন্ত্রমধ্যে ক্ষরিত না হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং এই জন্য রোগীর চক্ষু ও দেহ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। পাণ্ডুরোগগ্রস্ত লোক মাখনজাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণ পরিপাক করিতে পারে না; কারণ,

ঐ পিত্তের সাহায্যে ঐ জাতীয় খাদ্য সাধারণতঃ জীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা তখন অন্ত্রমধ্যে আগমন করে না।

ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড আছে। ঐ সকল গণ্ড হইতে আন্ত্রিক রস (Succus Entericus) এক প্রকার ক্ষারক রস নিঃসৃত হয় এবং পিত্ত ও ক্লোমরসের সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত খাদ্যের পরিপাক সাধন করে। আন্ত্রিক রসের মধ্যে ইন্‌ভার্টেজ (Invertase) নামক এক প্রকার কিণ্ব পদার্থ থাকে; ইহা দ্বারা আমাদের খাদ্যস্থিত ইক্ষুশর্করা (Cane sugar) দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হইয়া থাকে। আমরা যে-কোন প্রকার শর্করা ভক্ষণ করি না কেন, উহা দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত না হইলে রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া শরীরের কার্য্যে লাগে না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যকৃৎ ও ক্লোম পরিপাকযন্ত্রের দুইটি প্রধান অঙ্গ। যকৃৎ উদরের দক্ষিণভাগে এবং ক্লোম উদরের বাম ভাগ হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। যকৃৎ বা ক্লোম ব্যাধিগ্রস্ত হইলে খাদ্য পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। ক্লোম-যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে এক প্রকার দুঃসাধ্য বহুমূত্র রোগ জন্মিতে দেখা যায়।

যকৃতের প্রধান ক্রিয়া, পিত্ত নিঃসরণ দ্বারা খাদ্যের পরিপাক সাধন করা। ইহা ব্যতীত যকৃতের আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে। জীর্ণ খাদ্য রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রথমতঃ যকৃতের মধ্যে গমন করে। তথায় খাদ্যের কতক অংশ আকার পরিবর্ত্তন করিয়া দেহের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সাধনের জন্য সঞ্চিত থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের খাদ্যস্থিত শ্বেতসার ও ইক্ষুশর্করা অন্ত্রমধ্যে দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হইয়া রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। এই দ্রাক্ষাশর্করা শোণিত-প্রবাহ দ্বারা যকৃতে নীত হইলে, উহা তথায় গ্লাইকোজেন্ (Glycogen) নামক একপ্রকার জান্তব শ্বেতসার (Animal Starch) জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং যকৃতের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। দেহের প্রয়োজন-মত এই পদার্থ যকৃতের মধ্যে পুনর্ব্বার দ্রাক্ষাশর্করায় পরিবর্ত্তিত হইয়া রক্তস্রোতের সহিত মিলিত হয় এবং দেহের সর্ব্বত্র নীত হইয়া, রক্তস্থিত অক্সিজেন সংযোগে দগ্ধ হইয়া শারীরিক তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। যদি কোন কারণে রক্তস্থিত সমুদয় শর্করা দগ্ধ হইবার অবকাশ না পায়, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত অংশ মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় মূত্র পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যে দ্রাক্ষাশর্করা অত্যধিক পরিমাণে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায় এবং ইহাকেই আমরা বহুমূত্র (Diabetes) রোগ বলিয়া থাকি।

যে সকল কারণে বহুমূত্র রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে দুই একটি বিশেষ কারণ এ স্থলে বর্ণিত হইল।

১। যদি আমাদের খাদ্যে অত্যধিক পরিমাণে শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় উপাদান থাকে, তাহা হইলে আমাদের যকৃৎ সে সমস্ত অংশকে গ্লাইকোজেনে পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজ

তাহার মধ্যে সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং দ্রাক্ষাশর্করার যে অংশ গ্লাইকোজেনে পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায় এবং এইরূপে অধিকাংশ ব্যক্তির বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা নিবারণের একমাত্র উপায়, খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসার ও শর্করার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া।

২। যকৃৎ কোন কারণে অপটু হইলে, উহার দ্রাক্ষাশর্করাকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। সুতরাং দ্রাক্ষাশর্করার অবশিষ্টাংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

৩। দ্রাক্ষাশর্করা রক্তস্রোতের সহিত প্রবাহিত হইয়া, মাংসপেশী এবং শারীরিক অন্যান্য উপাদানের মধ্যে আগমন করিয়া, তন্মধ্যে সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প ও জলে পরিণত হয়। এই দহনক্রিয়ার ফলে দ্রাক্ষাশর্করার কিছুমাত্র রক্তের মধ্যে থাকে না বলিয়া এই পদার্থ সুস্থাবস্থায় মূত্রের সহিত বহির্গত হইবার অবকাশ পায় না। যদি কোন কারণে যকৃতে অধিক পরিমাণ গ্লাইক্রোজেন্ দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হইয়া রক্তস্রোতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে মাংসপেশীর মধ্যে উহার সমস্ত অংশ দগ্ধ হইবার সুবিধা হয় না। এরূপ স্থলে অদগ্ধ দ্রাক্ষাশর্করা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। যথোপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে মাংসপেশীগণ রক্তস্থিত দ্রাক্ষাশর্করাকে যথানিয়মে দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, উহা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। যত অধিক পরিশ্রম করা যায়, ততই রক্তস্থিত দ্রাক্ষাশর্করা অক্সিজেন্ সংযোগে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই রোগ নিবারণের আর একটি উপায়—যথোচিত পরিশ্রমের কার্য্য করা। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে কোন না কোনরূপ ব্যায়াম করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের সহিত অতিরিক্ত শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় পদার্থ ভোজন না করা এবং যথোচিত ব্যায়াম চর্চ্চা করা বহুমূত্র রোগ নিবারণের দুইটি প্রধান উপায়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের স্বচ্ছল অবস্থার লোকে এই দুইটি বিষয়েই সম্যক্ অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্বেতসার, শর্করা ও মাখনজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত অধিক পরিমাণে ভোজন করেন, অথচ এরূপ খাদ্যের কুফল নিবারণ করিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম বা ব্যায়াম করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা সম্পাদন করিতে একান্ত বিমুখ হয়েন। এই অবহেলার ফলে আমাদের দেশে এত অধিক লোক বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য বা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন।

অবশ্য অন্যান্য অনেক কারণেও বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া থাকে। ক্লোমযন্ত্রের বিকার, মস্তিষ্কের রোগবিশেষ প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় রোগে দুঃসাধ্য বহুমূত্র রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, এ দেশে উপরোক্ত উভয় কারণে অধিকাংশ লোকের বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া থাকে এবং উপরোক্ত নিয়ম পালনদ্বারা উহা প্রশমিত বা নিবারিত হইতে পারে।

ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে খাদ্য সুসম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, উহা দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ তরল আকার ধারণ করে। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত জীর্ণ খাদ্যকে ইংরাজীতে কাইল্ (Chyle) কহে। এক্ষণে উহা ক্ষুদ্র অন্ত্রের গাত্রে অবস্থিত কোমল গুটিকার আকারের পদার্থের দ্বারা শোষিত হইতে থাকে। এই গুটিকার আকারের পদার্থগুলির ইংরাজী নাম ভিলাই (Villi)। প্রত্যেক ভিলাই কতকগুলি রসবাহী (Lacteals) এবং রক্তবাহী শিরাদ্বারা মণ্ডিত থাকে। রক্তবাহী শিরাসমূহ ছানা ও শর্করাজাতীয় জীর্ণ খাদ্য শোষণ করিয়া লয় এবং রসবাহী শিরা দুগ্ধবৎ মাখনজাতীয় জীর্ণ খাদ্য শোষণ করিয়া আর একটি বৃহৎ নালী সাহায্যে রক্তস্রোতের মধ্যে চালিয়া দেয়। এইরূপে সমুদয় জীর্ণ খাদ্য রক্তের সহিত মিশ্রিত ও সঞ্চালিত হইয়া দেহের পোষণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র অন্ত্রের পরেই বৃহদন্ত্র (Large Intestine) অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে একখানি ঢাক্না আছে। ক্ষুদ্র অন্ত্র, কোন পদার্থ বৃহদন্ত্রে আসিবার সময় ঢাক্নাখানি খুলিয়া দেয়, কিন্তু বৃহদন্ত্র হইতে কোন পদার্থ বিপরীত দিকে অর্থাৎ ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে আসিবার চেষ্টা করিলে, ঢাক্নাখানি আপনা হইতে বন্ধ হইয়া উহার গতিরোধ করে। বৃহদন্ত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ হাত এবং পরিসরে ক্ষুদ্র অন্ত্র অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। ক্ষুদ্র অন্ত্রের ন্যায় ইহাও ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশের নাম সিকম্ (Cœcum), তৎপরে কোলন্ (Colon), তৎপরে সিগময়েড ফ্লেক্সর (Sigmoid Flexure) এবং সর্ব্বশেষ ও নিম্নভাগের নাম রেক্টম্ (Rectum)। এই রেক্টমই মলদ্বারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কোলন উহার গতি ও অবস্থিতি-ভেদে তিন অংশে বিভক্ত।

ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে জীর্ণ খাদ্যের সমস্ত সারভাগ শোষিত হইয়া যায়। অসার ও অজীর্ণ অংশ ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পদার্থের মধ্যে যে জলীয়াংশ থাকে, তাহা এবং যদি কিছু সারপদার্থ থাকে, তাহাও, বৃহদন্ত্রে শোষিত হইয়া, খাদ্যের অসার ও পরিত্যক্ত অংশ কঠিন মলের আকার ধারণ করে বৃহদন্ত্র হইতে নিঃসৃত এক প্রকার দুর্গন্ধময় রস উহার সহিত মিশ্রিত হইলে, উহার গন্ধ মলের ন্যায় হয় এবং যথাকালে উহা মলদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়। খাদ্য পরিপাক হইয়া মলরূপে বাহির হইতে প্রায় এক দিবস সময় লাগে।

ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের গাত্রে বহুল বৃত্তাকার মাংসপেশী সংলগ্ন আছে। উহারা জীর্ণ খাদ্যের উপর সংকুচিত হইয়া খাদ্যকে ক্রমাগত নীচের দিকে ঠেলিয়া দেয় এবং এই ক্রিয়াদ্বারা মলত্যাগের সুবিধা হয়।

তৎপরে বক্তা শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে, চিত্রপ্রদর্শন জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য রামমোহন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ — সভাপতি।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্চবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষড়্‌বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ বিবৃত হইল।

বান্ধব

দুঃখের কথা যে, আলোচ্য বর্ষেও কোন নূতন বান্ধব পাওয়া যায় নাই। এমন কি, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যাঁহারা "বান্ধব"-পদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারাও অদ্যাপি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া পরিষৎকে কৃপা করেন নাই। বঙ্গের ধনশালী ব্যক্তিগণ পরিষদের এই 'বান্ধব'-পদ গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে সমৃদ্ধ করেন এবং মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সহায়তা করেন, ইহা পরিষৎ সাগ্রহে আশা করেন।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—বিশিষ্ট ৯, আজীবন ৬, অধ্যাপক ৩, সহায়ক ১৯ এবং সাধারণ (কলিকাতার ১৫৯৫ ও মফস্বলের ১৬১৯) ৩২১৪, মোট ৩২৫১।

বিশিষ্ট, আজীবন ও অধ্যাপক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট, আজীবন বা অধ্যাপক-সদস্যের নূতন নামের প্রস্তাব না আসায় পরিষৎ কোন নূতন বিশিষ্ট, আজীবন অথবা অধ্যাপক-সদস্যের নাম তালিকাভুক্ত করিতে পারেন নাই।

মৌলবী-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মানুসারে মৌলবী-সদস্য হইবার উপযুক্ত কোন নামের প্রস্তাব পাওয়া যায় নাই। সুখের বিষয়, আজকাল মুসলমান বিদ্বন্মণ্ডলী বঙ্গ-বাণীর সেবায় যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন এবং বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টির জন্য তাঁহারা যে প্রকার যত্ন ও ত্যাগস্বীকার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের সাহায্য পরিষদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। পরিষৎ আশা করেন, মৌলবীগণ পরিষদের নানাবিষয়িণী চেষ্টায় যোগদান করিয়া, পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিবেন,—অচিরে মৌলবী-সদস্যের অভাব পূরণ করিবেন এবং আরবী ও পারসী ভাষা হইতে বিবিধ রত্নরাজি সংগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষাতে ঐগুলি প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিবেন।

সহায়ক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের ১৯ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে সহায়ক-সদস্য সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে ৩ জনের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

তাঁহাদের পুনর্নির্ব্বাচন আবশ্যক-বোধে বিগত চতুর্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাদের নাম প্রস্তাব করেন। তদনুসারে তাঁহারা পুনরায় ৫ বৎসরের জন্ত সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মৌলবী নুর আহম্মদ এবং বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এইরূপে সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা ২০ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষমধ্যেই অন্যতম সহায়ক-সদস্য জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। এই জন্ত এই সংখ্যা ১৯ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে উক্ত সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ মহাশয় গ্রন্থ-সম্পাদন, পত্রিকার জন্ত প্রবন্ধাদি রচনা, পুথি-সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পরিষদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। আশা করা যায়, অন্যান্য সহায়ক-সদস্যগণ আগামী বর্ষে পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

সাধারণ-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পরিষদের কলিকাতাবাসী সাধারণ সদস্য ১৫৯৫ জন ছিলেন। তন্মধ্যে ২৭১ জনের নাম পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ৬১ জন কলিকাতাবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের প্রথমে মফস্বলের সদস্য-সংখ্যা ১৬১৯ ছিল। তন্মধ্যে পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় জন্ত ৫১৪ জনের নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, ২০ জনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ২৬ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ২ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসী সদস্যগণের মধ্যে ১৩জন মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বলের ১৩জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতায় ১০৪৬ জন ও মফস্বলে ১১০৯ জন সদস্য ছিলেন এবং কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ২৪৫৫ হইয়াছিল।

বহু দিন হইতে অনেক সদস্যের নিকট বহু টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছিল। তাঁহাদিগকে উক্ত চাঁদা শোধ করিবার জন্ত নানা সুবিধাজনক সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা পরিষদের আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। এই জন্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বহু দিনব্যাপী আলোচনার পর তাঁহাদিগের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন। এখনও যাঁহারা চাঁদা বাকী রাখিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া, সদস্যের পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া, পরিষৎকে উপকৃত করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

সদস্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা হইতেছে—শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদিগের পরিষদের সদস্য-পদ-গ্রহণ। এত দিন আমাদের পরিষদে বিদুষী ভদ্রমহিলা কেহই সদস্য ছিলেন

না। আলোচ্য বর্ষের ১৮ই ফাল্গুন তারিখের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীমতী জগৎমোহিনী সিংহ মহাশয়া পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তিনি যথারীতি সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইয়াছে,—বিশিষ্ট ৯, আজীবন ৬, অধ্যাপক ৩, মৌলবী ০, সহায়ক ২০, সাধারণ (কলিকাতার ১৩৪৬, মফস্বলের ১১০৯)—২৪৫৫, মোট—২৪৯৩।

নূতন সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব দ্বারা পরিষদের বলবৃদ্ধিতে যে সকল সদস্য পরিষদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

পরলোকগত সদস্য ও সাহিত্য-সেবিগণ

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১ জন সহায়ক-সদস্যের এবং ৩৯ জন সাধারণ-সদস্যের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। পরিষৎ ইঁহাদের মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

সহায়ক সদস্য—১। জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ। সাধারণ-সদস্য—২। অখিলচন্দ্র রায়। ৩। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৪। ও, এস্, অচ্যুতরাও। ৫। কালীপদ বসু। ৬। কাশীকান্ত মৈত্রেয়। ৭। কুলদাকিঙ্কর রায়। ৮। রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর। ৯। কৃষ্ণলাল চৌধুরী। ১০। গঙ্গানারায়ণ রায়। ১১। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২। গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩। গৌরমোহন শীল। ১৪। জানকীনাথ পাঁড়ে। ১৫। জিতেন্দ্রনাথ রায়। ১৬। কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী। ১৭। ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। ১৮। নিখিলনাথ মৈত্র। ১৯। কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি। ২০। বঙ্কিমচন্দ্র রায়। ২১। বিনয়েন্দ্রনাথ সিংহ। ২২। বৈদ্যনাথ ঘোষ। ২৩। ভাগ্যধর মল্লিক। ২৪। মণিমোহন মুখোপাধ্যায়। ২৫। কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর। ২৬। যাদবগোবিন্দ রায়। ২৭। মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর। ২৮। রামদেব মুখোপাধ্যায়। ২৯। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। ৩০। রাধিকামোহন সেন। ৩১। শরচ্চন্দ্র দেব। ৩২। ডাঃ শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায়। ৩৩। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩৪। শ্রীশচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর। ৩৫। সতীশচন্দ্র বসু। ৩৬। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৩৭। হরিদাস নন্দী। ৩৮। হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ৩৯। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। ৪০। হারাণচন্দ্র মিত্র।

উল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নোক্ত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিগণের পরলোক-গমন ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এককালে পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষভাবে দুঃখিত।

১। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি গত ১৩০১।১৩০২ বঙ্গাব্দে পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। ২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ৩। ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত। ৪। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। ৫। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। ৬। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ৭। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, পি আর এস মহাশয়ের মৃত্যু পরিষদের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। পরিষদের শৈশবাবস্থায় ১৩০২।৩ বঙ্গাব্দে পরিষৎ যখন স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আশ্রয়ে লালিতপালিত হইতেছিল, সেই সময় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের সম্পাদকরূপে পরিষদের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ উক্ত রাজবাড়ী হইতে অন্তত্র উঠিয়া আসিলে পর, তিনি রাজবাড়ীতে নবপ্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য-সভা'র সম্পাদক হইয়াছিলেন; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিষয় বঙ্গদেশবাসীর নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত দুঃখিত। ৮। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়। ৯। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০। পণ্ডিত মোহম্মদ রেয়াজদ্দিন।

বার্ষিক অধিবেশন

১৩২৫, ২রা আষাঢ় তারিখে চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কয়েক জন সদস্যের রাজসম্মান-লাভে আনন্দ প্রকাশের পর গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠ, আলোচ্য বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ, বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিজ্ঞাপন, আলোচ্য বর্ষের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফল বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে কতিপয় সহায়কসদস্য নির্ব্বাচন ও কতকগুলি পুরস্কার-প্রবন্ধ-পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপিত হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১০টি সাধারণ ও ৯টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। নিম্নে অধিবেশনে আলোচিত বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল।—

তারিখ প্রবন্ধ ও লেখক

প্রথম মাসিক অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, রবিবার—"মহাকবি শঙ্কর", শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৯শে ভাদ্র, রবিবার—"আরবী ও ফারসী ভাষের বাঙ্গালা শিলালিপির সমালোচনা," শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, রবিবার—"কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি-সমূহ," শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২২শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—"পাহাড়ী জাতির মধ্যে অশ্ব্যুৎপাদনের উপায়," শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম এ, এল্ এম এস্।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৫শে অগ্রহায়ণ, বুধবার—"অন্তর্বায়ু বা শারীরিক সমীরণ" সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতা। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বস্তির উপযোগী যন্ত্রাদি বক্তা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—"মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস," ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২১শে পৌষ, রবিবার—"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমালোচনা," শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৮শে পৌষ, রবিবার—(ক) "আলোচনা," শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (খ) "মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়লিখিত শব্দকোষ আলোচনা,"—মৌলবী নজীর আহমদ। (গ) "কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা"—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

নবম মাসিক অধিবেশন—২৬শে মাঘ, রবিবার—"তবাকের সংস্থান," শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

দশম মাসিক অধিবেশন—১৮ই ফাল্গুন, রবিবার—(ক) "সমতটের পূর্ব্বে"—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম এ। (খ) "এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বাহাদুর, এম এ। (গ) "আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বাহাদুর, এম এ।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—বস্তির উপযোগী যন্ত্রাদি—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ।

নবম মাসিক অধিবেশন—প্রাচীন মুদ্রা ২টি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্।

বিশেষ অধিবেশন

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—২৫শে আষাঢ়, মঙ্গলবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়-প্রবর্ত্তিত বক্তৃতামালার অন্তর্গত চতুর্থ বক্তৃতা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় "শিবাজি ও ঔরঙ্গজেব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য, বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই মহোদয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। / পরিষদের অন্যতম

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয়, তাঁহার পিতার তৈলচিত্র স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। সেই চিত্রই এই অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সহকারী সভাপতি মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়-রচিত একটি গীত গান করেন। শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং সভাপতি মহাশয় মনোমোহন বাবুর গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মনোমোহন বাবুর পৌত্র, চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের অঙ্কিত ও তাঁহাদের প্রদত্ত চিত্রখানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—২০শে পৌষ, শনিবার। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২৫শে মাঘ, শনিবার, পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। পরিষদের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। পরিষদের গঠন ও উন্নতির জন্য যিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ এই চিত্রপ্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যে সামান্য চেষ্টা করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। (এই অধিবেশনের বিস্তারিত বিবরণ পরিষৎপত্রিকায় মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে)।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—২৮শে মাঘ, রবিবার। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী

সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ শ্রীযুত সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত ও সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় ডাক্তার করের গুণাবলী আলোচনা করেন।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—১৬ই ফাল্গুন, শনিবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর প্রণীত সভ্যতার ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—১১ই চৈত্র, মঙ্গলবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত পঞ্চম বক্তৃতা হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুত চুণীলাল বসু মহাশয় "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন। সভাপতি স্যর শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন—২৭শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার। এই অধিবেশনে উক্ত বক্তৃতামালার অন্তর্গত ষষ্ঠ বক্তৃতা হয়। রায় শ্রীযুত চুণীলাল বসু ~~বাহাদুর~~ "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। মাননীয় ভাইস চান্সেলার স্যর শ্রীযুত নীলরতন সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি-সভার বিশেষ অধিবেশন—১৬ই চৈত্র, রবিবার। স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের উক্ত স্মৃতিসমিতির অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন সেন, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন, রায় শ্রীযুত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুত আশুতোষ মহলানবীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু মহাশয়গণ কবির সম্বন্ধে আলোচনা করেন। (পরিষৎ-পত্রিকায় এই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ দ্রষ্টব্য)।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, বঙ্গ-ভারতীর অন্যতম বরপুত্র, কবিবর নবীনচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পরিষদের পক্ষে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। গত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ কবিবরের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তৎপরে পরিষৎ মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি যাহাতে উপযুক্ত-ভাবে রক্ষিত হয়, তাহার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের একটি স্মৃতিসমিতি গঠিত হয়। উক্ত স্মৃতি-সমিতি এতদিনের চেষ্টায় কবিবরের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছেন। এই জন্য

পরিষৎ উক্ত স্মৃতি-সমিতির নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষৎ এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন।

পরিষদে ধারাবাহিক বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা

গত চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, পরিষদের সভাপতি জগদ্বিখ্যাত স্তর শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গদেশের নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদনুসারে আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় মারাঠা ইতিহাসান্তর্গত "শিবাজি ও ঔরঙ্গজেব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন এবং আলোকচিত্রের সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করেন। পরিষৎ আশা করেন, বঙ্গদেশের অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরিষদের এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানে সহায়তা করিবেন। যাঁহারা এই ভাবে বক্তৃতা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মাতৃভাষায় এইরূপ বক্তৃতার উপযোগিতা দেশমধ্যে যতই অনুভূত হইবে, ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য ততই উপায়সমূহ নির্ণীত হইবে। এই সকল বক্তৃতা স্থায়িভাবে সাহিত্যে সুরক্ষিত হইয়া, বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনাকারিগণের পক্ষে যাহাতে বিশেষ সহায়ক হয় অচিরে উহার ব্যবস্থা করিলে সাহিত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর বক্তৃতার জন্য রামমোহন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ পরিষৎকে ব্যবহার করিতে দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য উক্ত লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় উক্ত ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ পরিচালন করিয়া শ্রীযুত চুণীবাবুর বক্তৃতা বুঝাইবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন।

কার্য্যালয়

কর্ম্মাধ্যক্ষ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন,—

সম্পাদক—	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক—	„ কিরণচন্দ্র দত্ত
	„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
	„ ললিতচন্দ্র মিত্র
	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রিকাধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ধনাধ্যক্ষ—	" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
গ্রন্থাধ্যক্ষ—	" সুশীলকুমার দে
চিত্রশালাধ্যক্ষ—	" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
ছাত্রাধ্যক্ষ—	" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—	" উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। তিনি অল্প দিনের জন্য কাজ করিয়া, নিজ সাংসারিক কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন বলিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-বিভাগের, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-সম্মিলন, শাখা-পরিষৎ ও পরিষদের যাবতীয় মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের ও নূতন সদস্য-নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কার্য্যের এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। এই সকল সহকারী সম্পাদকগণের আন্তরিক যত্ন ও বিশেষ পরিশ্রম ব্যতীত সম্পাদকের পক্ষে পরিষদের কার্য্য সম্পাদন একরূপ অসম্ভব হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। সম্পাদক এই জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া যে ভাবে পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ কার্য্য ব্যতীত পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের নাটকের তালিকা-মুদ্রণ শেষ হইয়াছে ও গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। চিত্রশালাটি যাহাতে আদর্শ চিত্রশালায় পরিণত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। চিত্রশালার দ্রব্যাদির শৃঙ্খলাবদ্ধ তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় ছাত্র-সভ্যগণ বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে প্রাচীন পুথি, বঙ্গের ইতিহাস, মারাঠা জাতির ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক ভারত-তত্ত্ব জানিবার উপাদান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়াছেন। এই সকল কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন জন্য পরিষৎ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ব্যতীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয় পরীক্ষকের কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। পরিষৎ এই বন্ধুগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্য-নির্ব্বাহে বহু সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২। „ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৪। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
৬। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
৭। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৮। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৯। „ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১০। „ রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর
১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
১২। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন
১৩। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
১৪। „ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। „ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
১৬। „ বাণীনাথ নন্দী
১৭। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮। „ ডাঃ অনুকূলচন্দ্র সরকার
১৯। „ রমাপ্রসাদ চন্দ
২০। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

(খ) শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিগণ

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী—(বরিশাল)
২। „ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—(চট্টগ্রাম)
৩। „ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—(বহরমপুর)
৪। „ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—(নদীয়া)
৫। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—(রঙ্গপুর)

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৬টি সাধারণ ও ৩টি বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত ৬ বার পত্রব্যবহার দ্বারা (meeting in circulation) কার্য্য-নির্ব্বাহক-

সমিতির মতামত সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিও আলোচিত হইয়াছিল,—

১। বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণমধ্যে জানান হইয়াছিল যে, পরিষদের নিয়মাবলী সংস্কার ও পরিবর্ত্তন-প্রস্তাবগুলি আলোচনার জন্য আলোচ্য বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হইয়াছে। তদনুসারে গত ১৫ই শ্রাবণ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের নির্দ্দেশমত উক্ত প্রস্তাবগুলি এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রেরিত কতকগুলি প্রস্তাব আলোচনার জন্য এক শাখাসমিতি গঠিত হয়। এই শাখা-সমিতি গত ১৪ই মাঘ তারিখের অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাবগুলি আলোচনা করেন এবং সমিতির নির্দ্দেশ-মত পূর্ব্বপ্রস্তাব ও সমিতির গৃহীত প্রস্তাব একত্রে সদস্যগণের নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সদস্যগণের নিকট হইতে মতামত পাওয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে উক্ত মতামতগুলি আলোচিত হইয়া, উক্ত বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য পরিষদের এক সাধারণ বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত হইবে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে উক্ত দুইটি বিশেষ অধিবেশনই আহূত হইয়া নিয়মাবলী সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে।

২। পরিষৎ-পুস্তকালয় সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠন। ৩। পরিষদের চিত্রশালা সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠন। ৪। কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ জন্য কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভূমিদানপত্রের দলিলের খসড়া মঞ্জুর।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা ভাস্করের সহিত মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-সংক্রান্ত চুক্তি নির্দ্ধারণ এবং এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ অর্থ-সংগ্রহ জন্য সমিতি গঠন। এ যাবৎ ৬৮৩৲ টাকা এই তহবিলে আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০০৲ টাকা ভাস্করকে দেওয়া হইয়াছে এবং মূর্ত্তিনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

৬। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে একটি ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই ভাণ্ডারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের উপর সম্পূর্ণ ভার প্রদত্ত হইয়াছে ও এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্নে এ পর্য্যন্ত ৪৮৲ টাকা সাহায্য সদস্যগণের নিকট সংগৃহীত হইয়া, চণ্ডীবাবুর পত্নীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সমিতি তজ্জন্য শ্রীযুত বনওয়ারি বাবুর নিকট ও সাহায্যদাতৃগণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

৭। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৮। সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৯। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের (সমাচারদর্পণের) শতবার্ষিক উৎসব জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১০। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১১। দ্রব্যাদি মহার্ঘ হওয়ায় পরিষদের বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণকে এক মাসের বেতন এবং আগামী বর্ষে মাসিক ৪৲ । ৫৲ টাকা হিসাবে এক বৎসরের জন্য অতিরিক্ত দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

১২। বাঁকীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে সম্মিলনের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। উক্ত সম্মিলনের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কি না, তৎসম্বন্ধে মতামত দিবার জন্য ঐ শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক পরিষৎ অনুরুদ্ধ হওয়ায়, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় পরিষৎ তাঁহাদের মন্তব্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ। যেহেতু উক্ত নিয়মাবলী গৃহীত হইলে সম্মিলনের সহিত পরিষদের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহাতে সম্মিলনের উন্নতির পক্ষে বাধা ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

১৩। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব-ক্রমে বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার কি প্রকার হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১৪। পিয়নগণের থাকিবার ঘর, পায়খানা, জলের কল প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের নানা শাখা-সমিতিতে—ছাপাখানা-সমিতি, পুস্তকালয়-সমিতি, আনুমানিক আয়-ব্যয়-সমিতি, বিভিন্ন স্মৃতি-সমিতি প্রভৃতি সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া এবং অন্য উপায়ে পরিষদের নানা অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বরকমে মোট আয় ১৭৯২৩৬৬ টাকা, পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ২২৫।৶৩ টাকা, একুনে মোট জমা ১৮১৪৯৶৯ টাকা। মোট ১৮০৪৬৩ টাকা ব্যয় হইয়া বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ১০৩৶৬ টাকা আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ২২০৬৯॥৶৮ টাকা কোম্পানীর কাগজাদি ও ডাকঘরে মজুত আছে। আজ তিন চারি বৎসর ধরিয়া অনেক সদস্যের বাকী চাঁদা আদায় করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করা হইতেছিল। এমন কি, তাঁহাদের বাকী চাঁদার ¾ অংশ বাদ দিয়া ¼ অংশ লইয়া চাঁদা শোধ করিবার ব্যবস্থা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও চাঁদা আদায় না হওয়ায় গত ৪ঠা চৈত্র, ১৩২৫ তারিখের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে ৭৪৭ জন সদস্যের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পরিষৎ তাঁহাদিগকে হারাইলেন। যাহাতে তাঁহাদিগকে হারাইতে না হয়, তজ্জন্য বহুবিধ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। কিন্তু কোনও ফল না হওয়ায় বাধ্য হইয়া পরিষদের সদস্যগণের তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম বাদ দিতে হইয়াছে। পরিষৎ তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত। মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত চাঁদা নিয়মিত আদায় হয় না বলিয়াই প্রতি বৎসর ৺পূজার সময় ও চৈত্র মাসে ঋণ করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণ শোধ করা হয় বটে, কিন্তু পরিষদের সদস্যগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের দেয় মাসিক চাঁদা নিয়মিত প্রদান করেন, তাহা হইলে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে হয় না এবং বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত অর্থ-সমষ্টিও বৃদ্ধি হইতে পারে। সদস্যগণের দেয় মাসিক চাঁদার উপর নির্ভর করিয়াই পরিষদের যাবতীয় কার্য্য আরম্ভ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যথাসময়ে চাঁদা আদায় না হওয়ায় বর্ষশেষে প্রারব্ধ কার্য্য শেষ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঋণ করিতে হয়। পরিষদের সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন বাঙ্গালীর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মমত দৈনিক অন্ততঃ একটি পয়সা ভিক্ষা দান করিয়া পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করেন। আশা করি, আগামী বর্ষে সদস্যগণের চাঁদা আদায় দ্বারাই পরিষদের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

সাধারণ স্থায়ী তহবিল

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে সাধারণ স্থায়ী তহবিল হইতে যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল, বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে তাহার কিছুই পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই। বজেটে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু চাঁদা আদায় কম হওয়ায় উক্ত তহবিলের দেনা শোধ করিতে পারা যায় নাই। এখনও উক্ত

তহবিলে প্রতিশ্রুত দান ১৭৮২৫৲ টাকা অনাদায় রহিয়াছে। এই দান পাওয়া গেলে, তাহার সুদ হইতে পরিষদের সাধারণ তহবিলের আয় বৃদ্ধি হইয়া, সাধারণ স্থায়ী তহবিলের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের দেনা কিছু কিছু শোধ করা যাইতে পারে। আশা করি, পরিষদের হিতকামী সহৃদয় দাতা মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক অচিরে নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডার পূরণ করিবেন।

গৃহনির্ম্মাণ তহবিল

এ বৎসরও গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে প্রতিশ্রুত ২৫১২॥০ টাকার মধ্যে কিছুই আদায় হয় নাই। উক্ত দান পাওয়া গেলে সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী তহবিল হইতে এই হিসাবে যে টাকা ঋণ লওয়া হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই শোধ হইতে পারিত। অধিকন্তু পরিষৎ মন্দিরে নিত্য ব্যবহারোপযোগী জলের কল ও শৌচাগার প্রস্তুতের ব্যয়ের অনেকাংশ এই টাকায় হইতে পারিত। অর্থাভাববশতঃ এত দিন তাহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ইহার অভাবে এত অসুবিধা হইতেছে যে, আর তাহা স্থগিত রাখা যায় না। সেই হেতু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই কার্য্যের জন্য বজেটে টাকা ধরিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের ছাদ সংস্কার না করিলে আদৌ চলিবে না। তাহাতে কিঞ্চিদধিক এক সহস্র টাকা এবং পিয়নদিগের থাকিবার ঘর, জলের কল ও শৌচাগার প্রস্তুত করিবার জন্য আনুমানিক এক সহস্র টাকা ব্যয় হইবে। বর্ত্তমান বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ন্যূনাধিক ২৫০০। পরিষদের সদস্য মহোদয়গণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেকে ১৲ টাকা করিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে পরিষদের ন্যায় জাতীয় অনুষ্ঠানের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব পূরণ হইয়া যায়। তজ্জন্য সদস্য মহোদয়গণের নিকট আবেদন, যেন তাঁহারা আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া, বাঙ্গালীর এই জাতীয় অনুষ্ঠানের অভাব মোচন করেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

সাহিত্য-পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় নিয়মিতভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় পরিষদের হিসাবের জটিলতা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হইয়াছে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতার জন্য তাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

এখন পরিষদের হিসাব-বিভাগের কার্য্য এত অধিক যে, তাহা নিয়মিতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা একজন সহকারী সম্পাদকের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে। বিল ও ভিপি নিয়মিত পরীক্ষা না করিলে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা

ও উন্নতি করিবার কোনও আশা দেখা যায় না। অথচ এই দুই বিভাগের কার্য্যের উপরেই পরিষদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের অন্যতম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক সময়ে আয়-ব্যয়-বিভাগের অনেক বিষয়ে শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের আয়-ব্যয়-বিভাগের কাজেও অনেক সুবিধা হইয়াছে। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, অন্যতম সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া, পরিষদের সদস্যগণের নিকট হইতে বাকী চাঁদা আদায় ও নূতন সদস্য সংগ্রহ ও পরিষৎ-পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া পরিষদের অনেক সহায়তা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া এত দিন তিনি যে কমিশন পাইতেছিলেন, তাহা গত বৎসর হইতে লইতে বিরত হইয়াছেন। এই সকল কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি, ভবিষ্যতেও শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের এইরূপ সহায়তা করিয়া, পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহের পরিচয় দিতে বিস্মৃত হইবেন না।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালার অধ্যক্ষ-পদে ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বহু দিন হইতে পরিষদের চিত্রশালা যেরূপভাবে দিন দিন বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে, তাহাতে উহার কার্য্যপ্রণালী বিধিবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছিল। আলোচ্য বর্ষের প্রথম ভাগে চিত্রশালার খসড়া নিয়মাবলী আলোচনা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত নিয়মাবলী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গত অগ্রহায়ণ মাসে পরিগৃহীত হইয়াছে। নিয়মানুসারে চিত্রশালার দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রয়োজন-মত অস্থায়ী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করার প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি মঞ্জুর করিয়াছেন। মূর্ত্তি প্রভৃতির তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। মুদ্রাগুলির তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু পরিষৎকার্য্যালয়ের প্রধান কার্য্যকারকের অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে তাঁহার পুনঃ পুনঃ বিদায় গ্রহণ নিবন্ধন অস্থায়ী কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে নাই। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে অন্যান্য বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত সম্পূর্ণ হইবে। প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রা প্রভৃতি যথাযথ সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার জন্য আধারের বিশেষ অভাব রহিয়াছে এবং প্রাচীন চিত্রাদি রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন। আগামী বর্ষে এইরূপ আধারাদি প্রস্তুতের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অনেক গণ্যমান্য দর্শক চিত্রশালা দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগতা পত্নী স্বর্গীয়া ভাগ্যেশ্বরী দাসী ১৪ টি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা এবং পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বৈদেশিক রৌপ্যমুদ্রা চিত্রশালায় উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের অশেষ ধন্যবাদভাজন। ঐ ১৪ টি মুদ্রা বিশিষ্টেরা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

১। রৌপ্যমুদ্রা—শাহ্ আলম ২য় (১৭৫৯—১৮০৬ খৃঃ) মুরশিদাবাদ টাকশাল।
২। ঐ ঐ ঐ ঐ
৩। ঐ অর্দ্ধমুদ্রা ঐ ঐ ফরক্কাবাদ টাকশাল।
৪। ঐ মুদ্রা রুদ্রসিংহ (আসাম) শক—১৬৩৫=১৭১৩ খৃঃ।
৫। ঐ ঐ আসামের রাণী প্রমথেশ্বরী দেবী—রাজা শিবসিংহের স্ত্রী,
শ—১৬৫২=১৭৩০ খৃঃ
৬। ঐ ঐ আসামরাজ শ্রীশিবসিংহ এবং তাঁহার স্ত্রী শ্রীসর্ব্বেশ্বরী দেবী
শ ১৬৬৬=১৭৪৪ খৃঃ। রাজ্যাঙ্ক ৩১
৭। ঐ ঐ রাজেশ্বর সিংহ (আসাম) শ—১৬৭৪=১৭৫২ খৃঃ
৮। ঐ ঐ আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ। শ—১৬৯৫=১৭৭৩ খৃঃ
৯। ঐ ঐ ½ মুদ্রা, আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ—তারিখ নাই।
১০-১১। ঐ ¼ মুদ্রা, আসামরাজ গৌরীনাথ সিংহ—তারিখ নাই।
১২-১৩। ঐ ⅛ মুদ্রা ঐ ঐ ঐ
১৪। ঐ ঐ ১/১৬ মুদ্রা ঐ ঐ ঐ

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ১০৯৪ খানি বাঙ্গালা পুস্তক, ১৪১ খানি ইংরাজী পুস্তক, ৩ খানি সংস্কৃত পুস্তক ও ৪ খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৭৯ খানি বাঙ্গালা, ১৩৯ খানি ইংরাজী, ৩ খানি সংস্কৃত ও ৪খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত বিবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক গ্রন্থাগারে উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রমধ্যে ৫ খানি দৈনিক, ৪৪ খানি সাপ্তাহিক, ৫ খানি পাক্ষিক, ৭২ খানি মাসিক ও ৩ খানি ত্রৈমাসিক পত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা ও ইণ্ডিয়া গেজেট গবর্ণমেণ্টের

নিকট হইতে নিয়মিতভাবে পাওয়া গিয়াছে। [সাময়িক পত্রিকার তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

আলোচ্য বর্ষে মার্কিণদেশস্থ Smithsonian Institution হইতে ২৩ খানি ইংরাজী পুস্তক ও পুস্তিকা এবং বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে কতকগুলি বাঙ্গালা ইংরাজি প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে ৯৭৭ খানি বাঙ্গালা পুস্তক তালিকীভুক্ত করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে অবশিষ্ট পুস্তকগুলির তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য শেষ হইবে।

গত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও পরিষদের উন্নতিকল্পে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি অর্থ দান করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিতে আসিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মিউনিসিপ্যালিটির দান বাড়াইয়া দিবার জন্য আমাদের আবেদন যথেষ্ট সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটি ৫২৫৲ হইতে ৬৫০৲ টাকা (ইহার অধিকাংশ টাকা গ্রন্থক্রয়ে ব্যয় করিতে হইবে, এই সর্ত্তে) বাৎসরিক দান বৃদ্ধি করিয়াও পরিষৎকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে নাটকের তালিকা-মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সদস্যগণের নিকট শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। অতঃপর জীবন-চরিতের তালিকা মুদ্রণ আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রধানতঃ কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ও অন্যান্য কারণের জন্য পুস্তকতালিকা ছাপার কার্য্য তত অগ্রসর হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে পুস্তক-তালিকার অন্যান্য অংশ ছাপার ব্যবস্থা করা যাইবে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পাঠাগার ও সদস্যগণের পুস্তক লইবার জন্য গ্রন্থাগার বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত খোলা ছিল।

আলোচ্য বর্ষে বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রাপ্ত পুস্তকগুলির বাছাই ও তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তিনি পরিষদের বিশেষ ভাবে ধন্যবাদের পাত্র।

পুথিশালা

১৩২৫ সালের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ৩৭৫৩ ছিল। তৎপরে পরিষদের হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে ২৮ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ২০ খানি শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রদত্ত। পূর্ব্বসঞ্চিত পুথির রাশি হইতে বিচ্ছিন্ন পাতা মিলাইয়া ৯৬ খানি পুথির উদ্ধার করা হইয়াছে। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৩৮৭৭ হইয়াছে।

[পুথির সংশোধিত তালিকা]

বাঙ্গালা পুথি	...	২৩৬৪
সংস্কৃত „	...	১২৫৫
অসমীয়া „	...	৩
ওড়িয়া „	...	৩
হিন্দী „	...	২
ফার্সী „	...	১২
তিব্বতীয় „	...	২৩৭
ইংরাজী „	...	১
		৩৮৭৭

একজন সহকারীর সাহায্যে সাড়ে তিন মাসে সংস্কৃত পুথির তালিকা সম্পূর্ণ করা হয়। ৬২৫ খানি পুথি রেজেষ্টারিভুক্ত এবং ১৬০ খানি পুথির ৮০০ শত পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ১০০ শত খানিতে পুথি ও রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ, পত্রসংখ্যাযুক্ত নিজক দেওয়া হয়। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির তালিকা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। নিম্নে বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির শ্রেণীবিভাগ, তথা সংখ্যা-নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

পুথিশালায় রক্ষিত পুথির শ্রেণী-বিভাগ ও সংখ্যা

১	ডাক	১	১৫	জগন্নাথচরিত্র	১২
২	ধর্ম্মমঙ্গল	৬	১৬	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৮৪
৩	রামায়ণ	২১২	১৭	বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র	৯
৪	মহাভারত	৫২৮	১৮	ধর্ম্ম ও উপাসনাতত্ত্ব	২৬৭
৫	ভাগবত	৮৩	১৯	সূর্য্যের পাঁচালী	২
৬	অপরাপর পুরাণের অনুবাদ	১৪	২০	শিবায়ন	৭
৭	পৌরাণিক ক্ষুদ্র উপাখ্যান	৪৫৫	২১	ভৈরবমঙ্গল	২
৮	পদ্মাপুরাণ (মনসা)	২১	২২	রায়মঙ্গল	২
৯	চণ্ডী ও দুর্গামঙ্গল	৫৭	২৩	শনির পাঁচালী	৬
১০	লক্ষ্মীচরিত্র	১১	২৪	সত্যনারায়ণ	৩১
১১	শীতলা-মঙ্গল	২	২৫	লৌকিক উপাখ্যান	৯
১২	গঙ্গামঙ্গল	৪	২৬	গান ও ছড়া	১
১৩	পদাবলী	৬৯	২৭	বিবিধ	২১৫
১৪	চরিতাখ্যান	১৬৪			২৩৬৪

ছাত্রসভ্য

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভার পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে এই অধিবেশনগুলিতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ, সম্পাদন এবং পুথির উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ মহাশয় মারাঠা ইতিহাস ও তাহার উপাদান বিষয়ে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রাগৈতিহাসিক ভারত-তত্ত্ব জানিবার উপাদান ও সার্থকতা সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্ মহাশয় নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়ে ছাত্রসভ্যগণের সহিত আলাপ ও আলোচনা করেন। এই জন্য ইঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী এবং ইহাঁদিগকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পরিষদের পুরাতন ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত, বাখরগঞ্জ জেলা হইতে সিদ্ধেশ্বরী ও বাসুদেবের ফটো তুলিয়া এবং এ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ফটো তুলিবার জন্য তাঁহাকে পরিষৎ হইতে ১০৲ খরচ বাবদ দেওয়া হইয়াছিল। দৌলতপুরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথাকার জোড় বাঙ্গলার ইতিহাস ও নানা স্থানে প্রাচীন মুদ্রাদি সংগ্রহ করিতেছেন। কলিকাতার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শব্দসংগ্রহ, ছড়া প্রভৃতি পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল ছাত্রের উৎসাহ প্রশংসনীয়।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ৬৬ জন ছাত্রসভ্য ছিলেন। এই বর্ষে মাত্র ৪ জন ছাত্র সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে ৭০ জন ছাত্রসভ্য তালিকাভুক্ত আছেন।

আলোচ্য বর্ষে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার জন্য কলেজ বন্ধ থাকায় ছাত্রসভার কাজ অনেক দিন ধরিয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যই আশানুরূপ উদ্যম সহকারে সভার কার্য্যে যোগদান করেন নাই. ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তাঁহাদের নিকট হইতে পরিষৎ নানা সাহিত্যিক বিষয়ে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষ হইতে তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষার দাবি উপেক্ষা করিবেন না। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অনিল রায়. শ্রীযুক্ত গণপতি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত প্রমুখ দুই চারিজন ছাত্রসভ্যের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পরিষৎ প্রতি বর্ষে ছাত্রসভ্যগণের কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য বর্ষে বর্ষে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত দুই তিন বৎসর হইতে তাঁহারা উপযুক্ত সাহিত্যালোচনা বা উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। ভরসা করি, আগামী বর্ষে এই পরিতাপের পুনরুল্লেখ আবশ্যক হইবে না।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সম্পাদকতায় আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার

সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ থাকিয়া তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর সাহায্য ব্যতীত আবশ্যকমত অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ ঋণী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চবিংশ ভাগ চারি সংখ্যায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। বৎসরারম্ভে বজেটে ২৪কর্ম্মা পত্রিকা চারি সংখ্যায় ছাপা হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রয়োজন অনুসারে উক্ত ২৪ কর্ম্মার উপর আরও ২ কর্ম্মা অতিরিক্ত ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি স্থানাভাব-বশতঃ অনেক মনোনীত প্রবন্ধ ছাপিতে পারা যায় নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বর্ত্তমান সময়ে কাগজের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃই পত্রিকার কলেবর ক্ষীণ ও কাগজও কিছু পাতলা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উক্ত চারি সংখ্যা পত্রিকায় শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত ১৩টি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

ভাষাতত্ত্ব	৩
ভাষা-বিজ্ঞান... ...	২
ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব...	৫
বিজ্ঞান	১
সাহিত্য আলোচনা ...	২
মোট—	১৩টি

নিম্নে প্রবন্ধগুলির আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল,—

ভাষাতত্ত্ব

(ক) "অকারতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অ-কারের উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অকারের যথার্থ উচ্চারণ কি, বৈদিক সাহিত্যে ইহার উচ্চারণ কিরূপ ছিল, পাণিনি ও প্রাতিশাখ্য-গ্রন্থের রচনার পূর্ব্ব হইতেই এই অ-কারের উচ্চারণ কিরূপে বিকৃত হইতে আরম্ভ হয়, বিভিন্ন প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে শাস্ত্রী মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। কেবল ভারতীয় ভাষায় নহে, অবেস্তার ভাষায়ও অকারের এইরূপ বিকৃত অর্থাৎ ওকারের ন্যায় উচ্চারণ ছিল, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, অকারের ওকারের ন্যায় উচ্চারণ-প্রথা উত্তর-ভারতে বৈদিক কাল হইতেই আরম্ভ হইয়া, বৈদিক ভাষা হইতে ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক ভাষাসমূহে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অকারের বিবৃত ও সংবৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। পালি, প্রাকৃত, বাঙ্গালা,

মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী ও সিংহলী ভাষার ইহার উচ্চারণ কিরূপ, তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে বৈদিক সংস্কৃত, লৌকিক সংস্কৃত ও বাঙ্গালার কোথায় কি ভাবে অকার গ্রস্ত অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যায়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত উদাহরণ দিয়া এবং আলোচনা করিয়া, ইনি প্রবন্ধের শেষ করিয়াছেন।

(খ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত শব্দকোষের আলোচনা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষা ও তাহার অধিকাংশ শব্দই যে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

(গ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" নামক প্রবন্ধে মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয়ের সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা নিম্নোক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত,—১ কোষের শব্দ, ২ বর্ণবিন্যাসের রীতি, ৩ নূতন অক্ষর, ৪ ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

ভাষা-বিজ্ঞান

(ক) "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর"—লেখক—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল। (খ) "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন"—লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। এই দুইটি প্রবন্ধে লেখকদ্বয় কতকগুলি আরবী ধ্বনি বাঙ্গালা অক্ষরে নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যুক্তি সহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা উদাহরণ ও নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্য

(ক) "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন এবং কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

(খ) "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উক্ত সমালোচনার উত্তর প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর সহিত যে যে বিষয়ে তিনি একমত হইতে পারেন নাই, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

(ক) "কামাখ্যা-মন্দির" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত। ইহাতে তিনি প্রথমতঃ উক্ত মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিরূপণের চেষ্টা করিয়া, শেষে কোচ-বিহারের রাজা নরনারায়ণের প্রদত্ত মন্দিরমধ্যস্থ একখানি প্রস্তরলিপির পরিচয় এবং পাঠ

প্রদান করিয়াছেন। এই লিপির দ্বারা জানা যায় যে, কামাখ্যা দেবীর বর্ত্তমান মন্দির কোচবিহারের রাজা জয়নারায়ণ কর্ত্তৃক ১৪৮৭ শকাব্দ বা ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অসমীয়া বাঙ্গালায় লিখিত দরঙ্গরাজবংশাবলী নামে একখানি বই আছে। কামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহাও তিনি এই প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন।

(খ) "সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তুজার আবির্ভাব-কাল"। এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়। প্রথমতঃ সুতী গ্রামে প্রাপ্ত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট একখানি প্রস্তরখণ্ডের পরিচয়-প্রসঙ্গে পার্সী অক্ষরে লিখিত কয়েকখানি লিপির অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। শেষে সুতী গ্রামের প্রাচীনতা এবং তাহার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ১০৭৬—৭৭ খৃষ্টাব্দে চোড়গঙ্গ-দেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে মীরকাশিমের নিজামতীর সময় পর্য্যন্ত সুতী গ্রামে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, প্রবন্ধলেখক পর পর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বহু আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সৈয়দ মর্ত্তুজা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(গ) "তাপসী রওশন আরা (আলোচনা)"। লেখক শ্রীরাখালদাস নাগ। ১৩২৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাপসী রওশন আরার জীবনচরিত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন বিষয়ে একমত হইতে না পারিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। (ঘ) ইহার পরবর্ত্তী দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ছোট প্রবন্ধে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

(ঙ) "কামরূপের শিলালিপি"—লেখক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন। এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত ২৮ খানি শিলালিপির পাঠ এবং তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছেন। লিপির ভাষা অধিকাংশই সংস্কৃত,—কয়েক-খানি আসামী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত।

বিজ্ঞান

(ক) "নিম্নবঙ্গের বিল" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্ সি মহাশয় বরিশাল, খুলনা এবং চব্বিশপরগণার মধ্যে অবস্থিত তিনটি বৃহৎ বিলের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই তিনটি বিলের উৎপত্তির সময় ও কারণ সম্বন্ধে ফার্গুসন সাহেব যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক সেই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রায় ৫৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র, রাজসাহী ত্যাগ করিয়া তাহার বর্ত্তমান

পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি বহুমুখে সমুদ্রে আসিয়া পড়িত। অনুমান হয়, তাহার মধ্যে তিনটি মুখ বা মোহানা প্রস্থে অত্যন্ত বড় ছিল। এই তিনটি মুখই উক্ত তিনটি বিলে পরিণত হইয়াছে।

ছাপাখানা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং তিনি অতি নিপুণতার সহিত সমিতির কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির ৮টি অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে উপযুক্ত-সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় ২টি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। কত জন সভ্য উপস্থিত হইলে স্থগিত অধিবেশনের কোরাম হইবে, সে সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ প্রার্থনা করায় সমিতি স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, তিন জন সভ্য উপস্থিত হইলে ছাপাখানাসমিতির যে কোন অধিবেশনের কোরাম হইবে। সমিতির তত্ত্বাবধানে এই বৎসর দুইখানি বই ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তিনখানির মূল অংশের ছাপা শেষ হইয়াছে এবং অপর দুইখানির ছাপা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহা ছাড়া চারি সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা, উপযুক্ত সময়ের মধ্যে ছাপাইয়া সমিতি প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা এক খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন এবং অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথাসময়ে বাহির করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সমিতি, ছাপাখানাসমূহের বিল পাস, মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য নিরূপণ, প্রেসের ব্যবস্থা, পত্রিকা-মুদ্রণের দর নির্ণয় প্রভৃতি ছাপাখানা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য যথাসময়ে ও অতি সুন্দরভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই বৎসরে ছাপাখানা-সমিতির সদস্য ছিলেন,—১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ। ২। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী ৩। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ। ৪। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ। ৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। ৬। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত। ৭। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্। ৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। ৯। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী। উপরোক্ত সদস্যগণ যেরূপ আন্তরিকতার সহিত পরিশ্রম সহকারে ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এবং এ জন্য পরিষৎ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর অর্পিত ছিল এবং তিনি দক্ষতার সহিত এই বিভাগের কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ১২০৭৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গবর্মেণ্টের নির্দ্দেশমত ইহা গ্রন্থপ্রকাশ-

বিভাগে খরচ না করিয়া, গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য খরচ করা হইয়াছে। লালগোলা স্থায়ী তহবিল হইতে ৪৫৫৲ টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে এবং নিম্নলিখিত বই এই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **গোরক্ষবিজয়**—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা শৈবধর্ম্মাবলম্বী নাথ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। বইখানিতে প্রাচীন বঙ্গভাষার অনেক নিদর্শন এবং বিশেষত্ব আছে।

২। **পদকল্পতরু** (৩য় শাখা, ২য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির মূল অংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে, ভূমিকা প্রভৃতি ছাপা হইলেই ইহা প্রকাশিত হইবে।

১। **শ্রীকৃষ্ণবিলাস**—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২। **উদ্ভিদজ্ঞান**—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত।

৩। **প্রাচীন পুঁথির বিবরণ**—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ছাপা হইতেছে,—

১। **সর্ব্বসংবাদিনী**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২। **ন্যায়দর্শন** (বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ২য় খণ্ড)—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক অনুদিত, ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন কোন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে শাখা-পরিষৎগুলিতে আলোচ্য বর্ষে নিয়মিতভাবে সাহিত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কোন্ শাখা কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, পরিশিষ্টে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণী হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুর-শাখার ১০টি, ত্রিপুরা-শাখার ২টি, বারাণসী-শাখার ৪টি, বর্দ্ধমান শাখা-পরিষদের চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। অনেকগুলি উৎসাহশীল সভ্য কালনা পরিত্যাগ করায়, এ বার কালনা শাখা-পরিষদে আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই। এখানে মাত্র পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল। গৌহাটী সাহিত্য-পরিষৎ-শাখায় ছয়টি অধিবেশন হইয়াছে। পরিষদের নদীয়া শাখায় ১০টি, দিল্লী শাখায় ৩টি, রাজসাহী শাখায় ৫টি, মীরাট শাখায় ৫টি, মেদিনীপুর-শাখায় ৬টি এবং (হুগলী) উত্তরপাড়া শাখায় ৬টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমস্ত অধিবেশনে সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা উল্লেখযোগ্য। ম্যালেরিয়া ও মহামারীর উৎপাতে আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎগুলিতে

আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই। কয়েক স্থলে সম্পাদকাদির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আশা করি, আগামী বর্ষে শাখা-পরিষৎগুলি স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালনে বিশেষ যত্নপরায়ণ হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার স্থিরতা না থাকায়, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির পক্ষ হইতে মুঙ্গেরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু মহাশয়কে, নদীয়ার মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরকে ও শান্তিপুরের মুন্সী মোজাম্মেল হক্ কাব্যকণ্ঠ মহাশয়কে এবং নদীয়া শাখা-পরিষৎকে, ২৪ পরগণার মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ মহাশয়দ্বয়কে এবং হাওড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে তাঁহাদের স্ব স্ব জেলায় সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে হাওড়ায় উক্ত অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। তদনুসারে বিগত ৬ই, ৭ই ও ৮ই বৈশাখ হাওড়ায় সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় যথাক্রমে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। মাননীয় বিচারপতি স্তর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় সম্মিলনের মূল সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর যথাক্রমে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন-শাখার সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনে নির্দিষ্ট কার্য্যগুলি ব্যতীত সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারী করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন, দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীদিগের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন ও বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আগামী বর্ষে সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন কোথায় হইবে, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

পুরস্কার ও পদক

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত আটটি পুরস্কার ও পদক বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল,—

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণপদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক—প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল।

৪। রামগোপাল রৌপ্যপদক—স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য সমালোচনা।

৫। শশিপদ রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব।

৬। ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্যপদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৭। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।

৮। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন।

এই সকল বিষয়ে মোট ১০টি প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষৎকার্য্যালয়ে আসিয়াছিল। ১ম পদক দাতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী। মাত্র তিনটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের মতে কোন প্রবন্ধই পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হয় নাই। ২য় পদকদাতা—বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। এই বিষয়ে একটিও প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৩য় পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি। দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দেশমত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পদক দেওয়া হইবে এবং পদকদাতার নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত অনুসারে এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ৪র্থ পদকদাতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। কোন প্রবন্ধই পাওয়া যায় নাই। ৫ম পদক-দাতা "দেবালয়ে"র পক্ষ হইতে সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে কেবল তিনটি প্রবন্ধ হস্তগত হইয়াছে। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে শ্রীযুক্ত সুশীলানন্দ সেন মহাশয় এই পদক পাইবেন। ৬ষ্ঠ পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি। কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৭ম বৃত্তির দাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ। কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৮ম পুরস্কারদাতা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্। মাত্র দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাঁহারা উক্ত পদক ও পুরস্কারের জন্য পরিষদের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছেন এবং যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধপরীক্ষা-কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

৩য় ও ৬ষ্ঠ পদকদাতা যে সর্ত্তে পদক দান করিয়াছেন, তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে উক্ত-সর্ত্তসমন্বিত দাতার পত্র মুদ্রিত হইল।

আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ মহাশয়ের দুইটি পদকের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষে বিষয়াদি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পদকের জন্য বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

স্মৃতিরক্ষা

(ক) নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি-সমিতি—বিগত ১৬ই চৈত্র তারিখে কবিবরের মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত স্মৃতিসমিতির কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল।

(খ) কাশীরাম স্মৃতি-সমিতি—স্বর্গীয় কবিবরের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ জন্ত যে ভূমি ও কেশে পুষ্করিণীর স্বত্ব সংগ্রহের কথা গত বারে লিখা হইয়াছিল, আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে, কেশে পুষ্করিণীর বর্ত্তমান মালিকগণ উক্ত পুষ্করিণীর স্বত্ব পরিষদের হস্তে দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে এই বিষয়ে দলিল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। মাননীয় মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে—অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্য-গুণে পরিষৎকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। এই সম্পর্কে একটি দুঃখের সংবাদ না জানাইয়া থাকা যায় না। এই মহাকবির স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী, কাটোয়ার অন্তর্গত কুলাই গ্রামনিবাসী, "প্রসূন"-সম্পাদক জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্মৃতিসমিতির জন্ত যথোচিত পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ ও ইষ্টক প্রস্তুত করাইয়া গিয়াছেন।

(গ) চণ্ডীদাস-স্মৃতি—এই স্মৃতিরক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজই আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। স্মৃতিরক্ষার জন্ত প্রধান উদ্যোগী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকগমন ঘটায় এই বিষয়ে কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই।

(ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিসমিতি—কবিবরের ভিটায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ জন্ত কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভূমিদান করিবেন। যে সর্ত্তে তিনি পরিষদের হস্তে উক্ত ভূমিদান করিবেন, তাহার দলিলের মুসাবিদা হইয়া গিয়াছে ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক উক্ত দলিলের খসড়া মঞ্জুর হইয়াছে। স্মৃতিস্তম্ভে যে দুইখানি মর্ম্মরপ্রস্তরের ফলক দেওয়া হইবে, তাহা প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত আছে। স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মহলানবীশ মহাশয়ের উদ্যম ও চেষ্টায় অচিরে কবিবরের স্মৃতিরক্ষা-কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। শ্রীযুক্ত আশুবাবু এই জন্ত পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

(ঙ) শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ কার্য্যালয়ে আসিয়াছে। অন্তকার অধিবেশনে উক্ত চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় এই চিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তজ্জন্ত পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

(চ) মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রদান

করিয়াছেন। অত সেই চিত্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্রদাতার নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(ছ) সখারাম গণেশ দেউস্কর, (জ) মীর মশার-রফ হোসেন, (ঝ) কৈলাসচন্দ্র সিংহ, (ঞ) কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর, (ট) রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ঠ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ড) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (ঢ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, (ণ) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ত) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—এই কয়েকজনের চিত্র প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারা যায় নাই। তবে কাহারও কাহারও ফটো সংগ্রহ হইয়াছে মাত্র। পরিষৎ আশা করেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, হিতৈষী বন্ধুগণের নিকটে উপযুক্ত সাহায্যাদি পাইবেন।

(থ) মনোমোহন বসু—আনন্দের বিষয় যে, কবিবরের পৌত্র, চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার পিতামহের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। গত ৫ই আশ্বিন তারিখের বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্রপ্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে।

(দ) রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর স্মৃতিসমিতি—আলোচ্য বর্ষে গত ৩০শে আষাঢ় তারিখে পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মৃত মহাত্মার সুযোগ্য পুত্র, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয় স্বব্যয়ে এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই চিত্র-সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু ও শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। তিব্বতীয় মৌলিক বিষয়ের অনুশীলন জন্ত এই স্মৃতি-সমিতি কর্ত্তৃক সঙ্কল্পিত রৌপ্য-পদক প্রদানের উপযোগী অর্থাদি সংগ্রহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

(ধ) আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি—আলোচ্য বর্ষে এই স্মৃতিসমিতি অক্ষয়চন্দ্রের চিত্র প্রস্তুত ও বার্ষিক পদক দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য অর্থসংগ্রহে লিপ্ত আছেন। আনন্দের বিষয়, এই স্মৃতিসমিতির সম্পাদকের পদ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যকুশলতায় এই কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবে, এরূপ আশা করা যায়। এই ভাণ্ডারে ১৩২৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ২০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

(ন) সারদাচরণ মিত্র স্মৃতিসমিতি—মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষাকল্পে একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি বর্ষে ৩৫৲। ৪০৲ টাকা মূল্যের এক সুবর্ণপদক দেওয়া হইবে এবং এই সকল কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী অর্থের বেশী চাঁদা সংগৃহীত হইলে মিত্র মহাশয়ের এক মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল কার্য্য উদ্ধার জন্ত অর্থসংগ্রহার্থ এক শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে।

(প) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা—স্বর্গীয় মহাত্মার এক মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণোপযোগী অর্থ সংগ্রহের জন্ত এক শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়া

ছেন। সর্ব্বসমেত ২১০০৲ টাকা মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য ভাস্কর শ্রীযুক্ত ভি,পি, কর্ম্মারকার মহাশয়কে দিতে হইবে। চুক্তি অনুসারে মাত্র ৫০০৲ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি ২য় কিস্তীর ৫০০৲ টাকা দিবার সময় হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৭০০৲ স্বাক্ষরিত হইয়া প্রা: ৬৮০৲ সংগৃহীত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৫০০৲ প্রথম কিস্তীর বাবদ ভাস্করকে দেওয়া হইয়াছে। এখনও ১৪০০৲ টাকা চাঁদা-সংগ্রহ করিতে হইবে। মূর্ত্তিনির্ম্মাণকার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। মৃণ্ময় ছাঁচ মঞ্জুর হইয়াছে এবং তাহা প্যারিস প্লাষ্টারে ঢালা হইয়াছে। দ্বিতীয় কিস্তীর টাকা দেওয়া হইলে প্রস্তরে মূর্ত্তি খোদিত হইবে। সহৃদয় বঙ্গবাসিগণের নিকট পরিষৎ এই ১৪০০৲ টাকা ভিক্ষা চাহিতেছেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য দেশবাসী মুক্তহস্ত হইয়া বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহা স্বতঃই আশা করা যায়।

(ক) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিসমিতি—স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে ইতিমধ্যেই শতাধিক টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, মৃত মহাত্মার এক-খানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর উদ্যম ও চেষ্টার জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষেই স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। চাঁদা স্বাক্ষর-কারিগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(খ) দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতিসমিতি—পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে স্থির হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় স্মৃতিসমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই কার্য্যের জন্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। চাঁদাদাতৃগণের নাম-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত হেমবাবু এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আগামী বর্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করা যায়।

(গ) রাধাগোবিন্দ কর—স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ইহা স্থির করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় উক্ত চিত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে কৃতজ্ঞ ও উপকৃত করিয়াছেন।

(ঘ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ভাগে এক বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই চিত্র সংগ্রহে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বর্ত্তমান মহার্ঘের দিনে এই সকল স্মৃতি-সমিতির কার্য্য সম্পাদন করা বিশেষ কঠিন। এ

বিষয়ে পরিষদের সদস্যগণ ও স্বর্গীয় মহাত্মগণের উপর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণের বিশেষ সাহায্য না পাইলে এ কার্য্যের সাফল্য সুদুরপরাহত। বর্ত্তমান সঙ্কটকালে সাধারণের নিকট এই জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। পরিষৎ যথাশক্তি নিজ সামর্থ্য ও সহৃদয় সদস্যগণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই এই সকল গুরু কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য্যগুলি যথানির্দ্দেশ সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। পরিষদের নিজ উদ্দেশ্যান্তর্গত কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পরিষৎকে কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহা অনেকেই অবগত হইবার চেষ্টা করেন না। পরিষৎ অনেক সাহিত্যিক কার্য্য অর্থাভাবে ফেলিয়া রাখিতে বা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই জন্য স্মৃতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্য্য-সম্পাদনে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে। আশা করি, তজ্জন্য সদস্যগণ পরিষৎকে ক্ষমা করিবেন। তাঁহাদের সুদৃষ্টিপাত হইলে পরিষৎ সকল বিভাগে সকল কার্য্যই যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হইবেন।

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সদস্য ও সহৃদয় বন্ধুগণের নিকট হইতে এই ভাণ্ডারে ১১৩৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। বর্ষারম্ভে গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৭৭।০ ও এই ১১৩৲ টাকা হইতে ১৭৬৲ টাকা স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের পরিবারকে সাহায্য করা হয় এবং সাহায্য সংগ্রহ-কার্য্যে বিবিধ হিসাবে ২৸৵০ ব্যয় হয়। বর্ষশেষে এই তহবিলে মাত্র ১১৸৵০ উদ্বৃত্ত আছে। বর্ত্তমান সময়ে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে কিরূপ কষ্টসাধ্য হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই দুর্দ্দিনে স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের উপায় ও অবলম্বন-হীন পরিবারের সংসারযাত্রা কি ভাবে নির্ব্বাহ হইবে, তাহা পরিষদের সহৃদয়, উদারচরিত্র সদস্যগণকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে সম্পাদক সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন। পরিষদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পরিষদের গঠন ও ইহার জীবনধারণের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ও ইহার জন্য সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া যিনি অকালে পরলোকগত হইলেন, তাঁহার দুঃস্থ পরিবারের জন্য যথোচিত সাহায্য ভিক্ষা করিতে সম্পাদক ভিক্ষা-ভাণ্ড-হস্তে সকলের নিকট উপস্থিত। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে এই ভাণ্ড পূর্ণ করিবার জন্য সহৃদয়গণ বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

এই ভাণ্ডারের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য এই ভাণ্ডারের সহকারী সম্পাদক ও পরি-ষদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীর সাহায্য-ভাণ্ডার

(ক) আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক, প্রথিতনামা সাহিত্যসেবী, স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য একটি সাহায্য-

ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার হিসাব পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(খ) পরিষদের অন্যতম সহায়ক সদস্য স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য যে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে ও যাহা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(গ) ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য যে ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার হিসাবও পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(ঘ) এতদ্ব্যতীত বারাসতনিবাসী গণিতশাস্ত্রবিৎ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সংসার পোষণের জন্য অর্থচিন্তায় সময় ক্ষেপ করিবার অবসর না দিয়া, যাহাতে তিনি অব্যাহতভাবে নিজ অনুশীলনে অধিকতর মনোযোগী হইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সাহায্য করা প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় পরিষদের কতিপয় সদস্যের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইতেছে। দুঃখের বিষয়, আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হয় নাই।

উক্তপ্রকার সাহায্য-ভাণ্ডারে যে সকল সহৃদয় সদস্য পরিষৎকে অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার জন্য গঠিত শাখা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে ১২ই মাঘ উক্ত সমিতির এক অধিবেশন হয়। স্থির হয় যে, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-লিখিত "লিপ্যন্তর সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত উক্ত সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য মুদ্রিত হইলে পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইবে। তিনি এই বিষয়ে পরিষদে এক প্রবন্ধ লিখিয়া, পরিষদের অনুমোদিত অনুলিখনরীতি হিসাবে গ্রহণের প্রস্তাব করিবেন এবং এই সমিতির অন্যান্য সভ্যগণকে উক্ত প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মন্তব্য পরিষদে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। এই শাখা-সমিতির আহ্বানকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

গণিত-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে গণিতশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গণিত সমিতি নামকরণ হইয়াছে। এই সমিতির দুইটি অধিবেশন হয় এবং পত্র দ্বারা (Meeting in Circular) একবার সভ্যগণের মত গ্রহণ করিয়া সমিতির কার্য্য হয়। দুইটি অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় Rationalization of Algebraic Equations এবং ঘন-সমীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দিরের ছাদ ভালরূপে মেরামত করিবার কথা ছিল। ঘটনাক্রমে সাধারণভাবে মেরামত করিয়াই বৎসর কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী বর্ষে ভালরূপ মেরামত না হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আগামী বর্ষের বজেটে এই জন্য এবং ভৃত্যগণের থাকিবার ঘর ও কল-পায়খানা নির্ম্মাণের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাববশতঃ পুস্তকালয়ের বহু পুস্তক গুছাইয়া রাখিতে পারা যায় নাই। চিত্রশালার বহু দ্রব্য স্থানাভাববশতঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল পুস্তক ও দ্রব্যাদি রাখিবার উপযুক্ত আধার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। অর্থাভাবনিবন্ধন এই সকল ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যাইতেছে না। পরিষদের দানশৌণ্ডিক সদস্যগণের নিকট সম্পাদক এই জন্য ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত। তাঁহাদের দয়া ব্যতীত পরিষদের সৌষ্ঠব সাধনে পরিষৎ কিছুতেই সমর্থ হইবেন না।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তৈলচিত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরিষৎ মন্দিরের সৌষ্ঠব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র।

২। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র।

৩। স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র।

প্রথমোক্ত চিত্রখানি পরিষৎ স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্ ও তৃতীয় চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ দাতাগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

মন্দির-ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে পারিতোষিক বিতরণ জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যালয়, বুদ্ধোৎসব সভার জন্য বিবেকানন্দ সোসাইটী, স্যর শ্রীযুত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে খানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজ, বিজয়া-সম্মিলনীর জন্য জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী, সঙ্গীত-পরিষদের ভাইস্ প্রেসিডেন্টের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ উক্ত পরিষৎ এবং জাতীয় শিক্ষা অষ্টাহের উদ্বোধন-সভার জন্য জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎকে পরিষৎ মন্দির ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

রমেশ-ভবন

বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল মহাশয় দ্বারা ১৩২৩ বঙ্গাব্দে রমেশ-ভবনের ভিত্তি স্থাপনের পর আর রমেশ-ভবনের উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্যই হয় নাই। রমেশ-ভবন-সমিতির সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমনের পর আর কেহ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দীর্ঘকাল রোগভোগের জন্য

রমেশভবন নির্ম্মাণ-করে কোন কাজ করিতে পারেন নাই। সমিতির অন্যতর সম্পাদক কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিলে এই কার্য্য উদ্ধার সহজসাধ্য হইবে, আশা করা যায়।

উপসংহার

পরিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকটি কথা বলিয়া এই কার্য্যবিবরণের উপসংহার করিব। সম্পাদক-ভাবে যে কয়েক বৎসর আমি পরিষদের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহার মধ্যে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই আমাকে পরিষদের কার্য্যে শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রকেই অধিকতর মনোযোগী হইবার জন্য আহ্বান করিয়া আসিতে হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে আশানুরূপ ফললাভ না দেখিয়া কাতরোক্তি জানাইয়া আসিয়াছি। প্রতি বৎসরই ভাবিয়াছি যে, হয় ত আগামী বৎসরে সম্পাদককে আর ঐ প্রকার রোদন করিতে হইবে না। কিন্তু তথাপি দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, এখনও আমরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বঙ্গবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সম্যক্ সহানুভূতি-লাভে বঞ্চিত আছি। এখনও বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতারা আশানুরূপ ভাবে পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিয়া মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে তাদৃশ তৎপর হয়েন নাই, পরিষদের সভ্যের মধ্যে গড়ে এক শতের মধ্যে ১ জনের অধিক এখন মুসলমান সভ্য পাওয়া যায় নাই। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতারা এখনও তাঁহাদের অতুলনীয় আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি আমাদের উপহার দিতে অগ্রসর হয়েন নাই; এখন তাঁহারা ঐ সকল ভাষায় লিখিত অমর গ্রন্থরাজি ভাষান্তরিত করিয়া, তাঁহাদের ও আমাদের মাতৃভাষার পুষ্টিকল্পে সম্যক্ চেষ্টা করেন নাই। তাই তাঁহাদিগকে পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন আর এ বিষয়ে উদাসীন না থাকেন। স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু চেষ্টা যাহা হইতেছে, তাহা যাহাতে রীতিমত স্থায়িভাবে সম্পন্ন করা হয়, ইহার সুব্যবস্থা তাঁহারা পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া সকলে একমনে একান্তভাবে করুন। বর্ত্তমান কালে হিন্দু-মুসলমান-প্রীতির দিনে যাহাতে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি বৃথা বিদ্বেষ ও হিংসা বর্জ্জন করিয়া উভয়ের জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি উভয়ের সহিত একত্র উপভোগ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রকারে জাতীয় ভাবের আদান-প্রদান হইয়া পরস্পরের প্রতি পরিষদের সম্মান-বুদ্ধি সম্বর্দ্ধিত না হইলে, হিন্দু-মুসলমান-প্রীতি কিছুতেই স্থায়ী হইবে না। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই প্রীতির পরিপুষ্টির জন্য আমাদের উভয়ের মাতৃভাষা যে বঙ্গভাষা, তাহার সাহিত্য-চর্চ্চার দ্বারা যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পরিপালন করিয়া, নিজেরা ধন্য হই এবং জাতীয় একতা সম্পাদনকল্পে প্রধান সহায় যে ভাষা এবং ভাবের ঐক্যসাধন, তাহা সম্পন্ন করিবার ফলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দিন দিন অধিকতর মহিমান্বিত হইতে দেখিয়া নিজেরা কৃতার্থ হই।

আর এক সুখের কথা আজি আমার মনকে বড়ই প্রফুল্লিত করিতেছে। পরিষদের চেষ্টায় আমাদের মাতৃভাষা যে, দেশে শিক্ষাপ্রচার বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত আসন পাইবার পথ পরিষ্কার করিতে দিন দিন কৃতকার্য্য হইতেছেন, ইহা দেখিয়া কোন্ মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তির মনে আনন্দের সঞ্চার না হইবে? ইহা কম সুখের কথা নহে যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণীরা (এমন কি, যাঁহারা আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা প্রচলনের পথে ইতিপূর্ব্বে বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও) এখন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে যে নূতন সংস্কার-বিধি প্রণয়ন হইবে, তাহাতে এমন বিধান করা হউক, যাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবল বঙ্গভাষার দ্বারাতেই কি উচ্চশিক্ষা, কি নিম্নশিক্ষা, সর্ব্ববিধ শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, ইহা বিঘোষিত হইয়া তাহার ব্যবস্থা এখন হইতেই আরব্ধ হউক। কিছু দিন পূর্ব্বে যে কথা মুখে উচ্চারণ করিবামাত্র লোকের নিকট, এমন কি, শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকটও উপেক্ষিত হইতে হইত, এখন সেই কথা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে ধ্বনিত হইতেছে। মাতৃভাষাই সর্ব্ববিধ শিক্ষাবিস্তারের একমাত্র উপায়, ইহা এখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সুচিন্তিত মত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে; পরিষদের পক্ষে ইহা কম সুখের ও গৌরবের বিষয় নহে। আর আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং আমাপেক্ষা বহু সুকৃতী ব্যক্তি যাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন অবধি উচ্চ ও নিম্ন সর্ব্ববিধ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে যাহাতে এ দেশে প্রচলিত হয়, এমন আশা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আজি আহ্লাদের সীমা নাই। কারণ, যে মত পূর্ব্বে উপেক্ষিত ছিল, এখন তাহা দেশমধ্যে লোকমত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্য্য অনেক বাকী। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য বিশেষ ভাবে বদ্ধপরিকর হই। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটির মন্তব্য সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে শিক্ষাপ্রচার-বিষয়ে মাতৃভাষার স্থাননির্দ্দেশকল্পে যে সকল বিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা সুখী হইতে পারি নাই, বরং দুঃখিতই হইয়াছি। আমাদের মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে অনেক সমীচীন কথা ঐ রিপোর্টে অবশ্য লেখা হইয়াছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমি বলিতে বাধ্য যে, তাঁহারা দুই দিক্ বজায় রাখিতে গিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিব না। আর সত্যকে চাপিয়া রাখা চলে না। জাতীয়তার উন্মেষণের কালে ঐ বিষয়ে একটা পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট বিধান হইবে, এই প্রকার আশা আমরা অনেকেই করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কমিটির মাননীয় সদস্যগণ দুই দিক্ বজায় রাখিতে গিয়া মূল প্রশ্নটাকে বরং আরও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। সময় আসিয়াছে। ঐ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত অবিলম্বে হওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে। সুতরাং পরিষৎ হইতে এই দিকে যাহাতে মনোযোগ করা হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে আজি প্রায় সাত বৎসর পরে পরিষদের সম্পাদকরূপ সেবার কার্য্য হইতে আমি অবসর লইতেছি। ইতিমধ্যে আমার কত যে ত্রুটি এবং সেবাপরাধ ঘটিয়াছে, তাহা আমি ভিন্ন অন্য কেহই অবশ্য অবগত নহেন। আমি তাই মুক্তকণ্ঠে আজি পরিষদের সকল সদস্য এবং পরিষৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যক্তির নিকট করযোড়ে কৃপাভিক্ষা করিতেছি এবং নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাদের সকলকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত উভয়বিধ সেবাপরাধ-সকল ক্ষমা করেন। অনেক সময় ইচ্ছা সত্ত্বেও মনের সাধ পূরাইয়া পরিষদের সেবা—মাতৃভাষার সেবা করিতে পারি নাই। সে জন্য নিজেকে সহস্র প্রকারে অপরাধী বলিয়া অনুভব করিয়াছি। আপনারা আপনাদের মহৎ গুণে আমার সে সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া লইয়াছেন। তাই এখনও আশা আছে যে, আপনারা বর্ত্তমানে আমাকে আপনাদের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত করিবেন না। সুখের মধ্যে এই যে, আমি আজি যে মহাত্মার হস্তে পরিষদের কার্য্যভার আপনাদের নিয়োগানুসারে ন্যস্ত করিতেছি, তাঁহার সুনিপুণ কার্য্যকুশলতায়, অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তায় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার মাতৃভাষা ও পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম ও আন্তরিক অনুরাগের দ্বারা পরিষৎ দিন দিন উন্নতি-পথে অগ্রসর হইবে, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ১৩২২ সালের কার্য্যবিবরণীতে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যুপলক্ষ্যে আমি জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহাকে হারাইয়া পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। আমাদের বন্ধু ৺স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের ন্যায় একনিষ্ঠ প্রেমিক ও সাধক পরিষদের পক্ষে আর যে কখন আমরা পাইব, তাহার আশা নাই। এই সকল কথা বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা আপনারা জানেন। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পাদকরূপে পাইয়া আজি আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি। পরিষদের প্রতি ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একনিষ্ঠ অনুরাগ এবং সেবাব্রত আমাদের মধ্যে যদি কেহ পাইয়া থাকেন, তবে তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু একজন অগ্রণী। সুতরাং ভরসা করি যে, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর কার্য্যপরিচালনে পরিষৎ সর্ব্ববিধপ্রকারে পরিপুষ্টি লাভ করিবে এবং তাঁহার একনিষ্ঠ অনুরাগে ও সেবায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই পরিষদের নানা কাজে অবহিত হইবেন। আপনারা সকলেই শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর সহিত সুপরিচিত। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, তাঁহার মাতৃভাষানুরাগ এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যে তাঁহার বিচক্ষণতা আপনাদের সম্যক্ বিদিত। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু আমার এ স্থলে বলিবার প্রয়াস ধৃষ্টতা মাত্র।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
বঙ্গাব্দ ১৩২৬, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক,—

১। The Amrita Bazar Patrika.
২। The Bengalee.
৩। The Calcutta Exchange Gazette.
৪। The Herald.
৫। The Indian Mirror.

সাপ্তাহিক,—

১। The Hindoo Patriot.
২। The Wold and the New Dispensation.
৩। The Mussalman.
৪। The Telegraph.
৫। এডুকেশন গেজেট
৬। কাশীপুরনিবাসী
৭। খুলনাবাসী
৮। গৌড়দূত
৯। চারুমিহির
১০। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১১। জাগরণ
১২। ঢাকাপ্রকাশ
১৩। ত্রিপুরা-হিতৈষী
১৪। দর্শক
১৫। নীহার
১৬। নোয়াখালি-সম্মিলনী
১৭। পল্লীবাসী
১৮। পুরুলিয়া-দর্পণ
১৯। প্রসূন
২০। ফরিদপুর-হিতৈষী
২১। বঙ্গবাসী
২২। বঙ্গরত্ন
২৩। বরিশাল-হিতৈষী
২৪। বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী
২৫। বসুমতী
২৬। বাঁকুড়া-দর্পণ
২৭। বার্ত্তাবহ
২৮। বিশ্ববার্ত্তা
২৯। বীরভূমবার্ত্তা
৩০। বীরভূমবাসী
৩১। মালদহ-সমাচার
৩২। মেদিনীপুর-হিতৈষী
৩৩। মেদিনী-বান্ধব
৩৪। মোহাম্মদী
৩৫। রঙ্গপুর-দিক্‌প্রকাশ
৩৬। রত্নাকর
৩৭। শিক্ষাসমাচার
৩৮। সঞ্জয়
৩৯। সঞ্জীবনী
৪০। সময়
৪১। সুরমা
৪২। সুরাজ
৪৩। হিতবাদী
৪৪। হিন্দুরঞ্জিকা

পাক্ষিক,—

১। Manbhum.
২। তত্ত্বকৌমুদী
৩। ধর্ম্মতত্ত্ব
৪। প্রবর্ত্তক
৫। সম্মিলনী

মাসিক,—

১। Calcutta Medical Journal.
২। Central Hindu College Magazine
৩। Industry
৪। Presidency College Magazine
৫। Rajshahi College Magazine
৬। Ripon College Magazine
৭। St. Columbus College Magazine
৮। Vedanta Kesari
৯। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
১০। The Arya
১১। The Mahamandal Magazine
১২। Indian Medical Record
১৩। অর্চ্চনা
১৪। আয়ুর্ব্বেদবিকাশ
১৫। আর্য্যপ্রভা (সংস্কৃত)
১৬। আল্-এসলাম
১৭। আলোচনা
১৮। উৎসব
১৯। উদ্বোধন
২০। উপাসনা
২১। কাজের লোক
২২। কায়স্থপত্রিকা
২৩। কুশদহ
২৪। কৃষক
২৫। কৃষি-সম্পদ্
২৬। চিকিৎসা-প্রকাশ
২৭। জগজ্জ্যোতিঃ
২৮। জন্মভূমি
২৯। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী
৩০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩১। তত্ত্বমঞ্জরী
৩২। তাম্বূলি পত্রিকা
৩৩। তাম্বূলি-সমাজ
৩৪। ত্রিশূল
৩৫। দিনাজপুর পত্রিকা
৩৬। নব্যভারত
৩৭। নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)
৩৮। নারায়ণ
৩৯। পরিচারিকা
৪০। পল্লীবাণী
৪১। প্রজাপতি
৪২। প্রতিভা
৪৩। প্রবাসী
৪৪। বামাবোধিনী পত্রিকা
৪৫। বালক
৪৬। বিক্রমপুর
৪৭। বিদ্যোদয় (সংস্কৃত)
৪৮। বৈশ্য পত্রিকা
৪৯। ব্রহ্মবাদী
৫০। ব্রহ্মবিদ্যা
৫১। ব্রাহ্মণ-সমাজ
৫২। ভক্তি
৫৩। ভারতবর্ষ
৫৪। ভারতী
৫৫। মানসী ও মর্ম্মবাণী
৫৬। মালঞ্চ
৫৭। সাহিত্য-সমাজ
৫৮। যুবক
৫৯। যোগিসখা
৬০। লক্ষ্মী (হিন্দী)
৬১। সন্দেশ

৬২। সবুজপত্র

৬৩। সম্মিলনী

৬৪। সম্মেলন পত্রিকা (হিন্দী)

৬৫। সরস্বতী (হিন্দী)

৬৬। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬৭। সাহিত্য-সংবাদ

৬৮। সাহিত্য-সংহিতা

৬৯। সুবর্ণবণিক্‌সমাচার

৭০। সেবক

৭১। সৌরভ

৭২। স্বাস্থ্য-সমাচার

ত্রৈমাসিক,—

১। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা

২। ভূমিলক্ষ্মী

৩। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষশেষে মজুত বিক্রেয় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর সংখ্যা

১।	কবি হেমচন্দ্র	৪৪৪
২।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (১-২ খণ্ড)	৫০২
৩।	ঐ (৩য় খণ্ড)	২৯৭
৪।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	৪১৮
৫।	কৃত্তিবাসী-রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড)	৬২
৬।	ঐ (অযোধ্যা-কাণ্ড)	৫৮
৭।	শতপথ ব্রাহ্মণ (২য় খণ্ড)	৫৭
৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৮৪
৯।	বৈষ্ণব পদাবলী	৯৯
১০।	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম	১০৪
১১।	জয়দেব-চরিত্র	৯৪
১২।	রাধিকার মান-ভঙ্গ	১১৭
১৩।	চৈতন্যমঙ্গল	৩৬
১৪।	রামায়ণতত্ত্ব (২য় ভাগ)	২৭
১৫।	ব্রজপরিক্রমা	৩২
১৬।	কাশীপরিক্রমা	২৭
১৭।	বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়	১৭১৪
১৮।	মায়াপুরী	২২১
১৯।	গৌরপদতরঙ্গিণী	৭৭
২০।	দুর্গামঙ্গল	৪০৫
২১।	ব্যাকরণ ও ১৫শ অতিরিক্ত সংখ্যা	১০২
২২।	শব্দকোষ (১,২,৩ খণ্ড)	৩৮০
২৩।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	২৫৫
২৪।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	৬০
২৫।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত (১-২ খণ্ড)	৩১২
২৬।	প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য়)	৩১২
২৭।	ঐ (১ম সংখ্যা)	১১২
২৮।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	৯০
২৯।	জ্যোতির্দর্পণ	২৬৯
৩০।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (১ম খণ্ড)	৮৮৮
৩১।	ঐ (২য় খণ্ড)	৮৮৩
৩২।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (৩য় খণ্ড).	৮৩৮
৩৩।	কল্কিপুরাণ	৩০৩
৩৪।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	২৪৪
৩৫।	সত্যনারায়ণের পুথি	৩২৯
৩৬।	পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)	১২৩৩
৩৭।	মুগ্ধবোধ	৬৩৮

৩৮।	মৃগলুব্ধসংবাদ	৬৮৬
৩৯।	তীর্থমঙ্গল	৬৫৯
৪০।	তীর্থভ্রমণ	৫৩১
৪১।	বৌদ্ধ গান ও দোঁহা	৪২২
৪২।	গঙ্গামঙ্গল	১২৩
৪৩।	মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা	১৬৩
৪৪।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৬৫১
৪৫।	কৃষ্ণকীর্ত্তন	৭৮৮
৪৬।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	৪১৬
৪৭।	জ্ঞানসাগর	৪২৯
৪৮।	সারদামঙ্গল	৪৩৫
৪৯।	শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস	৪১৫
৫০।	ন্যায়দর্শন	৮৫৩
৫১।	সভাসমাজের ক্রমবিকাশ	২১৯
৫২।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	২৪
৫৩।	ব্রতকথা	২৯
৫৪।	ছুটীখানের মহাভারত	২০
৫৫।	রাধিকামঙ্গল	২৭
৫৬।	শতপথ ব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড)	৪০
৫৭।	ধর্ম্মমঙ্গল	৩০
৫৮।	রামায়ণতত্ত্ব (১ম ভাগ)	৮
৫৯।	রাসায়নিক পরিভাষা	২৪
৬০।	চন্দ্রনাথ বসু	২৯
৬১।	শ্রীভাষ্য (১-২ খণ্ড)	৪৩
৬২।	ঐ (৩য় খণ্ড)	৫০
৬৩।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	৫৩
৬৪।	ঐ (৫ম খণ্ড)	৭৫
৬৫।	সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ	৯
৬৬।	রসমঞ্জরী	১৭
৬৭।	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	২৯
৬৮।	নবদ্বীপপরিক্রমা	৪
৬৯।	শূন্যপুরাণ	২৩
৭০।	বিদ্যাপতির পদাবলী	০
৭১।	গোরক্ষবিজয়	৯৫০

পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়—

চাঁদা		১০০০৩৲
সহর	৫১১১৲	
মফস্বল	৪৮৯২৲	
	১০০০৩৲	
প্রবেশিকা		৬৫৲
পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়		৫৭৬৶০
গ্রন্থাবলী	২১৲	
পুস্তক	৫৫৫৶০	
	৫৭৬৶০	
		১০৬৪৪৶০

ব্যয়—

গ্রন্থাবলী মুদ্রণ		২৫৮৪৸৯
সম্পাদন	৬৫০৷০	
কাগজ	৮১০৸/৩	
মুদ্রণ	৩৮৮৷০	
বাঁধাই	১৯৭।/০	
ডাক	২৷৶৬	
বেতন	৪৯৮।/৩	
গাড়ীভাড়া	৫।০/৩	
বিবিধ	৩০৸৶৬	
	২৫৮৪৸৯	

আয়—

জের——		১০৬৪৪৶০
পত্রিকা বিক্রয়		৯৬৲
বিজ্ঞাপনের আয়		৮৪৲
বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়		৭৭৭।৵৬
এককালীন দান		১৮৫০৲
গবর্ণমেণ্ট	১২০০৲	
মিউনিসিপালিটী	৬৫০৲	
	১৮৫০৲	
স্মৃতিরক্ষার আয়		৭৩২॥৵০
পদক ও পুরস্কার		১৫০৲
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়		৪৭৸৵০
বিবিধ আয়		৬৯৸০
পোষ্ট অফিস্ সেভিংস ব্যাঙ্কে সঞ্চিত হিসাবে ফেরত জমা		১০০৲
হাওলাত আদায় জমা		১৪০০৲
হাওলাত জমা		১৭২৫৲
আমানত জমা		২৪২৲
		১৭৯২৩৸৬

ব্যয়—

জের— —		২৫৮৫৸৯
পত্রিকা, পত্রিকা ও কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ		২৮৬৮৶০
কাগজ	১৯৪৬৷৶৬	
মুদ্রণ	৭৮০৸০	
ছবি	৩৯৶৯	
বাঁধাই	৪৯৸০	
বিবিধ	৫১৸৶৯	
	২৮৬৮৶০	
পুস্তকালয়		১৭৩৯৷৶৬
পুস্তক বিক্রয়	৩২॥০	
বাঁধাই	১৭৭৸৶০	
আসবাব	১১০০৷৵৬	
তালিকা মুদ্রণ	৪১৮৷৯	
দপ্তরি সরঞ্জামী	২৲	
বিবিধ	৮৶৩	
	১৭৩৯৷৶৬	
পুথিশালা		১২৷৯
ফিতা খরিদ	১০৲০	
বিবিধ	২৻৯	
	১২৷৯	
বিবিধ মুদ্রণ		৩২৯৵৬
চিত্রশালা		৫৪১৸৵৬
ডাকমাশুল		১৩২৬৸৶৬
পত্রিকা প্রেরণ জন্য	৬৬৩৸৶৯	
অধিবেশনের পত্র জন্য	৩১০৷৵৩	
সাধারণ পত্রাদি জন্য	৫২॥৶৬	
	১৩২৬৸৶৬	
		৯৪০২॥৵৬

ব্যয়—

জের—		৯৪০২॥৶৬
মেরামত		২৪২॥৩
গৃহ	৪২॥/৩	
আসবাব	৪৬৶	
ছবি	২৭৲	
আলোক ও পাখা	১৬৮৲	
	১৪২॥৩	
কমিশন		১০৩॥৵৯
চাঁদা আদায়	৮৮॥৵৯	
পুস্তক বিক্রয়	১৲	
বিজ্ঞাপনের	১৪৲	
	১০৩॥৵৯	
মিউনিসিপাল ট্যাক্স		২৬২৲
ইলেক্‌ট্রিক আলোক ও পাথার বিল		১৮২৸০
ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া		৯৭৲
ভৃত্যদিগের পোষাক		৫৫৲
দপ্তর সরঞ্জামী		১৭৯৵৬
নুতন আসবাব		১০১৸৵
বেতন		৩৭৫১।৵৬
গাড়ীভাড়া		১৩৪৵০
সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়		৮১॥/৬
স্মৃতিরক্ষায় ব্যয়		৬৯৯।০
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ		৪৩।/৬
পুরস্কার ও পদক		৩৫৲
বিবিধ ব্যয়		১৩৭॥/৩
পোষ্ট আফিস্ সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ		১০৯৸৵৬
হাওলাত দাদন খরচ		১৯৭৲
হাওলাত শোধ		২০২৫৲
আমানত শোধ		১১৮৲
বিভিন্ন তহবিলের সুদখাতে খরচ		৮৩৵০
		১৮০৪৬৻৩

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত		
(ক) সাধারণ তহবিল		৪০৫॥৶৩
ডাকঘরে	১৮০।০	
কোষাধ্যক্ষের হস্তে মজুত	২০৬৶৬	
হস্তে ডাক টিকিট মজুত	১৯৶৯	
	৪০৫॥৶৩	
(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার		২১৪৯৬।৵২
কোম্পানীর কাগজ	১৩০০০৲	
পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲	
ওয়ারলোন	১০০০৲	
ওয়ার বণ্ড	৫০০৲	
ডাকঘর	১৯৯৬।৵২	
	২১৪৯৬।৵২	
		২১৯০২/৫
বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের আয় (বাদ ডাকঘর হইতে জমা)		১৬০৯৮৸৬
		৩৮০০০৸/১১
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের ব্যয়— (বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্ম খরচ)		১৫৮২৭৸৶৯
উদ্বৃত্ত		২২১৭২৸৵২

উদ্বৃত্ত টাকার জায়

(ক) সাধারণ তহবিল ২৮৮৶৩

কোষাধ্যক্ষের

হস্তে মজুত ৯৫৲

ডাকঘরে ১৮৫৲

হস্তে নগদ মজুত ৬।৩

হস্তে ডাক টিকিট মজুত ১৸৶

২৮৮৶৩

(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার ২১৮৮৪৷৵৮

কোম্পানীর কাগজ ১৩০০০৲

পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৫০০০৲

ওয়ার লোন ১০০০৲

ওয়ার বণ্ড ৫০০৲

ডাকঘরে ২৩৮৪৷৵৮

২১৮৮৪৷৵৮

২২১৭২৸৶২

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।

২৭।১।২৩

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বার্ষিক অধিবেশন ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কাশীরাম স্মৃতি-সমিতির কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

২।২।২৩

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।

৪।২।২৩

১৩২৫ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

	বিবরণ	হাওলাত সমেত গতবর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয় দান ও পুস্তকবিক্রয়	সুদ আদায়	হাওলাত আদায়	মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায় কোং কাগজ	ডাকঘরে মজুত	কোষাধ্যক্ষের হস্তে মজুত	সাধারণ তহবিল হাঃ
১	সাধারণ স্থায়ী তহবিল	১০৩৩৫।৶৯	•	•	•	১০৫৩৫।৶৯	•	১০৫৩৫।৶৯	৬৫০০৲	৬০১৸৫	•	৩৪৩৩।৶৪
২	গ্রন্থপ্রকাশ লালগোলা স্থায়ীতহবিল	১৩৭৫২৶৬	৩০১।০	৪৫৫৲	•	১৪৫০৮।৶৬	৪২০।৯	১৪০৮৭৸৵৯	১৩০০০৲	•	•	১০৮৭৸৵৯
৩	রজনীকান্ত-স্মৃতি তহবিল	৩০৲	•	৸৵০	•	৩০৸৵০	•	৩০৸৵০	•	৩০৸৵০	•	•
৪	হেমচন্দ্র-স্মৃতি তহবিল	৫০২৫৩	২।০	১৫৲	৩২।৵০	৫৫২৶৩	৩০৲	৫২২৶৩	•	৫২২৶৩	•	•
৫	কাশীরাম স্মৃতি-তহবিল	২৪২।৵০	•	৭।০	•	২৪৯৸৵০	•	২৫৯৸৵০	•	২৪৯৸৵০	•	•
৬	গ্রন্থপ্রকাশার্থ বিনয় বাবুর দান	২১২০৲	•	৬০৲	•	২১৮০৲	•	২১৮০৲	•	৯৮০৲	•	১২০০৲
		২৭১৮২।৬	৩০৩৸০	৫৩৮৵০	৩২।৵০	২৮০৫৬৸৬	৪৫০।৯	২৭৬০৬৶৯	১৯৫০০৲	২৩৮৪।৶৮	•	৫৭২১।/১

মন্তব্য—২য় দফায় যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, তাহা প্রকৃত হাওলাত নহে; হিসাব মিটান সাপেক্ষে হাওলাত দেখান হইয়াছে। ৬ষ্ঠ দফায় যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, তাহা ১৩২৬ সালের ৬ই শ্রাবণ শোধ হইয়াছে।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
কার্য্য-নির্ব্বাহক ও বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কোষাধ্যক্ষ— কাশীরাম স্মৃতি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
৪।২।২৬

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।
২৭।১।২৬

১৩২৫ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

১।	সম্পাদক রঙ্গপুর শাখাপরিষৎ	৪৭/৩
২।	ময়মনসিংহ কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ	২১।৵৬
৩।	সাহিত্য সংরক্ষণ সমিতি	১৪৫৲
৪।	পুরস্কার ও পদক	১৪২৲
৫।	অন্যান্য খুচরা	৬৮৸৵৬
৬।	সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা তহবিল	৫৲
৭।	বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা	১৭/০
৮।	কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা	১৮৵০
৯।	বর্দ্ধমান ৮ম সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ বিক্রয়	৮৲
১০।	রঘুনাথ পিয়ন	১০৲
১১।	শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায়	৬৲
১২।	বিদ্যাপতি পুস্তক বিক্রয়	২৯০৸০
১৩।	গৌরপদতরঙ্গিণী „	২৷০
১৪।	নব্যরসায়নী বিদ্যা „	৷৵০
১৫।	ব্যোমকেশ পারিবারিক-সাহায্য-ভাণ্ডারের পুস্তক বিক্রয়	৵০
১৬।	৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ দান	৬০৲
১৭।	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যার্থ দান	৬৲
১৮।	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের পুস্তক বিক্রয়	৷০
১৯।	চাঁদাবাবদ	৩৷০
		৮৪৫।/৩

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।
২৭।১।২৬

১৩২৫ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

সাধারণ তহবিল

১।	সম্পাদক নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি	১০৲
২।	„ রমেশ-ভবন	১০৭/৯
৩।	ম্যানেজার উইলকিন্স প্রেস	২৭৵০
৪।	শ্রীযুক্ত এস্, কে, লাহিড়ী	৫৲
৫।	শ্রীরামকুমার দত্ত	১৯৭৸১
৬।	সম্পাদক ৭ম সাহিত্য-সম্মিলন	৯০৲
৭।	„ রামেন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা	১৪৮৸০
৮।	„ কাশীরাম স্মৃতি	১৮।৵৩
৯।	শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১০৲
১০।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
১১।	সম্পাদক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা তহবিল	৬৵০
১২।	শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মিত্র	১০৲
১৩।	„ ম্যানেজার কটন প্রেস	৪৯১৷০
১৪।	„ অমৃতগোপাল বসু	৸০
১৫।	„ মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	২৲
১৬।	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৸৬
		১২৩৩/৯

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
২৭।১।২৬

১৩২৬ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়—

১।	চাঁদা	১০,০০০৲
২।	প্রবেশিকা	১০০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫৫০৲
৪।	পত্রিকাবিক্রয়	১৩৭৮৷০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৭৫৲
৬।	সুদ আদায়	৮২০৲
৭।	এককালীন দান	৫০৫০৲
৮।	পুরস্কার	১১৫৲
৯।	স্মৃতিরক্ষার আয়	২০০০৲
১০।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০৲
১১।	বিবিধ আয়	২৪৫৲
১২।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১০৩৶৬
		২০৪৭৬৸৶৬

ব্যয়—

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৪০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	২০০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৪১৬৲
৪।	পুথিশালা	৮৭০৲
৫।	বিবিধ মুদ্রণ	৩৫০৲
৬।	চিত্রশালা	৩২০৲
৭।	ডাকমাশুল	১২০০৲
৮।	মেরামত	৭৫০৲
৯।	কমিশন	১০০৲
১০।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	২৬২৲
১১।	ইলেক্‌ট্রিক আলোক ও পাখার বিল	২২৫৲
১২।	ভৃত্যদিগের ঘর ও পায়খানা প্রস্তুত	৬০০৲
১৩।	ভৃত্যদিগের ঘর ভাড়া	৬০৲
১৪।	„ পোষাক	১০০৲
১৫।	দপ্তরসরঞ্জামী	১৫০৲
১৬।	আসবাব	১২৫৲
১৭।	বেতন	৩০৮০৲
১৮।	গাড়ীভাড়া	১২৫৲
১৯।	সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়	৬০৲
২০।	ছাত্রসভ্যের পুরস্কার	৮০৲
২১।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২০০০৲
২২।	পদক ও পুরস্কার	১১৫৲
২৩।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	২৫৲
২৪।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৫০৲
২৫।	অভ্যর্থনার ব্যয়	৫০৲
২৬।	স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	৫০০৲
২৭।	বিবিধ ব্যয়	১২৫৲
২৮।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে	৯৭৸০
		১৭৩১৫৸০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বার্ষিক অধিবেশনের ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।

শ্রীচুণীলাল বসু

শ্রীবিনোদবিহারী বসু

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পারিবারিক সাহায্যভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

(১৩২৫ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত)

আয়—

গত বর্ষের জের	৭৭।০
বর্ত্তমান বর্ষের আদায়	১১৩৲
	১৯০।০

কৈফিয়ৎ—

আয়	১৯০।০
ব্যয়	১৭৮॥৶০
উদ্বৃত্ত	১১॥৶০

জায়—

ধনাধ্যক্ষের নিকট মজুত	॥৴০
সহকারী সম্পাদকের নিকট মজুত	১১৴০
মোট —	১১॥৶০

মং এগার টাকা দশ আনা মাত্র।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।
২।২।১৩২৬

ব্যয়—

সন ১৩২৫ সালে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবুর পরিবারবর্গকে সাহায্য দান— ১৭৬৲

বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত মাসিক ৩৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্যদান	১০৫৲
৺পূজার সময় এককালীন দান	২৩৲
অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ১৬৲ হিঃ সাহায্য দান	৪৮৲
	১৭৬৲

১৩২৫সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত টাকা আদায়ের জন্য ট্রাম ভাড়া	২॥৶০
	১৭৮॥৶০

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, হিসাব-পরীক্ষক।
১১।২।২৬

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি—ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডারের অধিবেশন ও সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি। ১৬।২।২৬

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পারিবারিক সাহায্যভাণ্ডারে চাঁদাদাতৃগণের তালিকা

(১৩২৫ সালে প্রাপ্ত)

মাসিক সাহায্য—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৩২৩ অগ্রহায়ণ নাগাদ চৈত্র)	৫০৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (কার্ত্তিক নাগাদ চৈত্র)	৬৲
	৫৬৲

এককালীন দান—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ	২৲
কোন বন্ধু (হেমবাবুর মারফত প্রাপ্ত)	২৫৲
শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত	৫৲
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার	৫৲
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
" শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৲
" মহেন্দ্রনাথ আঢ্য	১৲
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৲
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৲
" প্রকাশচন্দ্র সরকার	৫৲
	১১৩৲

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক। ২।২।১৩২৬

পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণকল্পে প্রাপ্ত সাহায্য।

১।	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲
২।	" ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	১৲
৩।	" রায়বাহাদুর চুণীলাল বসু	১৲
৪।	" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	১৲
৫।	" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৲
৬।	" স্যর জগদীশচন্দ্র বসু	১৲
৭।	মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১৲
৮।	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১৲
৯।	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৲
১০।	" মৃণালকান্তি ঘোষ	১৲
১১।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৲
১২।	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	১৲
১৩।	" খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৲
১৪।	" রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু	১৲
১৫।	" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১৲
১৬।	" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
১৭।	স্যর আশুতোষ চৌধুরী	১৲
১৮।	" ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী	১৲
১৯।	" রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	১৲
২০।	" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	১৲
২১।	" রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	১৲
২২।	" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৲
		২৩৲

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
১৭।২।২৬

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-কল্পে প্রাপ্ত সাহায্যের তালিকা

মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর	১০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর	১০০৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫০৲
মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী	৫০৲
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫০৲
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫০৲
মাননীয় মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	২৫৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৫৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু	২৫৲
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস)	২৫৲
" ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ	২৫৲
" " সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	১৬৲
" অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫৲
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১১৲
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০৲
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	১০৲
" স্যর জগদীশচন্দ্র বসু	১০৲
" চুণীলাল মণ্ডল	১০৲
" পূর্ণচন্দ্র বারিক	১০৲

শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ	১০৲
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ	৫৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	৫৲
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲
„ সত্যানন্দ গোস্বামী	৫৲
„ দীননাথ মজুমদার	৫৲
„ রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর	৫৲
„ সিদ্ধেশ্বর গড়াই	৫৲
„ রায় কিরণচন্দ্র দত্ত	৫৲
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲
„ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২৲
„ চিন্তাহরণ সিংহ	২৲
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২৲
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	২৲
„ সুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৲
„ গিরিজাভূষণ মিত্র	১৲
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১৲
	৬৮৩৲

স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে প্রাপ্ত দান

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত "লক্ষ্মীনিবাস"	১০৲
শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু	৫৲
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫৲
রায় বাহাদুর „ চুণীলাল বসু	৫৲
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৲
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৲
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৲
মহামহোপাধ্যায় „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২৲
ডাক্তার „ বনওয়ারীলাল চৌধুরী	২৲
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	২৲
রায় বাহাদুর „ বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	২৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	২৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৲
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	২৲
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৲
ডাক্তার „ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২৲
„ অমৃতলাল দত্ত	১৲
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	১৲
„ দেবনারায়ণ ঘোষ	১৲
	৬০৲

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
১৭।২।২৭

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে মন্তব্য

১৩২৫ সালের চৈত্রশেষে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অনাদায়ী চাঁদা সমেত মোট ৫২৫৫৭৸৶০ টাকা চাঁদা প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে ৪।১১।২৫ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে ৭৪৭ জন সদস্যের অনাদায়ী চাঁদা বাবদ ২২১৯৬।০ টাকা সদস্যগণের চাঁদার হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৩২৫ সালের চৈত্র-শেষে মোট ৩০৩৬১॥৶০ টাকা চাঁদা জমা ছিল। কেবল ১৩২৫ সনের সদস্যগণের ১৯৬৯৪৲ টাকা চাঁদা প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে ৭৪৭ জন সদস্যের অনাদায়ী প্রায় ৫০০১৲ টাকা বাদ দিলে ১৪৬৯৪৲ টাকা আদায়যোগ্য ছিল। তন্মধ্যে মাত্র ১০০০৩৲ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। সমস্ত বাকী চাঁদার তুলনায় শতকরা প্রায় ২০৲ কুড়ি টাকা এবং ১৩২৫ সালের প্রাপ্য চাঁদার তুলনায় শতকরা ৬৮৲ টাকা আদায় হইয়াছে। আদায়ের পরিমাণ যাহাতে আরও বেশী হয়, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

১৩২৫ সালে পরিষদের মোট আয় ১৭৯২৩৸৬ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৮০৪৬৵৩ টাকা। এ বৎসরও আয় অপেক্ষা ব্যয় ১২২৶০ টাকা অধিক হইয়াছে এবং গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ধরিয়া ১৩২৫ সালের চৈত্রশেষে মাত্র ১০৩৶৬ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি হয়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। পরিষদের সদস্যগণের দেয় বাকী চাঁদার অর্দ্ধাংশ এবং বাৎসরিক দেয় চাঁদা নিয়মিত আদায় হইলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আপনা হইতে বাড়িয়া যায়। তজ্জন্য অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। ইতি

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
১৪।২।১৩২৬

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত

১৪ই ভাদ্র ১৩২৬, ৩১শে আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি—(সভাপতি)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীফণীন্দ্রকুমার সান্যাল, শ্রীশোভাময় ঘোষ, শ্রীজানকীনাথ বসু, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু, শ্রীমন্মথনাথ দত্ত, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীনলিনীমোহন রায়, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর পরিষদের একজন প্রাচীন সদস্য ছিলেন। পূর্ব্বে পরিষদের অধিবেশনে প্রায়ই আসিতেন ও যখনই প্রয়োজন হইত, তখনই নানা প্রকারে পরিষৎকে সাহায্য করিতেন। তিনি একজন বিশেষজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তিনি ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন এবং সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এই জন্য তাঁহার যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিপত্তিও ছিল। তিনি একজন বিশেষ গুণী ও কৃতী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গবর্ণমেন্টের উচ্চ পদে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। অবসরকালে তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় লিপ্ত থাকিতেন। তিনি একজন বিজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকার অনেক ভাল ভাল সমালোচনা তাঁহার লেখনী-প্রসূত। পরিষদের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। পরিষৎ এই বন্ধুর বিয়োগে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

১। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃদ্, বিখ্যাত সাহিত্য-সেবক এবং কলাশাস্ত্র-বিশারদ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া অদ্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

২। "তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ এই পরিষৎ মন্দিরে একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবক মহাশয় বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু প্রথম হইতেই পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং সকল বিষয়েই ইঁহার সুহৃদের কাজ করিয়াছেন। তিনি একাধারে বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। তিনি একজন কলাশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীত-রচনায়, সঙ্গীতে স্বরলিপি যোজনায়, সঙ্গীত-শিক্ষা প্রদানে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সুগায়ক ও সুবাদক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি উদার ছিল। তিনি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। এই জন্য তাঁহার সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। পরিষৎ নানা বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি মিরার পত্রে অনেক নাটকের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন।

বক্তা জানাইলেন যে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় তাঁহার পিতার একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবদ্বয় সমর্থনকালে বলিলেন যে, স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ বাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার রচিত 'মান' নামক নাটকখানি কতকগুলি সুন্দর কীর্ত্তনাঙ্গ গানের সমষ্টি—তিনি এই 'মান' কৃষ্ণলীলার মানভঞ্জন সূত্রে গাঁথিয়াছিলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে এই নাটক অভিনীত হইলে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ তৃপ্তি-লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব দুইটি অনুমোদন-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু নাটকের সুনিপুণ সমালোচক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরারে তাঁহার সেই সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইত। তাঁহার ন্যায় সুনিপুণ ভাবে, অল্প কথায় ও বিশিষ্টভাবে সমালোচনা করিতে খুব কম লোককেই দেখা যায়। কোন একখানি প্রহসনের সমালোচনায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"There is something new in this book and there is something good in this book, but the goods are not new and the news are not good."

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবদ্বয় অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহার সখা ও সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময় অনেক সভা-সমিতিতে আমোদ উৎসবে একত্রে যোগদান করিয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার বহু

যোগ্যতা ও প্রতিভার দাবী খুব কম লোকই করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঙ্গীত-শিক্ষা ও তাহার সাধনার দ্বারা উৎকর্ষ লাভের কারণ তাঁহার অভিমানশূন্যতা। বেশী বিদ্যা শিখিলে অভিমান-শূন্যতা আপনিই আসে। ৺বৈকুণ্ঠ বাবু অভিমানশূন্য ছিলেন। তিনি সুন্দর বাজাইতে পারিতেন এবং সর্ব্বদা গায়ককে সামলাইয়া লইয়া বাজাইতেন; নিজের দক্ষতা প্রদর্শনে ব্যস্ত হইতেন না। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ অমায়িকতা ছিল ও তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন। কাহাকেও মনঃপীড়ার আভাসমাত্র দেন নাই। তিনি সমস্ত সৎকার্য্যের সহায় ছিলেন ও কলিকাতার সমস্ত সৎকার্য্যে যোগদান ও উৎসাহ দান করিতেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলে পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

১৪ই ভাদ্র ১৩২৬, ৩১শে আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০ টা

উপস্থিতি—

(পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক "সধবার একাদশী সম্বন্ধে আলোচনা" এবং (খ) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়-লিখিত "দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় বিলাত গমন করায় তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) নগেন্দ্রনাথ মিত্র (হাওড়া), (খ) শৈবেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর), (গ) ব্রহ্মপদ সিংহ (মুর্শিদাবাদ), (ঘ) মণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র (কান্দী) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৩। নিম্নোক্ত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, "সধবার একাদশী" গ্রন্থ সম্বন্ধে পুলিশ বিভাগ কর্ত্তৃক একটি কঠিন নিয়ম জারি হইয়াছে। তিনি এই নিয়ম জারির কারণ অবগত নহেন। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিস্তারিত ভাবে তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সধবার একাদশী সম্বন্ধে এক আলোচনা পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, সধবার একাদশী গ্রন্থ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিষেধের প্রতিবাদ কর্ত্তব্য কি না, তাহার আলোচনার সময় এখন নহে। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধে যে নাটকীয় প্রতিভার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রতিষেধে নির্ব্বাপিত হয় না। যে নাটকের প্রতিষেধ হইয়াছে, তাহাতে রুচিবিকার দেখা যায় না। Drydenএর কবিতায়, এমন কি, Bibleএ অনেক রুচিবিকার দেখা যায়—কিন্তু তাহাদের প্রতিষেধ হয় নাই। কারণ, সেগুলি Classic। প্রবন্ধকার যে ভাবে নিমচাঁদের চরিত্র ফুটাইয়াছেন, যে ভাবে দীনবন্ধুর স্বভাব ও চরিত্র বিকাশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই আনন্দপ্রদ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু, প্রবন্ধে মধুসূদনের সহিত নিমচাঁদের তুলনার অংশ উঠাইয়া দিবার জন্য প্রবন্ধ-লেখককে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন। কেন না, তিনি মধুসূদনের নিকট আত্মীয়।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্ মহাশয় বলেন যে, তিনি প্রবন্ধ না পড়িয়া (যেহেতু তিনি প্রবন্ধ-পাঠের পর সভায় উপস্থিত হইয়াছেন) তাহার সমালোচনার পথপ্রদর্শক হইতে ইচ্ছা করেন না; তবে সধবার একাদশী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন। এই গ্রন্থকে Classic বলিলে চলে। রুচি, কালে কালে পরিবর্ত্তিত হয়। সেক্সপিয়রে অনেক অশ্লীল কথা আছে—বিদ্যালয়ে যখন সেক্সপিয়র পড়ান হয়, তখন তাহার অশ্লীল অংশ বাদ দিয়া পড়ান হয়। সে সময় স্ত্রীলোকেরা যে ভাষায় কথা কহিত, এখন পুরুষেরা ইয়ারকির মহলেও সে ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। গেটের নাটক না পড়িলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—কিন্তু তাঁহার নাটকের এক অংশে সংস্কৃত আলঙ্কারিক মতে "জুগুপ্সা" হিসাবে অশ্লীলতা আছে। কিন্তু ইহা বাদ দেওয়া হয় নাই। কারণ, উহা Classic। ইংরাজিতে এমন নাটক চলিত আছে যে, পাঠক যদি নিজেকে বর্ম্মে আবৃত

রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে বাস্তবিকই তাঁহার নৈতিক অবনতি হয়। একখানি ইংরাজি নাটকে আছে যে, কাহারও স্ত্রী অসতী হইলে তাঁহার দুইটি শিং বাহির হয়।

বক্তা আরও বলিলেন,—যে গ্রন্থ ৫০ বৎসর চলিত হইয়া আসিয়াছে—যাহার সহিত দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় ক্ষমতাপন্ন মহাকবির নাম জড়িত—তাহা Classic। এত দিন পরে তাহার প্রতিষেধ হইতে পারে না। কে এত দিন পরে এই নীতির অভিভাবক হইলেন, তাহা জানিতে চাহি। আজকাল কলিকাতায় অনেক সিনেমা হাউস চলিতেছে—তাহাতে নিত্য নিত্য কত চিত্র প্রদর্শিত হয়। সেই সকল চিত্রের অনেক চিত্র দেখিলে রুচিবিকার ঘটিয়া থাকে। আমার মতে Classic কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই এবং হইতে পারে না। অথচ বর্ত্তমানে অনেক নিষেধোপযোগী নাটকের প্রচার নিষিদ্ধ হইতেছে না। সধবার একাদশী লোকের চিত্ত বিকৃত বা মলিন করে না, বরং ইহাতে moral lesson অনেক পাওয়া যায়। রাজনৈতিক হিসাবে অনেক নাটকের অভিনয় বন্ধ হইয়াছে—তাহা আমরা সহিয়াছি। কিন্তু এত দিনে সধবার একাদশী যখন প্রতিষেধ হইল, তখন এই প্রতিষেধের প্রতিবাদ সকল সাহিত্যিকেরই করা উচিত। আমার মনে হয়, সাহিত্য সম্বন্ধে—যাহাতে রাজনীতি নাই, শুধু ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতি বর্ত্তমান, সে বিষয়ে গবর্মেণ্টের নিরপেক্ষ থাকাই ভাল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত ললিত বাবু উল্লিখিত প্রবন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন যে, এইরূপ প্রতিষেধ হইলে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস নষ্ট হইবে।

তৎপরে সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, আলোচ্য প্রবন্ধের কতক আলোচনা হইয়াছে। সধবার একাদশী প্রতিষেধ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সাধারণ সভায় উপস্থিত হইলে, সে সম্বন্ধে মতামতের অবকাশ হইবে।

সভাপতি মহাশয় আরও বলিলেন যে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, কবি ও নাটককার ভিন্ন দীনবন্ধু বাবু সামাজিক চিত্রকর ছিলেন—অতি অল্প লোকেই সমাজের সকল উচ্চ-নিম্ন স্তর ঐরূপ ভাবে Study করিয়াছেন। তাঁহার এক একখানি বইএ এক একটি সামাজিক চিত্র প্রস্ফুটিত; লীলাবতীতে কৌলিন্যপ্রথার চিত্র এবং অন্যান্য পুস্তকে অন্যান্য চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার যে-কোন বই বন্ধ হইলে তৎকালীন সেই বিষয়ের সামাজিক চিত্র নষ্ট হইবে। অন্ততঃপক্ষে ইতিহাস হিসাবে এবং পূর্ব্বজ্ঞানের চিত্র হিসাবে এই সকল চিত্র রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া পুস্তকের রুচি নির্ণয় করা আবশ্যক। সামাজিক চিত্র দেখাইতে হইলে ভাল এবং মন্দ, উভয় অংশই সমান ভাবে দেখান উচিত। অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হইলে চিত্রগুলি অপরিস্ফুট হইবে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে বিলাসভাবের কথা বাদ দিলে ভারতচন্দ্রের উপর অবিচার করা হইবে। তবে পাঠ্য পুস্তক করিতে হইলে ঐ অংশ বাদ না দিলে চলিবে না। সধবার একাদশী তাহার কার্য্য করিয়াছে।

বর্ত্তমান কালে হয় ত তাহার ততটা উপযোগিতা বা প্রয়োজন নাই—কিন্তু উহা বন্ধ করিবার বা উহার অংশবিশেষ বাদ দিবার প্রয়োজন বোধ হয় না—অধিকন্তু তাহাতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে। পুস্তকের উদ্দেশ্যই পুস্তকের রুচিবিকার বিবেচনার একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ। প্যারীচরণ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, দীনবন্ধুর পুস্তক ছাপাইয়া Temperance Society অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইয়াছে। এই জন্য এই গ্রন্থ প্রতিষেধ করা সঙ্গত নহে ও তাহায়ও তাহাতে অধিকার নাই। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু মধুসূদন সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর সহিত একমত নহেন। দীনবন্ধু বাবুর নিজের মত লিখিয়া প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত ললিতবাবু ভালই করিয়াছেন। তৎপরে তিনি প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হইল।

৫। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বিলাত গমন করায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয়কে বর্ত্তমান বর্ষের গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল।

৬। (ক) নগেন্দ্রনাথ মিত্র (হাওড়া), (খ) শৈবেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর), (গ) মণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র (কান্দী) ও (ঘ) ব্রহ্মপদ সিংহ (মুরশিদাবাদ)—এই চারিজন সদস্যের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করা হইল এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পাল	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেওড়াফুলি হাট, বটতলা, হুগলী।
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	ঐ	২। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ২০ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪ হ্যারিসন রোড।
শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী	ঐ	৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি এ, দত্ত হাই স্কুলের শিক্ষক, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৫। শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য ২২।২ হরচোলের লেন।
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র	ঐ	৬। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বর্ম্মন্ ৮৩ লোয়ার চিৎপুর রোড।
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ৯।২ রামচন্দ্র মিত্র লেন।
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	৮। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু বি এ ঢাকা।
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীযুক্তখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু ১৬৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১০। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ডি, এন্, গুপ্ত	১। বৈশ্যবর্ণ-বিনির্ণয়
	২। মনুস্মৃতি
রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর	৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৯ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ
শ্রীযুক্ত দামোদরদাস বর্ম্মন্	৪। শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
„ মোহিনীমোহন বসু	৫। জীবের শিবত্ব-লাভের উপায়
„ প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	৬। শ্রীদক্ষিণেশ্বর
„ অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭। মোহন মাধুরী
„ রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৮। আলোচনা (১ম ২য় খণ্ড)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কালীকমল দত্ত	৯। দুর্গাবতী
	১০। ক্ষেত্রপাল
	১১। হেমপ্রভা
" ভুবনমোহন বসাক	১২। ঢাকা জন্মাষ্টমী মিছিলের ইতিহাস
" নলিনীকান্ত সরকার	১৩। কাঞ্চনতলার বাণী
Superintendent, Government Printing, India.	14. Calcutta University Commission Reports Vol, I. Vol II, III, IV, V. (1917—19)
Registrar, Calcutta University.	15. Carmichael Lectures, 1918, by Dr. D. R. Bhandarkar
Registrar, General Dept. Writers' Buildings	16. A Report on the Administration of Bengal, 1917—18.
Secy. Smithsonian Institution	17. Ketenai Tabs by Franz Boas.
Supdt. Govt. Printing, India	18. Patent Office Journal, April to June 1919. Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1910.

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত

২১শে ভাদ্র ১৩২৬, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল—(সভাপতি)

শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ, শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, কবিরাজ শ্রীবঙ্কুবিহারী রায়, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত, শ্রীললিতমোহন পাল, এম্, ঘোষ, শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার, শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীকালীকুমার বসু,

শ্রীঅনন্তভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দাস, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরাসকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ—সম্পাদক।

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, }
„ কিরণচন্দ্র দত্ত } —সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—মনোরঞ্জন বাবু, যাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছে, তিনি বঙ্গদেশের শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। তিনি একাধারে সুলেখক, বাগ্মী, স্বদেশপ্রেমিক ও ভগবদ্‌ভক্ত। সকল বিষয়েই তিনি আদর্শ ছিলেন এবং তাঁহার একটি বিশিষ্টতা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশমাতৃকার প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম যাহা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। এই বিষয়ে তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং অনেক নির্য্যাতনও ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতির সম্মান করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সম্মান করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিলেন ও ধন্য হইলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মনোরঞ্জন বাবু সপরিবারে সরলতা, আত্মনির্ভরতা ও plain living এর আদর্শ ছিলেন—সংসারে সেরূপ আদর্শ বিরল। এক কথায় তিনি সকল বিষয়েই একটি খাঁটি লোক ছিলেন। ইনি একজন প্রকৃত বাঙ্গালী, মেধাবী, ইংরাজীতে যাহাকে Sincere man বলে, সেইরূপ একজন লোক—নিজের বিশ্বাসে আজীবন অটল বিশ্বাসী, অনেক বিষয়ে অসাধারণ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কর্ত্তব্য-বোধে তিনি "নবশক্তি" সংবাদ-পত্রের প্রকাশের জন্য কন্যার বিবাহের দিনেও উদাসীন ছিলেন। দুঃখে কষ্টে পড়িয়াও অবিচলিত চিত্তে আত্মনিয়োগ করিতেন। দেশের প্রতি ও ধর্ম্মের প্রতি অসাধারণ ও অবিচলিত শ্রদ্ধা তাঁহার ছিল। ব্রাহ্ম প্রচারক অবস্থায় বেতন অস্বীকার করিয়া আপনার স্বাধীন ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমণপ্রিয়, অতিথি-সৎকারে মুক্তহস্ত ও শ্রদ্ধাবান্ এবং বন্ধু-প্রীতিতে অসাধারণ ছিলেন। তিনি যেমন গদ্য-সাহিত্যের সুলেখক ছিলেন, সেইরূপ উচ্চ কবিত্ব-শক্তিও তাঁহার ছিল। তিনি পরম স্নেহবান্ হইয়াও শোকে অচঞ্চল ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী, বহুগুণসম্পন্না, আদর্শ-নারী মনোরমা দেবীর বিয়োগে উহা লক্ষিত হইয়াছিল। স্বনামধন্য ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, তাঁহার সরলতার জন্য মনোরঞ্জন বাবুকে বহু সমাদর

করিতেন। তিনি ভগবদ্‌ভক্ত এবং গুরুবাক্যে বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। মনোরঞ্জন বাবু যে লোকপ্রিয় ছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য।

তৎপরে নানকপন্থী সাধু শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয় বলিলেন,—প্রথম জীবনে ঢাকায় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও শ্রীগৌরাঙ্গ" নামক বক্তৃতা শ্রবণে আমার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। আমি তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি। তাঁহার কথা বলিতে হইলে অনেক বলিতে হয়। পূর্ব্ববক্তা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবু অনেক বলিয়াছেন। আমি তাঁহার সকল কথারই অনুমোদন করিতেছি। আমি বাল্যকাল হইতে বহু বহু সাধুসঙ্গ করিয়াছি। কিন্তু জোর করিয়া বলিতেছি, গৃহস্থ গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ে যে সাধুত্ব দেদীপ্যমান দেখিয়াছি, বহু সাধুতেও তাহা দেখি নাই। সম্বলহীন অবস্থায়ও অতিথি-সৎকারে অসাধারণ গৃহীর ন্যায় কর্ত্তব্য পালন করিতেন। লেখক হিসাবে তিনি যে কেবল সুগদ্য-লেখক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি সুকবিও ছিলেন। "পাহাড়ীয়া পাখী" নাম দিয়া সংবাদপত্রে উৎকৃষ্ট কবিতা-সকল প্রকাশ করিতেন।

শেষে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—বরিশালে দুই মহাত্মা—অশ্বিনীকুমার ও মনোরঞ্জন। ইঁহারাই বরিশালে সকল শুভানুষ্ঠানের অগ্রণী—সকল সেবাব্রতের অনুষ্ঠাতা। কলেরা ও বসন্ত-রোগীকে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সেবা ও স্বহস্তে মলমূত্রাদি পরিষ্কার মনোরঞ্জন বাবু করিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। গল্প করিয়া লোকজনকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। তাঁহার magnetic personality ছিল। সামান্য শিক্ষিত হইয়াও তিনি বিশেষত্বযুক্ত, গভীর জ্ঞানী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে এরূপ স্বদেশপ্রেমিক অতি কমই দেখিয়াছি। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া স্বদেশ-সেবা করিয়াছিলেন। সেটা দান নহে—আত্মবিসর্জ্জন, তাহাতে অটল এবং অচল। ধর্ম্মে অটল বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই বহু বার অবস্থার পরিবর্ত্তনেও পুনঃ পুনঃ উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করিলে, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—

"প্রসিদ্ধ বাগ্মী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক, স্বদেশপ্রেমিক ও ভগবদ্‌ভক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে স্থির হইল যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর এই বিষয়ের ভার দেওয়া হউক।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বিশেষ অধিবেশন শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২১শে ভাদ্র ১৩২৬, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯, রবিবার সন্ধ্যা ৭টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ—(সভাপতি)

(ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা"। ৫ বিবিধ।

বিশেষ অধিবেশন শেষ হইলে ঐ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে অধিক ক্ষণ থাকিতে না পারায়, তাঁহার প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাধু শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয় চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, বিগত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী এখনও প্রস্তুত হয় নাই। সে জন্য উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় বি এ ৬ জগদীশনাথ রায় লেন,— কলিকাতা।
		২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কাশীপুর গ্রাম, কুচিয়াকোণ পোঃ, বাঁকুড়া।
		৩। শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী দীঘাপতীয়া রাজবাড়ী, জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	৪। Mr. N. Raja Gopala-Krishna Roy, Editor, "Sri Krishna sookti" Kadekor Buildings, Udipi, (Madras)

৩। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহৃত ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক ও তাহাদের প্রদাতাগণের নাম পাঠ করিয়া, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রস্তাব করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকের নাম
Superintendent, Government Printing, India.	1. Report of the Chief Inspector of Mines in India, 1918.
	2. Statistics of British India. Vol III, Public Health. 1919.
Director, Geological of India.	3. Records of the Geological Survey of India, Vol I, Part 2. 1919.
রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর	4. A Few Hints on Sanitary Reconstruction.
শ্রীযুক্ত ডাঃ ললিতমোহন বসাক	5. Manure—its use and mis-use.
Secretary, Vivekananda Society.	6. Report of the Vivekananda Society.
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৬ষ্ঠ ভাগ)
" বঙ্কুবিহারী ধর	৮। মৈথিলী
	৯। অঞ্জলি
	১০। গাভী-পরিচর্য্যা
" রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	১১। পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন

৪। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌, এ মহাশয়-লিখিত "চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা" নামক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, এই শব্দসংগ্রহের তালিকা বিস্তৃত এবং উহা পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠেই ইহার আলোচনার সুবিধা। তজ্জন্য আপনাদের অনুমতি হইলে এই প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তাহাতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সদস্য জানাইলেন, প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ পঠিত হইলে ভাল হয়। তাই সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ হইতে স্থানে স্থানে শব্দতালিকা ও তদুপরি কিছু কিছু মন্তব্য পড়িয়া শুনাইলে, ঐ প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করিয়া, বহু আয়াসের এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। এইরূপ প্রবন্ধের দ্বারাই পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করে। ইহাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয়কে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ধন্যবাদ জানাইলে সভা-ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত
২রা আশ্বিন ১৩২৬, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯, শুক্রবার অপরাহ্ন ৬৷৹টা।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—(সভাপতি)

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবিজয়লাল দত্ত, শ্রীজানকীনাথ বসু, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীভূধরচন্দ্র বসু, শ্রীনলিনীমোহন রায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীমণিমোহন মিত্র।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদক।
" হেমচন্দ্র ঘোষ }

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ, বাহাদুরের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ আমরা এখানে যে জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী অকালে কালকবলিত হইয়াছেন। তিনি কলেজের সর্ব্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। তিনি বিশেষ ভাবে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যেরও তিনি অনেক সেবা করিয়াছেন। তাঁহার কথা বলিতে আমার কষ্ট হইতেছে। তাঁহার সহিত আমি এক সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছি—তিনি আমা অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের 'জুনিয়ার' ছিলেন। গবর্ণমেন্টের ট্রান্স্লেষণ বিভাগে আমিই তাঁহাকে চাকরি করিয়া দিই। তিনি অতিশয় সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পড়াশুনা যথেষ্ট ছিল এবং অনেক পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল—ন্যায় পড়িতে, বিচার করিতে তাঁহার ভারি উৎসাহ ছিল;—এই জন্য তিনি পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নিকট ন্যায় পড়েন। কয়েক মাস হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা আজ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছি।

এই সময় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনালোচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমার নিজের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সরোজরঞ্জন বাবুর প্রবন্ধ হইতে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অনেক

কথা জানিতে পারিলাম। সাহিত্য-পরিষৎকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি, বিধাতা তাঁহার অমর আত্মাকে শান্তি দান করুন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন,—তাঁহার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ বেশী দিনের নহে। অনুবাদকের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার নিকট এক মাস কাজ শিক্ষা করি। সেই সময় তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সরোজ বাবু বলেন, তাঁহার জীবন ব্যর্থ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবনের দিক্ দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাঁহার জীবন সার্থকই ছিল। গবর্ণমেণ্ট যে যে বিষয়ে তাঁহার মত চাহিতেন, তাহাতে তিনি কখন নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি আপনার ঢাক আপনি বা অন্য দ্বারা বাজাইতেন না।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—আজ আমরা যাহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য সমবেত হইয়াছি, তাঁহাকে আপনারা সকলেই জানেন। বহু দিন পূর্ব্বে হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা আমি কি বলিব। তিনি সংস্কৃত এবং অন্যান্য বিষয়ে (পাশ্চাত্য দর্শনে) পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি এক সময়ে ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং আমরা তাঁহার অনুসরণ করিয়া কাজ করিয়াছি। পরে ঘটনাসূত্রে তাঁহার সহিত আমাদের বিচ্ছেদ হইলেও পরিষদের প্রতি তিনি কখন স্নেহহীন হন নাই। সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-সভাও যেরূপ দুঃখিত, আমরাও তাহা অপেক্ষা কম দুঃখিত নহি। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত ১ম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও আজীবন হিতৈষী, সাহিত্য-সভার স্তম্ভ ও প্রাণস্বরূপ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার সেবক, সচ্চরিত্র, মেধাবী, বহু শাস্ত্রে ও ভাষায় সুপণ্ডিত, রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত শোকে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতেছেন।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের সহিত বহু ভাবে বিজড়িত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা পরিষদের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। এ জন্য আমি প্রস্তাব করি, রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের এক-খানি চিত্র পরিষৎ মন্দিরে যাহাতে রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

অতঃপর সভায় গৃহীত শোক-প্রস্তাবের একখানি প্রতিলিপি পরলোকগত শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহাও গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত

৪ঠা আশ্বিন ১৩২৬, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—(সভাপতি)

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি, রায় শ্রীরাধাচরণ পাল বাহাদুর, রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, শ্রীসত্যচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ, শ্রীগৌরহরি সেন, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীগোকুলচাঁদ বড়াল, ডাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ শীল এল্ এম্ এস্, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম এ, বি এল্, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু বি এল্, শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র লাহা, শ্রীকৃষ্ণদাস দে, শ্রীউদ্ধবচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযদুনাথ দত্ত, শ্রীমুকুন্দলাল সরকার, শ্রীনৃসিংহপদ দত্ত, শ্রীসাক্ষীগোপাল বড়াল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ ডব্লিউ, কে, পাল, শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত, শ্রীরঘুনাথ শীল, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু বি এ, মহারাজ শ্রীউরুবিক্রম সিংহ জঙ্গ বাহাদুর, শ্রীসরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন বসু, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীপ্রিয়নাথ ধর, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীললিতমোহন পাল, ডাঃ শ্রীবিনোদবিহারী দে, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীরসময় লাহা, শ্রীগিরিশচন্দ্র লাহা, শ্রীহরিসাধন দে, শ্রীঅনাথবন্ধু দে, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন, শ্রীভবানন্দ বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীকণাদকুমার বসু, শ্রীগিরিজাশঙ্কর দত্ত, শ্রীধর্ম্মলাল দাস, শ্রীসিদ্ধেশ্বর দত্ত, শ্রীশম্ভুনাথ বসু, শ্রীনেপালচন্দ্র ধর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ

লাহা, শ্রীরামলাল সেন, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীঅমরকুমার মৈত্র, মিঃ বি, বি, বেরা, মিঃ এ, এম্, বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ আঢ্য, শ্রীমণিলাল মল্লিক, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, শ্রীকানু বিশ্বাস, শ্রীহরিদাস মজুমদার বি এল্, শ্রীভূধর হালদার, শ্রীপরেশচন্দ্র বসু, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ }
 „ কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ আমরা কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বেঙ্গল লাইব্রেরীতে ছিলাম, তখন আমার নিকট একজন ক্ষীণকায় লোক গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে কয়েকটি কবিতা দেখান। তখনই তাঁহারা সহিত পরিচয়ে আমি বুঝি, কালে তিনি একজন বিখ্যাত কবি হইবেন। ইনিই সেই অক্ষয়কুমার বড়াল। তাঁহার "এষা" কাব্য অতি চমৎকার। আপনাদের মধ্যে কেহ যদি ঐ বইখানি না পড়িয়া থাকেন ত পড়িয়া দেখিবেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলা দেশের ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। অমরা আজ তাঁহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়কে আহ্বান করিলে, তিনি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের বিরচিত "অক্ষয়লোকে অক্ষয়কুমার" নামক একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল কেবল আমাদের বন্ধু ছিলেন না—তাঁহাকে আমরা অগ্রজের মত শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি যদি একটিমাত্র কবিতাও না লিখিতেন, তথাপি ৩০ বৎসরকাল আমরা তাঁহার হৃদয়ের যে পরিচয় পাইয়াছি-লাম, তাহাতে তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করিতাম। তিনি হৃদয়ে এবং কবিতায় কবি ছিলেন। গীতি-কবিতায় তিনি অল্প বয়সেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন অক্ষয়কুমারের ভাব অনেকটা সার্ব্বভৌমিক ছিল এবং এই ভাব তাঁহার কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য ও তাঁহার বন্ধুজনের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। (এই বলিয়া বক্তা শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করেন। কবিবরের একখানি চিত্র লাহা মহাশয় স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিবেন বলিয়া এই পত্রে তিনি জানাইয়াছেন। এই সংবাদে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।)

এই সময়, কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ মহাশয়, স্বর্গীয় কবিবরের জীবনী ও কাব্যসমূহের সমালোচনাপূর্ণ স্বরচিত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির প্রায় অর্দ্ধেক ভাগ পাঠ করিয়া, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে অবশিষ্টাংশ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি অবশিষ্ট অংশ পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, অক্ষয় বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এবং শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় অক্ষয়বাবুর জীবন-কথায় পরিপূর্ণ একটি দীর্ঘ আলোচনা পাঠ করিলেন।

এই সময় সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আজকার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এ জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, অক্ষয় বাবুর সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষিত হইবে।

এই সময় সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"বাঙ্গালা গীতি-কবিতাকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক, অসাধারণ প্রতিভাশালী, মর্ম্মস্পর্শী কবি, বাঙ্গালা কাব্য-কাননের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুসুমস্বরূপ "এষা" নামক উৎকৃষ্ট কাব্য-রচয়িতা, কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতেছেন। আর কবিবরের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করিতেছেন।"

উপস্থিত সভ্যগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, "এষা" কাব্য সমালোচনা মূলক প্রবন্ধের জন্য তিনি একটি রৌপ্যপদক দিবেন। শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল মহাশয় জানাইলেন যে, কবিবরের স্মৃতি ভাণ্ডারে তিনি ২০০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া দিবেন এবং ওয়েলিংটন ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল মহাশয় এক বৎসরের জন্য একটি রৌপ্য পদক দিবেন। সভাস্থ সকলে আনন্দের সহিত এই সকল সংবাদ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়,—সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল মহোদয়গণকে ধন্যবাদ জানাইলে, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত　　　　শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

ভ্রম-সংশোধন—২৬শ, ২য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকার কার্য্য-বিবরণী অংশে প্রস্তাবিত সদস্যের নামের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে। উক্ত স্থলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—এই সংশোধিত নাম পাঠ করিতে হইবে।　　শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।